শ্রীকেদারনাথ মজুমদার

প্রণীত

# ময়মনসিংহের ইতিহাস

# ও

# ময়মনসিংহের বিবরণ

২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

মাতৃভূমির ইতিহাস
স্বর্গগত
জনক জননীর
পুণ্যনামে
উৎসর্গীকৃত
হইল
—সেবক

ময়মনসিংহের ইতিহাস- ১০

ময়মনসিংহের বিবরণ - ১১৫

# ময়মনসিংহের ইতিহাস প্রসঙ্গে

ময়মনসিংহ জনসংখ্যা ও আকার-আয়তনে বৃহৎ জেলা শুধু নয়, অন্যতম প্রাচীন জেলাও। না এখানেই ময়মনসিংহের পরিচয় সীমাবদ্ধ নয়। বঙ্গ-জনপদের ইতিহাসে নানা বাঁকের পটভূমিতে এই জেলার রয়েছে বিশেষ অবস্থান। সাহিত্য-সংস্কৃতির অতিব গৌরবোজ্জ্বল এক বিরল ঐতিহ্যের অধিকারী ময়মনসিংহ। প্রাকৃতিক লীলাবৈচিত্র ও শস্য-সম্পদের প্রাচুর্যেও সমৃদ্ধ এই জেলা। সব মিলিয়ে আজকের বৃহত্তর ময়মনসিংহ ইতিহাসে-ঐতিহ্যে বর্ণাঢ্য এক জনপদ।

ময়মনসিংহ জেলার ইতিহাস বা ইতিহাসের যে কোন বিবরণ এ কারণেই যেমন কৌতূহলোদ্দীপক ও আকর্ষণীয় তেমনি, এই জনপদের অতীত সন্ধানেও অবশ্যপাঠ্য। ময়মনসিংহের ইতিহাস গোটা বাংলার ইতিহাস নয়, কিন্তু গোটা বাংলার ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়েই ময়মনসিংহের রয়েছে নিবিড় সম্পৃক্ততা। রাজনৈতিক ইতিহাসের উর্ধেও সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র জন্য এ জেলার অবদান শুধু দেশে নয়, আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও অবিস্মরণীয়। বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' এক সমৃদ্ধ অধ্যায় হিসেবে গণ্য হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে, সন্দেহ নেই। ব্যাপক আকারে পলিমাটি বয়ে আনা ব্রক্ষ্মপুত্র বিধৌত ময়মনসিংহের মাটি, জলবায়ূ- প্রকৃতি সাহিত্য-সংস্কৃতি লালন ও বিকাশে সেকালে যেমন, তেমনি আজকের দিনেও বড় ভূমিকা পালন করছে।

ময়মনসিংহের ইতিহাস রচনার ইতিহাসটি খুব যে ব্যাপ্ত বা সমৃদ্ধ তা বলা যাবে না। এর মধ্যে গৌরব করার মত একটি কাজ হয়েছে আজ থেকে শতবর্ষ আগে। এ বিষয়ে বলতে হয়, এটাই প্রথম কাজ। ইতিহাস সচেতন, দূরদর্শী মনীষী পুরুষ শ্রীকেদারনাথ মজুমদার সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন ময়মনসিংহ জেলার অতীতকে লিপিবদ্ধ করে রাখার যুগপৎ মেধা ও শ্রমসাধ্য কর্মে। এক শতাব্দীকাল আগে ইতিহাস রচনার কাজটি সহজ ছিল না মোটেও। নানা জায়গায় তাঁকে হাতড়াতে হয়েছে বিস্তর সময় ব্যয় করে। ঐতিহাসিকের বিচার-বিবেচনা প্রয়োগেও যথেষ্ট মেধা খরচ করতে হয়েছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যাদি দক্ষ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকোণ থেকে বিন্যস্ত করে তিনি একটি নয়, দুটি নাতিদীর্ঘ গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই দুটি গ্রন্থে তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন তখন পর্যন্ত ময়মনসিংহ সম্পর্কে সম্ভাব্য ও প্রাপ্ত সকল ঐতিহাসিক তথ্য-বিবরণাদি। ময়মনসিংহের ইতিহাস ও ময়মনসিংহের বিবরণ- এই দুটি গ্রন্থ ময়মনসিংহের ইতিহাস-প্রসঙ্গে নিঃসন্দেহে অতি মূল্যবান আকরগ্রন্থ। তাঁর রেখে যাওয়া গ্রন্থ দুটি আজকের ও অনাগতকালের ময়মনসিংহবাসীর জন্য এক পরম সম্পদ।

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার প্রামাণ্য ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে যে সব অর্কাইভ্যাল

নথি-পত্র বা দলিল-দস্তাবেজ থেকে তথ্যাদি ব্যবহার করেছেন, সেসবের অনেকই গত শতবর্ষে কাল-স্রোতে হারিয়ে গেছে, না হয় একেবারেই দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে। প্রাক-ঐতিহাসিক যুগ থেকে শুরু করে ঐ সময় পর্যন্ত ময়মনসিংহ জেলার ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক গুরুত্বপূর্ণ বিবর্তনাদি কমবেশি গ্রথিত করে শ্রীকেদারনাথ মজুমদার তাঁর ময়মনসিংহের ইতিহাস ও ময়মনসিংহের বিবরণকে সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি শুধু রাজনৈতিক ইতিহাস রচনা করেননি। তিনি এই জনপদবাসীর সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনেতিহাসও রচনা করেছেন। নগণ্য দুয়েকটি বিচ্যুতি যে নেই তা বলা না গেলেও, একথা বলতে হয়, ইতিহাস-চিন্তায় তিনি যে আধুনিক মননকে ধারন করেছেন, তা আজকের যুগেও নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

শ্রী কেদারনাথ মজুমদার বড় ডিগ্রীধারী ছিলেন না, কিন্তু স্বশিক্ষিত এবং অবশ্যই সুশিক্ষিত ছিলেন। এই দুটি অবিস্মরণীয় ইতিহাস গ্রন্থ ছাড়াও 'ঢাকার বিবরণ' ও 'ফরিদপুরের বিবরণ' নামে আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস গ্রন্থ তিনি রচনা করে গেছেন। এছাড়া বেশ কিছু চমৎকার গদ্য রচনা এবং কয়েকটি গল্প-উপন্যাসও রয়েছে তাঁর। ময়মনসিংহের সাময়িক পত্রের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য সংযোজন 'সৌরভ'সহ সাময়িক পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান যথেষ্ট। ময়মনসিংহে সাহিত্য চর্চার পরিবেশ তৈরির ক্ষেত্রে যে সাংগঠনিক অবদান তিনি রেখে গেছেন, তাও ময়মনসিংহের সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসে তাঁকে অমর করে রাখবে। শ্রীকেদারনাথ মজুমদার ১২৭৭ বঙ্গাব্দের ২৬শে জ্যৈষ্ঠ কিশোরগঞ্জের কাপাসাটিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং মারা যান ময়মন-সিংহ শহরে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ৬ জ্যৈষ্ঠ। তাঁর পেশা ছিল সরকারী চাকুরি। ময়মনসিংহ কালেক্টরিতে নকলনবিশী হিসেবে চাকুরি করেছেন তিনি।

ময়মনসিংহের ইতিহাস ও ময়মনসিংহের বিবরণ গ্রন্থ দুটি অনেক আগেই দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে। ময়মনসিংহের ইতিহাস নিয়ে যারা গবেষণামূলক কাজ করতে চান কিংবা যারা সাধারণভাবে কৌতূহলী– তাদের কারো পক্ষেই এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ দুটি সংগ্রহ করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। এমনকি, গ্রন্থাগারগুলোতেও সহজলভ্য নয়। কাজেই, ময়মন-সিংহের ইতিহাস ও ময়মনসিংহের বিবরণ পুনঃপ্রকাশিত হোক- এই তাগিদ ছিল অনেকদিনের। এই দুটি গ্রন্থ একত্রে প্রকাশের পদক্ষেপ গ্রহণ করে বর্তমান প্রকাশক এই তাগিদ মেটাতে যাচ্ছেন। এছাড়া, শতবর্ষ পরে এই পুনঃপ্রকাশ ইতিহাসের নিরিখেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করি। ময়মনসিংহের ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রে এই প্রকাশনা সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

# সূচিপত্র

উজির সরকার, বিদ্রোহীদিগের আক্রমণ, জানকু ও দোবরাজ পাথর, সেরপুর আক্রমণ, মি. গেরেট, পুলিশ সৈন্যের জয়লাভ, দোবরাজের আক্রমণ, সেরপুরে ডানবার, ইংরেজ সৈন্য, জানকুর শিবির ও শক্তি, কাপ্তেন সিলের অভিযান, কাপ্তেন সিলের ঘোষণা, বিদ্রোহীদিগের আত্মসমর্পণ, লেপ্টেনান্ট ইয়াংহাজবেন্ডের অভিযান, বিদ্রোহের অবসান; কমিটি অব ইমপ্রুভমেন্ট; ভাওয়ালে মংগল সিংহের বিদ্রোহ— মংগলসিংহ, মংগলসিংহের অত্যাচার, অত্যাচারের সহায়তা, মংগলসিংহের বিরুদ্ধে অভিযান, পুলিশ সৈন্যের পরাজয়, মংগলসিংহের অন্তর্ধান, বেতালে মংগলসিংহ, মংগলসিং বন্দী, গোলজারসিং, মংগলসিংহের বিচার, ঠগী, উলুকান্দীর দাংগা, নীলকরের অত্যাচার, অত্যাচারের নমুনা, হনুমান দস্যু, জেলা বিভাগ, শিক্ষার সূত্রপাত, সিপাহী বিদ্রোহ— ঢাকায় বিদ্রোহ, সহরের অবস্থা ও সহরবাসীর আতংক, ব্রেনেন্ড সাহেবের 'ডাইরী' ইংরেজ কর্মচারীগণের সহর ত্যাগ। (৭১-৮৮ পৃ.)

## দ্বাদশ অধ্যায়

**শিক্ষা, ধর্ম সমাজ, সাহিত্য ও রাজনীতি—** প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতি, পাঠশালা, ছাত্র বেতন, ছাত্র শাসন, টোল, মুদ্রিত গ্রন্থ, দেশী কাগজ, আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি, ইংরাজি শিক্ষার প্রতি হিন্দু সমাজের ভাব, ইংরেজি শিক্ষিতের আদর, হিন্দু মুসলমান ও বৈষ্ণব সমাজ, সমাজের শক্তি, ইংরেজি শিক্ষার বিরোধী সমাজ, ব্রাহ্মধর্মের আন্দোলন, নাসিরাবাদে কেশব সেন, স্ত্রী-শিক্ষা, নাসিরাবাদে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, হিন্দুমতে বিধবা বিবাহ, হিন্দুধর্ম জ্ঞান প্রদায়িনী সভা, খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা, নব-বিধান সমাজ, ব্রাহ্মমতে বিধবা বিবাহ ও গন্ধর্ব্ব বিবাহ, কিশোরী ভজন, রুচি, সমাজের অবস্থা, সহমরণ, সাহিত্য, রাজনীতি, সভা সমিতি, বংগ বিভাগ ও স্বদেশী আন্দোলন। (৮৯-৯৭ পৃ.)

## পরিশিষ্ট

(ক) কালেক্টর, ম্যাজিস্ট্রেট, জজ, ডিভিসনেল কমিশনার, ডিস্ট্রীক্ট সুপারিনটেনডেন্ট, সিভিল সার্জন ও মহকুমার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীগণের নাম। ১৭৮৭) ১৯০৫ (৯৮-১০৮ পৃ.) (খ) বিশেষ বিশেষ ঘটনাসমূহ ১৮৫৮ – ১৯০৫। (১০৯-১১১ পৃ.) (গ) ময়মনসিংহ জেলায় প্রাপ্ত প্রাচীন মুদ্রার বিবরণ। (১১২-১১৪ পৃ.)

# ময়মনসিংহের ইতিহাস

# ময়মনসিংহের ইতিহাস

## প্রথম অধ্যায়

**প্রাচীন অবস্থা**— বৈদিক কাল—আর্য্যাবর্ত্ত, সংহিতার কাল, রামায়ণের কাল, মহাভারতের কাল, লৌহিত্য সাগর, রঘুবংশে বঙ্গ, আধুনিক ভূতত্ত্ববিদগণের মত।

### প্রাচীন অবস্থা

**বৈদিককাল– আর্য্যাবর্ত্ত :** অতি প্রাচীনকালে আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের পূর্বে ভারতবর্ষ অসভ্য আদিম অনার্য্যগণের বাসস্থান ছিল। আর্য্যদিগের বাহুবল ও ধর্ম্মবলে অসভ্য অনার্য্যগণ বন হইতে বনান্তরে প্রস্থান করিতে লাগিল। আর্য্যগণ ক্রমে পশ্চিমে সুলেমান গিরিপুঞ্জ হইতে পূর্বে গঙ্গা-যমুনার পুণ্য সঙ্গম, উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে সিন্ধুনদ পর্যন্ত বাস স্থাপন করিলেন। আর্য্যগণের অধিকৃত এই ভূমিখণ্ড আর্য্যাবর্ত্ত নামে অভিহিত হইল। ইহার বহির্ভূত অন্য কোন স্থানের বিবরণ প্রাচীন আর্য্যগণ অবগত ছিলেন না[১] অন্তত বেদে তাহার উল্লেখ নাই।

বঙ্গদেশ উপর্য্যুক্ত ভূমিখণ্ডের পূর্বদিকে অবস্থিত, বেদে বঙ্গদেশের উল্লেখ না থাকায় বোধ হইতেছে। সেই সুদূর প্রাচীন কালে তাহা বহু অরণ্যানীসঙ্কুল ও অনার্য্যগণের আবাসস্থল ছিল, অথবা বর্ত্তমান বঙ্গোপসাগরের কুক্ষিগত ছিল। বেদে বঙ্গদেশের উল্লেখ না থাকায় তাঁহার অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করা যাইতে পারে না। তবে সম্পূর্ণ বঙ্গদেশ তাহার পরবর্ত্তী সময়েও ছিল না তাহার প্রভূত প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

**সংহিতার কাল :** বৈদিক প্রভাবের পর সংহিতার প্রাদুর্ভাব। মনুসংহিতায় উত্তর ভারত বা আর্য্যাবর্ত্তের সীমা এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে।

"আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ। তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ।" অর্থাৎ "পূর্ব্ব ও পশ্চিমে সমুদ্র এবং উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত ইহার মধ্যবর্ত্তী স্থানকে পণ্ডিতেরা আর্য্যাবর্ত্ত বলেন।[২]

মনুসংহিতায় বঙ্গদেশের উল্লেখ দেখা যায় না। তবে অনুমানের উপর যদি বঙ্গভূমির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তবে বঙ্গদেশ তৎকালে আর্য্যাবর্ত্তের অংশ মধ্যে পরিগণিত ছিল এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে।[৩] কিন্তু তথায় আর্য্যধর্ম প্রচলিত ছিল এমন বোধ হয় না।

---

১। 'It shows us the widest geographical horizon of the Vedic poets confined by the snowy mountains in the north, the Indus and the range of the Suleman mountains in the west, the Indus or the sea in the south and the valley of the Jumna and Ganges in the east. Beyond that, the world though open was unknown to the Vedic poets."
Maxmuller's India what can it teach us?' page 174

২। মনুসংহিতা দ্বিতীয়োহধ্যায়। ২২শ শ্লোক।

৩। উইলসন্ সাহেব তৎকৃত বিষ্ণুপুরাণানুবাদের প্রদেশতত্ত্ব পরিচ্ছেদে "পৌণ্ড্র" শব্দের আলোচনায় এইরূপ অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

যাহা হউক তৎকালে বঙ্গদেশের অস্তিত্ব থাকুক আর নাই থাকুক, আর্য্যাবর্ত্তের পূর্বসীমায় মহাসাগরের অবস্থিতি কোনরূপেই অস্বীকার করা যাইতে পারে না। মহাসাগর তখন আর্য্যাবর্ত্তের পূর্বসীমা রূপে হিমালয়ের পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

**রামায়ণের কাল :** অতঃপর রামায়ণ ও মহাভারতীয় যুগ। রামায়ণ ও মহাভারত উভয় গ্রন্থে বঙ্গের বহুল উল্লেখ দৃষ্ট হয়। রামায়ণের সময়ে বঙ্গদেশ একটি সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল। মহারাজ দশরথ কৈকেয়ীকে বলিতেছেন, "অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, কাশী, কোশল প্রভৃতি দেশের রাজারা আমার শাসনাধীন।"[১] রামায়ণে বারংবার 'বঙ্গের' উল্লেখ থাকিলেও তৎকালে তাহার ভৌগোলিক অবস্থান কিরূপ ছিল তাহা সবিশেষ অবগত হওয়া যায় না। মহাভারত পাঠে এই ভৌগোলিক অবস্থা বিশেষ জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে।

**মহাভারতের কাল :** মহাভারতের লিখিত বর্ণনায় অবগত হওয়া যায় যে, যযাতি রাজার ৪র্থ পুত্র অনুর অধস্তন দ্বাদশ বংশধর বলি রাজার পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে আদিত্যতুল্য তেজস্বী পঞ্চপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই পুত্রগণের নাম অনুসারে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম এই ৫টি পৃথক পৃথক রাজ্য সংস্থাপিত হয় ও পঞ্চ ভ্রাতা পঞ্চ রাজ্য শাসন করিতে থাকেন।[২]

ইহার পর বঙ্গদেশ সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ সভাপর্ব্বে দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানে কৃতসংকল্প, মহাবীর ভীমসেন পূর্বদিক জয় করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি পুণ্ড্রাধিপতি মহাবল বাসুদেব ও কৌশিকী-কচ্ছ নিবাসী পরাক্রান্ত মহৌজা (মনৌজা) এই দুই বীরকে সংগ্রামে বিজিত করিয়া বঙ্গরাজের বিরুদ্ধে ধাবিত হইলেন এবং মহীপতি সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্তকিকটাধিপতি, সুহ্মাধিপতি ও পর্ব্বতবাসী নরপতিগণকে জয় করিয়া সমুদয় ম্লেচ্ছদিগকে পরাভূত করিলেন। অতঃপর "লৌহিত্যদেশে উপস্থিত হইলেন এবং সাগর-তীর প্রভৃতি জল-প্রধান দেশবাসী সমস্ত ম্লেচ্ছ নরপতিদিগকে কর প্রদান করিতে বাধ্য করিলেন।"[৩]

মহাভাতের উপর্য্যুক্ত বর্ণনা হইতে আমরা সাধারণত এই কয়েকটি বিষয় অবগত হইতে পারি। ১ম– ভারতবর্ষের পূর্বে প্রান্তে বঙ্গদেশ নামে একটি জনপদ ছিল ; ২য়— সেই সময় বঙ্গদেশ সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন প্রভৃতি রাজাদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল ; ৩য়- তাম্রলিপ্ত (বর্তমান তমলুক) সেই সময়েও বর্ত্তমান ছিল এবং তাহা একটি ক্ষুদ্র রাজার রাজ্য বলিয়া পরিচিত ছিল ; ৪র্থ—বঙ্গদেশ অতিক্রম করিয়া পূর্বদিকে লৌহিত্য প্রদেশ ও তাহার পূর্বে লৌহিত্য সমুদ্র বিস্তৃত ছিল।

বঙ্গরাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান একরূপ অবগত হওয়া গেল। এখন উত্তর ও দক্ষিণ সীমা অবগত হইতে পারিলে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারিত, মহাভারতীয় যুগে ইহার আকার বা অবস্থান কিরূপ ছিল। অশ্বমেধ পর্বের সাহায্য গ্রহণ করিয়া তাহা আরও পরিস্ফুট করা যাইতে পারে।

অশ্বমেধ পর্বে লিখিত হইয়াছে, অর্জ্জুন যজ্ঞতুরগের অনুগমন করিয়া পূর্ব্বদিকে

---

১। দ্রাবিড়া সিন্ধু সৌবিরাঃ সৌরাষ্ট্রা দক্ষিণা পথাঃ। বঙ্গাঙ্গ মাগধামৎস্যাঃ সমৃদ্ধা কাশি কৌশলাঃ ॥ অযোধ্যা কাণ্ড–১০ম সর্গ।

২। আদি পর্ব্ব ১০৪ অধ্যায়।

৩। সভাপর্ব্ব– ত্রিংশ অধ্যায়।

প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশে আগমন করেন এবং তথা হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া বঙ্গরাজ্য অতিক্রম করিয়া ক্রমে সমুদ্র তীর মণিপুরে উপস্থিত হন।[১] এই বর্ণনা অনুসারে প্রাগ্‌জ্যোতিষকে বঙ্গরাজ্যের উত্তরসীমা স্থির করা অসঙ্গত নহে। মণিপুর মহেন্দ্র পর্বতের দক্ষিণ, উত্তর সরকারের মধ্যে, সমুদ্রতীরে অবস্থিত ছিল।[২]

**লৌহিত্যসাগর :** মহাভারতের স্থূল আলোচনায় বঙ্গরাজ্যের সীমা সন্ধান অবগত হওয়া গেল। কিন্তু ভারতবর্ষের গৌরবস্থল, শস্য-শ্যামলা বঙ্গভূমির বক্ষ-প্রবাহী নদশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপুত্রের তৎকালীন অবস্থান জ্ঞাত হওয়া গেল না। ইহার একমাত্র কারণ ব্রহ্মপুত্র তখন প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যের পূর্ব্বপ্রান্ত পর্যন্তই অগ্রসর হইয়া হিমালয়ের পাদ প্রক্ষালিত সাগর তরঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন। সাগর-সঙ্গমে গঙ্গা যেমন "গঙ্গাসাগর" নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন, ব্রহ্মপুত্র বা লৌতিহ্যও তখন সেইরূপ সঙ্গম-স্থলে "লৌহিত্য সাগর" নামে পরিচিত ছিলেন। বঙ্গদেশের অর্দ্ধাংশ, —বর্তমান ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম তটদেশ তখন লৌহিত্য সাগরের স্ফীত বক্ষে লুক্কায়িত ছিল এবং উত্তর বঙ্গের পূর্বাংশ লৌহিত্য প্রদেশ বলিয়া পরিচিত ছিল। বীরশ্রেষ্ঠ ভীমসেন পূর্ব্ব প্রদেশে আগমন করিয়া এই লৌহিত্য দেশে উপনীত হইয়াছিলেন।

পরশুরাম প্রতিষ্ঠিত তীর্থশ্রেষ্ঠ লৌহিত্য সম্বন্ধে বনপর্বের তীর্থযাত্রা প্রকরণে লিখিত হইয়াছে, "পুরাকালে পরশুরাম প্রভাব দ্বারা যে লৌহিত্য তীর্থসৃষ্টি করিয়াছিলেন, মনুষ্য তাহাতে গমন করিলে বহু বহু সুবর্ণ দানের ফল লাভ করিতে পারে"।[৩] এই তীর্থ কোন স্থানে অবস্থিত মহাভারতে তাহার উল্লেখ নাই। যাহা হউক এই লৌহিত্য তীর্থ যে লোহিত্য নদ তৎবিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। লৌহিত্য নদ তখন সাগরের বিস্তৃতি বশত বঙ্গদেশে অগ্রসর হইতে সক্ষম হন নাই ; ব্রহ্মকুণ্ড হইতে উদ্ভূত হইয়া হিমালয়ের পূর্ব্বপ্রান্ত পর্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছিলেন, তাহার সাগর সঙ্গম স্থল হইতে বর্ত্তমান বঙ্গদেশের অর্দ্ধাধিক স্থান লৌহিত্য সাগরে নিমগ্ন ছিল। অপর একটি মহাভারতীয় উক্তি দ্বারা বক্তব্য বিষয় আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করা গেল।

মহাপ্রস্থানিক পর্ব্বে সস্ত্রীক যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতার মহাপ্রস্থান বর্ণিত হইয়াছে। ঐ প্রসঙ্গ পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় যে, পত্নীসহ পঞ্চ ভ্রাতা পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে মনস্থ করিয়া প্রথম পূর্ব্বাভিমুখে গমন করতঃ অনেক জনপদ, সাগর ও সরিৎ অতিক্রম করিয়া, অবশেষে উদয়াচলের প্রান্তস্থিত লৌহিত্য সমুদ্রের তীর উপস্থিত হইলেন, সে স্থানে অর্জ্জুনের গাণ্ডীব জলমধ্যে বিসর্জ্জন করিয়া তাঁহারা লবণ সমুদ্রের উত্তর তীর দিয়া দক্ষিণ পশ্চিম দিকে গমন করিলেন। সুতরাং এই লৌহিত্য সাগর যে আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বসীমা ছিল এবং তাহার পর সাগর চুম্বি গগন ব্যতীত আর কিছুই ছিল না তাহা মনসংহিতা ও মহাভারতের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অবগত হওয়া গেল।

১। অশ্বমেধ–৭৪ম-৮২ম অধ্যায়।

২। এখন যাহা মণিপুর রাজ্য নামে খ্যাত তাহা বভ্রুবাহনের মণিপুর নয়। অর্জ্জুন মহেন্দ্র পর্বত দর্শন করিয়া মণিপুর উপনীত হইয়াছিলেন। পূর্ব ঘাটের উত্তরাংশের নাম মহেন্দ্র পর্বত। মণিপুর তাহার দক্ষিণে। পাণ্ডবগণ লৌহিত্য সাগর অতিক্রম করিয়াছিলেন মহাভারতের কোথাও এরূপ নিদর্শন নাই. লৌহিত্য সাগর-গর্ভোত্থিত প্রদেশের "পাণ্ডব বর্জ্জিত" অপবাদ এতৎ বিষয়ের একটী প্রকৃষ্ট নিদর্শন। "পাণ্ডব বর্জ্জিত দেশ" অর্থে কেবল বর্ত্তমান ব্রহ্মপুত্রের পূর্বতীরবর্তী প্রদেশকে বুঝায় না। পরন্তু মহাভারতীয় যুগের পরবর্তী সময়ে লৌহিত্য সাগরোত্থিত যাবতীয় স্থানই "পাণ্ডব বর্জ্জিত" প্রদেশ বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল।

৩। বনপর্ব ৮৪শ অধ্যায়।

যদি উপস্থিত সিদ্ধান্তই স্থির বলিয়া গ্রহণ করা যায় তবে বর্তমান বঙ্গদেশের কোন্ কোন্ স্থল লৌহিত্য সমুদ্রের পশ্চিম তট বলিয়া পরিচিত ছিল এবং বর্তমান ময়মনসিংহ জেলার কোন অংশের অস্তিত্ব ছিল কি না এই দুইটি বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক।

মহাভারত বিরাট গ্রন্থ। সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করিলে ইহাতে নাই এমন কোন বিষয় প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং এই দুইটী বিষয় নির্দ্ধারণও সুকঠিন হইবে।

মহাভারতের বনপর্বের তীর্থযাত্রা প্রকরণে করতোয়া ও বৈতরণী নদীর উল্লেখ আছে। তাম্রলিপ্তও অতি প্রাচীন স্থান; সুতরাং করতোয়া[১] তাম্রলিপ্ত ও বৈতরণীর অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্ত হইতে বৈতরণীর দিকে রেখাপাত দ্বারা লৌহিত্য সাগরের অবস্থিতি সহজে অনুমিত হইতে পারে এবং তাহা মহাপ্রস্থানিক পর্ব্বের বর্ণনার সহিতও মিলিয়া যায়। বাস্তবিক মহাভারতীয় যুগে বর্তমান ময়মনসিংহ জেলা লইয়া বঙ্গদেশের $৩/_৪$ অংশ লৌহিত্য সাগরের অনন্ত জলরাশির মধ্যে লুক্কায়িত ছিল।

**রঘুবংশে বঙ্গ :** মহাকবি কালীদাস বিরচিত "রঘুবংশে বঙ্গদেশের পূর্ব্বভাগের যে বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা পাঠেও, পূর্ব্ববঙ্গের অস্তিত্বের চিহ্ন উপলব্ধি হয় না। মহাকবি রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনায় লিখিয়াছেন, "এইরূপে রঘু পূর্ব্বদিকের রাজাগণকে জয় করিতে করিতে তালবন সমাকীর্ণ মহাসাগর তীর প্রাপ্ত হইলেন।"[২] অন্যত্র—"রঘু রণতরীকৃত সজ্জিত সময়ে প্রবৃত্ত বঙ্গদেশীয় রাজন্যগণকে স্বীয় বলে পরাভূত করিয়া গঙ্গাস্রোতের মধ্যবর্ত্তীদ্বীপসমূহে স্বীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিত করিলেন।"[৩] রঘুবংশের বর্ণিত বঙ্গদেশের এই ভৌগোলিক অবস্থা মহাকবি কালিদাসের আবির্ভাব কালের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের। কালিদাসের আবির্ভাব সময়ে বঙ্গদেশ ও কামরূপ ক্রমে সমুদ্রগর্ভ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উত্থিত হইতেছিল।

**আধুনিক ভূতত্ত্ববিদগণের মত:** ভূতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণও উপযুক্ত মতের পোষকতা করিতেছেন। তাঁহারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, অতি প্রাচীনকালে বঙ্গদেশের অস্তিত্ব ছিল না। হিমালয়ের পাদদেশ হইতে ভারতবর্ষের পূর্ব্বসীমা সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল। অদ্যাপি হিমালয়ের স্থানে স্থানে সামুদ্রিক জন্তুর কঙ্কালরাশি দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মুখানীত কর্দ্দম হইতেই বঙ্গভূমির উদ্ভব অনুমান করেন।[৪]

---

১। ৮৫শ অধ্যায় : হেমচন্দ্র বিধানে এবং অমরকোষে করতোয়া 'সদানীরা নদী" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। "শতপথ ব্রাহ্মণ" নামক বৈদিক গ্রন্থে সদানীরা নদীর উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থে উক্ত নদীর পরপারস্থিত প্রদেশ তৎকালে জলপ্লুত ছিল বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

২। পৌরস্ত্যালেবমাক্রামংস্তাংস্তান্ জনপদান্ জযী। প্রাপ তালীবনশ্যামমুপকণ্ঠং মহোদধেঃ॥

৩। বঙ্গানুত্‌খায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্। নিচখান জয়স্তম্ভান গঙ্গাস্রোতোৎসরেষু স: ।।

৪। Sir Charles Lyell's Principles of Geology - Vol 1 Page 470.

# দ্বিতীয় অধ্যায়

**বৌদ্ধযুগের অবস্থা**– পৌরাণিক কাল, মেগেস্থিনীস ও কামরূপ, মহারাজ অশোক, সমুদ্রগুপ্ত, হিউ-এনথ-সঙ্গ ব্রহ্মপুত্র নদ, কামরূপ ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, তন্ত্রের কাল ও কামরূপের সীমা, ব্রহ্মপুত্র-আড়ালিয়া-লাক্ষ্মা।

## বৌদ্ধযুগের অবস্থা

**পৌরাণিক কাল :** মহাভারতীয় যুগ ও বৌদ্ধ যুগের মধ্যে তিন সহস্র বৎসর ব্যবধান। এই ব্যবধানকালের অবস্থা পুরাণ পাঠে অবগত হওয়া যায়। পুরাণ-প্রভাব কালে, ব্রহ্মপুত্র নদ তীর্থরাজ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া বঙ্গদেশে পুজিত হইতেছিলেন।[১] তখন ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ববঙ্গ জলদি-গর্ভ হইতে উত্থিত হইতেছিল এবং অসভ্য বন্য অধিবাসিগণ অল্পে অল্পে আসিয়া আবাস স্থাপন করিতেছিল। এই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গ ও প্রাগজ্যোতিষের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং প্রাগ্জ্যোতিষ কামরূপ নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

**মেগেস্থিনীস ও কামরূপ :** এই সময়ে মেগেস্থিনীস্ নামক গ্রীকদূত, গ্রীক সম্রাট আলেকজান্ডার কর্তৃক প্রেরিত হইয়া, তদানীন্তন মগধরাজ চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী, পাটলীপুত্রে (বর্ত্তমান পাটনা) অবস্থিতি করিতেছিলেন। কথিত আছে, মেগেস্থিনীস খ্রিস্টপূর্ব্ব ৩০২ অব্দে এতদ্দেশে আগমন করিয়া বহুস্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত ভ্রমণ কাহিনী 'ইণ্ডিকা" নামে পরিচিত। এই ইণ্ডিকা গ্রন্থে প্রকাশিত মানচিত্রে কামরূপ রাজ্যের সীমা সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গ লইয়া পশ্চিম-উত্তরে মিথিলা ও দক্ষিণ-পশ্চিমে মগধ পর্যন্ত প্রদর্শিত হইয়াছে।[২] এবং বর্দ্ধমানের দক্ষিণ ও বর্তমান তমলুকের পূর্ব্ব ভাগকে গঙ্গাহৃদয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তৎকালে বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জেলার সমগ্র ভূভাগ, বিস্তৃত কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

**মহারাজ অশোক :** মেগেস্থিনীসের প্রতিগমনের পর, খ্রিস্টপূর্ব্ব ২৬০ অব্দে, মহারাজ অশোক মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বাহুবলে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ আপনার শাসনাধীনে আনয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল, এমন অবগত হওয়া যায় না।

**সমুদ্রগুপ্ত :** খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে সমুদ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। সমুদ্রগুপ্তের সময়ের একখানা খোদিত লিপিতে অবগত হওয়া যায় যে, কামরূপ, সমতট

---

১। নিম্নলিখিত পুরাণ উপপুরাণ ও তন্ত্রাদি গ্রন্থে ব্রহ্মপুত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।– কুর্ম্ম পুরাণ, কালিকা পুরাণ, মৎস্যপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, গরুড়পুরাণ, যোগিনীতন্ত্র, বৃহদ্গবাক্ষতন্ত্র (?) ত্রিপুরার্ণব প্রভৃতি।

২। Magasthanes' Indika illustrated with a map of Ancient India by J.W. Mc. Crindle M. A.

৩। Magasthanes যাহোক গঙ্গাহৃদয় (Gangaridai) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে তাহা গঙ্গারাঢ়ী বা রাঢ়ভূমি। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ প্রাচীন সুর্ম্ম দেশকে রাঢ় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সুপ্রশস্ত গঙ্গাবক্ষ হইতে বর্তমান রাঢ়ভূমির উৎপত্তি ও ভ্রমণকারী প্রদত্ত 'হৃদয়' শব্দ হইতে রাঢ়শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাদের কোন মতভেদ নাই।

প্রভৃতি প্রত্যন্ত নৃপতিগণ, সমুদ্রগুপ্তকে কর প্রদান করিতেন[১] এবং তাঁহার আদেশসমূহ প্রতিপালন করিতেন। সুতরাং মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের সময়,— খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে, সমতট (ঢাকা ও ফরিদপুর) এবং কামরূপের অন্তর্ভুক্ত সমগ্র ভূভাগ বর্তমান ময়মনসিংহ জেলাসহ, মগধের অধীন হইয়াছিল।

**হিউ-এনথ-সঙ্গ ও ব্রহ্মপুত্র :** অতঃপর খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে (৬২৯–৬৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) পরিব্রাজক হিউ-এনথ-সঙ্গ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে পরিভ্রমণ করেন। তিনি ভারতবর্ষের পূর্বাংশে আগমন করিয়া, ব্রহ্মপুত্র নদ অতিক্রম করিয়া ছিলেন। ব্রহ্মপুত্র তখন সুবিশাল নদরূপে প্রবহমান ছিল। হিউ-এনথ-সঙ্গ লিখিয়াছেন, তিনি পৌণ্ড্র-বর্দ্ধন হইতে একটি বিশাল নদ অতিক্রম করিয়া কামরূপ রাজ্যে আগমন করেন। কামরূপ সেই সময়ে একটি ক্ষমতাপন্ন রাজ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। ইহার পরিধি দুই সহস্র মাইল বিস্তৃত ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত এই বিস্তৃত ভূভাগকে আধুনিক আসাম, মণিপুর, কাছাড়, ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্টের সমষ্টি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[২]

হিউ-এনথ-সঙ্গের বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এ প্রদেশের ভূমি তখন অতিশয় উর্ব্বরা ও শস্যপূর্ণা ছিল। এ দেশে প্রচুর নারিকেল ও ধান্য উৎপন্ন হইত। নগরের চারিদিকে পয়-প্রণালী দ্বারা জল প্রবাহিত হইত; জলবায়ু ও সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল ছিল; এবং দেশের লোকের চরিত্র উন্নত ও সৎ ছিল। কামরূপ রাজ্য তৎকালে কুমার ভাস্কর বর্ম্মণ নামক রাজা কর্ত্তৃক শাসিত হইতেছিল।

**কামরূপ ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধন :** হিউ-এনথ-সঙ্গের বর্ণনা হইতে অবগত হওয়া যায় যে ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম ভাগে সেই সময়ে কামরূপের অধিকার পরিব্যাপ্ত ছিল না। ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বদিকস্থিত ভূভাগ, বর্তমান পূর্ব্ব ময়মনসিংহ, কামরূপের অধীনে ও ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম দিকস্থিত ভূভাগ, পশ্চিম ময়মনসিংহ, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রও ব্রহ্মপুত্রকে কামরূপ ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের সীমা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।[৩] হিউ-এনথ-সঙ্গ এখান হইতে সমতটে গমন করেন। ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্টের দক্ষিণ, ঢাকা ও ফরিদপুর প্রভৃতি সমতট বলিয়া পরিচিত ছিল। সমতট তৎকালে সমুদ্র তীরে অবস্থিত ছিল। সমতটের শাসনভার তখন কাহার হস্তে ন্যস্ত ছিল, ভ্রমণকারী তাহার উল্লেখ করেন নাই। হিউ-এন্থ্-সঙ্গের ভ্রমণকাহিনী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বঙ্গভূমি তৎকালে ছয়টি প্রধান রাজ্যে বিভক্ত ছিল। (১) পৌণ্ড্র (উত্তর বঙ্গ, ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম ভাগ) (২) কামরূপ (ময়মনসিংহের পূর্ব্বভাগসহ পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম), (৩) সমতট, (ঢাকা, ফরিদপুর) (৪) কমলাঙ্গ (ত্রিপুরা ও কুমিল্লা), (৫) তাম্রলিপ্ত (দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গ) ও (৬) কর্ণসুবর্ণ (পশ্চিম বঙ্গ)।

এই বিভাগ অনুসারে অনুমিত হয় ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম ভাগ বর্তমান পশ্চিম ময়মনসিংহ, পৌণ্ড্র, ও পূর্ব্বভাগ, পূর্ব্ব ময়মনসিংহ কামরূপের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

**তন্ত্রের কাল ও কামরূপের সীমা :** বৌদ্ধধর্ম্ম খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত বিপ্লব

---

[১] A History of Civilization of Ancient India R.C. Dutt. Page 501-502.

[২] "To the east and beyond a great river (Brahmaputra) was the powerful Kingdom of kamrupa 2000 miles in circuit. It apparently included in those times modern Assam, Manipur and Kachar, Mymensingh & Sylhet"- Dutt's Civilization in Ancient India

[৩] "The Kingdom of Pandra Bardhon was separated from Kamrup by a large river vis. Brahmaputra."Indoo Aryan Vol. II- page 235

বিস্তার করিয়া তন্ত্রাদির অভ্যুদয় ও হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের কালে ভারতবর্ষ হইতে তিরোহিত হইয়া যায়। এই সময়ে কামরূপের সীমা, কোন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাহা যোগিনীতন্ত্র পাঠে অবগত হওয়া যায়।

যোগিনীতন্ত্রে লিখিত হইয়াছে :

"করতোয়াং সমাশ্রিত্য যাবদ্দিকর বাসিনী।
উত্তরস্যা কঞ্জগিরি করতোয়াত্তু পশ্চিমে॥
তীর্থ শ্রেষ্ঠা দিক্ষুনদী পূর্ব্বাস্যাং গিরিকন্যাকে!
দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রস্য লাক্ষায়াঃ সঙ্গমাবধি॥
ত্রিংশৎ যোজন বিস্তীর্ণং দীর্ঘেন শত যোজনম।
কামরূপং বিজানীহি ত্রিকোণাকার মুত্তমম॥"

অর্থাৎ করতোয়া হইতে দ্দিকরবাসিনী পর্যন্ত কামরূপ বিস্তৃত। ইহার উত্তরে কঞ্জগিরি, পশ্চিমে করতোয়া নদী, পূর্ব্বে তীর্থ শ্রেষ্ঠা দিক্ষু নদী এবং দক্ষিণে লাক্ষা। (শীতল লক্ষ্মী) ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থল। ইহার দৈর্ঘ্য একশন যোজন এবং বিস্তার ত্রিশ যোজন। ইহা ত্রিকোণাকার বিশিষ্ট।

**ব্রহ্মপুত্র-আড়ালিয়া-লাক্ষা :** ব্রহ্মপুত্র আড়ালিয়া নাম গ্রহণ করিয়া ঢাকা জিলাস্থ মহেশ্বরদি পরগণার মধ্য দিয়া সুপ্রসিদ্ধ একডালার বাঁকের নিকট স্বীয় কন্যা লাক্ষার (শীতল লক্ষ্মীর) সহিত সঙ্গত হইয়াছে। যোগিনীতন্ত্রে কামরূপের দক্ষিণ সীমা এই আড়ালিয়া ও লাক্ষার সঙ্গমস্থল পর্যন্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু আইন-ই-আকবারি-প্রণেতা আবুল ফজল বর্ত্তমান টুকচান্দপুরের নিকট লাক্ষার উৎপত্তিস্থানকেই কাম-রূপের দক্ষিণ-সীমা নির্দ্দেশ করেন। ডাক্তার টেইলার আবুল ফজলের মত উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন, যেস্থানে লাক্ষা ব্রহ্মপুত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কামরূপের সীমা সেই পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[১]

উৎপত্তি ও মিলনের হিন্দুশাস্ত্রানুগত প্রভেদ লক্ষ্য না করিয়া মুসলমান পণ্ডিত আবুল ফজল ও ইংরেজ ঐতিহাসিক টেইলার উভয়েই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বাস্তবিক যোগিনীতন্ত্র আড়ালিয়া ও লাক্ষার মিলন স্থানকেই সঙ্গমস্থল নির্দ্দেশ করিতেছেন। হিন্দুশাস্ত্রকারগণও এই সঙ্গম অবৈধ বলিয়া ব্রহ্মপুত্রের শ্রেষ্ঠত্ব তুলিয়া নিয়াছেন।[২]

খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী প্রত্নতত্ত্ববিদগণ কর্তৃক তন্ত্রাদির অভ্যুদয়কাল বলিয়া নির্ণিত হইয়াছে। যোগিনীতন্ত্র সেই সময়ে বা তৎপরবর্ত্তী সময়ে রচিত হইয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যোগিনীতন্ত্রের সময়ে, খ্রিস্টীয় ৮ম হইতে ১০ম শতাব্দীর মধ্যে ময়মনসিংহের অংশ যাহা ৭ম শতাব্দীতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধণের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহা পুনরায় কামরূপের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল।

১। Abul Fazal mentions that kamrup originally extended down to where the Lakhia branches off from the Brahmaputra.."

২। নদ নদীর গতিবিধি সম্বন্ধেও আমাদের শাস্ত্রকারগণ বহু কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সন্তান উৎপন্ন করিয়া তাহার সহিত সঙ্গত হইতে যাওয়া যেমন মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে মহাপাপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, নদ নদীর পক্ষেও তাহাই। তীর্থরাজ ব্রহ্মপুত্র স্বীয় দেহ হইতে কন্যা লাক্ষাকে উৎপন্ন করিয়া পুনরায় কিছু দূরে গিয়া আড়ালিয়া নাম গ্রহণ করিয়া, কন্যার সহিত মিলিত হইয়াছেন। এই অসঙ্গত অপরাধে ব্রহ্মপুত্র দেব-অভিসম্পাতে। তীর্থরাজ আখ্যা হইতে বিচ্যুত হন ও অশেষ রূপে আগ্রহ ভোগ করেন। হিন্দুপাঠক মাত্রেই বোধ হয় এই পৌরাণিক উক্তি অবগত আছেন।

# তৃতীয় অধ্যায়

**হিন্দু-শাসন কাল**– পাল ও সেন বংশ, ভাওয়াল ও মধুপুরের পাল রাজগণ, রাজা ভগদত্ত ও বারতীর্থ, আদিশুর, বল্লালসেন, পশ্চিম ময়মনসিংহে বল্লালসেন, বল্লালসেনের অসবর্ণা পত্নী গ্রহণ ও পূর্ব ময়মনসিংহে জন সমাগম আরম্ভ, অনন্ত দত্তের বঙ্গদেশ ত্যাগ, কামরূপের ইতিহাস, পূর্ব ময়মনসিংহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য, অনন্ত দত্ত, বৈশ্যগারো ও সোমেশ্বর পাঠক, ভাটী রাজ্য।

## হিন্দু শাসনকাল

**পাল ও সেন বংশ :** খ্রিস্টীয় দশত শতাব্দীতে বাঙ্গালায় সেন ও পাল রাজবংশের আবির্ভাব হয়। এই উভয় বংশীয় নৃপতিগণ বাঙ্গালার বিভিন্নস্থান শাসন করিতে থাকেন। ক্রমে ক্রমে কামরূপেও তাঁহাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপ রাষ্ট্রবিপ্লবে পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন ঘটিতে তাকে।

বর্ত্তমান অধ্যায়ে সেই সকল রাষ্ট্র পরিবর্ত্তনের প্রদান জন্য সংক্ষেপে বাঙ্গালার ও কামরূপের ইতিহাস আলোচনা দ্বারা ময়মনসিংহের তৎকালিন অবস্থা বিরত করিতে চেষ্টা করা হইল।

**ভাওয়াল ও মধুপুরের পালরাজগণ :** খ্রিস্টীয় দশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত অনুমান ১২০ বৎসর কাল পাল রাজগণ বঙ্গদেশ শাসন করিয়াছিলেন। এই সময়ে ময়মনসিংহের দক্ষিণ অংশে বর্ত্তমান কাপাসিয়া, রায়পুরা ও ধামরাই[১] নামক স্থানত্রয়ে শিশুপাল, হরিশ্চন্দ্র পাল ও যশোপাল নামক পাল বংশীয় তিনজন ক্ষুদ্র নৃপতির রাজ্য[২] ও পশ্চিমাংশে মধুপুরে পালরাজ ভগদত্তের[৩] ক্ষুদ্ররাজ্য অল্পে অল্পে প্রসারিত হইতেছিল। সেন রাজবংশের অভ্যুদয়ে এই ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি লয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। আজ পর্যন্তও ভাওয়ালের অরণ্য মধ্যে শিশুকালের বিশাল দীর্ঘ ও বিরাট রাজধানীর ভগ্ন কঙ্কাল প্রচলিত প্রবাদের সত্যতা প্রমাণ করিতেছে।

**রাজা ভগদত্ত ও বারতীর্থ :** মধুপুরে প্রবাদ প্রচলিত ভগদত্তের গৃহভগ্নাবশেষ, পুষ্করিণী— 'বারতীর্থ" দীঘি, দেবালয়— মদন গোপালের বাড়ি প্রভৃতির চিহ্ন এখনও বিদ্যমান আছে. ভগদত্তের প্রতিষ্ঠিত বারতীর্থ ক্ষেত্রে এখনও প্রতিবৎসর বৈশাখ মাসে "মেলা" হইয়া থাকে। প্রবাদ এই যে, রাজা ভগদত্ত স্বীয় পুণ্যশীলা জননীর আজ্ঞামতে বারতীর্থের পূণ্যোদক আনিয়া নিজ রাজধানীকে 'বীরতর্থাশ্রম" করিয়াছিলেন। সেই

১। এই স্থানগুলি তৎকালে কামরূপের অধীন ছিল। বর্ত্তমান সময়ে ঢাকা জেলার অধীন হইয়াছে। কাপাসিয়ার শাসন কর্ত্তা শিশু পালের কতকগুলি স্মৃতি চিহ্ন ঢাকার সীমা অতিক্রম করিয়া ময়মনসিংহে পড়িয়াছে। ময়মনসিংহের দক্ষিণ অরণ্যে "শিশুপালদীঘী" নামক বৃহৎ দীঘী ও ভগ্ন ইষ্টকরাশি তাহার প্রমাণ।

২। Taylor's Topography of Dacca, & M. L. Clay's Report on Dacca District.

৩। কেহ কেহ এই ভগদত্তকে মহাভারতোক্ত ভগদত্ত বলিয়া পরিচিত করিতে ইচ্ছা করেন। এ কল্পনা সমীচীন নহে। মহাভারতের সময় এতৎ প্রদেশ বিদ্যমান ছিল না, তাহা প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। তিনি পাল রাজা ভগদত্ত না হইয়া কোচ রাজা বা হাজং জাতীয় রাজাও হইতে পারেন। এতৎবিষয়ে প্রচলিত কিংবদন্তি ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণ এ পর্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

“বারতীর্থাশ্রমের” পুণ্যনাম আজও তিরোহিত হয় নাই।

**আদিশূর :** খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে, পাল বংশের রাজত্বকালেই, সেন রাজবংশের অভ্যুদয়। সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বীরসেন বা আদিশূর দশম শতাব্দীর শেষভাগে সমতট প্রদেশস্থ বিক্রমপুরে (আধুনিক রামপাল) স্বীয় রাজধানী স্থাপন করিয়া সমতট প্রদেশ শাসন করিতে থাকেন এবং ক্রমে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের শাসনভার গ্রহণ করেন। আদিশূরের প্রপৌত্র বিজয়সেনের[১] সময় সেন বংশের রাজত্ব বিস্তৃত হইয়া সমগ্র বঙ্গে ব্যাপ্ত হয়। এতদ্ব্যতীত বিজয়সেন মদ্র, কলিঙ্গ এবং কামরূপেও তাঁহার অধিকার বিস্তার করেন। সুতরাং বর্তমান ময়মনসিংহ তখন কামরূপ রাজ্যের সহিত সেন রাজবংশের শাসনাধীনে নীত হয়। ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলার পাল রাজাদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি সম্ভবত এই সময়ে লুপ্ত হইয়া যায়।

**বল্লালসেন :** অতঃপর বিজয়সেনের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ বল্লালসেন রামপালের শাসন ভার গ্রহণ করেন। বল্লালসেন তাঁহার শাসনাধীন বঙ্গদেশকে পাঁচভাগে বিভক্ত করেন। যথা— রাঢ়, বাগড়ি, বারেন্দ্র, মিথিলা ও বঙ্গ। প্রাচীন লেখক হেমিলটন সাহেবের গ্রন্থ[২] হইতে এই পাঁচ বিভাগের পরিচয় প্রদত্ত হইল।

(১) রাঢ়— হুগলি নদী ও পদ্মানদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান। (২) বাগড়ী— পদ্মা ও ভাগীরথীর মধ্য প্রদেশ। (৩) বারেন্দ্র— পশ্চিমে মহানন্দা, দক্ষিণে পদ্মা ও পূর্ব্বে করতোয়া, ইহার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ। (৪) মিথিলা— পূর্ব্বে মহানন্দা ও গৌর রাজ্য, পশ্চিমে ও দক্ষিণে ভাগীরথী এই ভূমি খণ্ড (৫) বঙ্গ-করতোয়া ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্ত্তী স্থান।

বঙ্গের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া হেমিলটন সাহেব লিখিয়াছেন, বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী এই বঙ্গের অধীন ঢাকা নামক স্থানের সন্নিকটে বহুপূর্ব্বে ও পরে অবস্থিত ছিল।[৩]

**পশ্চিম ময়মনসিংহে বল্লালসেন :** এই বিভাগ অনুসারে দেখা যাইতেছে যে বল্লালসেন ও তৎপিতা বিজয়সেনের জিত রাজ্য কামরূপের সম্পূর্ণ অংশ তাঁহার শাসনাধীন করিতে সক্ষম হন নাই। কেবল পশ্চিমে করতোয়া পর্যন্ত কামরূপের যে সীমা যোগিনীতন্ত্রে নির্দ্দিষ্ট ছিল, সেই সীমা ব্রহ্মপুত্র নদ নির্দ্দিষ্ট করিয়া, ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম তটদেশ হইতে করতোয়া পর্যন্ত স্বীয় বঙ্গবিভাগের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বভাগ কামরূপের অন্তর্ভুক্ত ছিল ও পশ্চিমভাগ,— পশ্চিম ময়মনসিংহ বঙ্গ বিভাগে ভুক্ত হইয়া সেন রাজগণের শাসনাধীন হইয়াছিল।[৪]

এতক্ষণ যে বিষয়টি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে তাহা এই,— বল্লালসেনের রাজত্ব সময়ে ময়মনসিংহ কামরূপের অধীন ছিল, কি সেনবংশের শাসনাধীন নীত হইয়াছিল? ইহাতে এই মীমাংসায় উপনীত হওয়া গিয়াছে যে, সেই সময়ে ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বভাগ কামরূপ ও পশ্চিমভাগ সেনরাজাদিগের শাসনাধীন বঙ্গবিভাগের অন্তর্গত ছিল।

১। আদিশূরের বংশ ধ্বংস সেনবংশ তাজা। ভিষকসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লালসেন রাজা।”
ঘটক কারিকার লিখিত এই উক্তি হইতে অনেকে আদিশূরকে সেনবংশের বলিয়া অস্বীকার করেন।

২। B. Hamiltons Hindustan Vol. 1, Page, 114.

৩। Banga or the territory east from the karataya towards the Brahmaputra. The Capital of Bengal both before and afterwards, having long been near Dacca in the province of Banga, the name is said to have been communicated to the whole,"

৪। হইতে পারে বিজয়সেন কামরূপের কেবল এই অংশই জয় করিয়াছিলেন।

এখন এই দুইটি বিভাগ সম্বন্ধে দুইটি আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে। ১ম— হেমিল্টন সাহেবের মতের পোষকতায় যে স্থানকে 'বঙ্গ' বলিয়া আখ্যাত করা গেল অনেক ঐতিহাসিকের মতে সে স্থান 'বঙ্গ' নহে। ২য়— ময়মনসিংহের যে ভাগকে কামরূপের অধীন বলিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে অনেকের মতে তাহাও বঙ্গবিভাগের অন্তর্গত ছিল।

যে সকল সুধীমণ্ডলী বাঙ্গালার ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের কেহ কেহ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের 'ব'দ্বীপভূমিকে বঙ্গবাচ্যে অভিহিত করিয়াছেন; কেহবা বঙ্গ শব্দের পর বন্ধনীর ভিতর পূর্ব্ববঙ্গ দিয়া 'বঙ্গ (পূর্ব্ব বঙ্গ)" এইরূপ অতি সংক্ষেপে বিষয়টির মীমাংসা করিয়াছেন। কেহ কেহ ঢাকা বিভাগেরও নাম করিয়াছেন।

১মটির আলোচনায় এস্থলে একাধিক মত উদ্ধৃত না করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র সিংহের মতই আলোচনা করা গেল। কৈলাশবাবু একজন অতি সূক্ষ্মদর্শী পুরাতত্ত্ববিদ। তিনি বলিতেছেন "গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মোহনায় যে ভূখণ্ড সাগরদ্বারা সীমাবদ্ধ তাহাই বঙ্গ, ইহার পশ্চিমদিকে শাখা গঙ্গা, পূর্ব্বদিকে মেঘনাদ (বর্ত্তমান মেঘনা) নব প্রবাহিত।* সিংহ মহাশয়ের মত হেমিলটন সাহেবের মত হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তিনি তাঁহার এই মত সমর্থন জন্য শক্তিসঙ্গম তন্ত্রের—

"রত্নাকর সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগং শিবে। বঙ্গদেশ ময়া প্রোক্ত সর্ব্বসিদ্ধি প্রদর্শক॥"

প্রভৃতি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। কৈলাশ বাবু ব্লকমোন সাহেবের ও শক্তিসঙ্গম তন্ত্রের মতের সমন্বয়ে স্বীয় মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ব্লকম্যেন লিখিয়াছেন : Banga the country to the east of and beyond the delta."[২] কৈলাশবাবু ব্লকম্যেনের এই মত স্বীয় প্রবন্ধে উল্লেখ করেন নাই, এখানে কৈলাশবাবুর এই স্বকপোল-কল্পিত মত গ্রহণ করা গেল না। তাহার কারণ, (১ম) বল্লালসেনের এই রাজ্যবিভাগের ইতিহাস প্রাচীন কোন ইংরেজি ইতিহাসে বর্ণিত নাই। হেমিলটন সাহেবই এ বিষয়ের প্রথম আবিষ্কর্তা। হেমিলটনের উল্লেখের পর আধুনিক সকল গ্রন্থকারই স্বীয় স্বীয় গ্রন্থে এই মত প্রচার করিয়াছেন। হেমিলটন এই তত্ত্বের প্রচারক বলিয়াই যে তাঁহার মত গ্রহণীয় এমন মনে করাও সঙ্গত নহে, কেন না পরবর্ত্তী লেখককে প্রচারকের মত অপেক্ষা সমীচীন মত অনেক স্থলে উপ-স্থাপিত করিতেও দেখা গিয়া থাকে। কিন্তু এ স্থলে সেরূপ হয় নাই।

দ্বিতীয়ত, "বঙ্গভূমি" হইতে "বাঙ্গালভূমি" নামের উৎপত্তি স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। সাহ সুজার শাসন সময়ে এই বঙ্গভূমির উত্তর প্রদেশই ক্রমে "বাঙ্গালভূমিতে" পরিণত হইয়াছিল। সুলতান সুজার রাজত্ব তায়দাদে রঙ্গপুর ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্ত্তী ভিতরবন্দ, বাহেরবন্দ প্রভৃতি স্থানকে 'বাঙ্গাল ভূম' নামে আখ্যাত করা হইয়াছে।[৩] সুবিজ্ঞ হেমিল্টন সাহেবের মত যে নিতান্ত ভ্রম-সঙ্কুল নহে ইহা দ্বারাও তাহার কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। যাহা হউক, সকল দিক বিবেচনা করিয়া সুপণ্ডিত হেমিল্টন সাহেবের মতই সমীচীন বোধে গ্রহণ করা গেল।

অতঃপর দ্বিতীয় বিষয়টির আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। কোন কোন ঐতিহাসিক

---

১। বান্ধব ১৮৮৯।

২। J.A.S.B. 1873 No. 111

৩। "The frontier District between Rongpur & Brahmaputra Comprising mahals Bhitarhand & Baherhand is called in Shuja's rent roll "Bangal Bhum."
H. Blochmann's History & Geography of Bengal.

বল্লালসেনের বঙ্গবিভাগের স্থান প্রদর্শন করিতে যাইয়া সংক্ষেপে "পূর্ব্ববঙ্গ" অথবা "ঢাকা বিভাগ" এই সংক্ষিপ্ত মত প্রদান করিয়াছেন। এখানেও এইরূপ একাধিক মতের উল্লেখ না করিয়া কেবল ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতই আলোচনা করা গেল। রাজকৃষ্ণ বাবুর স্কুল পাঠ্য "বাঙ্গালার ইতিহাসে" লিখিত আছে "বঙ্গ লইয়াই ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ।" ঢাকা বিভাগ অবশ্য পূর্ব্ব ময়মনসিংহ বর্জ্জিত নহে। তবে কি পূর্ব্ব ময়মনসিংহ তৎকালে বল্লালের শাসনাধীন ছিল? সাধারণের বিশ্বাস ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বভাগে কখনও বল্লাল-শাসন প্রবৃর্ত্তিত হয় নাই। এতৎসম্বন্ধে যে অতি সামান্য একটি প্রমাণ আছে তাহাই এখানে উপস্থাপিত করা যাইতেছে।

**বল্লালসেনের অসবর্ণা পত্নী গ্রহণ ও পূর্ব্ব ময়মনসিংহে জনসমাগম আরম্ভ :** আনন্দভট্ট কৃত সুপ্রসিদ্ধ বল্লালচরিত গ্রন্থে বল্লালসেনের অসবর্ণা রমণীর পাণিপীড়ন সম্বন্ধে উল্লেখ রহিয়াছে। এই অসবর্ণা কন্যা গ্রহণ সম্বন্ধীয় গোলযোগের সহিত পূর্ব্ব ময়মনসিংহের ইতিহাস অল্পাধিক পরিমাণে সংশ্লিষ্ট। বল্লালসেন শাসনভার গ্রহণ করিয়া নিজরাজ্যে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্ত্তন করেন। এই কৌলিন্য সৃষ্টি হইতেই দেশের ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থগণ মধ্যে এক ঘোর বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। দেশের আদিম ব্রাহ্মণ, বৈদ্য,[১] কায়স্থগণ ক্ষোভে ও দুঃখে বল্লালের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হন। ঠিক সেই সময়ে বল্লালসেন তদীয় নবপরিণীতা ডোম কন্যার অন্ন গ্রহণ জন্য সমগ্র সমাজকে বাধ্য করিতে চেষ্টা করিলেন। যাঁহারা বল্লালের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছিলেন তাঁহারা জাতি রক্ষার্থে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া কেবল স্ত্রীপুত্র কলত্র লইয়া ভিন্ন রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। এই জাতি-চ্যুতি-ভয়বিহ্বল ব্যক্তিগণ চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা ও পূর্ব্ব ময়মনসিংহ প্রভৃতি বল্লাল-শাসন বহির্ভূত প্রদেশে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

**অনন্ত দত্তের বঙ্গদেশ ত্যাগ :** এই সময় এই ব্যাপারে ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত কাস্তল গ্রামের দত্তবংশের আদিপুরুষ অনন্ত দত্ত বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া কাস্তুল গ্রামে আসিয়া বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। উক্ত দত্তবংশের একখানা প্রাচীন জীর্ণ কুর্চিনামার শীর্ষদেশে নিম্নলিখিত শ্লোকটি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কুর্চিনামা খানা প্রস্তুতের সন তারিখ নাই। তবে বিলক্ষণ প্রাচীন বলিয়া বোধ হইল।

চন্দ্রর্ত্তু, শূন্যাবনিকসংখ্যকে বল্লালভীতঃ খলুদত্তরাজঃ। শ্রীকণ্ঠনাম্রা গুরুণা দ্বিজেন শ্রীমাননন্তৌ বিজহৌচ বঙ্গং॥ অর্থাৎ ১০৬১ শকে শ্রীমান অনন্ত দত্ত বল্লাল ভয়ে নিজগুরু শ্রীকণ্ঠ দ্বিজসহ বঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন।

এই ঘটনাদ্বারা স্পষ্টই মনে হয় যে বর্ত্তমান পূর্ব্ব ময়মনসিংহ তৎকালে বল্লাল-শাসন-বহির্ভূত দেশ বলিয়া পরিগণিত ছিল। পূর্বময়মনসিংহে বল্লালের প্রভাব প্রবর্ত্তিত না হওয়ার সম্বন্ধে "পশ্চিমে বল্লালী পূর্ব্বে মসনদালী' প্রবাদটি বিশেষভাবে প্রচলিত। অর্থাৎ ময়মনসিংহের পশ্চিমভাগ বল্লাল ও পূর্ব্বভাগ মসনাদালি (ঈশা খার) শাসন প্রচলিত ভূমি।

যাহা হউক, দেখা যাইতেছে যে, শুধু পশ্চিম ময়মনসিংহই বল্লালের শাসনভুক্ত হইয়া বঙ্গবিভাগের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, এবং বক্তিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয়ের পরও শতাধিক

১। বৈদ্যদিগের মধ্যেও এই ব্যাপার লইয়া বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন এই বিপ্লবকারীদিগের নেতা ছিলেন। লক্ষ্মণসেন পিতার বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া স্বীয় দলবলসহ বঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া রাঢ়ে চলিয়া যান। লক্ষ্মণসেনের সমর্থনকারী বৈদ্যগণ এখনও "লক্ষ্মণী থাকে" পরিচিত।

বৎসরকাল সেনরাজ-বংশদিগের হস্তে শাসিত হইয়াছিল।[১] কিন্তু তখন পর্যন্তও বল্লাল প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ কায়স্থগণ পশ্চিম ময়মনসিংহে প্রবেশ করিয়াছিলেন এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না।[২]

পশ্চিম-ময়মনসিংহের হিন্দু রাজত্বের ইতিহাস এই স্থানে শেষ করিয়া পূর্ব্ব-ময়মনসিংহের তত্ত্বানুসন্ধানে কামরূপের ইতিহাস একটু সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।

**কামরূপের ইতিহাস :** পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কামরূপ রামায়ণ ও মহাভারতের সময় প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশ নামে পরিচিত ছিল। রামায়ণে ইহা নরকাসুরের রাজ্য ও মহাভারতে তৎপুত্র ভগদত্তের রাজ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যের রাজধানী, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর— বর্তমান গৌহাটী।

ভগদত্তবংশ খ্রী. পু. সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত কামরূপে রাজত্ব করেন। এই বংশ লুপ্ত হইলে পর কামরূপে ক্ষত্রিয় ও ব্রহ্মপুত্র বংশীয়েরা রাজত্ব করেন, ইঁহারা খ্রি. ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত শাসন করেন, তৎপর চীন পরিব্রাজক হিউ-এনথ-সঙ্গের বর্ণিত নারায়ণদেব বংশীয় ব্রাহ্মণ (?) রাজকুমার ভাস্করবর্ম্মার নাম অবগত হওয়া যায়। এই সময় কামরূপ রাজ্য অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল; ভাস্করবর্ম্ম সমস্ত সামন্ত রাজগণের অধীশ্বর ছিলেন। অতঃপর সংস্কৃত গ্রন্থ দশকুমার চরিতে কামরূপাধিপতি কলিন্দ বর্ম্মার নাম অবগত হওয়া যায়। ইহার পর খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বারভূঞাগণ[৩] কামরূপ রাজ্য বিভাগ করিয়া লয়।[৪]

**পূর্ব্ব ময়মনসিংহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য :** এই গোলযোগে কামরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন ভূঞারাজ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। পূর্ব্ব ময়মনসিংহের অরণ্য ভূমিতে এই সুযোগে কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব হয়। এই ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি অসভ্য কোচ, হাজং, গারো প্রভৃতি দ্বারা, কিশোরগঞ্জের অন্তর্গত জঙ্গলবাড়ীতে, নেত্রকোণার অন্তর্গত খালিয়াজুরি, মদনপুর ও সুসঙ্গে,

---

১। Tailor's Topography of Dacca and Wise's Sonargaon. স্টুয়ার্ট সাহেবের মতে মুসলমান ঐতিহাসিক মিনহাজউদ্দিনের তবকতনাসিরী গ্রন্থ খ্রিস্টীয় ১২৬০ অব্দে শেষ হইয়াছিল। (Stewart's History of Bengal, Page 42)। মিনহাজউদ্দিনের মত উদ্ধৃত করিয়া ব্লকম্যেন লিখিয়াছেন "Minhaj remarks that Banga was in 1260 still in hand of Lakhsman sen's-descendants" (J.A. S.B. 1873.) টেইলার এবং ওয়াইজ সাহেবের মত— "বক্তিয়ার খিলজির বঙ্গ বিজয়ের পরও শতাধিক বৎসর পর্যন্ত সেনরাজ বংশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন ছিল।"

২। প্রবাদ আছে বল্লালসেন পশ্চিম ময়মনসিংহে দুইখানা গ্রাম— "জামুকি" ও "ভাদোরা" ব্রাহ্মণদিগকে দান করেন। এই গ্রাম হইতে দুইটি গাঁই এর সৃষ্টি হয়। বল্লাল প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণদিগের বিষয়ে যতদূর অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের মধ্যে জামুর্কি নামক কোন গাঁই এর বিষয় অবগত হওয়া যায় নাই। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে "ভাদর" গাঁই আছে, তাহা বারেন্দ্র ভূমিতেই স্থিত, বঙ্গে নহে। কেহ কেহ বলেন, টাঙ্গাইল অঞ্চলের ভাদোড় গ্রামস্থিত ভৌমিক ব্রাহ্মণগণ 'ভাদর' গাঁই ভুক্ত ও এই বাস গ্রাম ভাদোড়াই তাঁহাদের পূর্ব পুরুষের প্রাপ্ত গাঁই বা গ্রাম। একথা সত্য নহে। ভাদোড় গ্রামস্থিত ভৌমিকগণ শ্রীকণ্ঠ ওঝার বংশধর ভাদোড়া ভট্টাচার্যের সন্তান। এই ভাদোড়া ভট্টাচার্য্যে সম্ভবত এই গ্রামে প্রথম আসিয়া বাসস্থাপনা করায় গ্রামের নাম নিজ নামানুসারে ভাদোড়া রাখেন এবং বংশধরগণও ভাদোড়া বংশ বলিয়া পরিচিত হইতে থাকেন। এই বংশই ১৫/১৬ পুরুষের অধিক কাল হয় আগমন করেন নাই। (যাদবচন্দ্র চক্রবর্তীকৃত কুলশাস্ত্র দীপিকা দ্রষ্টব্য)। এইরূপ টাঙ্গাইল অঞ্চলের কায়স্থদিগেরও কেহ ১৫/১৬ পুরুষের পূর্বে এ অঞ্চলে আগমন করেন নাই। (চন্দ্রকান্ত মল্লিক কৃত— কায়স্থ বংশাবলী দ্রষ্টব্য)।

৩। ইহারা বঙ্গীয় বারভূঞা বা "দ্বাদশভৌমিক" নহেন, সম্ভবত কোচ, ম্যাচ, গারো হাজং প্রভৃতি।

৪। Col. Delton's Ethnology of Bengal.
৮ম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে যাঁহারা কামরূপে রাজত্ব করিয়াছিলেন, এই ইতিহাসের সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ না থাকায় তাঁহাদের আলোচনা এস্থানে পরিত্যক্ত হইল।

সদরের অন্তর্গত বোকাইনগরে, এবং জামালপুরের অন্তর্গত গড়দলিপায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সময়ে বিক্রমপুরে বল্লাল সেনের পূর্ণ-প্রভাব। পশ্চিম ময়মনসিংহে বল্লাল সেনের রাজকীয় শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

**অনন্তদত্ত :** শ্রীমান অনন্তদত্ত বল্লাল ভয়তাড়িত হইয়া গুরু শ্রীকণ্ঠ দ্বিজ সহ এই সময়ে বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করতঃ কামরূপে বাসস্থাপন করেন। বলাবাহুল্য এই গুরু শিষ্যই পূর্ব্ব ময়মনসিংহের সর্ব্ব প্রথম ভদ্র উপনিবেশী। খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী হইতেই পূর্ব্ব ময়মনসিংহ অল্পে অল্পে কামরূপের শাসন-শৃঙ্খল পরিহার করিতেছিল।

**বৈশ্য গারো ও সোমেশ্বর পাঠক :** খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে পূর্ব্ব ময়মনসিংহের উত্তর ভাগ, সুসঙ্গ "পাহাড় মুল্লুকে" বৈশ্য গারো নামক এক গারো রাজত্ব করিতেছিল। সোমেশ্বর পাঠক নামক জনৈক পরাক্রান্ত ভ্রমণকারী বহু অনুচর সমভিব্যাহারে আসিয়া বৈশ্যগারোকে বিধ্বস্ত করিয়া তৎপ্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। এই সোমেশ্বর পাঠকই সম্মানিত সুসঙ্গ রাজবংশের আদি পুরুষ। ইনি ১২৮০ খ্রিস্টাব্দে (৬৮৬ বঙ্গাব্দে মাঘ মাসে) কান্যকুব্জ হইতে এতদ্দেশে আগমন করিয়াছিলেন। এইরূপে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যেই পূর্ব্ব ময়মনসিংহের উত্তর ও দক্ষিণ ভাগ অসভ্যদিগের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া যায়।

**ভাটী রাজ্য :** অতঃপর চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে জিতারী নামক জনৈক ক্ষত্রিয় সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক কামরূপের তৎকালীন রাজধানী 'ভাটী' আক্রান্ত ও অধিকৃত হয়।[১] মুসলমান ঐতিহাসিকগণ মেঘনা নদীর[২] পশ্চিম তট-ভূমিকে 'ভাটী' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।[৩] ময়মনসিংহের পূর্ব্ব প্রান্তস্থ খালিয়াজুরিকে ভাটী নামে অভিহিত হইতে অনেক প্রাচীন কাগজ পত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। খালিয়াজুরি পরগণার প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, কতিপয় শতাব্দী পূর্ব্বে লম্বোদর নামক একজন ক্ষত্রিয় সন্ন্যাসী এতৎপ্রদেশে আগমন করিয়া ভাটীর শাসনভার গ্রহণ করেন।[৪] এই সন্ন্যাসীর বংশ এখনও বর্তমান আছে। দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীর বাদশাহ্ হইতে ইহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা "ভাটী মুল্লুকের" যে "পাঞ্জাফরমান" প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাদিগকে ভাটীর শাসনকর্ত্তা বলিয়াই অভিহিত করা হইয়াছিল। সুতরাং এই সময় হইতে পূর্ব্ব ময়মনসিংহের পূর্ব্বভাগের সহিতও কামরূপের কোন সম্বন্ধ রহিল না। কিন্তু এই সময়েও জঙ্গলবাড়ী, মদনপুর, বোকাইনগর, গড়দলিপা প্রভৃতি স্থানে অসভ্য কোচ হাজংদিগের শাসন পরিচালিত হইতেছিল।

এই সময় পর্যন্ত মুসলমান অধিবাসী বর্তমান ময়মনসিংহে প্রবেশ করে নাই।

---

১। বিশ্বকোষে কামরূপের এই "ভাটী" নামক রাজধানীর উল্লেখ আছে।

২। ময়মনসিংহের পূর্ব্বসীমা প্রাচীনকালে মেঘনানদী ছিল। বর্তমান সময়ে ঐ নদী ঐ অংশে ধনু নামে পরিচিত। (শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ভারতবর্ষের বিবরণ ১০২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

৩। Mahamedan Historians call the coast strip from the Hugly of the Megna 'Bhati' H. Blochmann's History & Geography of Bengal.

৪। ভাটীর শাসনকর্ত্তা জিতারীর নাম নগেন্দ্রনাথ বসুর বিশ্বকোষেও দৃষ্ট হয়, তিনি জিতারীর রাজত্বকাল অনুমান দ্বাদশ শতাব্দীর ভিতর লিখিয়াছেন। লম্বোদরের নাম কোন গ্রন্থে দেখা যায় না। যদি লম্বোদর ও জিতারী দুই ব্যক্তি হয়, তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে কোন আপত্তির কারণ নাই। আর যদি একই ব্যক্তি হয়, তবে লম্বোদর দ্বাদশ শতাব্দীতে কখনোই হইতে পারে না। লম্বোদরের বংশ আজও বর্তমান; লম্বোদর হইতে ১৬-২০ পুরুষে নামিয়াছে। ৩ পুরুষে শতাব্দী গণনা করিলেও ন্যূনাধিক ৬০০ বৎসরই হইবে। সুতরাং চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বে কখনই হইতে পাবে না। নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন "জিতারী নামে এক সন্ন্যাসী ক্ষত্রিয় রাজা কামরূপ শাসন করেন। তাঁহার সমযে কামরূপেব রাজধানী গৌহাটী হইতে "ভাটী" নামক স্থানে নীত হয়।" (বিশ্বকোষ-কামরূপ) নগেন্দ্রবাবু জিতারীর কোন সময নির্দ্দেশ করেন নাই; পশ্চাৎবর্ত্তী রাজা ধর্ম্মপালের সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন–১০৯৭ শক।

# চতুর্থ অধ্যায়

**পাঠান শাসনকাল :** বঙ্গ-বিজয়, কামরূপে মুসলমান, তুগ্রল খাঁ, সোনারগাঁ ও রামপাল, পূর্ব্ব বঙ্গের রাজধানী সোনারগাঁ, মজলিস খাঁ হুমায়ুন ও গড় দলিপা, গড় দলিপার প্রস্তর লিপি, হুসেন শাহ, পশ্চিম ময়মনসিংহে হুসেনশাহের স্মৃতিচিহ্ন, পূর্ব্ব ময়মনসিংহের হুসেনসাহের স্মৃতিচিহ্ন মুয়াজ্জমাবাদ, নছরৎসাহ ও নছরৎসাহি, মাধবাচার্য্য ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম, বাণিজ্য স্থান, কবি নারায়ণ দেব।

## পাঠান শাসনকাল :

**বঙ্গ-বিজয় :** বাঙ্গালার শেষ হিন্দু রাজা বল্লাল বংশোদ্ভব লাক্ষ্মণেয় সপ্তদশ পাঠানের হস্তে লক্ষ্মণাবতীকে ত্যাগ করিয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিলে, বাঙ্গালায় পাঠান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। বখতিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা জয় করিয়া জিত অংশকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। বাগড়ির কিয়দংশ ও বারেন্দ্র ভূমির রাজধানী দেবকুটে এবং মিথিলার অংশ ও রাঢ়ের রাজধানী লক্ষ্মণাবতীতে স্থাপিত হয়। বঙ্গ এবং কামরূপে তখনও মুসলমানগণ প্রবেশ করিতে পারেন নাই।

**কামরূপে মুসলমান :** বখতিয়ার বাঙ্গালা জয় করিয়া কামরূপ জয় মানসে অগ্রসর হন ও ব্রহ্মপুত্রের অপ্রতিহত প্রভাবে বিপন্ন হইয়া প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন।[১]

**তুগ্রলখাঁ :** বখতিয়ারের পর, ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে ইক্তার উদ্দীন উজবেগ তুগ্রলখাঁ পুনরায় কামরূপ আক্রমণ করেন। তিনিও রাঙ্গামাটির দিক হইতেই আক্রমণ করিয়াছিলেন।[২] এই আক্রমণে কামরূপরাজ পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করেন; কামরূপ রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। এই সুযোগেই গারো পর্ব্বতের দক্ষিণ ভাগে বা বর্তমান পূর্ব্ব ময়মনসিংহে সুসঙ্গ, মদনপুর,

১। স্টুয়ার্ট সাহেব তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাসে বখতিয়ারের কামরূপ আক্রমণ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন- "He (Bukhteyar) first led the army to a city named Burdehan or Murdehan, under the walls of which ran a very large river called Bungmutty three times as broad as the Ganges. This river falls into the Sea which called, in the Hindi language Sumundur" (Page 46)
স্টুয়ার্ট "বারদেহান" বা "মারদেহান" নামক যে নগরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার পরিচয় অবগত হওয়া যায় না। এই নগর বাঙ্গমতী নামক একটি বিশাল নদীর তীরে অবস্থিত। এই নদী বিস্তারে গঙ্গানদী অপেক্ষা তিন গুণ বৃহৎ ও সমুদ্রে পড়িয়াছে। ব্রহ্মপুত্র ব্যতীত গঙ্গানদী অপেক্ষা তিন গুণ বৃহৎ নদ বা নদী তৎকালে বঙ্গদেশে ছিল না। বখতিয়ারের সমসাময়িক বা কিছু পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক মিনহাজউদ্দীন তদীয় তবকৎ-ই-নাসিরি গ্রন্থে ব্রহ্মপুত্র নদকে গঙ্গা অপেক্ষা তিন গুণ বড় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রহ্মপুত্রই সাগরে মিলিত হইয়াছে। রাঙ্গামাটি নামক একটি স্থান ব্রহ্মপুত্রের তীরে অবস্থিত। রাঙ্গামাটির নিকট ব্রহ্মপুত্রও রাঙ্গামাটিয়া নদী বলিয়া পরিচিত। মিনহাজ এই 'রাঙ্গামাটীর" কথাই লিখিয়া থাকবেন। ষ্টুয়ার্ট অনুবাদে বোধ হয় ভুল করিয়া, "রাঙ্গামাটী" স্থলে বাঙ্গমতী" করিয়াছেন। রাঙ্গামাটীর পাদপ্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র বর্তমান সময়েও স্থানের নাম অনুসারে "রাঙ্গামাটিয়া নদী" নামে পরিচিত। রাঙ্গামাটিতে এক সময়ে কামরূপের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। ষ্টুয়ার্টের গ্রন্থেও তাহার উল্লেখ আছে। Stuart's History of Bengal, Page 48 (foot note)

২। He (Teghril Khan) having crossed the Bugmutty (?) river invaded the territories of the Raja of Kamrup" Stuart's History of Bengal. Page 66.
৪৬ পৃষ্ঠার Bungmutty ৬৬ পৃষ্ঠায় আসিয়া Bugmutty হইয়াছে। সুতরাং কালে রাঙ্গামাটীত্ব লাভ অসম্ভব নহে।

বোকাইনগর, গড়দলিপা, ভাটী, জঙ্গলবাড়ী প্রভৃতি স্থানে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপিত হয়। অতঃপর পলায়মান কামরূপাধিপতি, তুগ্রলখাঁকে হত্যা করিয়া রাজ্য পুনরুদ্ধার করিলেন;[১] কিন্তু, গারো পর্ব্বতের দক্ষিণ ভাগ আর কামরূপের অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল না। কামরূপরাজ দক্ষিণ দিকে দুর্ভেদ্য গারোপর্ব্বত অতিক্রম করিলেন না বটে, কিন্তু পশ্চিম দিকে সেই সময়েও, ত্রিহুতের পশ্চিম গণ্ডক নদী পর্যন্ত কামরূপ রাজ্যোন্তর্ভুক্ত রহিয়া গেল।[২] তুগ্রলখাঁর হত্যার পর, যখন পূর্ব্ব-ময়মনসিংহে পূর্ব্বোক্ত কতিপয় স্থানে, কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসনকর্ত্তা নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছিলেন, সেই সময়ে পশ্চিম ময়মনসিংহ সেন রাজাদিগের শাসনান্তর্গত থাকিয়া স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছিল।

১২৭৯ খ্রিস্টাব্দে, বাঙ্গালার শাসনকর্তা তগ্রিলখাঁ দিল্লীশ্বরের অধিনতাপাশ ছেদন করিতে প্রয়াস পাইলে, দিল্লীশ্বর গায়াসউদ্দীন বুলবন, তগ্রিলের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। তগ্রিল পলায়ন করিয়া রক্ষা পায়। বাদশাহ বুলবন শত্রুর পশ্চাৎ ধাবন করিয়া সোনারগাঁয়ে উপনীত হন। সোনারগাঁয়ের শাসনকর্ত্তা দনুজরায়[৩] দিল্লীশ্বরকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং তাঁহার অধীনতা স্বীকার করেন। স্টুয়ার্ট সাহেব[৪] এই দনুজরায়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

**সোনারগাঁ ও রামপাল :** ডাক্তার বুকানন হেমিল্টন ১৮০৯ খ্রী: সোনারগাঁ ও বিক্রমপুর (রামপাল) পরিদর্শন করেন। তিনি লিখিয়াছেন 'ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রামপাল এবং সুবর্ণগ্রাম উভয়স্থানেই সেন রাজবংশ রাজত্ব করিয়াছিলেন। ডাক্তার ওয়াইজও সন্দেহের উপর ভর করিয়া উভয় স্থানেই সেনবংশের সংশ্রব ছিল নির্দ্দেশ করিয়াছেন।[৫] অধ্যাপক ব্লকম্যান বলিতেছেন— "ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে, সোনারগাঁ পতনের সময় পর্যন্ত, পূর্ববঙ্গ সেন রাজবংশের শাসনাধীন ছিল।"[৬] স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য লিখিয়াছেন "নবদ্বীপের পতনের পর, অন্ততঃ একশত বৎসর কাল পর্যন্ত, বঙ্গে সেনবংশীয় নৃপতিগণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়া, মুসলমানদিগের হস্তে পরাজিত ও নিহত হন।"[৭] এই বিভিন্ন মন্তব্য আলোচনা করিয়া, এই শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় যে, বখতিয়ার কর্ত্তৃক নবদ্বীপ বিজয়ের পর পলায়মান সেন রাজকুমারগণ সোনারগাঁয়ে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন, ও দুই এক পুরুষ তথায় রাজত্ব করিলে পর, দনুজরায় কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া পূর্ব্ব রাজধানী রামপালে প্রস্থান করেন এবং তথায় যাইয়া আরও কয়েক বৎসর রাজত্ব করিয়া,

---

১। Blochman's History and Geography of Bengal (J. A. S. B. 1813 Page 226.) ও তবকত-ই-নাসিরি ২৬৩ পৃষ্ঠা।

২। Asiatic Annual Register (1805)

৩। ডাক্তার জে. ওয়াইজ, চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের স্থাপয়িতা রাজা দনুজমাধব দেব ও এই জমিদার দনুজ রায়কে এক ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন।

৪। স্টুয়ার্ট সাহেব লিখিয়াছেন "When the Imperial Army arrived at Sonargang Dhinaj Rai, the Chief of that District, paid his compliments to the Emperor &c" ব্লকম্যান বলেন ঐতিহাসিক বরুণী এই তত্ত্বের প্রথম প্রচারক। অনেকে বলেন, বরুণী সাতগাঁও স্থলে ভ্রমে সোনারগাঁও লিখিয়াছেন।

৫। Wise's 'Notes on Sonargaon.'

৬। The Bengal territory conquered in 1203-4 by the Mahomedans did not comprise the Eastern District. The Bangladesh was still under Ballal's descendents till the end of 13th Century, when Sonargaon was occupied by the second son of the Emperor Bulbon.

৭। ঢাকার পুরাতন কাহিনী (নব্যভারত)

৮। স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য লক্ষ্মণের পর, আরও তিন পুরুষের নাম উল্লেখ করিয়াছেন;– ২য় বল্লাল, সুষেণ ও সুরসেন। ডা. বুকাননও সুষেণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

মুসলমানদিগের হস্তে পরাজিত ও নিহত হন।[৮]

গায়সউদ্দিন সুবর্ণগ্রাম হস্তগত করিয়া, স্বীয় দ্বিতীয়পুত্র নসিরউদ্দিন মহম্মদকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা রাখিয়া, দিল্লী প্রত্যাগমন করেন। গায়সউদ্দীনের পর, কৈকুবাদ ও তৎপরে ফিরোজ সা, দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

**পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী সোনারগাঁ :** ফিরোজ সা বাঙ্গালার শাসন বন্দোবস্তে হস্তক্ষেপ করিয়া, বাঙ্গালাকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন ও বাহাদুরখাঁকে পূর্ব্ব-বঙ্গের শাসনকর্ত্তা করিয়া প্রেরণ করেন। সোনারগাঁয়ে পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়।[১] বাহাদুরখাঁর পর, বহরমখাঁ ও তৎপর ফকিরউদ্দীন সোনারগাঁয়ের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। ফকিরউদ্দীন সোনারগাঁয়ের শাসনভার গ্রহণ করিয়াই, সুলতান সেকান্দর নাম ধারণপূর্ব্বক, আপনাকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করেন।

১৩৩৮ খ্রি. সুলতান সেকান্দর, স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া, ১৪৯০ খ্রি. পর্যন্ত ১৭ জন মুসলমান স্বাধীন নরপতি বাঙ্গালাদেশ শাসন করেন।[২] এই সময় সোনারগাঁ, গৌড়, পাণ্ডুয়া প্রভৃতি স্থানে মুদ্রা প্রস্তুত হইত। এই সময়ের বহু মুদ্রা ও তাম্রলিপি প্রস্তরলিপি প্রভৃতি ব্লকম্যান, ওয়াইজ, টমাস, কানিংহাম, ডা. রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের অনুসন্ধানে আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকলের আলোচনা দ্বারা মুসলমান শাসন সেই সময়ে ময়মনসিংহ পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ঢাকা, ধামরাই, বিক্রমপুর (রামপাল), সোনারগাঁ, আজিমনগর, বন্দর প্রভৃতি স্থানে, যে সকল লিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে ঐ সময় পর্যন্ত ঢাকাই পূর্ব্ববঙ্গের শেষ সীমা ছিল বলিয়া মনে হয়।

**মজলিসখাঁ হুমায়ুন ও গড়দলিপা :** ১৪৯১ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় ফিরোজ সা বাঙ্গালার স্বাধীন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম করিতে প্রয়াস পান ও তদীয় সেনাপতি মজলিসখাঁ হুমায়ুনকে সসৈন্যে প্রেরণ করেন। মজলিসখাঁ ময়মনসিংহের উত্তর ভাগে প্রবেশ করিয়া, সেরপুর প্রদেশ আক্রমণ করেন। সেরপুরের অন্তর্গত গড়দলিপায়[৩] তখন দলিপ সামন্ত নামক জনৈক কোচরাজা রাজত্ব করিতেছিলেন। হুমায়ুন কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া দলিপ পরাজিত ও নিহত হন। সেরপুরে মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই ময়মনসিংহে মুসলমান প্রবেশের প্রথম সূত্রপাত।

**গড়দলিপার প্রস্তর লিপি :** মজলিসখাঁ হুমায়ুনের মৃত্যু হইলে, এই দুর্গের ভিতরই তাঁহার সমাধি হইয়াছিল। সমাধিস্তম্ভের গাত্রে যে প্রস্তরলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, ঐ লিপি আরবী ভাষায় লিখিত ছিল। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে ঐ লিপির

১। Stuart's History of Bengal. Page 79.

২। ব্লকম্যানের মতে ১৭ জন, স্টুয়ার্টের মতে ১৪ জন।

৩। গড়দলিপা ক্রমে গড়জরিপা নামে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। গবর্নমেন্টের প্রকাশিত "List of Old Monuments of the Dacca Division" নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় 'দরিপা' শব্দ "Gayaripa" শব্দে পরিবত্তিত হইয়াছে। এইরূপে কায়া পরিবর্ত্তন করিতে করিতে একটি শব্দ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আর একটি শব্দে পরিণত হয়। ভাষার ইতিহাসে এইরূপ পরিবর্ত্তণের অভাব নাই। মমিনসাহি, আলেপসাহি এইরূপেই ময়মনসিংহ ও আলাপসিংহে পরিণত হইয়াছে। 'রাঙ্গামাটিও" বোধ হয়, এইরূপেই বঙ্গমতী বাঙ্গমাটীতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। নিম্নে সোসাইটীকৃত ইংরেজি অনুবাদ উদ্ধৃত হইল।

"In the name of God, the Merciful, the Clement! There is no God but Allah,-

Mahammed is Allah's prophet*** there is no God but Allah** Mahammad is Allah's prophet**

God bless Mahammed, the pure Hasan Hossain** built** the king of the age and the period Saifuddunya uddin Abbul Mazaffar Feroz Shah the King, may God perpetuate his Kingdom and his rule! This (vault?) was completed in blessed Ramjan 8"**[১]

**হুসেনশাহ :** ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে হুসেনশাহ বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করেন। হুসেনসাহের সময়, সমগ্র ময়মনসিংহে মুসলমান শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; এতৎসম্বন্ধে অধ্যাপক ব্লকম্যান রিয়াজ-উস-সলাতিনের যে অনুবাদ দিয়াছেন, তাহা ভাষান্তরিত করিয়া প্রকাশ করা গেল। "হুসেনশাহ উড়িষ্যা জয় করিয়া, তদন্তর্গত রাজাদিগের নিকট হইতে কর লইলেন ও বাঙ্গালার পূর্ব্ব-দক্ষিণ প্রান্তস্থ আসামপ্রদেশ বিজয় মানসে বিরাট অভিযান করিলেন। তিনি বহু সৈন্য সমাভিব্যাহারে আসামরাজ্যে প্রবেশ করেন ও কামতাপুর হইতে কামরূপ পর্যন্ত অধিকার করিয়া অন্যান্য প্রদেশ, যথা,— রূপনারায়ণ, মাল (পাল?) কানুয়ার, গশালক্ষ্মণ (?) এবং লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতি পরাক্রমশালী রাজাদের রাজ্য হস্তগত করেন এবং লুণ্ঠন করিয়া বহু ধনরত্ন সংগ্রহ করেন। রাজগণ তাঁহাদের উপদ্রবে পাহাড় পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন ও মুসলমানগণ তাঁহাদের রাজ্য অধিকার করিয়া লন। এইরূপে হুসেনশাহ, কামরূপরাজ্য জয় করিয়া, নিজ পুত্র নছরত সাহকে তাহার শাসনকর্ত্তা রাখিয়া বাঙ্গালায় প্রত্যাবৃত্ত হন।[২]

উল্লিখিত বিবরণ হইতে হুসেনশাহ ময়মনসিংহ জয় করিয়াছিলেন এইরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। কেননা রূপনারায়ণ, মাল (পাল) কানুয়ার, গশালক্ষ্মণ, লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতির রাজ্য কোথায় অবস্থিত ছিল, তাহা অবগত হওয়া যায় না। এই সকল রাজগণ ময়মনসিংহেরও হইতে পারেন। অন্য স্থানেরও হইতে পারেন, যাহা হউক, এই সকল রাজ্য জয় দ্বারা না হউক, অন্যরূপ প্রমাণ দ্বারাও হুসেনশাহের ময়মনসিংহ জয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

হুসেনশাহ, যখন যে দেশ জয় করিয়াছিলেন, সেই দেশে জয়চিহ্নস্বরূপ মসজিদ নির্ম্মাণ

---

১। সেরপুরের স্বর্গীয় হরচন্দ্র চৌধুরী, এই প্রস্তরলিপি প্রাপ্ত হইয়া, তদবিররণসহ ১২৭১ বঙ্গাব্দে তাহা এসিয়াটিক সোসাইটিকে প্রদান করেন। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের এসিয়াটিক জার্ণেলে অধ্যাপক ব্লাকম্যান হরচন্দ্র বাবুর বিবরণসহ, তাঁহাকে প্রচুর ধন্যবাদের সহিত, তাঁহার প্রেরিত প্রস্তর-লিপির এই অনুবাদ প্রচার করেন। অনেক স্থলে, অক্ষর অস্পষ্ট থাকায় অনুবাদ অসম্পূর্ণ হইয়াছে।

২। Hunter কৃত Statistical Account of Bengal (Dacca Division) ও অন্যান্য অনেক ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে "হুসেনসাহ একডালার দুর্গ হইতে ব্রহ্মপুত্রের জলপথে কামরূপে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।" ঐতিহাসিকগণ এ পর্যন্ত ৪টি একডালা দুর্গের আবিষ্কার করিয়াছেন। ১ম পাণ্ডুয়া একডালা, ২য় বগুড়া একডালা, ৩য় রাজশাহী একডালা ও ৪র্থ সোনারগাঁও একডালা। ঐতিহাসিক Marshman সাহেব সোনারগাঁও একডালা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, Ekdala is a large fort near Sonargaon." এই একডালা ব্রহ্মপুত্রের তীরে অবস্থিত। কেহ কেহ বলেন হুসেনশাহ সোনারগাঁও একডালা হইতেই অভিযান প্রেরণ করেন।

করিয়া, মসজিদগাত্রে তাঁহার স্মারকলিপি রাখিয়া গিয়াছিলেন।

**পশ্চিম ময়মনসিংহে হুসেনশাহের স্মৃতিচিহ্ন :** ময়মনসিংহের অধীন টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত আটীয়া নামক স্থানে হুসেনশাহের নির্ম্মিত একটি মসজিদ ছিল। ঐ মসজিদ-গাত্রস্থিত প্রস্তরফলকে তাঁহার পশ্চিম ময়মনসিংহ বিজয়বার্ত্তা আরবী অক্ষরে খোদিত রহিয়াছিল। অধ্যাপক ব্লকম্যান ঐ প্রস্তরফলকের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। সেই ইংরেজি অনুবাদ উদ্ধৃত হইল।

The Prophet may God's blessing rest on him!—says "He who builds a mosque for God, will have a house like it built for him by God in paradise." This jami Mosjid was built by the Great and respected king Alaudunya waddin Abbul Muzuffor Husain Shah, The King son of Sayzid-Ashraf, a descendant of Husain-may God perpetuate his rule and his kingdom! Date A. H. 922. (A. D. 1516)[১]

পশ্চিম ময়মনসিংহে হুসেনশাহের শাসন-বিস্তারের ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া গেল। এখন পূর্ব্ব-ময়মনসিংহে যে হুসেনশাহের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ প্রদান করা যাইতেছে।

**পূর্ব্ব ময়মনসিংহে হুসেনশাহের স্মৃতিচিহ্ন :** হুসেনশাহ ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বদিক জয় করিয়া, ত্রিপূরা পর্যন্ত অধিকার করেন ও খোয়াজ খাঁকে শাসনকর্ত্তৃত্বপদ প্রদান করেন। খোয়াজখাঁ পূর্ব্ব ময়মনসিংহের অন্তর্গত মুয়াজ্জমাবাদে থাকিয়া, এই যুক্ত প্রদেশ শাসন করিতে থাকেন। খোয়াজ খাঁর নামাঙ্কিত একখণ্ড প্রস্তর-লিপিও এসিয়াটিক সোসাইটির যত্নে আবিষ্কৃত হইয়াছে। নিম্নে তাহারও ইংরেজি অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

This Mosque was built in the reign of the Sultan of the age, the heir of the kingdom of Solomen, Alauddunya waddin Abdul Muzuffor Husain Shah. May God perpetuate his kingdom and rule, and elevate his condition and dignity, and render, in every minute his proof victorious, by the Great and noble khan, Khawas khan, Governor of the land of Tiparah and vazir of the District in Muazzamabad,- may God preserve him in both world! Dated 2nd Rabi 11, 919 (7th, June 1513)[২]

**মুয়াজ্জমাবাদ :** লিপির উল্লেখিত মুয়াজ্জমাবাদের নাম বর্ত্তমান সময়ে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুপণ্ডিত ব্লকম্যান তাঁহার প্রবন্ধে[৩] মুয়াজ্জমাবাদের অবস্থান নির্ণয় সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। তিনি প্রথমে "The union of Tiparah (Tripurah) and Muazzamabad confirms my conjeture that Muazzamabad belong to Sonargaon," লিখিয়াই ক্ষান্ত রহিয়াছিলেন। পর বৎসর তাঁহার অন্য প্রবন্ধে এই মুয়াজ্জমাবাদকে তিনি বর্ত্তমান পূর্ব্ব-ময়মনসিংহ বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন।[৪]

সুতরাং হুসেনশাহ ময়মনসিংহের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় ভাগই যে হস্তগত করিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। এতদ্ব্যতীত ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত হুসেনাসাহি

---

১। Notes on Arabic and Persian Inscriptions (J. A. S. B.)

২। On a new king of Bengal (J. A. S. B. 1872.)

৩। On a new king Bengal (J. A. S. bengal 1872.)

৪। History and Geography of Bengal (J. A. S. Bengal, 1873 Page 214.)

পরগণা এবং হুসেনপুর নামক স্থানও হুসেনশাহের শাসন-স্মৃতির নিদর্শন স্বরূপ ময়মনসিংহ বক্ষে অদ্যাপি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। হুসেনশাহি এবং হুসেনপুরের নাম ব্লকম্যান সাহেবও হুসেনশাহের শাসন-স্মৃতির নিদর্শন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[১] টমাস সাহেব লিখিয়াছেন "হুসেনশাহের রাজত্ব সময়ে, মুয়াজ্জমাবাদে টাকশাল স্থাপিত ছিল। টমাস সাহেব বাঙ্গালার ৭টি টাকশালের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।[২] যথা,— (১) লক্ষ্মণাবতী, (২) ফিরোজাবাদ, (পাণ্ডুয়া), (৩) সাতগাঁও, (৪) শা (অস্পষ্ট), (৫) গয়াসপুর, (৬) সোনারগাঁও, (৭) মুয়াজ্জমাবাদ। ব্লকম্যান আরও তিনিটির নাম উল্লেখ করিয়াছেন, ফতাবাদ, খালি ফতাবাদ ও হুসেনাবাদ।

টাকশালের এইরূপ বিভাগ দ্বারা, অনুমিত হয় যে, সেই সময়ে বঙ্গদেশ উপর্য্যুক্ত কতিপয় বিভাগে বিভক্ত ছিল; এবং পূর্ব্ব-ময়মনসিংহ (ইকলিম) মুয়াজ্জমাবাদ নামে পরিচিত হইত। এই মুয়াজ্জমাবাদের পরিমাণ ও সীমা কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহার কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। তবে তাহা পূর্ব্বদিকে শ্রীহট্টের লাউর প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, ইহা কোন কোন প্রস্তরলিপি দ্বারা অনুমিত হইয়াছে।

হুসেনশাহের রাজত্ব সময়ে বাঙ্গালার সীমা যে পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, টোডর মল্লের বন্দোবস্তের সময়ও তাহা অব্যাহত ছিল।[৩] তবে শাসন-বিশেষে, সময় সময়, সীমার ব্যতিক্রমও ঘটিয়াছিল, তাহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে।

**নছরৎসাহ ও নছরৎসাহি :** হুসেনশাহ কর্ত্তৃক কামরূপ বিজয়ের পর নছরৎসাহ কামরূপের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। কিন্তু, অল্পকাল পরেই, বর্ষা-সমাগমে, যখন দুর্গম গিরিকান্তার ভীষণ ভাব ধারণ করিল— পথ-ঘাটে চলাচল বন্ধ হইয়া গেল, তখন সেই দুর্যোগে পলায়মান রাজগণ আসিয়া সদলবলে তাঁহাদের পরিত্যক্ত রাজ্য অধিকার করিয়া লইলেন। নছরৎ পলাইয়া গারো পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া রক্ষা পাইলেন।[৩] তাঁহার সঙ্গীয় সৈন্য সামন্তগণ অরণ্যে বিপদাপন্ন হইয়া জীবন হারাইল। নছরৎ পলায়ন করিয়া মুয়াজ্জমাবাদ (বর্তমান পূর্ব্ব ময়মনসিংহ) আগমন করেন ও পূর্ব্ব-ময়মনসিংহের শাসনভার গ্রহণ করেন। তাঁহার অধিকৃত কামরূপের অংশ, তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া যায়। এদিকে নছরতের নতুন শাসিত প্রদেশ "নছরত ও জিয়াল" নামে পরিচিত হইতে থাকে। পলায়িত নছরৎসাহ আশ্রয়স্থলকে "নছরত ও জিয়াল" নামাকরণে অভিহিত করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। তাঁহার শাসনান্তর্গত সমগ্র প্রদেশকে "নছরৎসাহি" নামেও অভিহিত করিয়াছিলেন। বর্তমান ময়মনসিংহ জেলা এই নছরৎসাহির নামান্তর। এই নছরৎসাহি আকবর বাদসাহের সময়ে সরকার বাজুহা ও ইংরেজ শাসন সময়ে জেলা ময়মনসিংহ বলিয়া পরিচিত হয়।

সম্রাট কুলতিলক আকবরসাহ, ময়মনসিংহের অন্তর্গত জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান ঈশাখাঁকে যে সনন্দ দ্বারা নছরৎসাহির আধিপত্য প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা ও সুসঙ্গের রাজাদিগের প্রাপ্ত বাদসাহী দলিলাদি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বর্তমান ময়মনসিংহ জেলা এবং ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য জেলার অংশ, তৎকালে নছরৎসাহির অন্তর্গত ছিল। পরগণা

১। On a new king of Bengal.

২। J. A. S. B. Page 213 of 1873.

৩। এসিয়াটিক সোসাইটির হস্তলিখিত 'রিয়াজ-উস-সিলাতিন' গ্রন্থে 'নছরতসাহ কামরূপে সসৈন্যে নিহত হইলেন" এইরূপ লিখিত হইয়াছে। অধ্যাপক ব্লকম্যান তাঁহার "On a new king of Bengal" প্রবন্ধে রিয়াজের এই উক্তি প্রমাদপূর্ন বলিয়া দেখাইয়াছেন।

নছরৎসাহি ও নছরৎ ও জিয়াল আজিও সেই প্রাচীন শাসনকর্ত্তার স্মৃতি সঞ্জীবিত রাখিয়াছে।

হুসেনশাহের সময়ের খোদিত প্রস্তরলিপিসমূহের আলোচনা করিলে জানা যায় যে, হুসেনশাহ রাজস্ব আদায়ের সৌকার্য্যার্থে তৎশাসনাধীন রাজ্যগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহালে বিভক্ত করেন এবং স্থানে স্থানে দেওয়ানখানা ও থানা প্রভৃতি স্থাপন করেন। এই সময় পূর্ব্ব ময়মনসিংহের অন্তর্গত মুয়াজ্জমাবাদ নামক স্থানে দেওয়ানখানা স্থাপিত ছিল; এবং দেওয়ানখানার অন্তর্গত প্রদেশ 'ইকলিম মুয়াজ্জমাবাদ' নামে অভিহিত হইত।[১] নছরত ও জিয়াল বা বর্তমান নসিরুজিয়াল পরগণার মধ্যেই কোন স্থান মুয়াজ্জমাবাদ নামে পরিচিত ছিল; এবং সেই স্থানে এতৎ প্রদেশের শাসনকর্ত্তার বাসস্থান ও টাকশাল স্থাপিত ছিল। কালের অচিন্ত্যনীয় প্রভাবে সেই সকল লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।[২]

মুসলমান শাসন পূর্ব্ব এবং পশ্চিম ময়মনসিংহে প্রবর্ত্তিত হইলে পরও স্থানে স্থানে কোচ রাজগণ স্ব স্ব প্রভুত্ব পরিচালনা করিতেছিলেন।

**মাধবাচার্য ও বৈষ্ণবধর্ম্ম :** হুসেনশাহের রাজত্ব সময়ে নবদ্বীপে চৈতন্য প্রভুর আবির্ভাব হয়। চৈতন্যের সমসাময়িক ভক্তপ্রধান মাধবাচার্য চৈতন্য প্রভুর তিরোভাবের, পর, এতৎ প্রদেশে (বর্তমান ময়মনসিংহ জেলায়) বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন।[৩]

**বাণিজ্যস্থান :** এই সময় ব্রহ্মপুত্র তীরস্থিত দগদগা ও এগারসিন্ধু নামক স্থানদ্বয় বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।[৪]

**কবি নারায়ণ দেব :** বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীন কবি নারায়ণ দেব, এই সময়ে বা ইহার কিছু পূর্ব্ব হইতে এ প্রদেশের নিবিড় অরণ্যভূমি মনসার ভাসানের কোমল পদাবলীতে আকুলিত করিতেছিলেন। তাঁহার রচিত 'পদ্মাপুরাণ" পাঠে বর্তমান ময়মনসিংহ জেলার তৎসাময়িক অবস্থা ও আচার ব্যবহার কতক পরিমাণে অবগত হওয়া যায়।

১। অধ্যাপক ব্লকম্যান সাহেব হুসেনশাহের সময়ের খোদিত প্রস্তর-লিপির আলোচনায় লিখিয়াছেন :
"The inscriptions reveal the important fact that Bengal was divided into revenue divisions called Mahalas over which as in the Delhi Empire Shigdars (সীকদার) were placed and into lagre circles under Sarlashker of Military Commander, who have often also the title of Vazir (Diwan) of places mentioned in inscription I may cite lelim Muazzamabad (Eastern Mymensingh) Thana Laur (Sylhet &c")

২। ইকলিম মুয়াজ্জমাবাদের টাকশালে প্রস্তুত কয়েকটি রৌপ্য মুদ্রা বিগত অষ্টাবিংশ সারস্বত প্রদর্শনীর সময় গ্রন্থকারের হস্তগত হয়। ঐ মুদ্রা কয়েকটি উক্ত প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছিল। হুসেন শাহ ও নছরত সাহের সময়ের আরও কতকগুলি মুদ্রা কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত যশোদল নামক স্থানের একটি ভদ্রলোক মৃত্তিকার নিম্নে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাতেও প্রমাণিত হয় যে হুসেনসাহ ও নছরত সাহের রাজকীয় শাসন এতৎ প্রদেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিলেন; সে কারণে তাঁহার নামীয় মুদ্রাও এই প্রদেশে প্রচলিত ছিল। পরিশিষ্টে ঐ সকল মুদ্রার বিবরণ প্রদত্ত হইল।

৩। ময়মনসিংহের বিবরণ ৬৪ পৃ. দ্রষ্টব্য।

৪। চৈতন্য প্রভুর সমসাময়িক নিত্যানন্দ দাস বিরচিত "প্রেমবিলাস" নামক গ্রন্থে এই স্থানদ্বয়ের বিশেষ উল্লেখ আছে। যথা—
এগার সিন্দুর আর দগগদা স্থানে। বাণিজ্য বিখ্যাত ইহা সর্ব্ব লোকে জানে।

# পঞ্চম অধ্যায়

**মোগল শাসনকাল :** মোগল বংশ, আকবর সাহ, বারভূঁএগ্ৰা ভাওয়ালের ফজল গাজী, খিজিরপুরের ঈশাখাঁ, বেহারে বিদ্রোহ, ওয়াশিল-তুমার-জমা ও সরকার বাজুহায়, সরকার সোনারগাঁ, ঈশাখাঁ, লক্ষ্মণ হাজো ও জঙ্গলবাড়ী, মানসিংহ, বাইশ পরগণা, "মুলকে সুসঙ্গ", জনসমাগম, প্রাচীন চিহ্ন, ঈশাখাঁ বংশের অধঃপতন, গাজী বংশের পুনরভ্যুদয়, অন্যান্য জমিদারগণ, ঢাকা রাজধানী, ব্রহ্মপুত্রতীরে আসাম রাজ, ব্রহ্মপুত্রতীরে কুচবেহার রাজ, কুলিখাঁর বন্দোবস্ত, ওয়াশিল-জমাতুমারি, রেজাখাঁর জমিদারী কাগজ, মজকুরী মহাল, ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দের রাজস্ব বিভাগ।

## মোগল শাসনকাল

**মোগল বংশ :** বাঙ্গলায় যখন নছরৎসাহ স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন সেই সময়ে ইব্রাহিম লোদী দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের ভীষণ যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীর পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে মোগল গৌরব-রবি ভারতাকাশে সমুদিত হয়।

মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর চারি বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইলে, তৎপুত্র হুমায়ূন সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। হুমায়ূনের সময়ে সেরসাহ বাঙ্গালা অধিকার করিয়া ক্রমে মোগল সিংহাসন কাড়িয়া লয়। সম্রাট হুমায়ূন পলায়ন করিয়া পরিত্রাণ লাভ করেন। সেরসাহ সিংহাসন গ্রহণ করিলে পর একবার বাঙ্গালার ভূমি বন্দোবস্ত হয়। সেরসাহ বঙ্গদেশকে কয়েক বিভাগে বিভক্ত করিয়া বাঙ্গালার রাজকর ও ভূমি বন্দোবস্ত করেন ও প্রদেশে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। তাঁহার সময়ে ব্রহ্মপুত্র তীর হইতে সিন্ধুতীর পর্যন্ত একটি সুবৃহৎ বর্ত্ম প্রস্তুত হয়।

**আকবর সাহ :** ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে মোগল কুলতিলক আকবরসাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। বাঙ্গালা দেশ তখনও পাঠানদিগের শাসনাধীন থাকিয়া স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছিল।

১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে মোগলমারি নামক স্থানে মোগল পাঠানের ভীষণ যুদ্ধে পাঠানেরা পরাজিত হইয়া উড়িষ্যায় দূরীভূত হইলে বাঙ্গালার কিয়দংশ আকবর শাহের শাসনাধীন নীত হয়। আকবর বাঙ্গালা হস্তগত করিয়া বিচার, শাসন ও রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত করিলেন। এই বন্দোবস্তে বিহারে ভীষণ বিদ্রোহের সূচনা হইল। ক্রমে বাঙ্গালা ও বিহার হইতে আকবরসাহের আধিপত্য তিরোহিত হইল।

**বারভূএগ্ৰা :** যে সময়ে বিহারের বিদ্রোহ ঘনীভূত হইয়া সমগ্র বঙ্গে বিস্তার লাভ করিতেছিল তখন বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন অংশে অল্প অল্প বারভূএগ্ৰাদিগের শাসন প্রবর্ত্তিত হইতেছিল।

বাঙ্গালার যে বারজন ভৌমিক বা জমিদার[১] এই সময়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন

* Bhumiks and the Zeminders are the same. J. Shore's minute 2-4-1788.

তাঁহারাই বাঙ্গালার বারভূঞা নামে পরিচিত।

এই বারভূঞাদিগের মধ্যে বিক্রমপুরের চান্দ রায়, কেদার রায়, ভুলুয়ার লক্ষ্মণমানিক, চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পনারায়ণ রায়, ভাওয়ালের ফজলগাজী ও খিজিরপুরের ঈশা খাঁ এই পাঁচজন পূর্ব্ববঙ্গে ৫টি পৃথক রাজ্য স্থাপন করিয়া ঢাকা, নোয়াখালি, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর ও ময়মনসিংহ শাসন করিতেছিলেন।[১]

ঢাকার উত্তরস্থিত বিস্তৃত আরণ্য প্রদেশ ভাওয়াল বলিয়া পরিচিত। সেই সময়ে এই অরণ্য দক্ষিণে বুড়ীগঙ্গার উত্তর তীর হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরে গারোপাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[২]

**ভাওয়ালের ফজলগাজী :** ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে এই ভাওয়াল প্রদেশে ফজলগাজী স্বাধীনভাবে পরগণা ভাওয়াল ও তৎসন্নিহিত অপর কয়েকটি পরগণা শাসন করিতে থাকেন। ফজলগাজীর শাসন বুড়ীগঙ্গার উত্তর তীর হইতে গারোপাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্ববর্তী প্রদেশে ও ভাওয়াল অরণ্যের (বর্তমান মধুপুরের গড়) পশ্চিম প্রদেশে ফজলগাজীর শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল কিনা, তাহার কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

**খিজিরপুরের ঈশাখাঁ :** ভাওয়ালের নিবিড় অরণ্য যখন ফজলগাজীর স্বাধীনতার লীলাভূমি হইয়াছিল, ঢাকার অন্তর্গত খিজিরপুরও সেই সময় স্বাধীনতার জন্য যত্ন করিতেছিল। খিজিরপুরের ঈশাখাঁ তখন দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে উদ্যত। ডাক্তার ওয়াইজ বারভৌমিকদিগের মধ্যে ঈশাখাঁকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আইন-ই-আকবর-ই গ্রন্থেও ঈশাখাঁ ভৌমিকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও নিম্ন বঙ্গের অধীশ্বর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।[৩]

**বেহারে বিদ্রোহ :** বেহারে বিদ্রোহ জাগিয়া উঠিলে দিল্লীশ্বর আকবরসাহ স্বীয় বিশ্বাসী রাজস্ব সচীব টোডরমল্লকে বিদ্রোহ নিবারণ ও রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিধান করিতে বাঙ্গালায় প্রেরণ করেন (১৫৮০ খ্রি.)। টোডরমল্ল বাঙ্গালায় পঁহুছিলে তাঁহার সুবন্দোবস্তে বিদ্রোহ নিবারিত হইয়া যায়। বিদ্রোহ নিবারণের পর তিনি ঈশাখাঁকে ও ক্রমে অন্যান্য ভূঞাদিগকে হস্তগত করিয়া বাঙ্গালার ভূমির ও রাজস্বের সুব্যবস্থা করিতে মনোযোগী হন।

**ওয়াশিল-তুমার-জমা ও সরকার বাজুহায় :** টোডরমল্লের এই বন্দোবস্তই ইতিহাসে "ওয়াশিল-তুমার-জমা" (Rent roll of 1582) বলিয়া পরিচিত। টোডরমল্ল বঙ্গদেশকে ১৯ সরকারে ও এই ১৯ সরকারের অধীন ৬৮২ মহালে বিভক্ত করেন। এই বিভাগ অনুসারে সরকার বাজুহায় নামে যে সরকারের সৃষ্টি হয়, সাধারণত তাহাই হুসেনসাহের সময় নছরতসাহি প্রদেশ নামে কথিত হইত এবং বর্ত্তমান ইংরেজ শাসনকালে জেলা ময়মনসিংহ নামে পরিচিত হইতেছে। টোডরমল্ল ৩২ মহাল লইয়া সরকার বাজুহায় গঠিত করেন। নিম্নে সেই ৩২টি মহালের নাম ও তাহাদের রাজস্ব প্রদত্ত হইল।

১। Dr. Wise's Barah Bhuyans of Eastern Bengal (J.A.S.B)

২। Wise's Fazul Ghazi of Bhowal.

৩। The most celebrated of all the Bhueyns however, was Isa Khan Masnad Ali of Khijerpur. He is described by Abul Fazal as the Marzbon- Bhati or Governor over Lower Bengal and as the ruler over twelve great Zeminders. J. Wise.

১। আলেপসাহি— রাজস্ব ৭৬০৬৬৭ দাম,[১] ২। মমিনসাহি—২২০৭৭১৫ দাম, ৩। হুসেনসাহি—১৮২৭৫৪০ দাম, ৪। বড়রাজু–, ৫। মেরাউনা—; ৬। খরানা— ৭। হেরানা— ৮। সেরালি--৪১৭৮১৪০ দাম, ৯। বেসরিয়াবাজু— ২৮২০৭৮০ দাম, ১০। ভাওয়ালবাজু— ১৯৩৫১৬০ দাম, ১১। পুখুরিয়াবাজু—১৭১৫১৭০ দাম, ১২। দশকাহনিয়াবাজু— ১৬৪৫৬১০ দাম, ১৩। সেলিম—প্রতাপবাজু, ১৪। সুলতানপ্রতাপবাজু, ১৫। চান্দপ্রতাপবাজু—৪৬২৫৪৭৫ দাম, ১৬। সোণাঘুটীবাজু—১৯১০৪৪০ দাম, ১৭। সোনাবাজু—১৭০৫২৯০ দাম, ১৮। সেলবরস—১৪৮৪৩২০ দাম, ১৯। সায়র জলকর—২৬১২৮০ দাম, ২০।। সাওজিয়েলবাজু—৪০৫১২০ দাম, ২১। জাফরওজিয়েলবাজু— ৬৫০০৪৭ দাম, ২২। কতুরলবাজু—২৮০৪৩৯০ দাম, ২৩। কাটাবাজু-১২৩৭২০ দাম, ২৪। সিংধামৈন, ২৫। মিরহুসেন,, ২৬। নছরতসাহি— ২৭। সিংনছরত-জিয়াল—১৮৬৭৭১৫ দাম, ২৮। মোবারক ও জিয়াল—৪৬৮৭৮০ দাম, ২৯। হারিয়ল বাজু—৩৪৪১৪০ দাম, ৩০। ইউছিসহি—১৬৭০৯০০ দাম, ৩১। প্রতাপ বাজু—১৮৮১২৬৫ দাম, ৩২। ঢাকাবাজু—১৯০২০২২ দাম।

এই ৩২ মহাল সমন্বিত সরকার বাজুহায় সরকারী রাজস্ব ৩৯৫১৬৮৭১ দাম বা ৯৮৭৯২১ টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল, এতদ্ব্যতীত এই সরকার হইতে দিল্লীশ্বরকে ১৭৭০০ অশ্বারোহী ১০ হস্তী ও ৪৫৩০০ পদাতি যোগাইতে হইত।[২] এই সরকারের আয়তন বহু বিস্তৃত ছিল। ইহার পূর্ব্বসীমা বর্তমান শ্রীহট্ট জেলার কতক অংশ, পশ্চিমে বর্তমান রাজশাহী, বগুড়া ও পাবনা জেলার অংশ এবং দক্ষিণে বর্তমান ঢাকা শহরের দক্ষিণ, বুড়ীগঙ্গার তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[৩]

বাঙ্গালার অপরাপর সরকার অপেক্ষা সরকার বাজুহায় সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ছিল এবং ইহার রাজস্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। এই সরকার শত্রুর আক্রমণ হইতে নিরাপদ রক্ষার জন্য ব্রহ্মপুত্র তীরস্থিত একডালা ও এগারসিন্দুতে দুইটি দুর্গ ছিল।

**সরকার সোনারগাঁ :** ঢাকার বর্তমান সদর স্টেশন সরকার বাজুহার অন্তর্গত থাকিলেও বর্তমান ঢাকা জেলা সাধারণত সরকার সোনারগাঁর অন্তর্গত ছিল। সরকার সোনারগাঁর অধীনে ৫২টি মহাল ছিল, ইহার বাদসাহী রাজস্ব ১০৩৩১৩৩৩ দাম বা ২৫৮২৮৩ আনা নির্দ্দিষ্ট ছিল। এতদ্ব্যতীত সরকার সোনারগাঁ হইতে দিল্লীশ্বরকে ১৫০০ অশ্বারোহী, ২০০ হস্তী ও ৪৬০০০ পদাতি প্রদান করিতে হইত।

**ঈশা খাঁ :** খিজিরপুরের ঈশাখাঁ দিল্লীশ্বরের আনুগত্য স্বীকার করিয়া সরকার বাজুহায় ও সরকার-সোনারগাঁ এই উভয় সরকার শাসন করিতে আরম্ভ করেন। এই উভয় সরকারের সীমা উত্তর পশ্চিমে ঘোড়াঘাট হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে সাগরতীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ঈশাখাঁ দিল্লীশ্বরের আনুগত্য স্বীকার করিলে ভাওয়ালের ফজলগাজী ও বিক্রমপুরের চান্দরায়, কেদাররায় প্রভৃতিও ঈশাখাঁর প্রাধান্য স্বীকার করেন।

অতঃপর ঈশাখাঁ খিজিরপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়া উভয় সরকারের শাসন ও রক্ষণাকার্য্যে মনোনিবেশ করেন। শাসনকার্য্যে অগ্রসর হইয়া প্রথমেই ঈশাখাঁ ত্রিবেগ, হাজিগঞ্জ ও কালাগাছিয়া নামক স্থানত্রয়ে তিনটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন এবং

---

১। ৪০ দাম = ১ টাকা।

২। F. Gladwin's Ayeen Akbory—page 478.

৩। J. A. S. B Vol. III of 1873.

একডালা ও এগারসিন্ধুর প্রাচীর দুর্গদ্বয়ের সংস্কার আরম্ভ করেন। এবং কিছুদিন পরে দিল্লীর বাদশাহী রাজস্ব একেবারে বন্ধ করিয়া ফেলেন।

সম্রাট অচিরে ঈশাখাঁর দুরভিসন্ধি জানিতে পারিলেন। দিল্লীশ্বরের সুপ্রসিদ্ধ সেনাপতি সাহাবাজ খাঁ ঈশাখাঁর বিরুদ্ধে বাঙ্গালায় প্রেরিত হইলেন।

১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে সেনাপতি সাহাবাজখাঁ ঈশাখাঁর রাজধানীতে উপনীত হন। রাজধানীর নিকটেই মোগলসৈন্যের সহিত ঈশাখাঁর একটি যুদ্ধ হয়। ঈশাখাঁ পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দেন, সাহাবাজখাঁ ঈশাখাঁর রাজধানী হস্তগত করিয়া সাগরতীর পর্যন্ত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হন। ঈশাখাঁ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জে আশ্রয় লইয়া সসন্যে প্রাণরক্ষা করেন। সাহাবাজখাঁ ঈশাখাঁর অনুসরণ করিয়া আসিয়া যে স্থানে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন সেই স্থান অদ্যাপি তাহার নামানুসারে সাহাবাজপুর বলিয়া পরিচিত আছে। সাহাবাজপুর হইতে সেনাপতি সাহাবাজখাঁ দিল্লীতে এই রণ-বিজয় বার্ত্তা প্রেরণ করেন। সুপ্রসিদ্ধ "আকবরনামা" গ্রন্থে এই লিপি প্রকাশিত হইয়াছে। জঙ্গলবাড়ী হইতে প্রকাশিত "মসনদআলি" পুস্তিকা হইতে তাহার মর্ম্ম উদ্ধৃত হইল— "রণজয় সংবাদ মুন্সি আবুলফজল সম্রাটের নিকট জ্ঞাপন করিতেছেন— অতিশয় সন্তোষদায়ক রণজয়সংবাদ বঙ্গদেশ হইতে আসিয়াছে। ঈশ্বর অনুগ্রহে সাহাবাজখাঁ ঘোড়াঘাট হইতে মহাসাগরের তীর পর্যন্ত জয় করিয়াছেন। বিদ্রোহীপ্রধান ঈশাখাঁ পরাজিত হইয়া সাগরাভিমুখে পলায়ন করিয়াছেন।"

সাহাবাজখাঁ ঈশাখাঁকে পরাজিত করিয়া নিশ্চিত মনে আমোদ আহ্লাদে রত হইলে সহসা ঈশাখাঁ সসৈন্যে আসিয়া সাহাবাজের শিবির আক্রমণ করিলেন। এইবার অনন্যমনা সেনাপতি পদগৌরব রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া রণে ভঙ্গ দিলেন। ঈশাখাঁ পরিত্যক্ত রাজধানী পুনরায় অধিকার করিয়া লইলেন। এইবার ঈশাখাঁ ভগ্ন রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া সোনারগাঁয়ে নূতন রাজধানী স্থাপন করিলেন। এই সময় (১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে) ইংরেজ ভ্রমণকারী রলফফিচ ঈশাখাঁর রাজধানী সোনারগাঁয়ে পদার্পণ করেন।

ঈশাখাঁ সোনারগাঁয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শক্তি সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন ও সরকার বাজুহায় আর একটি নতুন দুর্গ আর একটি নতুন বাসস্থান প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করিলেন।

**লক্ষ্মণহাজো ও জঙ্গলবাড়ী :** এই সময়ে ময়মনসিংহের অন্তর্গত হাজরাদী (তপ্পা) বাজুহার অন্তর্গত ছিল না। লক্ষ্মণহাজো নামক এক কোচরাজা বর্ত্তমান জঙ্গলবাড়ী নামক স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া হাজিবাদী শাসন করিতেছিল।[১]

যথা সময়ে ঈশাখাঁ এতৎপ্রদেশে প্রবেশ করিয়া লক্ষ্মণহাজো বা হাজরার রাজধানী আক্রমণ করিলেন। হাজরা ঈশাখাঁর ভয়ে পলাইয়া গেল। ঈশাখাঁ জঙ্গলবাড়ী অধিকার করিলেন। জঙ্গল-বাড়ী স্থান নিরাপদ বলিয়া ঈশাখাঁ স্থানের নাম জঙ্গল বাড়ী রাখিয়া সে স্থানে দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করিলেন। এবং ব্রহ্মপুত্রের উজানপথে, রাঙ্গামাটি ও দশকাহনিয়াতে (বর্তমান সেরপুর) আরও দুইটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

**মানসিংহ :** ঈশাখাঁ যখন এইরূপে বল সঞ্চয় করিতেছিলেন, সেই সময়ে রাজপুত-বীর রাজা মানসিংহ ঈশাখাঁর বিরুদ্ধে পুনরায় প্রেরিত হইলেন। ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে মানসিংহ সুবর্ণগ্রাম আক্রমণ করেন। ঈশাখাঁ তখন সুবর্ণগ্রামে ছিলেন না। মানসিংহ সোনারগাঁ হস্তগত

১। লোকপ্রবাদ আজও লক্ষ্মণহাজোর ভগ্ন দুর্গ জঙ্গলবাড়ীর সন্নিকটে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

করিয়া ডেমরা নামক স্থানে শিবির সংস্থাপন করেন। ঈশাখাঁ তখন একডালার দুর্গে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মানসিংহ ক্রমে একডালা আক্রমণ ও অবরোধ করেন। ঈশাখাঁ পরাজিত হইয়া এগারসিন্ধু দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মানসিংহ পশ্চাৎ ধাবিত হন। এগারসিন্ধুর নিকট ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম তীরে উভয় সৈন্যের অস্ত্রপরীক্ষা হয়। প্রথম দিনের যুদ্ধে ঈশাখাঁ জয়লাভ করেন। মানসিংহের জামাতা যুদ্ধস্থলে হত হন। ২য় দিন উভয়পক্ষের সমভাবে সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ হয়। তৃতীয় দিন যুদ্ধক্ষেত্রে মানসিংহের তরবারি ভগ্ন হইয়া যায়। মানসিংহকে নিরস্ত্র দেখিয়া ঈশাখাঁ যুদ্ধে নিবৃত্ত হন ও মানসিংহকে তরবারি সংগ্রহ করিয়া লইতে অবসর প্রদান করেন। ঈশাখাঁর এই অলৌকিক সুজনতায় মুগ্ধ হইয়া মানসিংহ ঈশাখাঁর সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন ও ঈশাখাঁকে লইয়া দিল্লীতে গমন করেন।

**বাইশ পরগণা :** দিল্লী হইতে ঈশাখাঁ "মসনদআলি" উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক বাইশ পরগণার আধিপত্য লইয়া জঙ্গলবাড়ী প্রত্যাগমন করেন।

এই বাইশ পরগণায় নাম প্রদত্ত হইল যথা;— (১) আলেপসাহি, (২) মমিনসাহি, (৩) হুসেনসাহি, (৪) বজবাজু, (৫) মেরাউনা, (৬) হেরানা, (৭) খরানা, (৮) সরালি, (৯) ভাওয়ালবাজু, (১০) দশ-কাহনিয়াবাজু, (১১) সায়রজলকর, (১২) সিংধামৈন, (১৩) সিং নছরৎ ও জিয়েল, (১৪) দরজিবাজু, (১৫) হাজারাদি, (১৬) জফরসাহি, (১৭) বলদাখাল, (১৮) সোনারগাঁ, (১৯) মহেশ্বরদি, (২০) পাইটকাড়া, (২১) কাটবার ও (২২) গঙ্গামণ্ডল।

বাদসাহি সনন্দে এই ২২ পরগণা বা মহালকে পরগণা বা নছরৎ-সাহির তপ্পা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। উপর্যুক্ত বাইশ পরগণার প্রথমোক্ত পনরটি পরগণা সরকার বাজুহার অধীন, জফরসাহি সরকার ঘোড়াঘাটের অধীন ও অবশিষ্টগুলি সরকার সোনারগাঁর অধীন ছিল।

**মুল্‌কে সুসঙ্গ :** যৎকালে ঈশাখাঁ জঙ্গলবাড়ীতে রাজধানী স্থাপন করিয়া দিল্লীশ্বরের অধীনে এই বাইশ পরগণা শাসন করিতেছিলেন সেই সময়ে সরকার বাজুহার উত্তর প্রদেশে সুসঙ্গের রাজা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। দশকাহনীয়া সেরপুরের উত্তর ভাগ, করৈবাড়ী পাহাড় হইতে সুসঙ্গের পাহাড়ের পূর্ব্ব সীমা পর্যন্ত, এই বিশাল পাহাড় রাজ্য— "মুল্‌কে সুসঙ্গ" নামে অভিহিত হইত। সুসঙ্গে তখন রঘুনাথ সিংহের রাজত্ব। আকবর সাহেব মৃত্যুর পর রঘুনাথ মুগল সিংহাসনের অধীনতা স্বীকার করেন ও সম্রাট জাহাঙ্গীর কর্তৃক রাজা উপাধিতে ভূষিত হন। মসনদ আলী ঈশাখাঁ ও রঘুনাথসিংহ ব্যতীত সেই সময় সরকার বাজুহায় অন্য কোন শাসন কর্ত্তা ছিলেন, অবগত হওয়া যায় না।

**জনসমাগম :** ঈশাখাঁর শাসন আরম্ভের পূর্ব্ব হইতেই ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্যগণ রাঢ় ও বারেন্দ্র ভূমি হইতে ক্রমে অল্পে অল্পে এতদ্দেশে আসিতেছিলেন, কিন্তু ইঁহাদের ক্ষমতা বিস্তারের বিষয় কিছুই অবগত হওয়া যায় না। এতদ্দেশে ঈশাখাঁর শাসন প্রবর্ত্তিত হইলে বহু মুসলমান এ প্রদেশে আগমন করিতে থাকেন ও বিরলবসতি অরণ্যভূমি লোকালয়ে পূর্ণ হইতে থাকে। এই সময় বহু পীর, ফকির, আউলিয়া[১] এতৎ প্রদেশে প্রবেশ করিয়া এক এক স্থানে এক একটি দরগা স্থাপন করিয়া ছিলেন এবং ঈশাখাঁর বংশের অধঃপতনের পর

১। কথিত আছে এই সময় ৩৬০ জন আউলিয়া বা দরবেশ পদ্মা নদী পার হইয়া পূর্ব্ববঙ্গে আগমন করেন। ইহাদের অনেকে ময়মনসিংহ জেলায়ও আগমন করিয়াছিলেন এবং ক্রমে ক্রমে প্রত্যেকে এক এক পরগণা অধিকার করিয়া রাজ্য শাসন ও ধর্ম্মপ্রচার করিতে থাকেন। পদ্মা নদীর পার হইতে শ্রীহট্ট পর্যন্ত এই বিস্তৃত স্থানের প্রতি পরগণায় এক এক জন আউলিয়ার সমাধি আজিও দেখিতে পাওয়া যায়।

ইঁহারাই ক্রমে ঈশাখাঁর বংশধরগণের এক একটি করিয়া পরগণা অধিকার করিয়াছিলেন।

এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ প্রদেশের আদিম অধিবাসী, কোচ, হাজং ও অন্যান্য অন্ত্যজ ভূঞাগণ নিস্তেজ হইয়া পড়েন ও অল্পে অল্পে শাসন দণ্ড পরিত্যাগ করিয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দেন। আগন্তুকগণ তাঁহাদের স্থান অধিকার করিয়া লন।

**প্রাচীন চিত্র :** এতৎ প্রদেশের বহুস্থানে বহু প্রাচীন দীঘী পুষ্করিণী,— কোচের দীঘী, হাজোর দীঘী, খোজার দীঘী, হোড়ের দীঘী বলিয়া পরিচিত আছে; বলা বাহুল্য— ঐ সমুদায় দীঘী সেই সেই ভূঞা শাসন কর্ত্তাদিগেরই কীর্ত্তি চিহ্ন।

খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর অবসানের পর অন্ত্যজ জাতীয়দিগের অভ্যুত্থানের বিষয় আর অবগত হওয়া যায় না। ঈশাখাঁর শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব পর্যন্ত এই সকল অন্ত্যজ জাতির প্রভুত্ব এতদ্দেশে সর্ব্বত্র বিরাজিত ছিল। এই সকলের মধ্যে যে সকল কোচ ও হাজং রাজগণ ঈশাখাঁর শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব পর্যন্ত রা্জ্য শাসন ক্‌রিয়া গিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে নেত্রকোণার অন্তর্গত মদনপুরের মদনকোচ সদরের অন্তর্গত বোকাইনগরের বোকা কোচ ও টাঙ্গাইলের অন্তর্গত কাগমারির হোররাজার নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। হোররাজার বিশাল ভগ্ন কীর্ত্তিকলাপ অদ্যাপিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। মদনপুর ও বোকাইনগর মদনকোচ ও বোকাকোচের নামের স্মৃতিচিহ্ন বহন করিতেছে। ঈশাখাঁর শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে দেশ হইতে এই সকল আদিম অধিবাসীদিগের প্রভুত্ব লুপ্ত হইয়া ক্রমে মুসলমানের প্রাধান্য পলিক্ষিত হইতে থাকে।

**ঈশাখাঁ বংশের অধঃপতন :** ঈশাখাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার সুবিশাল প্রদেশ এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলমান জমিদারীতে পরিণত হইতে লাগিল। দিল্লী হইতে আগত ঈশাখাঁর পরিষদ, আসাহেব এবং মজলিশ বংশীয়েরা প্রথমত অনেক জমিদারী অধিকার করিয়া লইলেন। তৎপর ক্রমে অন্যান্যরাও নিজ নিজ সুবিধা মত প্রভুত্ব বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন।

**গাজী বংশের পুনরভ্যুদয় :** ঈশাখাঁর অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব হইতেই ভাওয়ালের বিস্তৃত অরণ্য ভূমি গাজীদিগের হস্তে শাসিত হইয়াছিল। ঈশাখাঁর পরাক্রম বিস্তৃত হইলে গাজীগণ নিস্তেজ হইয়া যান ও ঈশাখাঁর অধীনতা স্বীকার করেন। ঈশাখাঁর পতনের পর, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই পুনরায় এই গাজী বংশধরেরা এই বিস্তৃত অরণ্যের দুই দিক অধিকার করিয়া লন। উত্তরে করৈবাড়ীর দক্ষিণ ভাগ দশকাহনিয়া বাজু বা বর্তমান সেরপুর পরগণা ও দক্ষিণে ভাওয়ালবাজু ঈশাখাঁর বংশধরদিগের শাসনচ্যুত হইয়া গাজীদিগের হস্তগত হয়।

এইরূপে ঈশাখাঁর মৃত্যুর পর একশত বৎসরের মধ্যে ঈশাখাঁর অধিকৃত ২২ পরগণার ১১ পরগণা অধিকাংশ বিভিন্ন মুসলমান পীর, আমীর, উমরাও ও দরবেশগণ অধিকার করিয়া লন। নিম্নে যথাক্রমে মহালের নাম, আধুনিক নাম, গ্রহিতা, গ্রহিতার বাসস্থানসহ তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল।

১। বড়বাজু, মেরাউনা, খরানা, হেরানা, সেরালি, পরগণা আটিয়া— পীর সাহেনসা, আটিয়া। পরগণা কাগমারী পীর সাহাজমান, কাগমারী। পরগণা বড়বাজু (নাম অজ্ঞাত), বেলকুচি। ২। দশ কাহনীয়াবাজু, পরগণা সেরপুর, সেরআলীগাজী, সেরপুর ৩। আলেপসাহি, পরগণা আলাপসিংহ, মহম্মদ মেন্দির পূর্ব্বপুরুষগণ, টীক্‌রা ৪। মমিনসাহি, পরগণা ময়মনসিংহ, মহম্মদ মেন্দির পূর্ব্বপুরুষগণ, টীক্‌রা। ৫। ভাওয়াল-বাজু, পরগণা,

ভাওয়াল, ইছলাম খাঁ। তপ্পা রণ ভাওয়াল, দৌলতগাজী, চৌয়ার। ৬। সিং নছরত ও জিয়াল, পরগণা নাসিরুজিয়াল, মসজিদ জালাল, রোয়াইলবাড়ী। ৭। সায়র জলকর, পরগণা জয়নসাহি, ফতে খাঁ, অজ্ঞাত; খালিয়াজুরী, মজলিসবংশ, খালিয়াজুরী ৮। হুসেনসাহী, হুসেনসাহী ঈশাখাঁর আমলাগণ, বেত্রাটী। ৯। স্বর্ণগ্রাম, ১০। পাইটকারা, ১১। গঙ্গামণ্ডল— বর্তমানে ভিন্ন জেলার অন্তর্গত।

কালক্রমে এই সকল মহালের শাসন ভার কিরূপে পরিবর্তিত ও হস্তান্তরিত হইয়াছে তাহা "ময়মনসিংহের বিবরণ" গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।[১]

**ঢাকা রাজধানী :** ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্ব সময়ে ঢাকা নগরীতে বঙ্গের রাজধানী স্থাপিত হয়। রাজধানী নিকটবর্ত্তী হওয়ায় এতদ্ প্রদেশকেও রাজধানীর ন্যায় শত্রুর আক্রমণ সহ্য করিতে হইয়াছিল। ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগীজ ও আরাকানেরা একযোগে দক্ষিণ দিক হইতে বঙ্গদেশ আক্রমণ করে। তাহারা পদ্মানদীর মোহনাস্থিত দ্বীপসমূহ এবং বেলুহা[২] ও লক্ষ্মীপুর অধিকার করিয়া লয়। এই আক্রমণে সরকারবাজুহার সায়র জলকর মহাল ও সোণাবাজুর বহু ক্ষতি হইয়াছিল। ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে আসামরাজ উত্তর দিক হইতে পূর্ব্ববঙ্গ আক্রমণ করেন।

**ব্রহ্মপুত্র তীরে আসাম রাজ :** আসামরাজ বাঙ্গালা জয় করিতে পাঁচশত যুদ্ধযান সহ ব্রহ্মপুত্র বাহিয়া ঢাকায় আগমন করিয়াছিলেন। আসামের সীমা হইতে ব্রহ্মপুত্র তীরস্থ প্রত্যেক গ্রাম ও নগর তাহার বিপুল অত্যাচার ও লুণ্ঠনে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল। কথিত আছে এই আক্রমণে সরকার বাজুহার ব্রহ্মপুত্র তীরস্থ গ্রাম ও নগরগুলি জনশূন্য ও ভষ্মীভূত হইয়াছিল। এগারসিন্ধু বাঁকে মুসলমান সৈন্য আসামরাজ্যের গতিরোধ করিলে সে স্থানে এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। আসামরাজ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রস্থান করেন। ইসলাম খাঁ আসামরাজের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া আসামের বহু দুর্গ হস্তগত করেন ও বহু লুণ্ঠন-সামগ্রী লইয়া ঢাকায় প্রত্যাগমন করেন।[৩] অতঃপর সাহসুজা বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলে ঢাকা হইতে রাজধানী পরিবর্ত্তিত হয় এবং এতৎপ্রদেশ কিছুদিনের জন্য বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে নিরাপদ থাকে।

সুজার সময় ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে বাঙ্গালার দ্বিতীয়বার রাজস্বের বন্দোবস্ত হয়। এই বন্দোবস্তে বঙ্গভূমি ৩৪ সরকারে ও ১৩৫০ মহালে বিভক্ত হয়। এই বন্দোবস্তেও এতৎপ্রদেশে সরকার বাজুহায় নামে পরিচিত ছিল।

**ব্রহ্মপুত্র তীরে কুচবিহার রাজ :** সুজার পলায়নের পর মীরজুম্লা বাঙ্গালার সুবাদার হইয়া পুনরায় ঢাকাতে রাজধানী পরিবর্ত্তিত করেন। এইবার পুনরায় এতৎপ্রদেশে নতুন বিপদ উপস্থিত হয়— ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে কুচবিহারের রাজা ব্রহ্মপুত্রে রণতরী ভাসাইয়া তৎতীরস্থ প্রদেশ ধ্বংস করিয়া ঢাকা পর্যন্ত অগ্রসর হন ও ঢাকা নগরী অধিকার করেন।[৪] মীরজুম্লা পুনরায় ঢাকা উদ্ধার করেন। মীরজুম্লার পর সায়েস্তা খাঁর সময়েও আরাকানের

---

১। ময়মনসিংহের বিবরণ ১৪-৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২। বেলুহা পরবর্ত্তী বন্দোবস্তে ও ইংরাজ শাসন প্রারম্ভে ময়মনসিংহের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৩। The Raja of Assam embarked five hundred boats on the Brahmaputra and came down like a torrent over Bengal plundering every town and village in his way. The Sabeder went out to meet him with his war-boats armed with cannon. The Assamese could not withstand. Islam Khan pursued them into their own country and took fifteen forts and much spoil." Marshman's History of Bengal, Page 34.

৪। He (Rajah of Cooch Behar) Seized the part of Assam and sent on army down the Brahmaputra and plundered.**

মগেরা ঢাকা ও এ প্রদেশের দক্ষিণ দিক আক্রমণ করে। সায়েস্তাখাঁ পর্তুগীজদিগের সাহায্যে মগ আক্রমণ নিবারণে কৃতকার্য্য হন ও সন্তুষ্ট হইয়া পর্তুগীজদিগকে ঢাকায় স্থান ও (পুনরায়) বাণিজ্য অধিকার প্রদান করেন। পর্তুগীজরা ঢাকার ফিরিঙ্গিবাজারে স্থান প্রাপ্ত হইয়া (পুনরায়) ব্যবসায়ে মনোযোগ প্রদান করেন এবং ক্রমে বাজুহায় প্রবেশ করিয়াও কয়েকটি কুঠি প্রস্তুত করেন। কুঠিগুলির মধ্যে বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ ও বেগুণবাড়ীর কুঠির বিষয় অবগত হওয়া গিয়াছে।

**কুলীখাঁর বন্দোবস্ত :** ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকায় বাঙ্গালার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। অতঃপর মুর্শিদকুলী খাঁ নবাব হইয়া রাজধানী মুসকদাবাদে স্থানান্তরিত করেন। মুর্শিদকুলী খাঁর সময় ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে বাঙ্গালার ভূমির তৃতীয় বার বন্দোবস্ত হয়, এই বন্দোবস্তে বাঙ্গালা দেশ ১৩ চাকলা ৩৪ সরকার ও ১৬৭০ মহালে বিভক্ত হয়। ইহার মধ্যে পদ্মার পূর্ব্ব তটভূমি ৬টি চাকলায় বিভক্ত হয়। (১) আকবর নগর, (২) ঘোড়াঘাট, (৩) করৈবাড়ী, (৪) জাহাঙ্গীর নগর, (৫) শ্রীহট্ট, (৬) ইছলামবাদ। সুতরাং এই বিস্তৃত সরকার বাজুহার মহাল এবং পরগণাগুলিও উত্তরে করৈবাড়ী, পূর্ব্বে শ্রীহট্ট, দক্ষিণে— জাহাঙ্গীরনগর ও পশ্চিমে ঘোড়াঘাট— এই পার্শ্ববর্ত্তী চারি চাকলায় বিভক্ত হইয়া যায়। এই বিভাগ অনুসারে বর্তমান ময়মনসিংহের উত্তরভাগ,— সেরপুর ও সুসঙ্গ চাকলে করিবাড়ী (করৈবাড়ী); ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম প্রদেশ— জাফরসাহী, পুখুরিয়া (বাজু), সেলবরস, বড়বাজু, আটীয়া, কাগমারী, সুলতান প্রতাপ, আলাপ সিংহ (সাহি), ময়মনসিংহ (সাহি), ভাওয়াল (বাজু), প্রভৃতি চাকলে ঘোড়াঘাট; পূর্ব্বভাগ— সরাইল, জয়ানসাহি, তরফ প্রভৃতি চাকলে শ্রীহট্টের অধীন নীত হয় এবং অবশিষ্ট মহাল চাকলে জাহাঙ্গীর নগরের অধীন থাকে।[১]

বাঙ্গালায় এই প্রদেশ বা চাকলাগুলি ২৫টী জমিদারী বিভাগে বিভক্ত ছিল। সরকার বাজুহার মহালগুলি নতুন চারি চাকলায় বিভক্ত হইয়া গেলেও জমিদারী বিভাগ অনুসারে এই বিভিন্ন চাকলার অধিকাংশ মহালগুলিই রাজস্ব সম্পর্কে জমিদারী ঢাকা জালালপুরদিগের বা ঢাকা নেয়াবতের অন্তর্গত ছিল।

সুসঙ্গ, ত্রিপুরা, মুচা, তেলিয়াজুরী প্রভৃতি ৪ জন প্রতি অন্তনৃপতির জন্য ৪৯৭৫০ টাকা রাজস্বে ২ পরগণা জায়গীর নির্দ্দিষ্ট ছিল।

**ওয়াশীল-জমা-তুমারী :** মুর্শিদকুলীখাঁর মৃত্যুর পর ১৭২৫ খ্রিস্টাব্দে সুজাউদ্দীন বাঙ্গালার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। নবাব সুজাউদ্দীনের সময়, ১৭২৮ খ্রিস্টাব্দে (১১৩৫ বঙ্গাব্দে) ঢাকা নেয়াবতের যে ওয়াশীল-জমা-তুমারী প্রস্তুত হয় তাহা হইতে সরকার বাজুহার নির্দ্দিষ্ট জমা ও অন্যান্য আমদানী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

**ঢাকা নেয়াবৎ :**

চাকলে জাহাঙ্গীরনগর। ওয়াশিল জমা তুমারী ১১৩৫ সাল। সরকার, পরগণা ও বার্ষিক রাজস্ব। সরকার বাজু (বাজুহায়) :— আশাকাবাদ ৯০৯১/-, এব্রাহেমপুর ৪৪৩৪/-, আরঙ্গাবাদ ২১০/-, এনাএতনগর ১৪৭৫/-, আইদগা ১৩৪৪/-, আলিপুর ২৩৩৯/-, বুজোরগমেদপুর ৪৬৪৭/-, ভাওয়াল ৬৬৫৫২/-, বাগপাদসাহী ২৩২/-, বড়সাগরদী-

---

১। সরকার বাজুহায় ও অন্যান্য সরকারের মহালগুলি এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন চাকলায় বিভক্ত হইয়া গেলেও সরকারগুলির নাম ... হইয়াছিল না।

(২৯০০০ কাহনকড়ি) ৭৯৬/-, বড়বাজু নছরৎসাহি ১৩৬৩৪৬/-, বড়পুর ১৩৫০/-, বড়পুর ভেলিয়া ১৩০/-, চাঁন্দ প্রতাপ ৩৬১৪৫/-, দার্জ্জিবাজু ৯৫৮৬/-, গঞ্জেশঙ্করাবাগ ১০৪/-, গোবিন্দপুর ১১৬৫/-, হাট হুসেনাবাদ ২৯/-, হুসেনসাহি চরবাজু ২৯৮৯৪/-, হাবেলি জাহাঙ্গীর নগর, ৪১৯৬১/-, জাহাঙ্গীর বলদা (city) ১২৩৩৭১/-, জাহানাবাদ ২০৪২/-, জোত ছোবতরাই ২৬৯১/-, জানপুর ১৫৫৯/-, জাফরাবাদ ৪০/-, খানজান বাহাদুর নগর ৯/-, খালুলাবাদ ৯০৪৫/-, কাসিম নগর ৩৭৯৪৯/-, কাসিমপুর বাগমারা ৯৮১/-, কাসিমপুর সসিন বাসিন ২৫৬৪/-, কাসিমপুর কল্যাণবাড়ী ২০৬৪/-, খালিয়াজুরী ২২৬১/, খোর্দ্দাহুসেন নগর ৯৬২/-, কাশীপুর ৪৬৩৪/-, মৌবারিক ও জিয়াল ১৫৯১৭/-, মোকামাবাদ ১৯৪৬৮/-, মহম্মদপুর ৩১১২/-, মহম্মদ নগর বা নরুলহুসেন ৮৪৭/-, নন্দলালপুর (চাঁদপ্রতাপ) ১৫৪/-, নছির ও জিয়াল ৫৬২৪০/-, নূর উল্লাপুর ২২৫০০/-, রায়পুর নন্দলালপুর ৩০৬৪/-, রসিদপুর ২৩৪৩/-, রফিয়ানগর ১২৫/-, সেলিম প্রতাপ ৬০৩৩/-, সৈদপুর ১০৬/-, সইফপুর ২০০৩/-, সুলতান প্রতাপ ৩৮২২৬/-, সৈদপুর নওয়াবাদ ৭৭/-, সেরাই মুলি দেহার ৪৩৬/-, সাগরদী ২৫৪৬/-, সুজাবাদ ৫৮৮৮/-, সাহাজাতপুর ৫২৪৪/-, সাহাজানপুর ১৫৮৯/-, সাহাও জিয়াল ২১৭২৩/-, সাইস্তাবাদ ৭২৬/-, সাহেবাবাদ ১৭৩৫/-, তালিপাবাদ ও আজিমাবাদ ৩৫৮০/-, ইউছফপুর (খাবেলাবাদ) ২৬৯৮/-, জাফর ও জিয়াল ৬৯৮৯/-, জাহাঙ্গীর নগর বাজারের পেসকস ৪৮০৯/- = ৭৬৯৫৬১/-।

সরকার বাজুর নিম্নলিখিত মহালগুলি বিভিন্ন চাকলার অন্তর্গত ছিল, ক্রমে ঐ সকল মহাল ঢাকা নেয়াবতের অধীন নীত হয়।[১]

**মোদাখিল :**

চাকলে ঘোড়াঘাট, সরকার বাজুহায়, পরগণা আলেপসিং— ৪৪৯৫৫, পরগণা মমিনসিং—৪৪৪৭৬, পরগণা আইন মহাল ভাওয়াল—২১৫, সরকার ঘোড়াঘাট— জাফরসাহি—১৭০০৮=১০৬৬৫৫ টাকা।

**চাকলে ছিলেট :** পরগণা সরাইল বা সতরখণ্ডল— ১১১০৮৪ টাকা, পরগণা জয়ানসাহি— ৩৩৮২০ টাকা, পরগণা তরফ (মোট ১৬২১৭ কিসমত)— ১১৮৩৬ টাকা = ১৫৬৭৪০ টাকা।

**চাকলে কড়িবাড়ী সরকার বাজুহায় :** পরগণা সেরপুর দশকাহনীয়া— ১৬৭৫০ টাকা, পরগণা সুসঙ্গ (সম্পূর্ণ) ১৮৮৫০ টাকা, পরগণা কড়িবাড়ী সায়র—১৫০৬৪+ ৫০৬৬৪= ৩১৪০৫৯ টাকা।

**রেজাখাঁর জমিদারী কাগজ :** অতঃপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাঙ্গালার শাসনভার গ্রহণ করিলে ১১৭০ ও ১১৭২ সনে রেজাখাঁ বাঙ্গালার রাজস্ব কর্ম্মচারী হইয়া যে কাগজ পত্র প্রস্তুত করেন, তাহাতে জমিদারীগুলির মালীকের নাম সহ অধীন পরগণার ও মহালের সংখ্যা ও রাজস্ব প্রদত্ত হইয়াছে। সাধারণের কৌতূহল নিবারণ করিতে সক্ষম হইবে বোধে, সেই সকল প্রাচীন কাগজ পত্রের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। এ স্থলে কেবল সরকার বাজুর মহালগুলির নাম প্রদত্ত হইল। চাকলে জাহাঙ্গীর নগরের অধীন অন্যান্য সরকারগুলির অন্তর্গত মহালের সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা অনাবশ্যক।

**ঢাকা নেয়াবৎ :**

ইৎমামদারী হুজুরী সেরেস্তা।[১] ১১৭০ সালের জমা কুল ওয়াশিল ময় আবওয়াব।

| জমিদারী | জমিদার | সংখ্যা | মহালের সংখ্যা | মোট রাজস্ব |
|---|---|---|---|---|
| **ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্ব :** | | | | |
| নসিরুজিয়াল | গঙ্গানারায়ণ | ৭ | ১ | ৪৮০৭০/- |
| জয়নসাহি | ❋ ❋ | ১ | ১ | ২৩৪০৭/- |
| সেরপুর-দশকাহনীয়া | বিনোদ নারায়ণ | ১ | ১ | ২৫১৮৬/- |
| মমিনসিংহ ও জফরসাহি | প্রেমকৃষ্ণ | ২ | ২ | ১০৭৪৩৮ |
| আলেপসিং (ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম) | হরিনারায়ণ | ১ | ১ | ৬৯৩৮৭/- |
| সুসঙ্গ-নছরৎসাহি | রতন সিং | ২ | ১ | ৩৫১৯২/- |
| তরপ (অপাঠ্য) | | ১ | ১ | ৩০৪০৪/- |
| বলমা এবং সাতগাঁও | রিয়াজদ্দিন | ১ | ২ | ১২৬৫৭/- |
| **ঢাকার উত্তর, ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম :** | | | | |
| নুরুল্লাপুর, হুসেনসাহি ও এলেনতাল | | ৩ | ২৭ | ১০৪০৬৬/- |
| কাসিমপুর, সাসিন, বাসিন ও আজিমপুর | ভবানী প্রসাদ | ১ | ২ | ১২৪৫৫/- |
| তালিবাবাদ গং | জিয়া গং | | ১ | ১৭৭৩৫/- |
| তপ্পা নজুপুর (পরগণা কাসিমনগর) | সমসেল উদ্দিন | | ২ | ৩৭৩১১/- |
| সুলতানাবাদ গং ঐ | হুসেন আলী | | ১ | ১৭১৬৮/- |
| হাবেলি সেলিমাবাদ।৶০ আনা | | | ১ | ১১০৯৬/- |
| আজিমপুর গং | | | ১ | ১০১৭১/- |
| তুনকাবাদ (পং সিংহের গাঁও) | | | ১ | ২৫১০৪/- |
| রনভাওয়াল (পং আলেপ সিং) | | | ১ | ১৪১৭৩/- |
| মুজার্দ্দি (পং বড়বাজু নছরৎসাহি) | | | | |
| হেজরাদি ঐ | আলাউদ্দিন | | | ২৩৫৩৩/- |

❋ ঢাকা নেয়াবতের অধীন, ঢাকার দক্ষিণ ও মেঘনার পূর্ব্ব তীরবর্ত্তী স্থানে ইৎমামদারী বা জামদারীসমূহের বিবরণ অনাবশ্যক বোধে এই তালিকায় প্রদান করা গেল না। ময়মনসিংহ জেলা স্থাপনের সময় এই সকল জমীদারীর অধিকাংশই এই জেলার অধীন ছিল, পরে অন্যান্য জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইহাদের নাম মাত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ঢাকার দক্ষিণ : (১) জেলালপুর গং, (২) রাজনগর গং, (৩) চন্দ্রদ্বীপ গং, (৪) আদিলপুর গং, (৫) বুজরগ আমেদপুর, (৬) সেলিমার্বাদ, (৭) রতনদী কালকাপুর (৮) রছুলপুর, (৯) ইদ্রিকপুর ও সায়েস্তা নগর গং, (১০) রাম নগর, (১১) বৈকণ্ঠপুর, (১২) দক্ষিণ সাহাবাজপুর, (১৩) উত্তর সাহাবাজপুর, (১৪) সনদ্বীপ, (১৫) গুননন্দী।

মেঘনার পূর্ব্ব : (১) সিংহগাও ও কাঞ্চনপুর, (২) টোরা ও ইব্রাহিমপুর, (৩) মেহার, (৪) দুরলি, (৫) সাগর্দ্দী, (৬) কাসিমপুর-মুচাখল গং, (৭) খুর্দ্দা-আমদাবাদ, (৮) বেলুহা (৯) হামনাবাদ, (১০) জগদিয়া, (১১) দান্দেরা-আল্লাবাদ, (১২) চৌগাঙ্গ, (১৩) বাবুপুর, (১৪) গোপালপুব-মির্জ্জা নগর, (১৫) মরিচাইল, (১৬) গঙ্গামণ্ডল গং; (১৭) পাইটকারা।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| কুলসী (পং সুলতান প্রতাপ) | সেনারাম গং | ৫ | ১ | ১৪৬৪৪/- |
| তালুক গোলাম মইধর (পং জালালপুর) | | ১ | ১ | ১৭০৩১/- |
| চান্দ সিং জিগাদান | | ১ | ১ | ১০৬৬৪/- |
| মহম্মদ আবল (একবাল?) | | ১ | ১ | ৮২০১/- |
| সেরান্দল গং | | ১ | ১ | ৮৯৪৭/- |
| করৈবাড়ী ও অন্যান্য | | | | |
| সায়েরি মহাল | ায়ণ গং | | | ৪৪৫৬২/- |
| **নিজামত সেরেস্তা** | | | | |
| বলদাখাল | মহম্মদ ইব্রাহিম | ১ | ৩ | ১৩৬২২২/- |
| ভাওয়াল | ইন্দ্রনারায়ণ | ৩ | ১ | ৩২০০৩/- |
| সরাইল সতরখণ্ডল | মহম্মদ হাদ্দি | ১ | ১ | ৪০৩২৪/- |
| বিক্রমপুর (ঢাকার দক্ষিণ পশ্চিম) | রাজারাম | ১ | ১ | ২৪৫৬৫/- |
| চান্দপ্রতাপ রামমোহনের অংশ | | ১ | ১ | ৯৬৯০/- |
| তাং হরিনারায়ণ পং জালালপুর | | ১ | ১ | ১৭২৬৩/- |
| সায়েরি মহাল, দরি, বস্তা, | | | | |
| তামাক, টিকিয়া, গাঞ্জা প্রভৃতির জন্য | | | ২৪ | ৫২৬০৯৭/- |

হুজুরি ও নেজামত উভয় সেরেস্তার অন্তর্গত ৮০০০ টাকার ন্যূন জমার মজকুরী তালুক ২৭৯, ১৭৫, ৪৩৩৪৯৩/-, মোট ইৎমাম বন্দি নেয়াবৎ ঢাকা ৪১৮, ৪১৫, ৩৭২৬৫৮৪/-।

উপর্য্যুক্ত হিসাব ১১৭০ বঙ্গাব্দে প্রস্তুত হয়। ১১৭২ বঙ্গাব্দে কোন কোন পরগণার রাজস্ব বৃদ্ধি হয়। বর্তমান ময়মনসিংহ জেলার কোন কোন পরগণার রাজস্ব কত বৃদ্ধি হইয়াছিল নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

**হুজুরি সেরেস্তা** :— পং সেরপুর দশকাহনীয়া ৫২৩৯/-, পং মমিনসিং ১১৬৪/-, পং আলেপসিং ৪২০৭/-, পং হাজরাদি ৪৪৫৫/-।

**নেজামত সেরেস্তা** : পং বলদাখাল ৩৪৮৬৪/-, ঢাকা নেয়াবতের অধীনে মজকুরী তালুকগুলির জমা ব্যতীত ১১৭২ সালে উভয় সেরেস্তার মোট রাজস্ব— জমাকুল ৩৮৭২৯১/- টাকা ধার্য্য হইয়াছিল।

**মজকুরী মহাল** : ১১৭২ সালের রাজস্ব ধার্য্যের পূর্ব্বে সরকারবাজুহার যে সকল মহাল জমিদারী জালালপুরের অধীন শাসিত হইত না, ঐ সকল মহাল স্বতন্ত্রভাবে মজকুরী জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাঙ্গালায় মোট মজকুরী মহালের সংখ্যা ২১টী ছিল। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত পাঁচটি সরকারবাজুর অন্তর্গত ছিল। যথা—(১) আটিয়া, কাগমারী, বড়বাজু, হুসেনসাহি[১] চাকলে ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত তিনটী জমিদারী। পরগণা সংখ্যা দশ, রাজস্ব—৬৭৮৮৩/- (২) সেলবরস (সরকার বাজুহা) এই পরগণা ১১৩৫ বঙ্গাব্দে

১। আটীয়া, কাগমারী, বড়বাজু, হুসেনসাহী এই চারিটি পরগণা বর্তমান সময়েও ময়মনসিংহ জেলায় অবস্থিত আছে। গ্রাণ্ট সাহেব এই চারটি পরগণার নাম লিখিয়া সংখ্যায় তিনটি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নিম্নে তাঁহার ভাষা অবিকল উদ্ধৃত হইল।

"Atea Caugmarry, Berbuzoo- Hussen shahy, is the chncklch of Ghorahghat originally constituting three Zemindaries."

রাজশাহীর জমিদারীভুক্ত হইয়া যায়। পরগণা ১, রাজস্ব–৫৭৪২১/-, (৩) পাতিলাদহ এবং কুন্দি (চাকলে ঘোড়াঘাট) সময়ে রাজশাহী জমিদারীভুক্ত হয়। পরগণা ৭, রাজস্ব—৬৭৬৩২/-। (৪) আলেপসিং এবং মমিনসিংহ (চাকলে ঘোড়াঘাট) টীকরা নিবাসী মহাম্মদ মেন্দির জমিদারী; পরবর্ত্তী সময়ে জালালপুরের অন্তর্গত হয়। পরগণা-সংখ্যা ২, রাজস্ব–৭৫৭৫৫ টাকা (৫) পুখুরিয়া এবং জফরসাহি (সরকার বাজুহা) ১১৪১ বঙ্গাব্দের সনন্দ অনুসারে পুখুরিয়া রাজসাহীর অন্তর্গত হয়। জফরসাহী সময়ে জামালপুরের অধীনে নীত হয়, পরগণা সংখ্যা ৫, রাজস্ব-৫৪৫১৯ টাকা।

উপর্যুক্ত মজকুরী বিভাগ ১৭২৮ সনে নির্দিষ্ট ছিল। অতঃপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি সনদ গ্রহণের পূর্ব্বে ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে যে রাজস্ব আদায়ের বিভাগ ধার্য্য হয় তাহাতে সরকার বাজুহার ভূমি তিনটী রাজস্ব বিভাগে বিভক্ত হয়। (১) জমিদারী রাজশাহী, (২) আটীয়াদিগর (৩) জালালপুর ঢাকা। নিম্নে এই তিন বিভাগের জমা জমির সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হইল।

**(১) রাজশাহী :** পুখুরিয়া, সেলবরস, ইছপসাহি, হারিয়ল, কতুরমল, প্রতাপবাজু, সোণাবাজু, হুসেনসাহি, হুসেনপুর প্রভৃতি সহ রাজশাহীর (রাণী ভবানীর) বিস্তৃত জমিদারীর পরিমাণ ফল–১২৯০৯ বর্গমাইল। খালসা জমা ১৩৯৯৪৭০, জাগীর ৭৫০০৭৩, আবওয়াব ৬০২৪৬৩, তৌফির ৮০১৪৭৯, বাদ খরচা ৪৪৭১৫, মোট ৩৫০৮৭৭০ টাকা। (২) আটীয়া, বড়বাজু এবং কাগমারী ৩টী সন্নিকটবর্ত্তী পরগণা, বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগে বিভক্ত হইলেও প্রধানত ৪ জন মুসলমান জমিদারের অধীন। পরিমাণ ফল ১৬২৯ বর্গ মাইল। খালসা জমা ৪৪৮৭৯, জাগীর ২৫২৬, আবওয়াব ৩৪৩৪২, তৌফির ২৪২৯৪; বাদ খরচা ৩৯৪, মোট ১১০৬৪৭ টাকা (৩) জালালপুর ঢাকা— উপর্য্যুক্ত দুই বিভাগে ভুক্ত মহাল ভিন্ন বাজুহার অন্যান্য যাবতীয় মহাল ও ভূষণা এবং যশোহরের ক্ষুদ্র অংশ সহ বিস্তৃত চাকলে জাহাঙ্গীরনগরের পরিমাণ ফল ১৫৩৯৭ বর্গ মাইল। খালসা জমা ৮৯৫৩৮৬, জাগীর ১২৫৮২০৬, আবওয়াব ৩৭৮৮৯১, তৌফির ১৩৬৬০৮৭; বাদ খরচ ৯৬৬৪৩, মোট–৩৮০১৯২৭ টাকা।

# ষষ্ঠ অধ্যায়

**প্রাচীন জমিদার ও জমিদারী শাসন :** গ্রাম্য সমিতি, কাননগুর কার্য্যালয়, "বৈকুণ্ঠ" বাস, রাজস্ব আদায়ের নিয়ম, জমিদার সৃষ্টি, জমিদারের প্রতি অত্যাচার,— সূর্য্যনারায়ণ চৌধুরী, ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, রাজা কিশোর সিংহ ও রাজসিংহ, প্রভুভক্ত বাঞ্ছারাম।

## প্রাচীন জমিদার ও জমিদারী শাসন

সম্রাট আকবর সাহের সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশ মোগল সম্রাটের শাসনাধীন হয় নাই। জাহাঙ্গীর বঙ্গদেশ কেবলমাত্র শাসনাধীনে আনয়ন করিয়াই ইহধাম ত্যাগ করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে সাহসুজা রীতিমত বাঙ্গালার কর আদায় করিতে আরম্ভ করেন।[১]

**গ্রাম্য সমিতি :** এই সময়ে দেশ শাসনের ভার গ্রাম্য সমিতি ও গ্রাম্য মণ্ডলদিগের হস্তে ন্যস্ত ছিল। ঢাকায় নায়েব সুবাদারের বাসস্থান ছিল। সরকার বাজুর সম্পূর্ণ ভার সুবাদারের হস্তে ছিল।[২]

**কাননগুর কার্যালয় :** রাজস্ব ও জমা জমির বন্দোবস্তের জন্য স্থানে স্থানে কাননগুর কার্যালয় স্থাপিত ছিল। দশকাহনীয়ার (সেরপুর) অন্তর্গত দর্শা, মমিনসাহির (ময়মনসিংহ) অন্তর্গত বোকাইনগর ও বড়বাজুর অন্তর্গত নালিপা[৩] নামক স্থানে তিনটী প্রধান কাননগুর কার্যালয় স্থাপিত ছিল। অন্যান্য বিচার আচার পরগণার চৌধুরী (জমিদার) দিগের দ্বারাই সম্পাদিত হইত। জমিদারদিগের সনন্দেও তাঁহাদিগের প্রতি এইরূপ ক্ষমতা প্রদত্ত হইত। সেই সনন্দ বলে জমিদার, প্রজা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুকদারদিগের বিচার করিতেন। এবং দস্যু ও তস্করের শাস্তি প্রদান করিতেন। জমিদারদিগের বিচারের উপর দেওয়ানী আদালত ছিল।

জমিদারের এইরূপ কার্যের জন্য পারিশ্রমিক স্বরূপ জায়গীর ভূমি নির্দ্দিষ্ট ছিল।

মোগল শাসন সময়ে আইন কানুনের বিশেষ প্রাদুর্ভাব থাকিলেও কার্যত তাহা অতি অল্প পরিমাণেই কার্য্যকারি হইত। এই সময়ে দেশে অত্যাচারের পরিসীমা ছিল না। রাজকর্ম্মচারীরা স্ব স্ব উপার্জ্জনের চিন্তায় বিব্রত থাকিয়া প্রতি মুহূর্তে প্রজার কষ্টোপার্জিত অর্থ শোষণ করিতেন। প্রজা প্রাণ রক্ষার জন্য যথা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিত।

**বৈকুণ্ঠবাস :** সে সময় যে কেবল প্রজারই দুর্দ্দশার সীমা ছিল না, তাহা নহে, জমিদারদিগকেও উচিত সময়ে খাজানা পরিশোধ না করিলে "বৈকুণ্ঠবাস" করিতে হইত। কষ্ট ও দুর্দ্দশার তুলনায় প্রজার অদৃষ্ট জমিদার অপেক্ষা শত সহস্র গুণে উত্তম ছিল। অনেক স্থলে প্রজা সর্ব্বস্ব হারাইয়াও স্ত্রী পুত্র লইয়া স্বাধীন ভাবে যথাতথা "গতর খাটাইয়া" দিনপাত

---

১। "Bengal was only subjugated during Jahangir's reign and properly assessed by Prince Shuja, a short time before 1658."

২। তৎকালে বঙ্গদেশ ১০টি ফৌজদারীতে বিভক্ত ছিল। যথা–ইছলামাবাদ (চট্টগ্রাম), শ্রীহট্ট, রঙ্গপুর, রাঙ্গামাটী, জেলালগড় (পূর্ণিয়া), আকবরনগর (রাজমহল), রাজসাহী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, ও বক্স বন্দর (হুগলী)। এই ১০টি ব্যতীত ঢাকাতে "মহকুমে সহর আমিন" নামে একটি প্রাদেশিক ফৌজদারী অফিস ছিল। বাজুহা ঐ প্রাদেশিক ফৌজদারীর অধীন ছিল।

৩। নালিপা বর্তমান সময়ে যমুনার প্রবাহে লয় পাইয়াছে। রেনেলকৃত মানচিত্রের নালফিয়াই (Nulphia) বোধ হয় নালিপা।

করিত। জমিদারদিগের পক্ষে সেরূপ সম্ভবপর ছিল না।[১] জমিদার দেশের শাসনকর্ত্তা হইলেও, রীতিমত খাজানা চালাইতে অসমর্থ হইলেই সুবাদার-কিঙ্করগণের লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া ঢাকা বা মুর্শিদাবাদে নীত হইতেন এবং রাজস্ব প্রদান না করা পর্যন্ত অনাহারে, অল্পাহারে গ্রীষ্মকালে প্রখর রৌদ্রে, শীতকালে মারাত্মক শীতল জলে, রাজনীতি ঊর্দ্ধদিকে পদদ্বয় বন্ধন অবস্থায় ভীষণভাবে, প্রহৃত হইয়া দুর্গন্ধময় আবর্জ্জনাপূর্ণ গর্ত্তে রক্ষিত হইতেন। রেজাখাঁ হিন্দুদিগের প্রতি অবজ্ঞাচ্ছলে এই পূতিগন্ধপূর্ণ নরককেই "বৈকুণ্ঠ" নামে অভিহিত করিতেন। "বৈকুণ্ঠ বাসের" গুপ্ত যন্ত্রণাতেও টাকা আদায় না হইলে প্রকাশ্যরূপে তাঁহাদিগকে অশেষ লাঞ্ছনা ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত। এই জীবনান্ত কষ্ট ও লজ্জাতেও টাকা প্রদান করিতে অসমর্থ হইলে হিন্দু জামিদারদিগকে মুসলমান বাবুর্চ্চির প্রস্তুত পোলাও অন্নের আস্বাদ গ্রহণ করিতে হইত। এই অবাধ অত্যাচারের নিকট পদমর্যাদার বিচার ছিল না। বর্দ্ধমান, সুসঙ্গের ন্যায় রাজাদিগকেও এই অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছে, প্রতাপাদিত্য সীতারামের ন্যায় লোকও এ অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারদিগের সম্বন্ধে বলাই বাহুল্য।

**রাজস্ব আদায়ের নিয়ম :** জমিদারদিগকে রাজস্বের টাকা সুবাদারের দেওয়ান খানায় কিস্তিবন্দী মতে প্রদান করিতে হইত। দেওয়ানখানা পূর্ব্বে ঢাকা ও পরে, মুর্শিদকুলিখাঁর সময়, মুর্শিদাবাদে স্থাপিত হয়। প্রতি কিস্তিতে জমিদারের পক্ষ হইতে একজন বা দুইজন আমলা কাগজপত্র ও টাকা লইয়া রাজধানীতে যাইতেন ও কিছুকাল থাকিয়া দেওয়ান বক্সী ও মোহরের হইতে আরম্ভ করিয়া, দপ্তরী, এমনকি খানসামাদিগেরও উদর পূরণ করাইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন। রাজস্বের ত্রুটির জন্য জমিদারদের আমলাদিগের উপরও সময় সময় অত্যাচার করা হইত।

মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগের মধ্যে মুর্শিদকুলীখাঁই অত্যধিক অত্যাচারী বলিয়া ইতিহাসে পরিচিত। তাঁহার শাসন প্রভাবে ত্রিপুরা, কোচবিহার প্রভৃতি রাজ্যের প্রতাপান্বিত নৃপতিরাও তাঁহাকে উপঢৌকন প্রদানে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিতেন।

**জমিদার সৃষ্টি :** মুর্শিদকুলিখাঁর পূর্ব্বে এতদ্দেশে জমিদারী অপেক্ষা ইজারার প্রচলন অধিক ছিল। তিনি শাসন কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া ইজারা প্রথা রহিত করিয়া, জমিদারদিগের হস্তে রাজস্ব প্রদানের ভার অর্পণ করেন। এইরূপে তিনি বঙ্গে জমিদারের পদ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মুর্শিদকুলি অনেককে জমিদার করিলেন, কিন্তু জমিদারদিগের মান সম্ভ্রমের প্রতি কিছুই দৃষ্টি রাখিলেন না। জমিদারদিগের জীবনের সহিত অর্থের তুলনায়, তিনি অর্থকেই সমধিক শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন। সুতরাং রাজস্ব অনাদায়ে অত্যাচারের মাত্রা তাহার সময়ে অপরিমেয় ছিল।

**জমিদারের প্রতি অত্যাচার :** বর্তমান ময়মনসিংহ জেলার তৎসাময়িক বহু জমিদার বৈকুণ্ঠ-বাসের ভয়ে প্রাণের বিনিময়ে জমিদারী এবং এমনকি জাতি ত্যাগেও বাধ্য হইয়াছিলেন।

**সূর্যনারায়ণ চৌধুরী :** ১৭২৫ খ্রিস্টাব্দে, দশকাহনীয়ার (সেরপুর) জমিদার পক্ষে

---

১। বৈকুণ্ঠ সম্বন্ধে স্টুয়ার্ট লিখিয়াছেন :—

In order to enforce the payment of the revenues, he (Reja Khan) ordered a pond to be dug, which was filled with every thing disgusting and the stench of which was so offensive as nearly to suffocate whoever approached it : to this shocking place in contempt of the Hindoos he gave the name of "Bickoont" which in their language meant Paradise and after the Zeminder had undergone the usual punishment, if their rent was not forthcomjing, he caused them to be drawn by a rope hid under the arms through this infernal pond. He is also stated to have compelled them to put on loose trousers unto which were introduced creatures like cats. By such cruel horried methods he extorted from the unhappy Zeminders every things they possessed, and made them weary of their lives."

রাজস্বের হিসাব লইয়া, তাঁহাদিগের কর্ম্মচারী কৃষ্ণপ্রসাদ নাগ মুর্শিদাবাদে গমন করেন। নিকাশে ত্রুটি লক্ষিত হওয়ায় কৃষ্ণপ্রসাদ কারারুদ্ধ হন। পরিশেষে জমিদার সূর্য্যনারায়ণ চৌধুরীও মুর্শিদাবাদে নীত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে বাধ্য হন। এই উলঙ্গ উৎপীড়নের আতিশয্যে সূর্য্যনারায়ণ জমিদারী ইস্তেফা প্রদান করিয়া জীবন ভিক্ষা গ্রহণ করেন।[১] বাকী রাজস্ব প্রদান করিয়া জামিদারী বিনোদ-নারায়ণ নামক অপর এক ব্যক্তি গ্রহণ করেন।[২]

**ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী :** কাগমারীর জমিদার ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীও রাজস্ব প্রদানে অক্ষম হইয়া কুলীখাঁর ভীষণ অত্যাচারে পৈত্রিক ধর্ম্ম পর্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইন্দ্রনারায়ণ "বৈকুণ্ঠ বাস" ভয়ে পৈত্রিক নাম ও ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ইনাতুল্যা চৌধুরী নাম গ্রহণ করতঃ মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া কুলীখাঁর অনুগ্রহ লাভ করিলেন।[৩]

এইরূপ অমানুষিক অত্যাচার যে কেবল মুর্শিদকুলীখাঁর সময়েই হইত তাহা নহে, শাসনকর্ত্তা, তৎ সভাসদ ও পরিষদ্‌দিগের চরিত্রের তারতম্যানুসারে অত্যাচারের মাত্রার হ্রাস বৃদ্ধিও ছিল। মুসলমান রাজত্বের শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত এইরূপ পাশব অত্যাচার বঙ্গীয় জমিদারদিগকে অহরহ চিন্তাকুল রাখিয়াছিল এবং পরে ইংরেজ শাসনও কলঙ্কিত করিয়াছিল।

**রাজা কিশোর সিংহ ও রাজসিংহ :** মুসলমান রাজত্বের অবসান কালে, ঢাকা নগরে ডিপুটি গবর্ণরের দপ্তর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ময়মনসিংহের জমিদারদিগকে তখন ঢাকায় রাজস্ব প্রদান করিতে হইত। এই সময়ে সুসঙ্গ রাজ্যের রাজস্ব অনাদায় হেতু, নাবালক রাজা কিশোর সিংহ ও রাজসিংহের প্রতি যে অত্যাচার হইয়াছিল তাহা শ্রবণ করিলে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইয়া যায়।

কোন বিশেষ কারণে বহু দিন সুসঙ্গ রাজের নবাবী রাজস্ব বন্ধ থাকে। ইতিমধ্যে হঠাৎ রাজা রণসিংহের মৃত্যু হওয়ায় নাবালক কুমার কিশোর সিংহ সুসঙ্গের সিংহাসন অধিকার করেন। এই সময়ে একদা ঢাকার প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তার সৈন্য সামন্ত আসিয়া শিশু রাজা কিশোর সিংহ ও তৎঅনুজ ভ্রাতা রাজসিংহকে ধৃত করিয়া ঢাকা লইয়া যায়। ভ্রাতৃদ্বয় ঢাকার প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তার নিকট নীত হইলে প্রত্যেক রাজকুমারের প্রতি দশ দশ কোড়া (বেত) মারিবার আদেশ প্রদত্ত হয়। শিশু রাজাদ্বয় এই প্রাণান্তকারী আদেশবাণী শ্রবণ করিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু উপায় নাই, নিষ্ঠুর শাসকের "খামখেয়াল" প্রতিপালিত হইতেই হইবে।

**প্রভুভক্ত বাঞ্ছারাম:** রাজাদিগের সহিত বাঞ্ছারাম নন্দী নামক একজন ভৃত্য গমন প্রভুভক্ত প্রাচীন ভৃত্য বাঞ্ছারাম নিজ পৃষ্ঠদেশে রাজাদিগের প্রতি প্রদত্ত দণ্ড গ্রহণ করিতে প্রার্থনা করিল। তৎকালিক নিয়মে একের দণ্ড অন্যে গ্রহণ করিতে পারিত। বাঞ্ছারামের প্রার্থনায় শিশুদ্বয় ঘাতকের নিষ্ঠুর হস্ত হইতে আপাতত মুক্তিলাভ করিলেন। ২০ কোড়া করিয়া প্রতিদিন নিরাপরাধ বাঞ্ছারামের পৃষ্ঠদেশ জর্জ্জরিত করিতে লাগিল। বাঞ্ছারাম মৃতকল্প হইয়া তিন দিন এইরূপ ভীষণ বেত্রাঘাত সহ্য করিলেন। তথাপি রাজস্ব প্রদত্ত হইল না। ৪র্থ দিবস তোপাগ্নি মুখে শিশু রাজদ্বয়কে উড়াইয়া দিয়া জমিদারী হস্তান্তর করিবার কঠোরতর আদেশ প্রচারিত হইল।

o o o o

এই সময়ে জমিদারদিগের উপর এইরূপ অমানুষিক অত্যাচার হইলেও তাঁহাদিগের এলাকার মধ্যস্থিত প্রকৃতিপুঞ্জের শাসন ও বিচারের ক্ষমতা অনেকটা তাঁহাদের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। রীতিমত রাজস্ব আদায় করিতে পারিলে জমিদারদিগের ক্ষমতাও কম ছিল না। কিন্তু প্রজার খাজনা রীতিমত প্রাপ্তির পক্ষে বহু বাধা বিঘ্নও ছিল।

---

১। হরচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত বংশানুচরিত। ২। Grant's Report &c. ৩। কায়সস্থ বংশাবলী।

# সপ্তম অধ্যায়

**ইংরেজ শাসনের প্রাথমিক ব্যবস্থা :** ঢাকা অধিকার, কুঠি স্থাপন, শাসন বন্দোবস্ত, কমিটি অব সার্কুট, "ইজারা বিলি", ঢাকায় প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা, জমিদারদিগের সনন্দ, রেনেলের মানচিত্র, বোর্ড অব রেভিনিউ, ঢাকার চিফ।

## ইংরেজ শাসনের প্রাথমিক ব্যবস্থা

**ঢাকা অধিকার :** যে দিন রাজস্ব বাকীর জন্য সুসঙ্গের নাবালক জমিদারদ্বয়কে তোপাগ্নিতে, অতি নৃশংস ভাবে হত্যা করিবার দিন অবধারিত ছিল, সেই দিন অতি প্রত্যুষে ইংরেজের ভীষণ তোপধ্বনি বুড়ীগঙ্গার প্রশস্ত হৃদয় আলোড়িত করিয়া, ঢাকা নগরীতে নূতন বিপ্লব জাগাইয়া দিল। সেই শুভ দিনে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের বিজয়কেতন ঢাকানগরী বক্ষ পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিল।

**কুঠি স্থাপন :** ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে ইংরেজ ঢাকা অধিকার করেন। ইংরেজ ঢাকানগরী অধিকার করিয়াই শাসন কার্যে মনোযোগ প্রদান করেন নাই। তাঁহারা পর্তুগীজ প্রভৃতি বৈদেশিক বণিকদিগের বাণিজ্য কুঠিগুলি অধিকার করেন ও কোম্পানির বাণিজ্য চালাইতে থাকেন। তাঁহারা এই সময় ময়মনসিংহে অগ্রসর হইয়া বেগুনবাড়ীতে এক কুঠি স্থাপন করেন এবং কিশোরগঞ্জ ও বাজিতপুর প্রভৃতি স্থানের পর্তুগীজ ও ফরাশিদিগের কুঠিগুলি হস্তগত করেন।

**শাসন বন্দোবস্ত :** অতঃপর ঢাকা বিভাগের শাসন সংরক্ষণের বন্দোবস্ত নির্দ্ধারিত হয়। বন্দোবস্ত প্রথমতঃ পূর্ব্বানুরূপই চলিতে থাকে। শাসন কার্যের সুবন্দোবস্ত ও রাজকর আদায় জন্য দুইটি বিভাগ স্থাপিত হয়— হুজুরি ও নিজামত। হুজুরি বিভাগ প্রাদেশিক দেওয়ানখানার অধীন হয়। দেওয়ানখানা মুর্শিদাবাদে স্থাপিত থাকে। ঢাকায় পূর্ব্বের ন্যায় ডিপুটি দেওয়ানের কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। নিজামতের সেরেস্তা ডিপুটি দেওয়ানের অধীন হয়। এতৎ প্রদেশের কর সংগ্রহ ও ভূমির বন্দোবস্তের কর্ম্মভার ডেপুটি দেওয়ানের হস্তে থাকে। নিজামতে ফৌজদারি ও দেওয়ানী বিচার ভার ন্যস্ত হয়।[১]

১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে রেভিনিউ-বোর্ড রাজস্ব পরিদর্শকের পদ সৃষ্টি করে। ঢাকা বিভাগের রাজস্ব পরিদর্শক (Superintendent of Revenue) ঢাকা আসিয়া দপ্তর খুলিলে হুজুরী ও নিজামত উভয় বিভাগ তাহার অধীন নীত হয়।[২] ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংস বাঙ্গালার গবর্ণর হইয়া রাজস্ব পরিদর্শকের পদগুলি উঠাইয়া দেন ও কালেক্টরের পদ সৃষ্টি করেন। সেই সময় দেওয়ানী আদালতেরও সৃষ্টি হয় এবং কালেক্টর তাহার কর্ত্তা (Superintendent) হন। মুর্শিদাবাদের রাজধানীও কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয়। ওয়ারেণ হেস্টিংসের সময় রাজস্ব কর্ম্মচারী অত্যাচারী রেজাখাঁ বিতাড়িত হন; এবং তাঁহার পদে মিডলটন সাহেব প্রতিষ্ঠিত হন। ওয়ারেন হেস্টিংস গবর্নর হইয়া সুশাসনে প্রবৃত্ত হন। এ পর্যন্ত বাঙ্গালা রাজ্য একরূপ অরাজক অবস্থায় চালিত হইয়াছিল।[৩]

---

১। L.Cley's Report of Dacca District.

২। Do. Do.

৩। During this period (1765-1772) there could scarcely be said to have been any Government at all" Marshmen's History of Bengal, Page 113.

রেজাখাঁর রাজস্ব বন্দোবস্ত পরিত্যাগ করিয়া হেস্টিংস পুনরায় এতদ্দেশের রাজস্বের নতুন হিসাব প্রস্তুত করিলেন। তাঁহার আদেশ অনুসারে রাজস্বকর্ম্মচারী মিডলটন নতুন বন্দোবস্ত ধার্য্য করেন। মিডলটনের বন্দোবস্তে বহু জমিদার নিরুপায় হইয়া পড়িলেন। যাঁহারা খাজনা বৃদ্ধি স্বীকার করিয়া জমিদারী রক্ষা করিতে পারিলেন, তাঁহারা জমিদার রহিলেন, যাহারা পারিলেন না, তাঁহারা জমিদারী ছাড়িয়া দিলেন। বৃদ্ধি ডাকে একের পৈত্রিক জমিদারী অপরে গ্রহণ করিল। এদিকে রাজস্বের কিস্তিতে সে বৎসর সরকারী রাজস্ব কম আদায় হইল। হেস্টিংস চিন্তিত হইলেন।

**কমিটি অব সার্কুট :** হেস্টিংস রাজস্বের নূতন উপায় চিন্তা করিয়া চারিজন সভ্য লইয়া একটি কমিটী গঠিত করিলেন। কমিটি মফস্বলে যাইয়া ভূমি তদন্ত করিয়া খাজনা ধার্য্য করিতে লাগিল। এই কমিটি "কমিটি অব সার্কুট" নামে পরিচিত ছিল। এইবার জমিদারদিগের আরও সর্ব্বনাশ হইল। রেজাখাঁ বৃদ্ধিহারে খাজনা ধার্য্য করিয়া অত্যাচারীরূপে বর্ণিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী মিডলটন অত্যাচারে রেজাখাঁর নাম লুপ্ত করাইয়াছিলেন। এখন "কমিটী অব সার্কুট" মিডলটনকেও পরাজয় করিল।

**ইজারা বিলি :** ওয়ারেণ হেস্টিংসের উপদেশ ও শাসননিয়মানুসারে কমিটি পাঁচ বৎসরের জন্য মহাল বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। মহাল ডাক হইতে লাগিল। যে বৃদ্ধিহারে রাজস্ব স্বীকার করিল, সেই মহাল গ্রহণ করিল। এইরূপে রামের লক্ষ টাকা রাজস্বের পৈত্রিক জমিদারী, শ্যাম লক্ষের উপর বিংশতি মুদ্রা অধিক ডাকিয়া লইল। জমিদারগণ পৈত্রিক জমিদারী হইতে বঞ্চিত হইয়া, অত্যচারী, রেজাখাঁর আশীর্ব্বাদ করিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিল।[১] এইরূপ স্থলে পূর্ব্ব মালিক রাজস্ব হইতে কিছু কিছু খোরাকী পাইতেন মাত্র।[২]

এইরূপ ডাক বিলিকে "ইজারা বিলি" বলা যাইত। এইরূপ বন্দোবস্তে সরকারী খাতায় রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি হইল বটে, কিন্তু কিস্তির সময়ে উশুল সেরূপ হইল না।

ইজারাদারগণ মহালে প্রবেশ করিয়াই জমিদারের সহিত বিবাদ বাধাইয়া দিতে লাগিলেন। কেহ প্রজার উপর পীড়ন করিলেন; প্রজা জমিদারের ইঙ্গিতে বাড়ী ঘর ত্যাগ করিল। ভূমি পতিত পড়িল ! সুতরাং খাজনা বন্ধ হইল। ইজারাদারও কিস্তিবন্দিমতে দেয় পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইলেন। এইরূপে দুই বৎসর চলিল।

**ঢাকায় প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা :** ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে এতৎপ্রদেশের জন্য ঢাকায় প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এই মন্ত্রিসভার অধীনে স্থানে স্থানে নায়েব নিযুক্ত হয়। নায়েব ইজারাদার হইতে রাজস্ব সংগ্রহ করিতে থাকেন। এই নায়েবদিগের উপর দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা প্রদত্ত হয়। মন্ত্রিসভার উপর আপীল শুনিবার ক্ষমতা থাকে। ময়মনসিংহের রাজস্ব বিভাগ এই মন্ত্রিসভার অধীন ছিল। জমিদারগণ পরগণার বিচার শাসন করিতেন।

**জমিদারদিগের সনন্দ :** ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে হেস্টিংস জমিদারদিগের যে সনন্দ প্রদান করেন তাহাতে জমিদারদিগের প্রতি এইরূপ ক্ষমতা প্রদত্ত হয়।

নিম্নে নমুনাস্বরূপ একখানা সনন্দের অনুলিপি উদ্ধৃত করা গেল।

---

১। The actual collection was managed by the farming system according to which tenders were invited for each Purganah *** A settlement for five years (1772-1777) was concluded with the highest bidde:, whether they were previous Zeminders or not."
W. W. Hunter's A dessertation on landed property & C.

২। When Zeminders were thus ousted a subsistance allowance was granted to them out of the Revenue."
W. W. Hunter's A dessertation on landed property & c.

মোহর

Sd. WARREN HASTINGS.

*N. B.* Sanad to Ratan Mala and Narayani the widows of Krishna Kishore granting to them the right of the 8 Ans. division of Mominsing and Jafarsahi formerly employed by (Illigible)... Registered by order of Hon'ble the Resident and council of Revenue at Fort William. The 12th July, 1774.

"পরগণে ময়মনসিংহের ॥০ আনা হিস্যার অর্দ্ধেক ।০ আনা হিস্যাতে চৌধুরাই পদে নিযুক্ত হইলেক। জাহাঙ্গীর নগরের মোতালক বৈকুণ্ঠতুল্য বাঙ্গালাদেশের পরগণে ময়মনসিংহ ও জফরসাহি সরকার বাজুহার ও গয়রহ চাকলে ঘোড়াঘাটের বর্তমান ও ভবিষ্যতের কার্য্য নির্ব্বাহের দেওয়ান, মুন্সী ও চৌধুরীয়ান, কাননগুয়ান ও প্রজাগণ জিরাতিয়ান মোজাক অর্থাৎ খাজনা বেশী করার ক্ষমতাপ্রাপ্তগণ অবগত হও যে কৌন্সিলের আদেশ হইয়াছে যে উপরোক্ত পরগণা জাতের ।০ আনী হিস্যার অর্ধেক ।০ আনী হিস্যা কৃষ্ণকিশোর রায়ের দখলে যে ছিল তাহাতে তৎস্ত্রীদ্বয় (১) রত্নমালা (২) নারায়ণী হকদার সাব্যস্ত হওয়াতে তাহার সনদ উল্লিখিত রত্নমালা ও নারায়ণীকে দেওয়া যায় অর্থাৎ তাহারাই হকদার হইলেক আর উল্লিখিত পরগণাজাতের ॥০ আনা হিস্যার অর্দ্ধ ।০ আনা হিস্যাতে কৃষ্ণকিশোর রায়ের চৌধুরাই পদের স্থলে রত্নমালা ও নারায়ণী নিযুক্ত হইলেক। আর উল্লেখিত পদের কার্য খুব মনোযোগের সহিত দস্তুর মতে শাসন সমরক্ষণ করে যাহাতে কোন এক বিষয়েও ত্রুটি না হয়, সরকারি খাজনা সময় মতে উশুল তহশীল করিতে থাকে আর প্রজা ইত্যাদির প্রতি সৎ বিচার কর, আর খাজনা ও জিরাতি বেশি হওয়ার চেষ্টা করিবা আর আপন জায়গাতে চোর এবং ডাকাইতকে স্থান দিবা না আর রাস্তা ঘাটের বিশেষরূপ খবরদারি করিবা যাহাতে পথিকগণ খাতির জমার সহিত আইসা যাওয়া করিতে পারে। আর যদি কেহর মাল চুরি যায় তবে চোর ডাকাতকে মাল সহ গ্রেপ্তার করিয়া মালিককে মাল দেওয়াইয়া ঐ চোর ডাকাতদিগকে সাজা দিবা। যদি গ্রেপ্তার করিতে না পার, তবে কেন পারিলা না তাহার কারণ দর্শাইয়া আর প্রত্যেক বৎসরের কাগজাত সরকারি দপ্তরখানায় দাখিল করিবা। আর বাজে অর্থাৎ সাধারণ লোক হইতে কোন রকমের জমা লইবা না। উপরোক্ত হুকুম সমস্তের প্রতি বিশেষরূপে মনোযোগ থাকিবা। ইংরেজী সন ১৭৭৪/১২ই জুলাই, বাঙ্গালা সন ১১৮১/৩১ আষাঢ়।

জাহাঙ্গীর নগরের মোতালক বৈকুণ্ঠ তুল্য বাঙ্গলা দেশের ও জফরসাহির সরকার বাজুহায় ও গয়রহ চাকলে ঘোড়াঘাটের মৃত কৃষ্ণকিশোরের হিস্যাতে উক্ত কৃষ্ণকিশোরের স্ত্রীদ্বয় (১) রত্নমালা ও (২) নারায়ণী কৌন্সিল হইতে মকরার হইলেন। "কিসমত পরগণে ময়মনসিংহ সরকার বাজুহায়। কিসমত পরগণে জফরসাহি সরকার চাকলা ঘোড়াঘাট।"

১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে ইজারা ম্যাদ উত্তীর্ণ হইলে সকাউন্সীল গবর্ণর জেনারেলের অনুমতিক্রমে পুনরায় পরগণা ও মহালগুলি এক বৎসর ম্যাদে বন্দোবস্ত হয়। এইরূপ বাৎসরিক ম্যাদি বন্দোবস্ত ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চলিয়াছিল।

**রেনেলের মানচিত্র :** এই সময় কোম্পানির পক্ষে রেনেল সাহেব বাঙ্গালার ভূমি

জরিপ করিয়া দেশের মানচিত্র প্রস্তুত করেন। ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে রেনেলের মানচিত্র প্রকাশিত হয়। রেনেলের মানচিত্রে বহু প্রাচীনতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। এই মানচিত্র বর্তমান সময়ে দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। বহু যত্নে একখানি প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তকে প্রদত্ত হইল।

**বোর্ড অব রেভিনিউ :** ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে রাজধানী কলিকাতাতে রাজস্ব আদায়ের নূতন বন্দোবস্ত উদ্ভাবিত হয়। ৫ জন সভ্য লইয়া গবর্নর জেনারেলের নিম্নে বোর্ড অব রেভিনিউ নামক সভার সৃষ্টি হয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার প্রেসিডেন্টদিগকে প্রাদেশিক কমিশনারের পদে স্থাপন করা হয় ও প্রদেশে প্রদেশে কালেক্টর নিযুক্ত করা হয়। এই কালেক্টরগণ কোথাও Resident কোথাও Chief এবং কোথাও বা Collector বাচ্যে অভিহিত হইতেন। এই সময় বিচার কার্যের জন্য স্থানে স্থানে জজের পদেরও সৃষ্টি হয়।

**ঢাকার চিফ :** ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে মি. ডে (Dey) ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট কালেক্টর ও মি. ডানকেনসন (Duncanson) জজ নিযুক্ত হইয়া আসেন। ইঁহারাই ঢাকার প্রথম ম্যাজিস্ট্রেট কালেক্টর ও জজ। তৎকালে ঢাকা কালেক্টর চিফ নামে (Chief of Dacca) অভিহিত হইতেন। ময়মনসিংহের রাজস্ব বিভাগ তখন প্রধানত ঢাকার চিফের অধীন ছিল। পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকের কোন কোন স্থান যথাক্রমে শ্রীহট্ট ও সেলবরসের অধীন ছিল। বগুড়া, রঙ্গপুর প্রভৃতি স্থান সেলবরসের অধীন ছিল।

এই সময় বাঙ্গালার ভীষণ সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ময়মনসিংহ জেলায় বিস্তৃত হয়।

# অষ্টম অধ্যায়

**সন্ন্যাসীবিদ্রোহ :** "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর," সন্ন্যাসীসম্প্রদায়, নিম্ন বঙ্গে সন্ন্যাসী, ময়মনসিংহে সন্ন্যাসী, ময়মনসিংহ ও আলাপসিংহে সন্ন্যাসী, হেনরী লজ, সাহামজরদ, ইংরেজ- সন্ন্যাসী যুদ্ধ, জামালপুরে সেনানিবাস, জয়সিংগীর ও ভূপালগীর, ভূপালের সন্ন্যাস ও জয়সিংহের দণ্ড, সন্ন্যাসীগণের বর্তমান বাসস্থান ও বংশধরগণ।

## সন্ন্যাসী বিদ্রোহ

**ছিয়াত্তরের মন্বন্তর :** বাঙ্গালার যখন বড় দুর্দ্দিন, "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" যখন বাঙ্গালার শস্য-শ্যামলক্ষেত্র ভীষণ শ্মশানে পরিণত করিয়াছিল; বাঙ্গালার চঞ্চল সিংহাসনে বসিয়া যখন নাম মাত্র "নবাব গুলি খায় আর ঘুমায়, ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেস্‌পাচ্‌ লেখে, বাঙ্গালী কান্দে আর উৎসন্ন যায়" সেই ভীষণ দুর্দ্দিনে উত্তর বঙ্গে সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ প্রধুমিত হয়। বাঙ্গালার সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ, ইংরেজ শাসন আরম্ভ কালের একটি ভীষণ বিপ্লব।

**সন্ন্যাসী সম্প্রদায় :** সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না, এবং তাহাদিগকে স্ত্রী পুত্র পরিবারও প্রতিপালন করিতে হইত না। তাহারা এক অভিনব ধর্ম্মমত প্রচারের ছলনায় দস্যুতা করিত। দেখিতে দেখিতে দেশের নিরন্ন ভিক্ষুক দলে দলে এই সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় করিয়া লইতে আরম্ভ করিল। দেশে অত্যাচারের খরস্রোত প্রবাহিত হইল। উহারা কেবল দস্যুতা দ্বারা ধন রত্ন ও শস্য লুণ্ঠন করিয়াই ক্ষান্ত থাকিত না; নরহত্যা, গৃহদাহ এবং মনুষ্য চুরিও উহাদিগের ব্যবসায় ছিল। অসহায় অবস্থায় বলবান বালক বা যুবক দেখিলেই তাহারা কলে কৌশলে ধরিয়া লইয়া গিয়া সন্ন্যাসী-মন্ত্রে দীক্ষিত করিত।[১] এইরূপে অতি অল্পকাল মধ্যেই ইহাদের দল বৃদ্ধি হইয়া সমস্ত বঙ্গে ছাইয়া পড়িল।

**নিম্নবঙ্গে সন্ন্যাসী :** ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের বর্ষা ঋতুতে প্রায় পঞ্চাশৎ সহস্র সন্ন্যাসী নিম্নবঙ্গের গ্রামে গ্রামে প্রবেশ করিয়া অধিবাসীদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ও গৃহাদি দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে গবর্নমেন্ট প্রতিকারপরায়ণ হন। Captain Thomson সৈন্য সমভিব্যাহারে সন্ন্যাসী দমনে অগ্রসর হন, সন্ন্যাসীরা কাপ্তেনকে হত্যা করিয়া ইংরেজ সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে ও বিজয় গৌরবে উল্লাসিত হইয়া অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া তুলে।[২] ১৭৭৩ সনে ওয়ারেণ হেষ্টিংস পুনরায় আর একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। পরবর্ত্তী সেনাপতিও সন্ন্যাসী-হস্তে নিহত হয়।[৩] ওয়ারেণ হেষ্টিংস চিন্তিত হইয়া পড়িলেন; সন্ন্যাসীরা অবসর ও উৎসাহ পাইয়া কোম্পানীর চালানী রাজস্ব পর্যন্ত লুণ্ঠন করিতে লাগিল।

সন্ন্যাসীদিগের ভীষণ বিপ্লবে, প্রজার করুণ আর্ত্তনাদে, রাজকোষের অর্থের অনটনে ওয়ারেন হেস্টিংস ভীত হইয়া পড়িলেন। হেস্টিংস তিন দিক হইতে তিন দল সৈন্য সন্ন্যাসীদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। Captain Edward, Captain Stewart, Captain Jones উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ হইতে সন্ন্যাসী দলনে অগ্রসর হইলেন।

---

১। Hasting's letter to joseas Du pre—9th. March 1773

২। Annals of Rural-Bengal by W.W Hunter.

৩। Warren Hasting's letter. Dated 31.3.1773

**ময়মনসিংহে সন্ন্যাসী :** এই সময় এই ভীষণ বিপ্লব ময়মনসিংহ জেলার অস্থি, মজ্জা শোষণ করিতে অগ্রসর হয়। সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় এতৎপ্রদেশে আসিয়া মধুপুরের নিবিড় অরণ্যে ও সন্ন্যাসীগঞ্জে[১] আড্ডা স্থাপন করে ও ব্রহ্মপুত্র নদ অতিক্রম করিতে চেষ্টা করে।

সন্ন্যাসীরা ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম করিতেছে শুনিয়া হেস্টিংস একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন।[২] কিন্তু যখন শুনিলেন, তাঁহারা এই সুবিশাল নদ অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিয়াও বিফলমনোরথ হইয়াছে, তখন তিনি বিপুল বিক্রম ও উৎসাহের সহিত তাহাদিগের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করিলেন। অভিযানের অভিনব ঘটা বুঝিয়া সন্ন্যাসীরা কিছুদিন গুপ্তস্থানে লুকাইয়া রহিল। হেস্টিংস নিশ্চিন্ত হইলেন। কিছুদিন পর সন্ন্যাসীরা পুনরায় উপস্থিত হইল। হেস্টিংসও যথাযোগ্য প্রতিকারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এইরূপ বহুদিন চেষ্টা করিয়াও ওয়ারেণ হেস্টিংস সন্ন্যাসী দমনে পরান্মুখ হইলেন। তাঁহার শাসনকাল সন্ন্যাসী বিপ্লবের ভীষণ অরাজকতায় কলঙ্কিত রহিল।

**ময়মনসিংহে ও আলাপসিংহে সন্ন্যাসী:** ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে সন্ন্যাসীরদল আলাপসিংহ ও জফরসাহি পরগণায় প্রবেশ করিয়া জমিদার ও প্রজার অর্জ্জিত শস্য, ক্ষেত্র হইতে কাটিয়া লইয়া গেল। জমিদারগণ অনন্যোপায় হইয়া ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারি রেভিনিউ বোর্ড সমীপে প্রতিকার প্রার্থী হন।[৩] ১৪ই ফেব্রুয়ারি রেভিনিউ বোর্ড হইতে ঢাকার চিফের (Chief of Dacca) উপর সৈন্য প্রেরণ করিয়া ও সাধ্যানুসারে সাহায্য করিয়া জমিদারদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আদেশ প্রদত্ত হয়।[৪] ঢাকার Chief জাফরসাহি অভিমুখে সৈন্য প্রেরণ করেন। সৈন্যগণ বিপন্ন হইয়া ঢাকা প্রস্থান করে। সন্ন্যাসীদিগের উলঙ্গ অত্যাচার খরস্রোতে প্রবাহিত হইতে থাকে। মার্চ্চ মাসে সন্ন্যাসীরা মালঞ্চার কাছারী লুণ্ঠন করে। জমিদারগণ পলায়ন করিয়া বাসাবাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভবিষ্যৎ ভাবিয়া জুন মাসে পরগণার ইজারাদার রামজীমাল পুনরায় রেভিনিউ বোর্ডে এই ভীষণ অত্যাচারের প্রতিকার প্রার্থনা করেন।[৫] রেভিনিউ বোর্ড রামজীমালের আবেদন প্রাপ্ত হইয়া বেলুহার (বর্ত্তমান ভুলুয়া) রেসিডেন্টকে এতৎপ্রদেশে আসিয়া নতুন জেলা স্থাপন করিতে আদেশ

১। সন্ন্যাসীগঞ্জ— বর্ত্তমান জামালপুর টাউনের নিকট "পলটন" বলিয়া যে স্থান পরিচিত সেই স্থানে সন্ন্যাসীরা আসিয়া প্রথম আড্ডা স্থাপন করে এবং তাহাদের নামানুসারে সেই স্থানকে সন্ন্যাসীগঞ্জ নামে অভিহিত করে। সন্ন্যাসীগঞ্জের নাম বর্তমান সময়ে লোপ পাইয়া গিয়াছে। গবর্ণমেন্টের কাগজপত্রে ও রেনেল সাহেবকৃত মানচিত্রে এই সন্ন্যাসীগঞ্জের নাম দৃষ্ট হয়।

২। Sir George Colebrooke নিকট Hastings-এর লিখিত ১৭৭৩ সনের ৩১ মার্চ তারিখের চিঠিতে Warren Hastings-এর মনের ভাব কতকটা প্রকাশিত হইয়াছে। চিঠির সেই অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। "In my last I mentioned that we had every reason to suppose Sennassie Fakeers had entirely evacuated the company's possession. Such were the advice I then received and their usual progress made this highly probable. But is seems they were either disappointed in crossing the Brahmaputra river &."

৩। Bengal Mss. Records No. 4 of 30. 1. 1782
১৭৮২ সনের পূর্ব্বে এ জেলা সম্বন্ধীয় কোন কাগজ পত্র রেভিনিউ বোর্ডে নাই। জেলা কালেক্টরিতেও নাই। সুতরাং সন্ন্যাসীর দল ইহারও পূর্ব্ব হইতে এ অঞ্চলে অত্যাচার করিতেছিল কিনা তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে না।

৪। Mss. Records No. 50 of 14. 2. 85.

৫। Petition of Ramjan Mal. Mss. No. 146 of 3, 6, 82.

করেন।[১] সন্ন্যাসীরা ইতিমধ্যে দলে দলে আসিয়া চারিদিক হইতে লুণ্ঠন করিতে থাকে। ৪ জুলাই পুনরায় সেরপুর, জফরসাহি, ময়মনসিংহ ও আলাপসিংহের জমিদারগণ রেভিনিউ বোর্ডে অত্যাচার দমনের জন্য প্রার্থনা করেন।[২] এইবার রেভিনিউ বোর্ড মি. হেনরী লজকে সন্ন্যাসীদমনের জন্য ময়মনসিংহে প্রেরণ করেন।[৩]

**হেনরি লজ :** মি. লজ প্রথমে ব্রহ্মপুত্রতীরস্থ বেগুনবাড়ীর কোম্পানির কুঠিতে আসিয়া অবস্থান করেন। লজ সাহেব বেগুনবাড়ীতে পঁহুছিয়া সন্ন্যাসী ও জমিদারদিগের প্রতি, উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব অভিপ্রায় জ্ঞাপন জন্য বিজ্ঞাপনী প্রচার করিলেন।[৪] জমিদারগণ নির্দ্দিষ্ট তারিখে বেগুণবাড়ীর কুঠিতে আসিয়া স্ব স্ব অবস্থা ও দুর্দ্দশা জ্ঞাপন করিলেন; সন্ন্যাসীরা উপস্থিত হইল না। লজ সন্ন্যাসীদিগের বিরুদ্ধে মন্তব্য লিখিয়া রেভিনিউ বোর্ডে রিপোর্ট প্রেরণ করিলেন।[৫]

**সাহামজরদ :** ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে সন্ন্যাসী-দলপতি সাহামজরদ (Shah Madgerud) পুনরায় জফরসাহি পরগণা লুণ্ঠন করিয়া কৃষককুলের সর্ব্বনাশ করিল; লজ সাহেব ভীত হইয়া পড়িলেন ও ঢাকার চীফকে অধিক সৈন্য প্রেরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। ঢাকার চীফ রেভিনিউ বোর্ডে লজ সাহেবের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে, রেভিনিউ বোর্ড সৈন্য প্রেরণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াও ঢাকার Chief কে যথাসম্ভব সাহায্য করিতে উপদেশ প্রদান করেন।[৬]

**ইংরেজ-সন্ন্যাসী যুদ্ধ :** লজ সাহেব ইত্যবসরে তাঁহার অল্প সংখ্যক অনুচর লইয়াই সাহামজরদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। দুই পক্ষে ভয়ানক যুদ্ধ হয়। সন্ন্যাসীদল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। অনেক সন্ন্যাসী হত হইলে, দস্যুদলপতি সাহামজরদ দলবল লইয়া বন মধ্যে লুক্কাইত হইয়া পড়ে।[৭] লজ সাহেব জয়লাভ করিয়া ভবিষ্যতের গুরুতর আক্রমন ভয়ে ঢাকায় পুনরায় সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ঢাকার চীফ প্রথমে সৈন্য প্রেরণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন; তৎপর ৫০ জন সিপাহী প্রেরণ করেন।[৮]

**জামালপুরের সেনানিবাস :** বর্ত্তমান জামালপুরের নিকটবর্ত্তী সন্ন্যাসীগঞ্জ নামক স্থানে সেনানিবাস (Cantonment) স্থাপিত হয়। ইহাতে সন্ন্যাসীগঞ্জের সন্ন্যাসীদল স্থানত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। অতঃপর এপ্রিল মাসে পুনরায় ময়মনসিংহের জমিদারগণ সন্ন্যাসীর অত্যাচারের বিষয় লজ সাহেবের কর্ণগোচর করেন।[৯] লজ নিজ সৈন্য ও জমিদারদিগের লাঠিয়াল লইয়া এক বৃহৎ দল গঠন করিয়া সন্ন্যাসী দিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। এইরূপ নানা উপায়ে

১। Mss. Records No. 153 of 3—6. 82.

২। Do 177 of 4. 7. 82.

৩। Do 190

৪। Do 236 of 3. 10. 82.

৫। Mss. Records No. 255.

৬। Do No. 311 of 13. 1 83.

রেভিনিউ বোর্ড ঐ চিঠিতে ঢাকায় Chief কে লিখিয়াছিলেন—

"direct him (Lodge) to use every means in his power to apprehend them but not to run in any risk by detaching a force that is not fully adequate to the service."

৭। Bengal Mss. Records No. 317.

৮। Mss. Records 367 March 10th & 24th.

৯। Do 396 of 31. 7. 84.

সন্ন্যাসীদিগের অত্যাচার দমন করিয়া লজ সাহেব লক্ষ্মীপুর চলিয়া যান। লজ সাহেব চলিয়া গেলে পরও সন্ন্যাসীরা সময়ে সময়ে গ্রামে গ্রামে আসিয়া অত্যাচার করিত।

**জয়সিংগীর ও ভূপাল গীর :** ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে ডানকানসন সাহেব সন্ন্যাসীদমনে নিযুক্ত হইয়া রঙ্গপুরে যান। তাঁহার চেষ্টায় সাহা মজরদ দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। ইহাতে সন্ন্যাসীর দল অনেক দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সাহা মজরদ দেশ ছাড়িয়া পালাইয়া গেলে, মধুপুরে জয়সিংগীর সন্ন্যাসী ও সেরপুরে ভূপালগীর সন্ন্যাসী আবির্ভূত হয়। এবং পুনরায় অরাজকতা দেশময় বিস্তৃত হইতে থাকে। ক্রমে প্রজার করুণ আর্ত্তনাদে ও ভূম্যধিকারিগণের কাতর প্রার্থনায় রেভিনিউ বোর্ড ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। রেভিনিউ বোর্ড ইতঃপূর্ব্বে বেলুহার কালেক্টরকে এই অঞ্চলে আসিয়া নতুন জেলা স্থাপন করিতে অনুমতি করিয়া, সে অনুমতি প্রত্যাহার করিয়াছিলেন; এইবার রেভিনিউ বোর্ড সে' পূর্ব্বাদেশের শেষ মীমাংসা করিলেন— ময়মনসিংহে নতুন জেলা স্থাপিত হইবার আদেশ হইল। দেশ অরাজকতা হইতে রক্ষা পাইল। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দের ১লা এপ্রিল বেলুহার কালেক্টর মি. রটন আসিয়া ময়মনসিংহ জেলার ভার গ্রহণ করিলেন।

**ভূপালের সন্ন্যাস ও জয়সিংহের দন্ড :** এদিকে নতুন জেলা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে দেখিয়া ভূপালগীর সেরপুরের জমিদারদিগের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া অভিনব ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিষ্কাম সন্ন্যাসধর্ম্মে লিপ্ত হইয়া পড়িল। জয়সিংগীরের দল তখনও মধুপুরে প্রবল থাকিয়া পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের শান্তিভঙ্গ করিতে লাগিল। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে জয়সিংগীরের বিরুদ্ধে জেলা কালেক্টর বিয়ার্ড সাহেব সৈন্য প্রেরণ করেন।[১] জয়সিং ধৃত হইয়া ফাঁসিকাষ্ঠে লম্বিত হয়। জয়সিংহের সঙ্গে সঙ্গে এ জেলা হইতে সন্ন্যাসীর অত্যাচার একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়।

**সন্ন্যাসীগণের বর্তমান বাসস্থান ও বংশধরগণ :** এই সন্ন্যাসীর বংশধরেরা অদ্যাপি মধুপুরের স্থানে স্থানে বাস করিতেছে। তাঁহাদের প্রাচীন আড্ডার ধ্বংসাবশেষ এখনও মধুপুরের বনভূমিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের অত্যাচারে বাধ্য হইয়া অনেক জমিদার ইহাদিগকে বহু নাখেরাজ তালুক প্রদান করিয়াছিলেন। সেই সূত্রে এখনও অনেক তালুক সন্ন্যাসীদিগের বর্তমান বংশধরেরা ভোগ করিতেছে। মধুপুরের সন্ন্যাসীরা গীর-সন্নাসী নামে পরিচিত।

১। "The detachment I sent on the 24th. ultimo to apprehend joysing Gyr the Sannase's Sarder has been successful" Mymensingh Collector's letter to Governor General in council dated 1. 12. 1791.

# নবম অধ্যায়

**জেলা স্থাপন ও বন্দোবস্ত :** লজ সাহেব, কালেক্টর মি. রটন ও নূতন জেলা স্থাপন, জেলায় ভূমি বন্দোবস্ত, বন্দোবস্তের ও মহালসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, অন্যান্য মহাল।

## জেলা স্থাপন ও বন্দোবস্ত

**লজ সাহেব :** লজ সাহেব এতৎপ্রদেশে আসিয়া কেবল সন্ন্যাসী দমনেই নিযুক্ত ছিলেন না। রাজস্ব আদায়ও করিয়াছিলেন। তিনি জমিদারদিগকে কয়েদ রাখিয়াও খাজনাদি আদায় করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। রেভিনিউ বোর্ড কয়েদ রাখিতে নিষেধ করায় তিনি জমিদারদিগকে ছাড়িয়ে দিতে বাধ্য হন। ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে কাননগুর কার্যালয় পুনঃস্থাপনের অনুমতি হইলে স্থানে স্থানে কাননগুর আফিস প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে আলাপসিংহ ও সেরপুরের জমিদারদিগের বিবাহ লইয়া রেভিনিউ বোর্ডকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়।

**কালেক্টর মি: রটন ও নূতন জেলা স্থাপন :** ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় সন্ন্যাসীর উপদ্রব সূচিত হইলে রেভিনিউ বোর্ড অনন্যোপায় হইয়া ১৭৮৭ সনে জেলা স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদন করেন এবং সেই সনের ১০ এপ্রিল বেলুহার কালেক্টরকে ময়মনসিংহে আসিয়া নূতন জেলার ভার গ্রহণ করিতে অনুমতি করেন। অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া বেলুহার কালেক্টর মি. ডবলিউ রটন এ জেলার শাসন ভার গ্রহণ করেন। তৎকালে এই জেলার কতকাংশ ঢাকার কালেক্টরের অধীন ছিল ও অবশিষ্ট অংশ মি. ডাউসন, লজ ও চ্যাম্পিয়নের অধীনে শাসিত হইত।[১] মি. রটন তাঁহাদের নিকট হইতে কাগজ পত্র গ্রহণ করিয়া নূতন জেলা স্থাপন করেন। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে ১লা মে ময়মনসিংহ জেলা স্থাপিত হয়। রাজচন্দ্র রায় নামক কোন ব্যক্তি কালেক্টরের দেওয়ান নিযুক্ত হন। মি. রটনের সামরিক সাহায্য জন্য মি. ওয়াল্টেয়ার মেগুয়ার ও মি. প্লাইডেন নামক দুই জন সহকারী কর্ম্মচারীও প্রেরিত হন। সহকারীদিগের কার্যালয় ঢাকায় স্থাপিত হয়।

**জেলার ভূমি-বন্দোবস্ত :** ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দের ১লা মে তারিখের চিঠি দ্বারা রেভিনিউ বোর্ড রটন সাহেবকে এই জেলার ভূমিবন্দোবস্তের ভার প্রদান করেন। রটন সাহেব উপর্যুক্ত আদেশ অনুসারে জেলার বন্দোবস্ত করিয়া যে রিপোর্ট প্রদান করিয়াছিলেন, অতি অল্প পরিবর্ত্তনের সহিত তাহাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হইয়াছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রিপোর্ট পাঠ করলে দেশের তৎকালীন অবস্থা ও বিবরণ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

**বন্দোবস্তের ও মহালসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :** রটন সাহেবের ভূমি বন্দোবস্তের বিশ

১। Dowson, Lodge এবং Champeon তৎকালে কোথায় থাকিয়া এই জেলার কোন অংশ শাসন করিতেন নিশ্চিতরূপে নির্দেশ করা গেল না; বোর্ডের (১০ই এপ্রিল ১৭৮৭) চিঠিতে বেলুহার কালেক্টরকে লিখিত হইয়াছে, "We have written Messrs Doy, Dowson, Lodge and Champeon to deliver over to you such of the annexed mahals as were under their superintendence. Dey ঢাকার কালেক্টর ছিলেন, এবং Lodge লক্ষ্মীপুরে ছিলেন ইহা অবগত হওয়া গিয়াছে। অপর দুই জন বোধ হয় সেলবরস (বর্তমান বগুড়া) ও অন্য কোন পার্শ্ববর্ত্তী জেলার কালেক্টর, চিফ বা রেসিডেন্ট ছিলেন। জেলা স্থাপনের পূর্ব্বে আটীয়া কাগমারী ও বড়বাজু পরগণার অংশ সেলবরসের কালেক্টরের অধীন ছিল।

বৎসর পূর্ব্বে ১১৭৫ বঙ্গাব্দে সাইকস (Mr. Sykes) সাহেব এই জেলার বন্দোবস্ত করেন। ইহার পর বিশ বৎসর মধ্যে রেজাখাঁ, মিডল্টন, ঢাকার কমিটি অব সার্কুট, রাউস, শেক্সপিয়ার প্রভৃতিও সময় সময় এই জেলার ভূমি-বন্দোবস্তে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। রটন সাহেবের বন্দোবস্ত রিপোর্টে এই সকল বিষয়ের উল্লেখ আছে। এই বন্দোবস্ত ১১৯৫ সনের বন্দোবস্ত বলিয়া খ্যাত। ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী এই রিপোর্ট প্রদত্ত হয়। এই বিস্তৃত রিপোর্ট হইতে জ্ঞাতব্য বিষয় সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল।

**১। মমিনসিং**– হিস্যা চারি আনা, সদর জমা ২৯৩৫১/-। এই হিস্যা পরগণা জফরসাহিসহ শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণচান্দের নামে লিখিত আছে। ইহার বর্তমান মালীক হরনাথের দুই বিধবা পত্নী। তাঁহারা কাশীধামে বাস করেন। শ্যামচান্দ ও রুদ্রচান্দ এই দুই জন এই অংশের ইজারাদার। বর্তমানে ইহরাই সম্পত্তির পরিচালন ও শাসন সংরক্ষণ করিতেছেন। এই মহালের রাজস্ব কাসীম আলী খাঁর সময়ে ২৬৮৫৯/- টাকা ছিল, তৎপর বিভিন্ন সময়ে বৃদ্ধি হয়। ১১৭৯ সনে জমা বৃদ্ধি হইলে মালীকগণ বৃদ্ধি হারে রাজস্ব দিতে অস্বীকার করায়, মহাল ভিকন ঠাকুরের নিকট, তাহার পুত্রের নামে পাঁচ বৎসর ম্যাদে ইজারা প্রদত্ত হয়। পাঁচ বৎসর পরে মালিকগণ নির্দ্ধারিত হারে রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হইলে তাঁহাদিগকে দেওয়া যায়। তাঁহারা বর্তমানে মেঃ শেক্সপিয়ারের নিকট হইতে ৪০৯৯/- টাকা রাজস্ব ঋণ লন। পর বৎসর পুনরায় মেঃ জনসোর রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া দেন। বর্তমান বন্দোবস্তে, ভূমির উৎপাদিকাশক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মেঃ জনসোরের নির্দ্ধারিত রাজস্বই স্থির রহিল।

শ্যামচান্দ রুদ্রচান্দ ঋণগ্রস্ত। রাজস্ব গ্রহণের পক্ষে বিশেষ উপায় অবলম্বন না করিলে পরিশেষে গবর্ণমেন্টকে নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

**২। মমিনসিং**– হিস্যা চারি আনা, রাজস্ব ২৯৩৫০ টাকা। এই মহাল ১১৮৪ সন হইতে রতনমালা ও নাবায়ণী (দেব্যা)র নামে লিখা যায়। ইঁহারা উভয়ে শ্রীকৃষ্ণের পুত্র কিশোর রায়ের পত্নী। কিশোর নিঃসন্তান পরলোক গমন করিলে তাঁহার বিধবা পত্নীদ্বয় মহাল প্রাপ্ত হন। কিছুদিন পরে রতনমালার মৃত্যু হইলে, নারায়ণী সমস্ত সম্পত্তি অধিকার করেন। ইহাতেই বর্ত্তমান বিবাদের সৃষ্টি। বিধবার সম্মতি ক্রমে এই মহালের সরকারী রাজস্বের জন্য শ্যামচান্দ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই তরফের মফস্বলের প্রধান কর্ম্মচারী উদয়নারায়ণ ঘোষ ও সদানন্দ রায়। মহালের রাজস্ব ও পূর্ব্বোক্ত চারি আনীর ন্যায় সময় সময় হ্রাস বৃদ্ধি হইয়াছিল। উভয় অংশই সমপরিমাণে ঋণগ্রস্ত। ভূমির উৎপাদিকা শক্তিও উভয়েরই অনুরূপ। সুতরাং মিঃ সোরের নির্দ্ধারিত রাজস্বই স্থির রহিল।

**৩। মমিনসিং**– হিস্যা চারি আনা, ২৯৩৫০ টাকা। এই অংশের মালীক যুগল রায়। ইনি কৃষ্ণগোপাল রায়ের দত্তক পুত্র। পূর্ব্বোক্ত অংশদ্বয়ের ন্যায় এই মহালের খাজনাও হ্রাস বৃদ্ধি হইয়াছে। মিঃ সোরের নির্দ্ধারিত রাজস্বই স্থির রহিল। যুগল রায় নিজেই নিজ হিস্যার সুবন্দোবস্ত করিতে সক্ষম। তাঁহার কার্যদক্ষতা ও সুনিয়মে খাজানা প্রদান প্রভৃতি কর্ত্তব্য নিপুণতার জন্য শ্যামচান্দ ও রুদ্রচান্দ তাঁহার বিরুদ্ধে উত্থিত হইতে সুযোগ প্রাপ্ত হন না। ইঁহাদিগের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ সর্ব্বদা চলিতেছে। এমনকি রেভিনিউ বোর্ড ও ইঁহাদিগের নালিশ শুনিয়া শুনিয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন। রতনমালার মৃত্যুর পর নারায়ণীর সম্পূর্ণ অংশ গ্রহণই এই কলহের কারণ।

**৪। মমিনসিং**– হিস্যা চারি আনা, রাজস্ব ২১৩৫১/-। এই অংশ শ্রীকৃষ্ণের ২য় পুত্র

গঙ্গানারায়ণের দত্তক পুত্র হরনাথের। হরনাথই এই পারিবারিক বিবাদের প্রধান কারণ। ইনি প্রথমে শ্যামচান্দের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎকালে যেরূপ রতনমালা ও নারায়ণীর অংশের সহিত যুগল রায়ের অংশ একত্র শাসিত হইত, সেইরূপ হরনাথ এবং শ্যামচান্দের অংশও একত্র পরিচালিত হইতে ছিল। সময়ে উভয় পক্ষই পরস্পরের উপর অসন্তুষ্ট হয়। হরনাথের অপ্রাপ্ত বয়ঃক্রম হেতু সুবিধা পাইয়া এবং বিহিত যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠানের সহিত দত্তক— গৃহীত হয় নাই, এই চলিত অপবাদ মূলে প্রলুব্ধ হইয়া, শ্যামচান্দ শিশু হরনাথকে বঞ্চিত করিতে উদ্যত হইলেন। অপর পক্ষে যুগল রায়ও এই সময়ে রতনমালা ও নারায়ণীর মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিলেন। বিধবাদ্বয় শ্যামচান্দের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া গবর্নমেন্টে আবেদন করেন ও তাঁহাদের স্ব স্ব হিস্যা পৃথক করিয়া নেন। হরনাথও যুগল রায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিজ সম্পত্তি নিরাপদে রক্ষা করিতে সমর্থ হন। মহালের পূর্ব্ব জমা স্থির রহিল।

৫। **আলেপসিং**— হিস্যা আট আনা, রাজস্ব ৩৫০০০/- টাকা। এই মহাল শ্যামকিশোর ও চন্দ্রকিশোর আচার্য্যের রক্ষণাবেক্ষণে পরিচালিত হইতেছে। এই আট আনা হিস্যার অর্দ্ধেক চারি আনা উভয়ের নিজ ও অপর চারি আনা কৃষ্ণকান্তের বিধবা পত্নী গঙ্গা দেব্যার। এই জামিদারী বিষণরাম আচার্য্যের নামে লিখিত ছিল। মিঃ ডানকাণের ডিক্রীক্রমে গঙ্গা দেব্যার নাম তাহাতে ভুক্ত হয়। কমিটী অব সার্কুট পাঁচ বৎসরের জন্য এই মহালের ৪০৬১২৯১ গণ্ডা বার্ষিক রাজস্ব ধার্য্য করেন। ১১৮৪ সনে ও তৎপরবর্ত্তী দুই বৎসরে রাজস্ব হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া ৩০৬০০/- টাকা ধার্য্য হয়। মিঃ সোর গরবৎসর ৪৪০০/- বৃদ্ধি করিয়া দেন। বর্ত্তমান বন্দোবস্তে তাহাই স্থির রহিল।

৬। **আলেপসিং**— হিস্যা চারি আনা, রাজস্ব ১৭১০০/- টাকা। এই হিস্যার মালীক রুদ্ররাম আচার্য্য ও তাঁহার দুই ভ্রাতা, রুদ্ররাম মহালের শাসন সংরক্ষণ করেন। কাসেমআলী খাঁর সময়ে এই মহালের রাজস্ব ১৭৩৪০৷৴৹ কড়া ছিল। রেজা খাঁ রাজস্ব হ্রাস করেন। অতঃপর মিঃ মিডল্টন বৃদ্ধি করিয়া ১৮৩৯১৷৴১১ গণ্ডা ধার্য্য করেন। কমিটী অব সার্কুট আরও বৃদ্ধি করিয়া, ২০১২৫৷৴০ করেন। এই জমা পাঁচ বৎসর স্থির থাকে। ১১৮৪ সনে মিঃ রাউস এই জমা হ্রাস করেন। মিঃ সেক্সপিয়ার ইহা অপেক্ষাও হ্রাস করেন, অতঃপর মিঃ হলেন্ডের সময় আরও হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া ১৪৭০০/- টাকা ধার্য্য হয়; মিঃ সোর এর উপর ২৪০০/- টাকা বৃদ্ধি করেন। এই জমাই স্থির রহিল। বন্য হস্তীর অত্যাচার ও সন্ন্যাসীদিগের দ্বারা বহুতর ক্ষতি হওয়ায় পূর্ব্ব বৎসর এইরূপ রাজস্ব হ্রাস করা হইয়াছিল।

৭। **আলেপসিং**— হিস্যা চারি আনা, রাজস্ব ১৭৫০০/- টাকা। এই অংশের মালীক রঘুনন্দন। অপর আনা হইতে এই অংশ ৩/৪ বৎসর যাবৎ পৃথক করা হইয়াছে। রঘুনন্দন উপযুক্ত লোক। রীতিমত খাজনা চালাইতেছেন। শ্যামকিশোর ও চন্দ্রকিশোর ইহার পৈত্রিক অনেক বিষয় হস্তগত করায় অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। ইনি তাঁহাদের বিরুদ্ধে এক মোকদ্দমা স্থাপন করিয়াছেন। এই অংশের খাজানা মহম্মদ রেজা খাঁর সময়ে নিজ নজরানা ৭৯৭৷৵১ গণ্ডা ব্যতীত ১৫৮৫২৶৬৷৷ কড়া ছিল। মিঃ মিডল্টন বৃদ্ধি করিয়া ১৮৩৯৮৶৫ গণ্ডা করেন, কমিটি অব সার্কুট আরও বৃদ্ধি করিয়া ২০৩০৬৴৪ গণ্ডা ধার্য্যে এই অংশ শ্যামকিশোর ও চন্দ্রকিশোর আচার্য্যের সহিত ৫ বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত করেন। অতঃপর পূর্ব্বোক্ত হিস্যাগুলির জমা হ্রাসের কারণ অনুসারে ৫০০৬৴৪ গণ্ডা জমা হ্রাস হইয়া

১৫৩০০/- টাকা ধার্য্য হয়। অতঃপর মিঃ সোর ২২০০/- টাকা বৃদ্ধি করিয়া দেন। বর্তমানে তাহাই স্থির রহিল।

৮। **সুসঙ্গ**– হিস্যা ৸৵আনা, রাজস্ব ২৬০৪৬/- টাকা। রাজা রাজসিংহ এই জমিদারীর মালীক। এই জমিদারী বহু বিস্তৃত হইলেও অধিকাংশই পর্ব্বত ও জঙ্গলময়, বহু অর্থব্যয়েও আবাদের অযোগ্য। কোচ, গারো প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতি, মহালের প্রজা। ইহারা সময় সময় জমিদারের বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া ভয়ানক বিদ্রোহ ঘটায়। রাজসিংহকে এই সকল বিদ্রোহ দমন করিতে বহু আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে। সম্প্রতি একটা হাটের সৃষ্টি করিয়া তাহাদের সহিত আপোষ বন্দোবস্ত হইয়াছে। বৎসরে ৭/৮ দিন ইহারা ঐ হাটে আসিয়া ক্রয় বিক্রয় করে ও জীবিকা নির্বাহের উপযোগী জিনিস সংগ্রহ করিয়া লইয়া যায়।

পার্ব্বত্য প্রজারা, কার্পাস, হস্তীদন্ত, হরিণ, কস্তুরী প্রভৃতি বিনিময়ার্থ লইয়া আসে ও তৎবিনিময়ে কুক্কুর, বিড়াল, সরাপ ও লবণ প্রভৃতি লইয়া যায়। রাজা এই বাজারে যে মাসুল প্রাপ্ত হন, তাহা দ্বারাই জমিদারীর সরকারী রাজস্ব আদায় হইতে পারে। সুসঙ্গ জমিদারীর খাজানাদ্বারা রাজস্ব চালান সম্ভবপর নহে। সুসঙ্গের যে জমি পতিত ও জঙ্গলাকীর্ণ তাহা আবাদ হইলে তাহা হইতে এক লক্ষ টাকা সরকারী রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ আয় হইত। যাহাই হউক রাজসিংহের ন্যায় একজন কর্ম্মঠ, সৎসাহসী ও বিচক্ষণ বহুদর্শী লোকের হস্তে মহালের প্রচুর উন্নতির সম্ভাবনা আছে। কাসেমআলী খাঁ এই হিস্যার রাজস্ব ২৮৭০৩৵১২ গণ্ডা ধার্য্য করিয়াছিলেন। মহম্মদ রেজা খাঁজমা হ্রাস করিয়া ১৭৮০০/- টাকা নিজ নজরানা ১২৮০/- টাকা, মোট ১৯০০০/- টাকা ধার্য্য করেন। অতঃপর মিঃ মিডল্টন এবং তাহার পর কমিটী অব সার্কুট ক্রমে রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া ২৩৩৩৪৶আনা ধার্য্য করেন। পুনরায় মিঃ রাউস ১০০০ টাকা ও মিঃ সেক্সপিয়র ১৪৮২/- টাকা কমাইয়া দেন। অতঃপর রাজস্ব ৯৬৭০/- টাকা বৃদ্ধি হয়। এই বৃদ্ধিহারে জমিদার রাজস্ব দিতে অস্বীকার করিলে জমিদারী রুকন নন্দী (Rucun ruaddy) নামক কোন ব্যক্তির নিকট গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক ইজারা প্রদত্ত হয়। ইজারাদার রাজস্ব পরিচালনে অসমর্থ হওয়ায় ১১৮৯ সনে ৪৪৭৬/- টাকা রাজস্ব হ্রাস করিয়া জমিদারী পূর্ব্ব মালীককে প্রদান করা হয়। তিনি রীতিমত রাজস্ব প্রদান করিতে থাকেন। বর্তমানে সেই রাজস্বই স্থির রহিল।

৯। **সুসঙ্গ**– হিস্যা আনা রাজস্ব ২৯৭৭/-। এই অংশ রাজসিংহের পিতামহ তদীয় কন্যাকে বিবাহের যৌতুক স্বরূপ প্রদান করেন। ঐ কন্যাকে হররাম সিংহ বিবাহ করেন। তাঁহার পৌত্রগণ বর্তমান মালীক। বিগত বর্ষে বড় পৌত্রের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতারা মহাল রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন; মহালের জন্য ভূমির উৎপাদিকা শক্তির পরিমাণ মতই রহিল।

১০। **কিসমত সুসঙ্গ**— রাজস্ব ৩৫৩। এই মহাল সুসঙ্গের ৵৹ আনা হইতে বহু পূর্ব্বের খারিজ। ইহার মালিক রামকান্ত সিংহ। কমিটী অব সার্কুট ইহার খাজানা ৩২৫/- টাকা ধার্য্য করেন। এরপর ক্রমে দুইবার হ্রাস হইয়া রাজস্ব ২৯৭/- টাকা নির্দ্দিষ্ট হয়। ১১৮৮ সনে পুনরায় বৃদ্ধি হইয়া বর্তমান জমা ধার্য্য হয়। বর্তমানে ঐ জমাই স্থির রহিল।

১১। **তালুক**– লক্ষ্মীবারদি— রাজস্ব ৩০১/-টাকা। সুসঙ্গের অন্তর্গত ক্ষুদ্র বনভূমি। পূর্ব্বে ইহা সুসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজেদর ও দীনমণি চান্দ (Rajeder Dunamanny Chand) (রাজেন্দ্র ও দীনমণি চন্দ?) এই ভূমি আবাদ করিয়া পৃথক বন্দোবস্ত করেন।

বর্তমানে তাঁহাদের পাঁচজন উত্তরাধিকারীর সহিত বন্দোবস্ত হইল।

**১২। কুড়িখাই**- রাজস্ব ১০০০০/- টাকা। মহম্মদ যশি এই মহালের মালীক। কাশীমআলী খাঁর সময়ে ইহার রাজস্ব ৮৯৩২৷৶৪ গণ্ডা ছিল মহম্মদ রেজা খাঁ ইহার উপর নিজ নজরানা ৪০২ আনা নির্দ্দিষ্ট করেন। অতঃপর মিঃ মিডল্টন ২৫৯ ৫ গণ্ডা বৃদ্ধি করিয়া দেন, কমিটী অব সার্কুট আরও বৃদ্ধি করিয়া ১০৭৮৪৷৷৯ গণ্ডা ধার্য করেন। এই জমা পাঁচ বৎসর স্থির থাকে। পাঁচ বৎসর পরে হ্রাস হইয়া ৯৩৩৬/- টাকা ধার্য হয়। মিঃ সোর পুনরায় ৩৫০০/- টাকা বৃদ্ধি করেন। এই হারে রাজস্ব প্রদান করিতে মালিক অসমর্থ হইলে ১১৮৯ সনে ২৫০০/- টাকা হ্রাস করিয়া দেওয়া হয়। মহম্মদ ঘশি উপযুক্ত ও বহুদর্শী ছিলেন, হইলেও ঋণজালে বড়ই জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। জল প্লাবনে মহালের ও প্রজাসাধারণের বহু ক্ষতি হওয়ায় বর্তমানে ৩৩৬/- টাকা রাজস্ব হ্রাস করিয়া বন্দোবস্ত করা হইল।

**১৩। হাজরাদী**- হিস্যা ৷৵ আনা, রাজস্ব ১০৬০০/-। মৃত আছালত খাঁর বংশধরগণ এই মহালের মালীক। মালীকগণ ১১৮১ সনে এই মহালের অর্দ্ধ হিস্যা, মির্জ্জা হোসেনউদ্দিন নিকট বিক্রয় করেন এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধেক অংশ তাঁহারই নিকট নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য রেহাণদায়ে আবদ্ধ রাখেন। বিগত তিন বৎসর হইল রেহাণের ম্যাদ অতীত হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও চৌধুরীগণ দাবীর টাকা পরিশোধ করিতে সমর্থ না হওয়ায় মহাল রেহাণদার হোসেনউদ্দিনের অধীনেই শাসিত হইতেছে। হোসেন মহাল ছাড়িয়া দিবার অভিপ্রায়ে দেওয়ানী আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। দেওয়ানী আদালত মির্জ্জার পক্ষে ৫০০০/- পাঁচ হাজার টাকার ডিক্রি দেন। এদিকে প্রতিপক্ষ চৌধুরীগণও ওয়াশীলাতের দাবীতে অপর এক নালীশ উপস্থিত করেন। অতঃপর ওয়াশীলাতের ঋণ কর্ত্তণ হইলে মহাল মুক্ত হইবে, এই আদেশ হইয়াছে। বন্য হস্তীর উপদ্রবে মহাল ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব রাজস্বই স্থির রহিল।

**১৪। হাজরাদী**— হিস্যা ৷/০ আনা, রাজস্ব ৮৯৫৮ টাকা। খোদাদাদ্ খাঁ চৌধুরী এই অংশের মালীক। এই পরগণার মালীকদিগের মধ্যে তিনি একজন অতি বিচক্ষণ ও প্রতিভাবান পুরুষ। তিনি ঋণদায়াবদ্ধ মহালের উত্তরাধিকারী হইয়া বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। এই অবস্থায় গবর্ণমেন্টের রাজস্ব আদায় পক্ষে সুব্যবস্থা প্রয়োজন। কাসিম আলী খাঁর সময়ে এই মহালের রাজস্ব ৮৩৫১৮/১৭ গণ্ডা ছিল। কমিটী অব সার্কুট বৃদ্ধি করিয়া ১০৭২২৷৷৮৵ কড়া নির্দ্ধারিত করেন। তৎপর ক্রমে দুইবার হ্রাস হইয়া ৮৯৫৮৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট হয়। ১১৮৮ সনে পুনরায় ১৭৬৪ টাকা বৃদ্ধি হয়। এই বৃদ্ধি ১১৯২ সনে পরিত্যক্ত হয়। বর্তমানে তাহাই স্থির রহিল।

**১৫। হাজরাদী**- হিস্যা ৷/০ আনা, রাজস্ব ৮৯৫৮৲ টাকা। খোদানেওয়াজ এবং নবীনেওয়াজ খাঁর পুত্র অলি আলী এবং নেওয়াজ খাঁ এই মহালের মালীক। ইহাদিগের বয়ঃক্রম যথাক্রমে উনবিংশ ও সপ্তদশ বর্ষ। নবীনেওয়াজ ১১৭৯ সনে ও খোদানেওয়াজ ১১৮৪ সনে মানবলীলা সংবরণ করেন। ইহাদের জীবিত কালে মহালের শাসন কার্য ও রাজস্বাদি সুচারুরূপে পরিচালিত হইত। খোদানেওয়াজ পীড়িত হইলে তাঁহার কর্ম্মচারীগণ মহাল পরিচালন করিতেছিলেন। আমলাদিগের হস্তে থাকিয়াই মহাল ঋণদায়াবদ্ধ হয় ও নানারূপ বিশৃঙ্খলায় পতিত হয়। আমলাদিগের অতিরিক্ত অত্যাচারে অনেক তালুকদার তালুক ছাড়িয়া দেওয়ায় রীতিমত খাজানা আদায় হয় না ও কোম্পানীর রাজস্ব বন্ধ হইয়া

যায়। অতঃপর খোদানেওয়াজ খাঁর মৃত্যুর ১ বৎসর পরে ১১৮৫ সনে তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ এই মহাল রঘুরাম মল্লিকের নিকট রেহাণাবদ্ধ রাখেন। ১১৯০ সন পর্য্যন্ত রঘুরামের রেহাণ দায়ে মহাল আবদ্ধ থাকে। অতঃপর মালীকগণ পুনঃগ্রহণ করেন। তদবধি আমলাগণ কর্ত্তৃকই মহাল শাসিত হইতেছে। রাজস্ব পূর্ব্ব পূর্ব্ব অংশের ন্যায় হ্রাস বৃদ্ধির সহিত স্থির রহিল।

**১৬। জয়নসাহি**– রাজস্ব ১৭৫২৫/- টাকা। মহম্মদ মনোহর ও নুরহায়দর চৌধুরী এই পরগণার মালীক। কাসিম আলী খাঁর সময়ে এই মহালের রাজস্ব ২৩৪০৭৮/৭ গণ্ডা ছিল। মহম্মদ রেজা খাঁ এই রাজস্ব হইতে ৮২৮৭৮/৭ গণ্ডা হ্রাস করেন। মিঃ মিডল্টন পুনরায় অল্প বৃদ্ধি করেন। কমিটী অব সার্কুট আরও বৃদ্ধি করিয়া ২০১৫৫।৶১৬ গণ্ডা ধার্য্য করেন। এর পর পুনরায় রাজস্ব হ্রাস হইতে থাকে। প্রথম হ্রাস করেন মিঃ রাউস, তৎপর মিঃ সেক্সপিয়র। সেক্সপিয়র ১৭৫২৫/- টাকা ধার্য্য করেন। ১১৮৮ সনে পুনরায় ৩০০০/- টাকা বৃদ্ধি করা হয় ও তিন বৎসর বাজে মহাল বলিয়া পরিগণিত থাকে। অতঃপর ১১৯১ ও ১১৯২ সনে ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ব রাজস্ব ১৭৫২৫/- টাকা স্থির থাকে। বর্তমানেও তাহাই রহিল।

**১৭। তপে লতিবপুর**– রাজস্ব ১৫৮০/- টাকা। পরগণা জয়নসাহির অধীন একটি তপ্পা। এই তপ্পার মালীক মনোহর জমিদার। কমিটী অব সার্কুট ইহার রাজস্ব ১৭২০৴১৮ গণ্ডা ধার্য্য করেন। অতঃপর হ্রাস হইয়া ১৬২৭/- টাকা ধার্য্য হয়। মহালের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বর্তমানে রাজস্ব কিছু হ্রাস করা হইল।

**১৮। পরগণা খালিয়াজুরী**– রাজস্ব ১৭০০/- টাকা। রামশঙ্কর চৌধুরী, অনুপনারায়ণ চৌধুরী, মোহনরাম চৌধুরী, জয়প্রসাদ চৌধুরী, মাণিকরাম চৌধুরী, আবুলওয়াল্লা চৌধুরী, মহম্মদ গহুর, মহম্মদ রুসন, ও মহম্মদ রঞ্জি এই মহালের মালীক। এই মহাল পূর্ব্বে বর্তমান আয়তন অপেক্ষা অনেক বৃহৎ ছিল। কাসিমআলী খাঁর সময়ে এই মহালের রাজস্ব ৩৫০১৫৷১ গণ্ডা ছিল। অতঃপর অনেক তালুক পৃথক হইয়া যাওয়ায় মহম্মদ রেজা খাঁ রাজস্ব হ্রাস করিয়া ১০৩৪৶৬৷ কড়া ধার্য্য করেন। তারপর ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া ১৭০০ টাকা হয়। বর্তমানেও তাহাই স্থির রহিল। এই মহালের ভূমিতে ধান্য অতি অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়। জলকর ও মৎস্য বিক্রয়ের আয়ই এই মহালের প্রধান আয় এবং তাহা দ্বারাই রাজস্ব প্রদত্ত হইয়া থাকে।

**১৯। তালুক দেবদাস মোহন্ত**– রাজস্ব ৮৮৭/- টাকা। এই মহাল বহুদিন হইল খালিয়াজুরী হইতে বিক্রীত ও পৃথক হইয়া গিয়াছে। মিঃ সোর যে রাজস্ব ধার্য্য করিয়াছিলেন তাহাই স্থির রহিল। মহাল মজিরাম মোহন্তের পক্ষ হইতে মাখনলালের নিকট ইজারা প্রদত্ত ছিল। মজিরাম জগন্নাথধামে বাস করেন। তিনি দেবদাস মোহন্তের উত্তরাধিকারী। এই মহালের আয় হইতে ৩৬০/- টাকা দেব-কার্য্যে ব্যয়িত হওয়ার নিয়ম; মাখনলাল তাহা পে ব্যবহার করায় পণ্ডিতগণের পাতি লইয়া তাহাকে দূরীভূত করার চেষ্টা তেছে।

**২০। তপ্পা রণভাওয়াল**– হিস্যা ।৶০ রাজস্ব ৪৪৬৩/- টাকা। ঐ হিস্যা ।৹ রাজস্ব ৫২৪৯/- টাকা। ঐ হিস্যা ।০ রাজস্ব ৩১৪২/- টাকা। এই মহালের প্রথম অংশের মালীক মহম্মদ করিম, দ্বিতীয় অংশের মালীক হুসেন আলী ও তৃতীয় অংশের মালীক মহম্মদ আলী।

ইহারা তিন ভ্রাতা, করিম ও হুসেন আলী পিতার বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভসম্ভূত এবং আলী নিকায়িতা স্ত্রীর গর্ভসম্ভূত পুত্র। কতিপয় বৃহৎ বৃহৎ মহাল এই পরগণা হইতে পৃথক হইয়া যাওয়ায় মালীকগণ মহালের রাজস্ব পরিচালনে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছেন। ইহারা ঢাকার আদি ও উচ্চ বংশের সন্তান। বহু পুরুষ যাবৎ এই পরগণা সম্পূর্ণ ভোগ করিতেছেন। যে সকল মহাল পৃথক হইয়া গিয়াছে ঐ গুলি এই পরগণাভুক্ত করিয়া দিলে, মহম্মদ করিম ও তাহার ভ্রাতাদিগের জীবিকার উপায় হয়। গবর্ণমেণ্টও সহজে রাজস্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন। কাসিমআলী খাঁর সময়ে এই মহালের রাজস্ব ১১০২৪৸৶১৲ কড়া ছিল; কমিটী অব সার্কুট বৃদ্ধি করিয়া ১৪৪৪৭৶৯ গণ্ডা করেন। মালীকগণ এই বৃদ্ধি রাজস্ব প্রদান করিতে অসমর্থ হওয়ায়, রাজস্ব হ্রাস হইয়া ১২৫৭৯/- টাকা ধার্য্য হয়। অতঃপর ১১৮৮ সনে ১৭৭৪/- টাকা বৃদ্ধি হয়। ১১৯২ সনে পুনরায় তাহা হ্রাস হয়। বর্তমানে অল্প বৃদ্ধি হইল।

২১। **তালুক মহম্মদ একবাল**– রাজস্ব ৮১৯৯/-। বহুকাল পূর্ব্বে এই তালুক রণভাওয়ালের অন্তর্গত ছিল। মহালের বর্তমান মালীক মির্জ্জা আবদুল্লা ও মহম্মদ আলী। বোরানউল্লা নামক গোমস্তা মহারের শাসন সংরক্ষণ করে। কাসিম আলী খাঁর বন্দোবস্তে রাজস্ব ৬৫০৫।৴১১৷৷ কড়া ধার্য্য হয়। কমিটী অব সার্কুট বৃদ্ধি করিয়া ৮৩২৩৵১৷৷ কড়া করেন। অতঃপর মিঃ রাউস ও মিঃ সেক্সপিয়র ক্রমে হ্রাস করিয়া ৬৭৬২/- টাকা নির্দ্ধারিত করেন। এবং মিঃ সোর ১৪৩৭/- টাকা বৃদ্ধি করেন, তাহাই বর্তমানে স্থির রহিল।

২২। **তালুক মির আবদুল্লা**– রাজস্ব ২১৩৮/- টাকা। পূর্ব্বে এই তালুক মহম্মদ একবালের অন্তর্গত ছিল। পারিবারিক ঝগড়া ও গোলযোগে ১১৯২ সনে এই তালুক পূর্ব্বোক্ত তালুক মহম্মদ একবাল হইতে পৃথক হইয়া যায়। কাসিম আলী খাঁ ইহার রাজস্ব ১৬৯৫৷৶৮ গণ্ডা ধার্য্য করেন, কমিটী অব সার্কুট রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া ২১৬৯৷৶১২৷৷ কড়া করেন, বর্তমানে তাহাই স্থির রহিল।

২৩। **তালুক নুরন্নেছা খানম**– রাজস্ব ১৭৫৯/- টাকা। পূর্ব্বে এই তালুক রণভাওয়ালের অন্তর্ভুক্ত ছিল। খাজেনেহাল নামক কোন খোজা নুরন্নেছা নাম্নী এক বালিকাকে পালিতাকন্যারূপে গ্রহণ করেন। এই কন্যার নাম অনুসারে এই তালুক পরিচিত। নুরন্নেছা আগা রেজার নিকট বিবাহিতা হন। বিবাহের পর হইতে আগা রেজা মহাল শাসন করিতে থাকেন এবং মহাল রণভাওয়াল হইতে পৃথক করিয়া নেওয়ার জন্য আবেদন করেন। ১১৯২ সনে তাহার অংশ অল্প জমায় পৃথক বন্দোবস্ত প্রদত্ত হয়। ইহার কিছু দিন পরে নুরন্নেছা কোন উইল না করিয়া পরলোক গমন করিলে পর, পরগণার চৌধুরীরা মহাল হস্তগত করিবার চেষ্টা করেন। যদি পত্নীর সম্পত্তিতে পতির কোন দাবী না থাকে তবে এই মহাল গবর্ণমেন্টের "বিলাত মহালরূপে" গহণ করা যাইতে পারে। অথবা পরগণার সামিল করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। আপাততঃ পূর্ব্ব রাজস্বই স্থির রহিল।

২৪। **তালুক নেওয়াজআলী**– রাজস্ব ৫০০০/- টাকা। এই তালুক বহু পূর্ব্বে রণভাওয়াল হইতে পৃথক করিয়া লওয়া হইয়াছে। নেওয়াজআলী, মাতা ও পত্নী রাখিয়া পরলোক গমন করিলে, মাতা ও পত্নী সম্পত্তির ভার গ্রহণ করেন এবং পত্নী খুড়া মির্জ্জা মাছুমকে উভয়ে মহালের শাসন সংরক্ষণ কার্যে নিযুক্ত করেন। ইহার সময়ে মহাল সুশাসনে পরিচালিত হইয়াছিল। ১৭৮৭ অব্দের মে কি জুন মাসে তাঁহার মৃত্যু হইলে স্ত্রীলোকদ্বয় তাঁহাদের আত্মীয় মীর হুসেনের উপর সম্পত্তির শাসন ভার প্রদান করেন। এই মহালের

অবস্থা অত্যন্ত ভাল থাকা সত্ত্বেও দুইটি অসহায়া স্ত্রীলোকের প্রতি তাকাইয়া রাজস্ব বৃদ্ধি করা হইল না।

**২৫। তালুক মীরমামুদ**– রাজস্ব ৫৫০/- টাকা। এই তালুকও বহুদিন হয় রণভাওয়াল হইতে পৃথক হইয়াছে। মীর সৈয়দ আলী ইহার মালিক, মহালের অবস্থা ভাল, রাজস্ব অল্প বৃদ্ধি করা হইল।

**২৬। পরগণা সেরপুর দশকাহনীয়া**– রাজস্ব ৩৩০০১/- টাকা। এই মহাল ভীম, প্রতাপনারায়ণ ও কৃষ্ণচন্দ্রের নামে লিখা যায়। ইহারা পৃথক পৃথক অংশের মালীক, ভীম আনা, প্রতাপনারায়ণ ও কৃষ্ণচন্দ্র প্রত্যেকে ।১০ আনা করিয়া ॥/০ আনা। এই পরগণার অংশ লইয়া বহুদিন যাবৎ বিবাদ বিসম্বাদ চলিতেছে। কাসিমআলী খাঁর সময়ে ইহার রাজস্ব ২৫১৮৬৵১৭। কড়া ধার্য্য হয়। মিঃ মিডল্টন এ রাজস্ব বৃদ্ধি করেন, অতঃপর কমিটী অব সার্কুটের হাতে আরও বৃদ্ধি হইয়া ৩৩৯০৪৵৭। কড়া ধার্য্য হয়। বিগত তিন বৎসরে এই মহালের বহু টাকা বাকী পড়িয়া গিয়াছে। মিঃ রাউস রাজস্ব ৩০০০৵৭। কড়া হ্রাস করিয়া দেন এবং মিঃ শেক্সপিয়র পুনরায় ২৯০৭/- টাকা হ্রাস করেন এবং রাজস্ব ২৮০০১/- টাকা ধার্য্য হয়। মিঃ সোর পুনরায় এই রাজস্বের উপর ৫০০০/- টাকা বৃদ্ধি করেন, এই মহালের ভূমি উৎকৃষ্ট, নানা রকমের দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং স্থানও সুবিস্তৃত। ভূমির উর্ব্বরতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বৃদ্ধি রাজস্বই স্থির রাখা গেল।

**২৭। পরগণা নসিরুজির্য়াল**– রাজস্ব ৩৬৯৭০ টাকা— হিঃ ।১০ আনা, রাজস্ব ১৯৪৯ টাকা। মালীক দুর্গা ব্রহ্মের ওয়ারিশ। হিঃ ৵০ আনা ঐ রাজস্ব ২৪৪৪ টাকা, মালীক কিশোর চাঁদের ওয়ারিশ। হিঃ ৶৵গণ্ডা রাজস্ব ৫২১৭ টাকা, মালীক মামুদ মানুয়ারের ওয়ারিশ। হিঃ ৵৩॥ গণ্ডা রাজস্ব ২৮৭৮ টাকা, মালীক, অমরকৃষ্ণের ওয়ারিশ। হিঃ ১১৸ গণ্ডা রাজস্ব ১৪৩১ টাকা, মালীক প্রেমনারায়ণের ওয়ারিশ। হিঃ ৶১১।গণ্ডা রাজস্ব ৮৬৭০ টাকা, মালীক মহম্মদ মুছাদদের ওয়ারিশ। হিঃ৶আনা রাজস্ব ৪৮৯২ টাকা, মালীক রামরামের পুত্র শ্যামচাঁদ। হিঃ ৵০ আনা রাজস্ব ২৪৪৯ টাকা, মালীক শ্যামকিশোর। কমিটী অব সার্কুট এই মহালের রাজস্ব ৪২২৭৬৸১৸কড়া ধার্য্য করেন। ইহার পর রাজস্ব হ্রাস হইতে থাকে, ক্রমে তিন বার হ্রাস হইয়া ৩৪৫৭৬।২ গণ্ডা স্থির হয়। ১১৮৬ সনে মহাল উপর্য্যুক্ত ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া যায়। এবং পর বৎসর হইতে মহাল শাসন সংরক্ষণের ভার মালীকগণ নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। ১১৮৮ সনে রাজস্ব বৃদ্ধি হইয়া ৪৩২০৪৶১৸ কড়া হয়। মালীকগণ এই বৃদ্ধিহারে রাজস্ব পরিচালন করিতে অস্বীকৃত হইলে; মহাল রামদুলাল ঘোষ নামক জনৈক ব্যক্তির নিকট ইজারা প্রদত্ত হয়। ইজারা প্রদানের পর ইজাদারের সহিত জমিদারের বিবাদ বাধিয়া যায় এবং “খালসা”তে উভয়পক্ষ হইতে নালীশ উপস্থিত হয়। অতঃপর রামদুলাল ঘোষ ইজারা ত্যাগ করেন এবং মহাল পুনরায় কেবল রায়ের জামিনী-সূত্রে বংশীরাম সিংহকে ইজারা প্রদত্ত হয়। জামিনদার ও ইজারা গ্রহীতা উভয়ে মহাল বন্দোবস্তে অকৃতকার্য্য হইয়া ঢাকার চীফকে তদ্বিবরণ অবগত করান। অতঃপর কমিটি হইতে রাজস্ব হ্রাসের অনুমতি আসিলে ৪২৬৭৶আনা হ্রাস করিয়া মহাল রামজী মালের হস্তে প্রদান করা হয়। রামজী মাল ১১৯১ সনে কোন প্রকারে কৃতকার্য্য হইয়া পর বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে ১১৯২ সনে ১নং অংশের ১০০০ টাকা রাজস্ব কমাইয়া সমগ্র মহাল খাজে মাইকেলের হস্তে প্রদত্ত হয়। খাজে মাইকেলও মহাল বন্দোবস্তে

অকৃতকার্য্যে হওয়ায় গবর্নমেন্ট মালীকদিগকে তলব করেন। জমিদারগণ "খালসা'য় উপস্থিত হইয়া, খাজে-মাইকেলের বিরুদ্ধে এই ওয়াশীলাৎ দাখিল করেন। ১১৯৩ সনে জমিদারগণ মির্জ্জা মামুদকে তাঁহাদের "মালজামিন" নিযুক্ত করেন। তাঁহার চেষ্টায় রাজস্ব রীতিমত আদায় হইয়াছে। রাজস্ব বৃদ্ধি করা হইল না।

**২৮। তালুক আমির খাঁ**– রাজস্ব ১৪০০ টাকা। কোন বিশেষ অনুগ্রহের উপর ১১৯২ সনে এই ক্ষুদ্র মহালটী পরগণা নসীরূজিয়াল হইতে পৃথক করিয়া বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। বন্দোবস্তের পর হইতে সীমানা লইয়া বিরোধ চলিতেছে। সনদ প্রদত্ত ভূমি হইতে মালীকের মহালের ভূমি নানা প্রকারে বৃদ্ধি করিয়া লইয়াছে। সুতরাং রাজস্ব বর্দ্ধিত করা গেল।

**২৯। তপে বরিকান্দি**– রাজস্ব ৪২০৫ টাকা। এই মহাল আছালত খাঁর নামে লিখা ছিল। বর্তমানে তাহার উত্তরাধিকারী আসকর খাঁ ও নইম খাঁ মহাল প্রাপ্ত হইয়াছেন। নইম খাঁ বোবা। আসকর খাঁই সুতরাং প্রকৃত স্বত্ববান। ঢাকার কতিপয় প্রধান লোকের কতকগুলি তালুক এই মহালের অন্তর্গত থাকায় কালেক্টরের সাহায্য ব্যতীত আসকর খাঁর এই মহাল হইতে কপর্দ্দক প্রাপ্তিরও আশা নাই। মিঃ সোর জমা বৃদ্ধি করিয়া ৭৭০৫ টাকা করিয়াছিলেন। অতঃপর ৫০০ টাকা হ্রাস করা হয়, সেই রাজস্বই স্থির রহিল।

৩০। **বড়বাজু**— হিস্যা **।√১০** আনা রাজস্ব ২৯৭০০/- টাকা। এই মহালের **।৶** আনার মালীক সিরাজআলী চৌধুরী ও ৴১০ আনার মালীক হরি ব্রজরাজ। ৩১। বড়বাজু– হিস্যা ৴১০ আনা রাজস্ব ৩৫২০/- টাকা। এই অংশের মালীক হরদেবের পুত্র শিবনাথ ও রাধানাথ। ৩২। বড়বাজু— হিস্যা— **৵**৫ আনা, রাজস্ব ৪০৫০/- টাকা। এই অংশের মালীক কৃষ্ণদেবের পুত্র কমলরাম ও গোবিন্দের পুত্র গোকুলরাম। গোকুলরামের কোন সন্তান নাই। ৩৩। বড়বাজু— হিস্যা **৵**৫ আনা, রাজস্ব ২৯১৩/- টাকা। এই অংশের মালীক জয়দেবের সাত পুত্র। ৩৪। বড়বাজু— হিস্যা **৵**৫ আনা, রাজস্ব ১৪০৯/- টাকা। এই অংশের মালীক মামুদ সুফার পুত্র মহম্মদ জিয়ান। ৩৫। পরগণা আটীয়া—হিস্যা ।০ আনা, রাজস্ব ১২০১/- টাকা। এই অংশের মালীক আলেপখাঁ চৌধুরী। ৩৬। পরগণা আটিয়া— হিস্যা ।০ আনা, রাজস্ব ১২০১/-টাকা। এই অংশের মালীক ইমাম বক্স খাঁ। ৩৭। পরগণা আটিয়া— হিস্যা ৷।০ আনা, রাজস্ব ২৭৬৩৫/- টাকা। এই অংশের মালীক আলিয়রখাঁ। আলিয়রখাঁ ফৌজদারী জেলে আবদ্ধ আছেন। ৩৮। তালুক প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ— রাজস্ব ৬৪/- টাকা। আটীয়ার অধীন একটি ক্ষুদ্র মহাল, ইহার মালিক রাজকিশোর। ৩৯। কাগমারী— হিস্যা **।**৴০ আনা, রাজস্ব ১৩৪০৬/- টাকা। এই মহালের মালীক কাশীনাথের বিধবা পত্নী দয়াময়ী চৌধুরাণী। ৪০। কাগমারী—হিস্যা **।**√০ আনা, রাজস্ব ১৬৩৫০/- টাকা। বিগত আশ্বিনমাসে কৃষ্ণনাথের মৃত্যু হইলে তাঁহার বিধবা পত্নী ও দত্তক পুত্র এই মহাল প্রাপ্ত হন। ৪১। কাগমারী— হিস্যা ।৴০ আনা, রাজস্ব ১০২০০/- টাকা। এই মহালের মালীক জগৎ, প্রাণ ও গোপী চৌধুরী এই তিন ভ্রাতা।[১] ৪২। মৌজা হরিপুর বিজুরা— রাজস্ব ৩৬৮/- টাকা। এই মহাল ফাঙ্করালী ও যাদবদ্দির নামে লিখিত আছে। ৪৩। মৌজা একরামপুর— রাজস্ব ১২/- টাকা। এই মহাল

১। রটন সাহেবের বন্দোবস্ত সময়ে ও তৎপূর্ব্বে আটীয়া, কাগমারী ও বড়বাজু ঢাকা ও সেলবরসের (বর্তমান বগুড়ার) অধীন শাসিত হইত। বড়বাজুর জমিদারগণও সেলবরসের অধিবাসী ছিলেন। বর্ত্তমান রিপোর্ট প্রদান করিবার সময় মাত্র এই মহালগুলি এই জেলাভুক্ত করা হইয়াছিল। সেই কারণে এই পরগণাত্রয়ের পূর্ব্ব ইতিহাস রটন সাহেব প্রদান করিতে পারেন নাই।

সীতারামের উত্তরাধিকারিগণের নামে লিখিত। ৪৪। বড়বাজু— রাজস্ব ৪০৭৪/- টাকা। এই মহাল রঘুরামের পুত্র রামকিশোর রায় প্রভৃতির নামে লিখিত হইয়াছে।

এই তিনটি মহাল হুজুরী মহালের সামিলে মুর্শিদাবারের অধীন ছিল। সুতরাং পূর্ব্ব ইতিহাস অপরিজ্ঞাত। যে রাজস্ব ধার্য্য আছে তাহা প্রচুর কি অপ্রচুর জ্ঞাত হওয়া যায় নাই। রাজস্ব আদায় হইতেছে। ৪৫। নাওয়ারা মহাল—* রাজস্ব ২৫৪০৮/- টাকা। এই মহালের রাজস্ব সমগ্র প্রদেশের উপর ৭০০০০০/- টাকা ধার্য্য ছিল, ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। কমিটী অব সার্কুটের ধৃত রাজস্ব স্থির রহিল। ৪৬। পান মহাল— সর্ব্বসাধারণের আপত্তিতে পানের উপর খাজনা ধৃত হইল না।

উপর্যুক্ত মহালগুলি ব্যতীত আরও বহু মহাল লইয়া ময়মনসিংহ জেলা প্রতিষ্ঠিত হয়।

**অন্যান্য মহাল** : অন্যান্য যে সকল মহাল লইয়া প্রথম জেলা গঠিত হইয়াছিল বিভিন্ন সময়ে ঐ সকল মহাল ক্রমে এই জেলা হইতে খারিজ হইয়া তোড়া, শ্রীহট্ট, নোয়াখালী, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, ঢাকা, পাবনা ও বগুড়া প্রভৃতি জেলাভুক্ত হইয়া গিয়াছে। ঐ সকল মহালের নাম ও রাজস্ব নিম্নে প্রদত্ত হইল : (৪৭) বর্মি—২২০০ টাকা। (৪৮) নোয়াবাদ—১০০১ টাকা। (৪৯) কাশীপুর—১৭১৬ টাকা। (৫০) পং দাউদনগর—৩৮১ টাকা। (৫১) তপ্পা ফিজাবাদ—৪৬০ টাকা। (৫২) পং গোদা হুসেননগর—৩৫০০ টাকা। (৫৩) আরঙ্গপুর—১৩১৪ টাকা। (৫৪) জোয়ার আনন্দপুর—২৬৮ টাকা। (৫৫) পং বালেশ্বেরা—৭১৮৯ টাকা। (৫৬) পং মোড়াকৈর—৩৫৫ টাকা। (৫৭) পং নূরুল্লা হুসেন নগর—১০৮৬ টাকা। (৫৮) মৌজা হুসেন নগর—১২০ টাকা। (৫৯) তাং রঘুনন্দন—১২৭ টাকা। (৬০) পং পুটিজুরী—১৪১৯ টাকা (৬১) তাং রাজকৃষ্ণ সেন— নয়াবাদ—৩৪ টাকা। (৬২) মৌজা রিয়াজপুর—১০০ টাকা। (৬৩) পং সতরখণ্ডল—২০০০ টাকা। (৬৪) পং দাউদপুর ২৮০০ টাকা। (৬৫) পং সরাইল—২৭৭৩৪ টাকা। (৬৬) পং তরপ—৩১০০০ টাকা। (৬৭) মৌজা উচাইল—২২৮ টাকা। (৬৮) বেলুহা—৯৯৪৬৯ টাকা। (৬৯) জয়নগর—৯১২৮ টাকা। (৭০) গোপালপুর মির্জ্জানগর—২৩১২০ টাকা।

* নওয়ারা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ "ময়মনসিংহের বিবরণ" ১২১-১২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৬৬) পং তরপ- ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে তরপ পরগণা শ্রীহট্ট জেলার অধীন হয়। বন্দোবস্তের সময় এই পরগণার মালীকগণ অপর মালীক আলিরেজাকে হত্যা করার অপরাধে যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ড ভোগ করিতেছিলেন।

(৬৮) বেলুহা- ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে বেলুহার কালেক্টরী উঠিয়া গিয়া ময়মনসিংহ জেলায় নতুন জেলা আফিস স্থাপিত হয়। অতঃপর ১৭৯০ সনের ৬ই জানুয়ারীর গবর্নমেন্ট আদেশ অনুসারে বেলুহা ময়মনসিংহ জেলা হইতে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮২২ সনে বেলুহায় স্বতন্ত্র জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হয়। ১৮২৭ সনে তথাকার সল্ট এজেন্ট (Salt Agent) বেলুহার কালেক্টর পদে অভিসিক্ত হইয়া বেলুহাকে পুনরায় পৃথক জেলায় পরিণত করেন। অতঃপর বেলুহা জেলা নোয়াখালি নামে পরিবর্তিত হইয়া সদর ষ্টেশন সুধারামে স্থানান্তরিত হইয়াছে। বর্তমান সময়ে বেলুহা ভুলুয়া নামে পরিচিত হইতেছে। Board's dated 11.5-1822 to the Collector of Mymensingh.

(৭১) দাদরা আলিয়াবাদ- সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত।

(৭৪) কাদুয়া- চট্টগ্রাম জেলার ফেণীনদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত। রাণী চন্দ্রকলা ও পশুরাম, প্রভুরাম ও বামকৃষ্ণের সম্পত্তি। (৭৫) অম্বরাবাদ—১৭৯১ সনে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। (৭৬) মেহার—বর্তমান সময়ে ত্রিপুরা জেলায় অবস্থিত। মেহারের কালীবাড়ী অতি প্রসিদ্ধ স্থান। (৯৮) পং হামনাবাদ—এই পরগণা ময়মনসিংহের কালেক্টরীর প্রথম দেওয়ান রাজচন্দ্র রায়কে দেওয়া হয়।

(৭১) দাদরা আলিয়াবাদ—১২০০০ টাকা। (৭২) বাবুপুর—১৩৮১৮ টাকা। (৭৩) পং চৌদাগাঁও (শঙ্গ)—৪২৪৫ টাকা। (৭৪) কাদুয়া—৪৭০০০ টাকা। (৭৫) অম্বরাবাদ—৫০০০০ টাকা। (৭৬) মেহার—২০৯২৫ টাকা। (৭৭) এব্রাহিমপুর—২৩৩৩ টাকা। (৭৮) তাং আমুদ খাঁ—৫৪০ টাকা। (৭৯) তাং ইন্দ্রনারায়ণ বসু—১৪০২ টাকা। (৮০) বলরামপুর—৯৮ টাকা। (৮১) তাং বানিখানম্— ৪০ টাকা। (৮২) মৌজা বালরা—৫৩৩ টাকা। (৮৩) সাগদি—১০৪১৭ টাকা। (৮৪) তাং সেখ মাতাব—৬৬ টাকা। (৮৫) পং শ্যামপুর—৩১০৫ টাকা। (৮৬) তাং রামদেব দত্ত—১০০০ টাকা। (৮৭) তাং রামকান্ত সিং—২৭০০ টাকা। (৮৮) পং কির্দ্দি—২০০০ টাকা। (৮৯) তাং গৌরচরণ ও গৌরকিশোর-৫৮০০ টাকা। (৯০) পং ফরক্কাবাদ-১৪৬৭১ টাকা। (৯১) পুরচান্দি—৭৬৯১ টাকা। (৯২) তাং মধুমুনিরাম—২৮১ টাকা। (৯৩) মুলচাকল—৪০০১ টাকা। (৯৪) কিং মিচাইল—৬৬১ টাকা। (৯৫) তপা নারাইনপুর—৫০০১ টাকা। (৯৬) গুণনন্দি—৩২৩৩৪ টাকা। (৯৭) তপা দুর্গাপুর—৫২৭৫ টাকা। (৯৮) পং হামনাবাদ—১৪৯০০ টাকা। (৯৯) সায়েস্তা নগর—৩৫০০ টাকা। (১০০) তাং আবদুল হুসেন নারাইনপুর—৭৫ টাকা। (১০১) পং সিংহেরগাঁও ১৪৬০০ টাকা (১০২) তাং মির বাখর-২৫০১ টাকা। (১০৩) তাং মির মাছুম—১৩৫ টাকা। (১০৪) পং মিজুরদি—৫২৬৭ টাকা। (১০৫) দরিবী—৪১৬৪০ টাকা। (১০৬) গোপাল নগর—১৭৫৬ টাকা। (১০৭) তাং লাল মামুদ—৩০০ টাকা। (১০৮) জোয়ার লক্ষ্মণপুর—৪০০১ টাকা। (১০৯) পং সরিচাল— ২০০ টাকা (১১০) মিচাইল—৭৫০১ টাকা (১১১) তোড়া—২৬০০০ টাকা। (১১২) পং কাঞ্চনপুর—৫০০০ টাকা (১১৩) জগদিয়া—৫৩৭৫ টাকা। (১১৪) পাইটকারা—৮১২৯৯ টাকা। (১১৫) তাং রামগতি বল—২২২ টাকা (১১৬) তাং গুরুপ্রসাদ—৬২ টাকা (১১৭) তপ্পা সখি—২৩০০ টাকা (১১৮) তরফ রুদ্রবরেয়া—৬০৮ টাকা (১১৯) আরান্দবাউনৃটি—১০৩০ টাকা। (১২০) মৌজে বদরসিমলা—১৯৮ টাকা। (১২১) মৌজে পরকাই—২৫৩ টাকা। (১২২) মৌজে রসুলপুর—৫৪৬ টাকা। (১২৩) মৌজা ডুবাইল—১০৯৩ টাকা। (১২৪) মৌজা বন্দেপির—৭৯৫ টাকা। (১২৫) দরিহাতেম—১১৪০ টাকা। (১২৬) তরফ বয়েরাবাড়ী—১১৭ টাকা। (১১৭) তরফ দুর্গাপুর-১৬৩ টাকা। (১২৮) তরফ পাঙ্গাশিয়া—৭১৭ টাকা।

এই জেলাস্থিত পরগণা পুখুরিয়া, পরগণা হুসেনাহি, ও জোয়ার হুসেনপুর তৎকালে এ জেলার কালেক্টরীর অধীন ছিল না। এই পরগণাত্রয় নাটোরের রাজাদিগের রাজ্যান্তর্গত ও রাজসাহীর কালেক্টরী ভুক্ত ছিল। জেলা সৃষ্টির সময় দক্ষিণ সাহাবাজপুর, এই জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। বন্দোবস্তের পূর্ব্বেই তাহা ঢাকা জেলার অধীন নীত হয়।

(১০৯) পং সরিচাল-এই পরগণা বলদাখাল ও মেহের এই দুই পরগণায় অবস্থিত। (১১৩) জগদিয়া-সমুদ্রকূলে অবস্থিত। চট্টগ্রামের নিকটবর্ত্তী মহাল। (১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫) এই তালুকগুলি সেলবরসের (বর্তমান বগুড়া) অধীন থাকা অবস্থায় সেলবরসের কালেক্টরের দেওয়ান ইন্দ্রজিৎ সিংহ ক্রয় করেন। এই তালুক দখল উপলক্ষে ভয়ানক দাঙ্গা হইয়া পূর্ব্ব মালীক আলীয়ার খাঁ কারারুদ্ধ হন। (১২৬, ১২৭, ১২৮) এই তিন মহাল বড়বাজু হইতে বহির্গত হইয়া পৃথক বন্দোবস্তে সেলবরসের কালেক্টরের অধীন ছিল। জেলা বন্দোবস্তের সময় এ জেলায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বে আটীয়ার আট আনির মালীকগণের স্বত্ব ছিল।

# দশম অধ্যায়

**ব্রিটিশ বিচার ও শাসন প্রতিষ্ঠা—মিঃ রটন—জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, কালেক্টর, পুণ্যাহ, জলপ্লাবন, দুর্ভিক্ষ ও মনুষ্য বিক্রয়, যুগলরায়ের অত্যাচার, ষ্টিফেন্স বেয়ার্ড, দশশালা বন্দোবস্ত, সেরপুরে বক্সার বিদ্রোহ, রাজস্ব বাকীর ফল, সেহরায় সহর স্থাপন, রাজপুরুষগণের মধ্যে দলাদলি, ডাকের বন্দোবস্ত, বিচার ও শাসন বিভাগের কর্ম্মচারী নিয়োগ, পুলিশ ষ্টেশন স্থাপনের প্রস্তাব, মফস্বলের বিচার ও শাসন ব্যবস্থা, জমিদারের অত্যাচারের নমুনা, সদর জেলখানা, জজ আদালত স্থাপন।**

## ব্রিটিশ বিচার ও শাসন প্রতিষ্ঠা

ময়মনসিংহে জেলা স্থাপনের পর এতদ্দেশে অরাজকতা কিছু হ্রাস প্রাপ্ত হইল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বিদুরিত হইল না।

**মিঃ রটন—জজ, ম্যাজিস্ট্রেট ও কলেক্টর :** মিঃ রটন জেলার ভার গ্রহণ করিয়া প্রথমতঃ কেবল রাজস্ব সংক্রান্ত কার্যই নিজ হস্তে রাখিলেন। তিনি জজ, ম্যাজিস্ট্রেট এবং কালেক্টর এই তিন পদেরই ক্ষমতা পাইয়া ছিলেন।[১] তাঁহার মাসিক বেতন নির্দ্দিষ্ট ছিল না। তিনি বাৎসরিক আদায়ী রাজস্বের উপর হাজারে ১০/- টাকা কমিশন পাইতেন, তাঁহার অধীনে একজন মাত্র দেওয়ান কর্ম্মচারী ছিল। চাপ্‌রাসী, পিয়ন, পাইক, রীতিমত কিছুই ছিল না। আবশ্যক হইলে জমিদারেরা সৈন্য সামন্ত, পাইক, প্যাদা যোগাইতেন। এই সমস্ত পাইক, প্যাদা যোগাইবার জন্য জমিদারদিগের নান্‌কার জমি ছিল।

**পুণ্যাহ :** ম্যাজিস্ট্রেট রটন সাহেব রেভিনিউ বোর্ডের অনুমতিক্রমে ময়মনসিংহ জেলায় পুণ্যাহ প্রথা প্রচলন করিলেন।[২]

**জল প্লাবন :** জেলা স্থাপনের বৎসর ময়মনসিংহ জেলার স্থানে স্থানে জল-প্লাবনে বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছিল। ইহাতে অনেক জমিদার রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ হইয়া রেহাই প্রার্থনা করেন। রটন উপযুক্ত বিবেচনায় রেহাই মঞ্জুর করিয়া বহু জমিদারকে রক্ষা করিয়াছিলেন।[৩] এই সময় রাজস্ব বাকী পড়িলেই মহাল পূর্ব্বের ন্যায় হস্তান্তরিত করা হইত না। উপযুক্তকাল মধ্যে মালীককে উপস্থিত হইতে অবকাশ দিয়া পশ্চাৎ সর্বোচ্চ ডাকে মহাল বিলি হইত।[৪]

**দুর্ভিক্ষ ও মনুষ্য বিক্রয় :** জল প্লাবনের পর বৎসর এ জেলায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। এই দুর্ভিক্ষ সময়ে এ জেলায় চাউলের মণ ২/- টাকা হইতে ২ /০ টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল।[৫] অন্নাভাবে খাইতে না পাইয়া বহু লোক বিক্রীত হইয়া ছিল। সেকালে ১/- টাকা হইতে ৪/- টাকা পর্যন্ত এক একটি মানুষ বিক্রয় হইত।[১] এই সময়ও রটন সাহেব বোর্ডে লিখিয়া

১। Revenue Board's letter dated 29-5-1787.

২। Revenue Board's No. 60 dated 27-7-1787.

৩। Bengal Mss. Records No. 1301. 1405 and 1409.

৪। Do No. 1342.

৫। Do No. 1490.

অনেক দরিদ্র তালুকদার ও জমিদারকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

**যুগলরায়ের অত্যাচার :** কালেক্টর রটন অতি সদায়শ এবং মৃদু প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার সময়ে জমিদারদিগের অত্যাচার কিয়ৎপরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই সময়ে, ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে, ময়মনসিংহ পরগণার জমিদার স্বর্গীয় যুগলকিশোর রায় চৌধুরী সিংধা পরগণায় প্রবেশ করিয়া ঐ পরগণার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বহু গ্রাম আগুনে পোড়াইয়া ভস্মসাৎ করিয়া ফেলেন। বহু ধন ও প্রাণ তাঁহার এই অমানুষিক অত্যাচারে নষ্ট হইয়া যায়। রটন সাহেব রেভিনিউ বোর্ডে অত্যাচার-কাহিনী জ্ঞাপন করিলে, রেভিনিউ বোর্ড যুগলকিশোর রায়ের জমিদারী হস্তগত করিতে অনুমতি প্রদান করেন। রটন সাহেবের অনুগ্রহে যুগলকিশোর রায় কেবল মাত্র জামিন প্রদান করিয়াই অব্যাহতি লাভ করেন।[২]

**ষ্টিফেন্স রেয়ার্ড :** ১৭৮৯ অব্দে রটন সাহেব চলিয়া গেলে স্টিফেন্স বেয়ার্ড কালেক্টর নিযুক্ত হইয়া এ জেলায় আগমন করেন। এই সময়ে রায়দোম পরগণা ঢাকা হইতে এই জেলার তৌজিভুক্ত হয় ও এই জেলা হইতে তরপ পুঁটীজুরী প্রভৃতি বহু পরগণা শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়।[৩]

**দশশালা বন্দোবস্ত :** ১৭৯০ সনে গবর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিসের দশশালা বন্দোবস্তের অনুমতি আসিলে, ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর রটন সাহেবের পূর্ব্বোক্ত বন্দোবস্তই অল্পাধিক পরিবর্ত্তনের সহিত ১০ বৎসরের জন্য ধার্য্য হইয়া যায়। এই সময়ে জমিদারদিগের অধীনে শাসিত সিকিমী তালুকগুলিরও পৃথক বন্দোবস্ত করিবার পরামর্শ হইয়াছিল কিন্তু নানা কারণে সে সময়ে সে প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল।[৪]

১৭৯০ সনে বেলুয়া পরগণা এ জেলা হইতে পৃথক হইয়া ত্রিপুরা জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়।[৫]

**সেরপুরে বক্সার বিদ্রোহ :** ১৭৯১ অব্দে সেরপুরে বক্সার বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। সেরপুরের জমিদারদিগের কাছারীস্থিত বক্সারী বরকন্দাজদিগের নেতা হিরজী নাম এক ব্যক্তি অন্যায় প্রাপ্তির দাবী করিয়া ১৭৯১ সনের মার্চ্চ মাসে সেরপুরের সাতআনির জমিদারকে সেরপুর হইতে ধরিয়া লইয়া যায় ও প্রায় ১১০০/- টাকার অধিক নগদমুদ্রা

১। সেকালে সাদা কাগজে কাওলা সম্পাদন করিয়া মানুষ আত্মবিক্রিত হইত। নমুনাস্বরূপ অতি প্রাচীন একখানা মনুষ্যবিক্রয়ের কাওলা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

শ্রীশ্রীদুর্গা। নিশান সহী– শ্রীপণ্ডিত দাস।

এই আদি কির্দ্দ শ্রীরামমশরণ চৌধুরী সদাশয়েষু–

লিখিতং শ্রীপণ্ডিত দাস ওলদে বাণীদাস ইবনে রামহরি দাস কস্য করজ পত্রমিদং কার্য্যঞ্চ আগে আমি ও আমার স্ত্রী আমার পুত্র শ্রীমান রামদাস ও কন্যা শ্রীমতী বিদ্যা দাসী এহি চাইর জন মনুষ্য দ্রিন উপহতি ক্রমে আপন আপন রাজি রকবতে স্বইচ্ছা পূর্ব্বক সাবুদ আক্কলে বহাল তবিয়তে বিক্রয় হইলাম আপনার স্থানে এহারে মং ৮ আষ্ট রূপাইয়া দশ মাসি বহরা জারি দস্ত পদস্ত সমাজিয়া পাইয়া এতদর্থে করজ দিলাম। ইতি সন ১১৯৩ সন ১১৯৪ পং (পরগণা সন) ২৭ আষাঢ়। ইসাদি শ্রীদুর্গারাম হোম শ্রীধনীরাম ওম শ্রীরামশঙ্কর দত্ত সাং খালিয়াজুরী।

২। Bengal Mss Records No. 1514 of 1-7-89 and Board's reply thereto dated 8-8-89

৩। Collector's letter d. 11-5-1789 to the B.R.

৪। Mr. Cowper's minutes d. 30.6.90.

৫। Government letter dated 6-1-1790.

লুণ্ঠন করে। জমিদার পক্ষের উকীলগণ কালেক্টর বেয়ার্ড সাহেবের নিকট এই বিভ্রাটের সংবাদ প্রদান করিলে কালেক্টর মি. বেয়ার্ড গোপনে সিপাহী সৈন্য প্রেরণ করেন।

সৈন্যগণ কড়ি বাড়ীর প্রান্তসীমা হইতে জমিদারদিগকে উদ্ধার করিয়া আনে ও চারিজন অনুচরসহ বক্সারদিগের নেতা হিরজীকে ধৃত করিয়া আনিয়া কারারুদ্ধ করে। অন্যান্য অনুচরগণ পলায়ন করিয়া কড়িবাড়ীর রাজার আশ্রয় গ্রহণ করে। কড়িবাড়ীর জমিদারের সহিত সেরপুরের জমিদারগণের সীমানা-বিবাদ চলিতেছিল; তজ্জন্য কড়িবাড়ীর জমিদার বক্সারদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হন। কড়িবাড়ীর জমিদারের সাহায্য পাইয়া বক্সারগণ শক্তিসঞ্চয় করিতে থাকে ও ১৭৯১ সনের ২৭শে এপ্রিল দুই তিন শত বক্সার পরগণায় প্রবেশ করিয়া সাত আনির জমিদারদ্বয়কে ও বাটওয়ারার আমিনকে নগদ ১২০০/- টাকা ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদিসহ ধৃত করিয়া নেয়।[১] এবার জমিদারদিগকে কোথায় লইয়া গেল তাহার কোন তত্ত্ব পাওয়া গেল না। সেরপুরবাসিগণ ভীত হইয়া কালেক্টরের শরণাগত হইলেন। কালেক্টর, জমিদারদ্বয় ও সরকারী আমিনের অনুসন্ধানে লোক নিযুক্ত করিলেন। প্রেরিত লোক বিফল মনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে বেয়ার্ড অনন্যোপায় হইয়া সকাউন্সিল গবর্ণর জেনারলকে এই বিপদবার্ত্তা অবগত করাইলেন ও এদিকে কড়িবাড়ীতে ৬০ ষষ্ঠী সংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কড়িবাড়ীর প্রেরিত সৈন্য অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে বেয়ার্ড সাহেব পুনরায় সমস্ত বিবরণ গবর্ণর জেনারেলকে জ্ঞাপন করেন ও কড়িবাড়ীর রাজার নিকট সাহায্য জন্য লিপি প্রেরণ করিতে অনুরোধ করেন। গবর্ণমেন্ট কড়িবাড়ীর রাজাকে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিলে কড়িবাড়ীর রাজার সাহায্যে বেয়ার্ড সাহেব, আমিন ও জমিদারদ্বয়কে উদ্ধার করিতে সমর্থ হন।

**রাজস্ব বাকীর ফল :** তৎকালে জমিদারদিগের খাজনা আদায়ের মাসিক কিস্তি ছিল। প্রতি মাসেই মাসের খাজনা আদায় করিতে হইত। ১৭৯০ অব্দে ময়মনসিংহ পরগণায় বহু টাকা বাকী পড়িয়া যাওয়ায় বেয়ার্ড সাহেব ময়মনসিংহ পরগণার জমিদারদিগকে কারারুদ্ধ করেন ও তাঁহাদিগের নিজ তালুক (private property) বাজেয়াপ্ত করেন এবং মফঃস্বলে আমিন প্রেরণ করিয়া তাঁহাদিগের ভূমি অধিকার করিয়া লন। এইরূপেও কোন টাকা আদায় না হওয়ায় জমিদারদিগকে মুক্তি দিয়া একজন আমিনকে মহাল তদন্তে নিযুক্ত করেন। আমিন ময়মনসিংহ ও জফরসাহি পরগণাদ্বয় তদন্ত করিয়া জমিদারদিগের অত্যাচার কাহিনী জ্ঞাপন করিলে বেয়ার্ড সাহেব জমিদারদিগের সমস্ত জমিদারী খাস করিয়া ফেলেন ও মহালে সরকারী কাছারী স্থাপন করিয়া নিজহস্তে খাজনা উসুল তহশীলের ভার গ্রহণ করেন।[৩]

এইরূপ বাকী রাজস্বের জন্য সে সময় আটীয়া পরগণার বার আনা জমিদারীও বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং মহালের মালীকগণ নাবালক থাকায় তাঁহাদিগের তিনজন কর্ম্মচারীকে কারারুদ্ধ করা হয়। সুসঙ্গের দুই আনা অংশও রাজস্ব বাকীর জন্য বেয়ার্ড সাহেব নিজহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১। Collector's letter to the Board of Revenue, dated 20/5/1791 and 15/7/1791.
জেলা কালেক্টর ২০/৫/১৭৯১ তারিখে রেভিনিউ বোর্ড সমীপে সেরপুর প্রভৃতি পরগণায় রাজস্ব বাকীর জন্য যে কৈফিয়ত দেন তাহাতে লিখিয়াছেন : "I fear it will not be in my power to liberate the Zeminder or apprehend or the offenders untill the Raja (of Curreebari) is brought to a proper sense of his duty."

২। Collector's Report to the Board of Revenue Dated. 20/5/1791

**সেহরায় সহর স্থাপন :** ১৭৯১ অব্দে বর্তমান নাসিরাবাদ সহর স্থাপিত হয়। ইতঃপূর্ব্বে বেগুনবাড়ীর কোম্পানীর কুঠিতে ও আবশ্যকমত স্থানে স্থানে কাছারী হইত। বেগুনবাড়ীর কোম্পানীর কুঠি ব্রহ্মপুত্র নদের প্রবল প্রবাহে নিমজ্জিত হইলে বর্তমান সহরের অনতিদূরে কাগডলিতে (খাগডৈর) কাছারী প্রস্তুত জন্য বেয়ার্ড সাহেব গবর্নমেন্টে লিখিয়াছিলেন।[১] কাগডলিতেও ব্রহ্মপুত্রের প্রবল প্রবাহের নিকট সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে বলিয়া হুসেনপুরের দক্ষিণে কাওনা নদীর তীরে দগদগা নামক স্থানে সহর স্থাপন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া গবর্ণমেন্টে চিঠি লেখেন।[২] এই প্রস্তাবে ময়মনসিংহ ও আলাপসিংহের জমিদারগণ আপত্তি করলে বেয়ার্ড সাহেব সেহরা গ্রামে সহর স্থাপন জন্য পুনরায় গবর্নমেন্টে লিখিয়া পাঠান।[৩] গবর্নমেন্টে তদুত্তরে সেহরা গ্রামে সহর স্থাপন করিতে অনুমতি করিলে বর্তমান স্থানে ১৭৯১ খ্রি. সেপ্টেম্বর মাসে এই সহর স্থাপিত হয়। অতঃপর ঐ সনেই একজন সরকারী ডাক্তারও এখানে নিযুক্ত হন।[৪]

**রাজপুরুষগণের মধ্যে দলাদলি :** এই সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকার কালেক্টরের দেওয়ান রফৎউল্লা নাসিরুজিয়ালের একজন তালুকদারকে ধৃত করিয়া বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করেন। এই ঘটনা লইয়া ঢাকাস্থিত ময়মনসিংহের প্রধান সহকারী কালেক্টর মিঃ মেগুয়ারের সহিত ঢাকার কালেক্টর মিঃ গডলাসের ভয়ানক দলাদলির সূত্রপাত হইয়াছিল। পরে উক্ত তালুকদারকে ছাড়িয়া দেওয়ায় সে ঝগড়া অল্পেতেই মিটিয়া যায়[৫] অক্টোবর মাসে পুনরায় সেরপুরের জমিদারকে ঢাকার জজ কারারুদ্ধ করেন। এবারেও সেইরূপ বিবাদ বিসম্বাদের পর জজ সাহেব জমিদারকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন।[৬]

ইতোমধ্যে রাজসাহীর জমিদার সেরপুরের জমিদারীর অন্তর্গত ৪৭টি গ্রাম অধিকার করিবার জন্য সশস্ত্র লোক প্রেরণ করেন। সেরপুরের চৌধুরীগণ গবর্নমেন্টের শরণাপন্ন হইলে, বিবাদ গবর্ণমেন্টে হইতেই নিষ্পত্তি করিয়া দেওয়া হয়।[৭]

**ডাকের বন্দোবস্ত :** পূর্ব্বে এ জেলায় কোন ডাকঘরের বন্দোবস্ত ছিল না। সরকারী ডাক একজন বাহকদ্বারা সদর ডাকঘরে আনা হইত; সে স্থান হইতে পাইক বরকন্দাজ দ্বারা কালেক্টর যখন সে স্থানে থাকিতেন সেই স্থানে প্রেরিত হইত। ১৭৯১ অব্দের জুলাই মাসে ঢাকা ও ময়মনসিংহের মধ্যে ৮টী ডাকঘর প্রতিষ্ঠিত হয়।[৮]

**বিচার ও শাসন বিভাগে কর্ম্মচারী নিয়োগ :** এ পর্যন্ত একজন দেওয়ানদ্বারাই এ জেলার রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য পরিচালিত হইতেছিল। দশশালা বন্দোবস্তের সময় অনেক তালুক জমিদারী হইতে খারিজ হইয়া পৃথক হইয়া যাওয়ায়, বেয়ার্ড সাহেব কার্য-বাহুল্য দেখাইয়া কালেক্টরীর আমলা বৃদ্ধি করিবার জন্য এবং মফস্বল কার্যের জন্য কয়েকটি তহশীল কাছারী মঞ্জুর করিতে প্রার্থনা করেন। তদনুসারে কালেক্টরীর জন্য মাসিক ৭০/- টাকা বেতনে একজন ইংরেজি শিক্ষিত তৌজিনবিশ, ১৫/- টাকা করিয়া ৫ জন পার্শীনবিশ

১। Collectors letter d. 12/10/1790.

২। Do. d. 12/1/1791.

৩। Do d. 15/9/1791.

৪। Do d. -9-1791.

৫। Letter to the Collector of Dacca. From Head Assistant of Mymensingh d. 14/9/1791.

৬। Letter to J. P. Petterson Judge of Dacca (from do) 11-17-91

৭। Letter to Collector Rajshahi d. 21-6-1791.

৮। ময়মনসিংহের বিবরণ ১৫৬ পৃষ্ঠা

ও ১২/- টাকা করিয়া ৪ জন বাঙ্গালানবিশ নিযুক্ত হইল। ইহার কিছুদিন পরে মফস্বলের তহশিল কাছারীগুলি ও একটি অতিরিক্ত তহশীল কাছারীর মঞ্জুরী হইয়া আসিলে তহশীলদারগণ মফস্বল যাইয়া উশুল তহশীল করিতে থাকেন। সেজন্য সরকার হইতে দুইখানা নৌকাও তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল। এইরূপে ১৭৮৭ অব্দ হইতে ১৭৯১ অব্দ পর্যন্ত ইংরেজ এ জেলায় কেবল রাজস্ব সংক্রান্ত বন্দোবস্ত লইয়াই ব্যতিব্যস্ত রহিলেন, শানসনীতি প্রতিষ্ঠার কিছুই করিলেন না।

**পুলিশ ষ্টেশন স্থাপনের প্রস্তাব :** ১৭৯০ সনে দেশের অবস্থা দেখিয়া জেলা-কালেক্টরেট স্থানে স্থানে শান্তিরক্ষক নিযুক্ত করিবার জন্য রেভিনিউ বোর্ডের অনুমতি প্রার্থনা করেন।[১] বেয়ার্ড সাহেব নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে এক একটি পুলিশ ষ্টেশন (থানা) স্থাপন করিতে অনুমতি চাহিয়াছিলেন। পরগণা ময়মনসিংহে প্রভৃতির জন্য কালিগঞ্জ, এবং কিশোরগঞ্জ। পরগণা আলাপসিংহ প্রভৃতির জন্য পরাণগঞ্জ। তপে হাজরাদী প্রভৃতির জন্য কাটিয়াদী। পরগণা সেরপুর প্রভৃতির জন্য চাঁদগঞ্জ। পরগণা বড়বাজু প্রভৃতির জন্য সিরাজগঞ্জ। পরগণা কাগমারী প্রভৃতির জন্য জগন্নাথগঞ্জ। পরগণা নাসরুজিয়াল প্রভৃতির জন্য সের মদন। তপে রণভাওয়াল প্রভৃতির জন্য সেরদিবারদিয়া। পরগণা সরাইল প্রভৃতির জন্য সের মাচ্‌রা।

১৭৯১ অব্দের শেষ পর্যন্ত রেভিনিউ বোর্ড তাহা মঞ্জুর করেন নাই।[২] সুতরাং ১৭৯২ অব্দ পর্যন্ত ইংরেজ গবর্নমেন্ট ময়মনসিংহের বিচার ও শাসন বিভাগের অন্য বিশেষ কিছু করিতে পারিয়াছিলেন সরকারী কাগজপত্রে এরূপ কিছু প্রকাশ পায় না।

**মফস্বলের বিচার ও শাসন ব্যবস্থা :** ১৭৯২ অব্দে অতিরিক্ত তহশীল কাছারী প্রতিষ্ঠিত হইলে, কালেক্টর বিচার ও শাসন কার্যে মনোযোগ দিতে অবকাশ পান। ইতঃপূর্বে বিচার ও শাসন বিভাগের কার্য জমিদার, ইজারাদার, এবং সিজুয়াল দ্বারাই পরিচালিত হইত। সাধারণ বিচার গ্রাম্য পঞ্চায়েত দ্বারা সম্পাদিত হইত। কালক্টরের হস্তে তখন ম্যাজিস্ট্রেট ও জজের ক্ষমতা থাকিলেও তিনি তাহা পরিচালনা করিতে সুযোগ পাইতেন না, অবকাশও পাইতেন না। গ্রাম্যলোক "কিল খাইয়া কিল চুরি করিত" তথাপি বিদেশে বিপাকে মরিতে আসিত না। সেকালে সকল জমিদারের উপরই বিচার ক্ষমতা ছিলনা; যে সকল জমিদার রীতিমত রাজস্ব প্রদান করিতে পারিতেন, সাধারণত তাঁহাদিগের উপরেই বিচার ও শাসনের ক্ষমতা থাকিত।

গবর্ণমেন্ট প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যতীত গোপনে ছোট বড় সকল ভূম্যধিকারীই নিজ নিজ এলাকার বিচার ব্যবস্থা করিতেন।[৩] ইহাদের বিচারের ন্যায় অন্যায় দেখিবার কেহ ছিল না। যে সকল স্থলে প্রজায় প্রজায় মোকদ্দমা হইত এবং মালীক ও প্রজায় বিরোধ এবং মালীকের গভীর স্বার্থ বিদ্যমান থাকিত সেই সকল স্থলের অত্যাচার ও অবিচারের পরিমাণ কে করিবে? দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে এইরূপ কয়েকটি অত্যাচারের বিবরণ উল্লেখ করা হইল।

**জমিদারের অত্যাচারের নমুনা :** ১৭৯০ অব্দে বহু টাকা রাজস্ব বাকী পড়িয়া যাওয়ায় কালেক্টরকে রেভিনিউ বোর্ডের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে হয়। রেভিনিউ বোর্ড কালেক্টর রেয়ার্ড সাহেবের কৈফিয়তে সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহাকে মফস্বলে যাইয়া প্রজা ও জমিদারের অবস্থা পরিদর্শন ও রাজস্ব বাকীর কারণানুসন্ধান করিতে উপদেশ দেন। কালেক্টর বেয়ার্ড সাহেব

১। Collector's letter d. 15-11-1790.

২। Do d. 2-11-1797.

৩। "Each Landholder held his own civil Court and kept up a private defensive police &"— A desertation on landed property and land Rights in Bengal by, W. W. Hunter, Page 15.

রেভিনিউ বোর্ডের আদেশানুসারে, আমিন নিযুক্ত করিয়া মফস্বলের সম্যক অবস্থা পরিজ্ঞাত হন। তিনি রিপোর্টে লিখিয়াছেন, "ময়মনসিংহ পরগণার জমিদারদিগের অত্যাচারে ময়মনসিংহ ও জফরসাহি পরগণার ৮০৪৯ জন মাতব্বর প্রজার মধ্যে ১০০৫ জন বাড়ীঘর ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছে। জমিদারী খাসে আনিলে পর, অভয় পাইয়া প্রজাগণ তাহাদের পরিত্যক্ত বাড়ীঘরে ফিরিয়া আসিতেছে। বর্তমান সময় পর্যন্ত ৬৪০ জন প্রত্যাগমন করিয়াছে।[১]

"আটীয়ার বার আনার জমিদারগণ নাবালক বিধায় এই মহালের শাসন সংস্করণের ভার তাঁহাদিগের সরকার গোবিন্দ চাকী, পাঁচু বসু এবং রামচন্দ্র মুখাৰ্জ্জীর হস্তে ন্যস্ত আছে। ইহাদের অত্যাচার অপরিসীম। ইহারা প্রজার খাজানা একবার আদায় করিয়া কাগজপত্র গোপন করিয়াছে ও পুনরায় প্রজার নিকট খাজানার দাবী করিতেছে; প্রজা দ্বিতীয়বার খাজনা দিতে অস্বীকার করার তাহাদিগকে উৎপীড়ন করিতেছে এবং সরকারী রাজস্ব বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। এদিকে উৎপীড়িত প্রজা পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিতেছে। মহালের ১৪০০ মৌজার মধ্যে মাত্র ৫০০ মৌজায় প্রজা আছে তাহারাই কৃষিকার্য্য চালাইতেছে।[২]

কালেক্টর রাজস্ব বাকী পড়ার জন্য তদন্তে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যদি রাজস্ব বাকী না পড়িত তবে সেই সুদূর পল্লীর অভ্যন্তরীণ অবস্থা, প্রজাভূম্যধিকারীর সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার তাঁহার কোন প্রয়োজন হইত না, উপায়হীন প্রজা নীরবে তাহা সহ্য করিত।

১৭৯২ অব্দে এই জেলার জন্য অতিরিক্ত তহশীল কাছারী স্থাপিত হইলে জেলা-কালেক্টর তহশীলকার্যের ভার তাহাদিগের উপর ন্যস্ত করিয়া বিচার ও শাসনকার্যে মনোযোগ প্রদান করেন।

**সদর জেলখানা :** ইহার কিছুদিন পূর্ব্বেই কালেক্টর সদর জেলখানা প্রস্তুত করিবার জন্য রেভিনিউ বোর্ডের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া ৬০০০/- টাকার এক এষ্টিমেট ও দালানের নক্সা প্রেরণ করিয়াছিলেন। যথাসময়ে জেলখানা প্রস্তুতের অনুমতি আসিলে একটি ক্ষুদ্র জেলখানা (Jail) প্রস্তুত হয়।

**জজ আদালত স্থাপন :** ১৭৯৩ অব্দে লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসন ও বিচার সম্বন্ধীয় মন্তব্য প্রচারিত হইলে অতিরিক্ত মালকাছারিটি উঠিয়া যায় এবং দেওয়ানী বিভাগ পৃথক হইয়া যায়। ১৭৯৩ সনের এপ্রিল মাসে ময়মনসিংহের জজ আদালত স্থাপিত হয়। এবং কালেক্টরের হেড এসিস্ট্যান্ট মি: ওয়াল্টেয়ার মেগুয়ার প্রথম জেলা-জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। ১৭৯৩ সনের ১২ই মে তারিখের সকাউন্সেল গবর্ণর জেনারেলের জুডিসিয়েল প্রিসিডিং মতে জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াল্টেয়ার মেগুয়ার কালেক্টর বেয়ার্ডের হস্ত হইতে শাসন ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা বুঝিয়া লইয়া এই জেলায় শাসন ও বিচার বিভাগের প্রতিষ্ঠা করেন। কালেক্টর রাজস্বের বন্দোবস্তে মনোযোগ প্রদান করেন। সেই হইতে ব্রিটিশ বিচার ও শাসননীতি এই জেলায় প্রবর্ত্তিত হয়।

১। "Rayats almost extinguished by oppression. of 8049 principal Rayats in the Parganas (Mymensingh and Jaffer-sahi) 1005 nad deserted their habitations and taken refuge elsewhere. Since the mahals have been under my superintendence 640 have returned and are now industriously exerting themselves to repair past misfortune."

২। "Atia is the finest in my District has been almost laid waste during the minority of the Zeminder; to give an idea of the outrages that have been committed it is only necessary to inform you that out of 1400 Mouzas which the Zemindar is composed of 500 only are in a state of cultivation," Collector's letter d. 21/11/91.

# একাদশ অধ্যায়

ইংরেজ শাসনকাল (১৭৯৩-১৮৫৭) : চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ভূম্যধিকারীর অব্যাহতি, মদের আমদানী, পয়সার প্রচলন, ছফাতি পাগলার রাজ্য স্থাপন চেষ্টা, ঢাকায় প্রাদেশিক সৈন্য বিভাগ, কালেক্টর— পোষ্টমাষ্টার, লি গ্রোস, কালীগঞ্জে মহকুমা, কাননগুর কার্যালয়, রেজিষ্ট্রার, জামালপুরে কেন্টনমেন্ট; টিপুপাগলার বিদ্রোহ— পাগলপন্থীটিপু, বিদ্রোহের কারণ, টিপুর ধর্ম্মমত, সেরপুর লুণ্ঠন, সেরপুরে নূতন রাজ্য, টিপুর দণ্ড, টিপুর শিষ্যগণ, রেভিনিউ কমিশনার ও প্রাদেশিক আপিল জজ; জানকু পাথরের বিদ্রোহ—গুমানু ও উজির সরকার, বিদ্রোহীদিগের আক্রমণ, জানুক ও দোবরাজ পাথর, সেরপুর আক্রমণ, মিঃ গেরেট, পুলিশ সৈন্যের জয়লাভ, দোবরাজের আক্রমণ, সেরপুরে ডানবার, ইংরেজ সৈন্য, জানকুর শিবির ও শক্তি, কাপ্তেনসিলের অভিযান, কাপ্তেনসিলের ঘোষণা, বিদ্রোহীদিগের আত্মসমর্পণ, লেফ্টেনেন্ট ইয়াংহাজ বেন্ডের অভিযান, বিদ্রোহের অবসান; কমিটি অব ইনপ্রুভমেন্ট; ভাওয়ালে মঙ্গলসিংহের বিদ্রোহ— মঙ্গলসিংহ, মঙ্গলসিংহের অত্যাচার, অত্যাচারের সহায়তা, মঙ্গলসিংহের বিরুদ্ধে অভিযান, পুলিশ সৈন্যের পরাজয়, মঙ্গলসিংহের অন্তর্ধান, বেতালে মঙ্গলসিংহ, মঙ্গলসিংহ বন্দী, গোলজার সিং, মঙ্গলসিংহের বিচার; ঠগী, উলুকান্দীর দাঙ্গা, নীলকরের অত্যাচার, অত্যাচারের নমুনা, হনুমান দস্যু, জেলাবিভাগ শিক্ষার সূত্রপাত, সিপাহী বিদ্রোহ—ঢাকায় বিদ্রোহ, সহরের অবস্থা ও সহরবাসীর আতঙ্ক, ব্রেনেণ্ড সাহেবের ডাইরি, ইংরেজ কর্ম্মচারীগণের সহর ত্যাগ।

## ইংরেজ শাসনকাল (১৭৯৩–১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ)

**চিরস্থায়ী বন্দোবস্তো ভূম্যধিকারীর অব্যাহতি :** ১৭৯৩ সনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নির্দ্ধারিত হইয়া গেলে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হয়। সরকারী রাজস্ব বাকীর জন্য মালীকের পরিবর্ত্তে মহাল দায়ী হয়। পূর্ব্বে কোন মালীককে কালেক্টর ইচ্ছা করিলেই বাকী রাজস্বের জন্য কয়েদ করিতে পারিতেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নির্দ্ধারিত হইলে বোর্ড আদেশ করিলেন, কালেক্টর যদি কোন জমিদার বা তালুকদারকে বাকী রাজস্বের জন্য দায়ী করিতে চান, তবে তাহাকে জজের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। জজ দায়িককে দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ রাখিতে পারিবেন। দায়িক ইচ্ছা করিলে উপর্যুক্ত জামিনে মুক্ত হইয়া কালেক্টরের বিরুদ্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমা আনিতে পারিবেন।[১]

১৭৯৪ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে সেরপুর পরগণার তিন আনা জমিদারীর বাকী রাজস্ব আদায়ের জন্য মহালে পৃথক আমিন নিযুক্ত করা হয় ও জমিদারকে উপস্থিত হইবার জন্য দস্তক প্রেরিত হয়। ঐ সনের মার্চ্চ মাসে বোর্ড উক্ত আদেশ প্রত্যাহার করেন। অতঃপর বোর্ড আদেশ করেন যে রাজস্বদায়াবদ্ধ সম্পত্তি বিক্রয়ের দ্বারা দাবীর মুদ্রা পরিশোধ হইলে, কোন মালীক কারারুদ্ধ হইবেন না।[২]

**মদের আদমানী :** দেশের শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সুরারও আমদানি হইয়াছিল। ১৭৯৩ সনে বোর্ড মদ বিক্রয়ের জন্য পাশের প্রচলন করেন।[১]

---

১। Board's letter to the Collector of Mymenshing, Dated 29-5-1793.

২। "That no proprietor of land shall be imprisoned for arrears of public Revenue who has landed property which if sold will be sufficient to make good to the "difficiency."- Board's letter dated 14-3-1794 to the Collector.

১৭৯৪ সনে এ জেলা হইতে ৩৪টি মহালসহ তপে রণভাওয়ালের অংশ ঢাকার কালেক্টরীর[২] ও পরগণা দৰ্জ্জিবাজু ও তপে সিংধা ঢাকার কালেক্টরী হইতে এ জেলার কালেক্টরীর তৌজিভুক্ত হয়।[৩]

**পয়সার প্রচলন :** এই সনে এ জেলায় তামার পয়সার প্রচলন আরম্ভ হয়।[৪] ইহার পূর্ব্বে কড়ি ও ধামড়ির প্রচলন ছিল। মফস্বলে সরকারী কার্যের জন্য পূর্ব্বে সিপাহী সৈন্য রক্ষিত হইত। ১৭৯৫ সনে রংপুর কেন্টনমেন্ট স্থাপন জন্য এ জেলার সিপাহী সৈন্য উঠাইয়া দেওয়া হয় ও তৎস্থলে বরকন্দাজ নিযুক্ত করা হয়। ১৭৯৬ সনে বেলুহা ও তৎসংলগ্ন অন্যান্য মহাল এই জেলা হইতে পৃথক হইয়া ত্রিপুরা জেলাভুক্ত হয়। ১৭৯৭ সনে সদর কাননগুর কার্যালয় উঠিয়া যায়। ১৭৯৯ সনের ২৭শে ডিসেম্বরের চিঠি দ্বারা বোর্ড এ জেলা হইতে প্রচীন মুদ্রার প্রচলন বন্ধ করিয়া দেন। ১৮০০ সন হইতে এ জেলায় কোম্পানীর মুদ্রা প্রচলিত হয়।

**ছফাতি পাগলের রাজ্যস্থাপন চেষ্টা :** ১৮০২ সনের শেষভাগে সুসঙ্গ পরগণার অন্তর্গত শঙ্করপুর নিবাসী ছফাতি পাগলা সুসঙ্গের উত্তর পাহাড় অঞ্চলে একটি অভিনব রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস পায়। ছফাতি রাজ্যলাভের পিপাসায় উত্তেজিত হইয়া সুসঙ্গ পাহাড়ের গারো, হাজঙ্গ, কোচ ও অন্যান্য বন্য অধিবাসীদিগকে বশীভূত করে।

এই সময় সুসঙ্গ রাজ্যে রাজা রাজসিংহ রাজস্ব করিতেছিলেন। রাজা রাজসিংহের রাজ্যের উত্তর সীমা, সুসঙ্গের পাহাড়, ব্রিটিশ রাজ্যের শেষ সীমা ছিল। রাজসিংহ গারো, হাজঙ্গ, কোচ, ম্যোচ প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতির অধিপতি ছিলেন বটে, কিন্তু ইহাদের নিকট হইতে কোন প্রকার কর পাইতেন না। ব্রিটিশ গবর্নমেন্টও এই কারণে সুসঙ্গের বিস্তৃত ভূমির আশানুরূপ রাজস্ব প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত ছিলেন।

ছফাতি সেরপুর ও সুসঙ্গের পাহাড় প্রদেশে প্রবেশ করিয়া শম্ভু, ভোগর, কাঞ্চি, গেদুয়া, মেওয়া, ফাফাগঞ্জ, বুধুগিরি হিলাল, দুলালপাড়া মচিবোরবড়ি ও কালালরা প্রভৃতি মৌজার আবির গারোগণকে হস্তগত করিতে ও তাহাদিগের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করে। পার্ব্বত্য অধিবাসীগণ প্রথমত, তাহার কৌশল জাল ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া তাহার ফাঁদে পতিত হইয়াছিল; অবশেষে যখন দেখিল যে তাহারা তাহাদের স্বাভাবিক স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইতে যাইতেছে, তখন তাহারা তাহাদের স্বাধীনতা অপহারক ছফাতিকে বিতাড়িত করিয়া দিল। ছফাতি তাহার রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা বিফল হইয়া যায় দেখিয়া গবর্ণমেন্টের শরণাপন্ন হইল। ১৮০২ সনের নবেম্বর মাসে জেলা কালেক্টর এফ, লি, গ্রোস্ সাহেবের সহিত ছফাতি নাসিরাবাদ আসিয়া সাক্ষাৎ করিল।

ছফাতির প্রগাঢ় বুদ্ধিকৌশল ও অভিনব রাজ্য বিস্তার কল্পনার আলোচনা করিয়া গ্রোস্ সাহেব বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন। এবং ছফাতির উদ্দেশ্য সমর্থন করিয়া ৩০শে নবেম্বর বিস্তৃত চিঠি দ্বারা বোর্ড অব রেভিনিউকে তাহা জ্ঞাপন করেন। ছফাতির একখানা দরখাস্তও তৎসঙ্গে

---

১। রেভিনিউ বোর্ড তাঁহার ১৮/১০/৯৩ সনের চিঠিতে ময়মনসিংহের কালেক্টরকে লিখেন– "মদ বিক্রেতা যদি বিনাপাশে মদ বিক্রয় করে তবে, বিক্রেতা দরিদ্র হইলে ও জরিমানার অর্থ আদায় না হওয়ার সম্ভাবনা হইলে কালেক্টর তাহাকে জজের হস্তে সমর্পণ করিবেন। জজ এক মাসের কঠিন পরিশ্রমের সহিত তাহার কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিবেন।

২। Collector's letter dated 26-2-1794

৩। Collector's letter to R. Board Dated 12-6-1794

৪। Board's letter to Collector Dated 5-5-1794.

প্রেরিত হয়।[১]

মিঃ গ্রোস্ বোর্ড অব রেভিনিউর তৎকালীন সেক্রেটারী চার্লস বুলার মহোদয়কে লিখিলেন— "জমিদারী সনন্দপ্রার্থী ছফাতি মিঞা একজন চরিত্রবান ও অভিবন ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তক ফকির। এতদঞ্চলে ইনি পাগলা ফকির নামে অভিহিত। গারো প্রভৃতি পার্ব্বত্য অধিবাসীগণ ইহার চেলা। এই ব্যক্তি দ্বারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ৫০/৬০ হাজার টাকা বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ ভূমি লাভ হইতে পারে। ছফাতি সেরপুর এবং সুসঙ্গের চৌধুরীদিগের নিকটও সুপরিচিত, সুতরাং ইহার প্রতি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ন্যস্ত করিবার কারণ আছে। বিশেষ গারো প্রভৃতি পার্ব্বত্য অধিবাসীদিগকে শাসনে আনিতে পারিলে পরিণামে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট লাভবান হইতে পারেন। গারোগণও নাকি তাহাই ইচ্ছা করে। যদি গবর্ণমেণ্ট ছফাতিকে সনন্দ দান করেন ও সৈন্য দ্বারা সাহায্য করেন তাহা হইলে, সে সৈন্য সহ যাইয়া পার্ব্বত্য প্রদেশ শাসন করিতে প্রস্তুত হইতে পারে।"

ছফাতি কালেক্টরকে হস্তগত করিয়া তাহার রাজ্য প্রাপ্তির পথ নিষ্কণ্টক করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহার এই অভিনব মতের পোষকতা করিতে পারিলেন না। গবর্ণমেণ্ট ছফাতির দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিলেন ও কালেক্টরকে এই বিবরণ প্রকাশ্য ভাবে প্রচার করিতে আদেশ করিলেন।[২] ছফাতির রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা সমুলে বিনষ্ট হইল।[৩]

**ঢাকায় প্রাদেশিক সৈন্য বিভাগ :** ১৮০৩ সনে গবর্ণর জেনারেলের প্রোসিডিং অনুসারে ঢাকায় প্রাদেশিক সৈন্য বিভাগ স্থাপিত হয় এবং এই জেলার সৈন্য সংক্রান্ত কার্য ঢাকার প্রধান সেনাপতির অধীন হয়। ঢাকার প্রধান সেনাপতি কাপ্তেন জনলেথারেল ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বর্দ্ধমানের সেনা বিভাগের অধিনায়ক হন। এই জেলার জেলাকোর্ট ও রেভিনিউ কার্যের জন্য ঢাকা সৈন্য বিভাগ হইতে একজন সুবাদার, একজন জমাদার, চারিজন হাবিলদার, চারিজন নায়ক, দুইজন বাদ্যকর ও ৯৬ জন সিপাহী নিযুক্ত হইয়া আসে।

**কালেক্টর- পোষ্ট মাষ্টার :** ইতঃপূর্ব্বে এ জেলার সদরষ্টেশন সেহরায় ডিপুটি পোষ্ট মাষ্টারের কার্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। ডিপুটী পোষ্ট মাষ্টারই পোষ্টাফিসের কার্য করিতেন। ১৮০৫ সনে বোর্ড গবর্ণমেণ্টের মন্তব্যানুসারে ডিপুটী পোষ্টমাষ্টারের পদ রহিত করিয়া

১। কালেক্টর লি, গ্রোস্ কৃত ঐ দরখাস্তের ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত হইল :
"Petition of Safati Mia of Sankerpur Pargana Susung. The north east beyond the boundaries of Pargana Serpur upon the hills there is an extensive tract of land belonging to the Abir Garows viz; Mozas Sambhu, Bhugor, Canchy, Gedua, Mewah, Phapaganj, Bodhugiri, Helal, Dulal parah, Machiborbari and Calallera all which mozas are inhabited by the Abir Garaws who never have paid any revenue to Govt. In order to bring these lands under the protection of Government, I request a parawana may be granted me with a guard of sephoys that in the part of Govt, I may take possession of the above land and after deducting the mosahera and saranjami from the jama there of Tahood may be taken from me for the Revenue."

২। Bengal MSS. Records 11248 Dated 10/12/1802.

৩। এই সময় ৭টী প্রাদেশিক সেনানিবাস স্থাপিত হয়। এই ৭টী সেনানিবাস ৩ জন অধীনায়কের অধীনে থাকে। লেপ্টেনেণ্ট লেড্লোর অধীন বেনারস, কাপ্তেন জন লেথারেলের অধীন ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বর্দ্ধমান এবং কাপ্তেন ষ্টুয়ার্টের অধীন মুর্শিদাবাদ, পুর্ণিয়া ও পাটনার সেনাবিভাগের অধ্যক্ষতার ভার অর্পিত হয়। ঢাকায় ৮ জন সুবাদার, ৮ জন জমাদার, ৩২ জন হাবিলদার, ৩২ জন নায়েক, ২৬ জন বাদ্যকর ও ৭৬৮ জন সিপাহি ছিল। এই সৈন্যদলের তিন ভাগ ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট ও বাখরগঞ্জের জন্য ছিল। অবশিষ্ট পাঁচ ভাগ ঢাকায় থাকিত (Governor General's proceedings Dated 25-8-1803)

জেলার কালেক্টরের উপর ডাকঘরের ভার অর্পণ করেন। ডাক অফিস কালেক্টরীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। কালেক্টরই পোষ্টমাষ্টার নামে অভিহিত হন।[১]

**লি. গ্রোস্ :** ১৮০৬ সনে জেলা কালেক্টর মি. লি. গ্রোস্ তহবিল তছরূপ অপরাধে কর্ম্মচ্যুত হন।[২] লি. গ্রোসের বিচার জন্য বিশেষ বিচারক নিযুক্ত হয়। জে. রটরী (J. Rattray) ও জে. ল (J. Law) নামক বিশেষ কমিশনার দ্বয়ের বিচারে লি. গ্রোস্ সদর দেওয়ানীতে বিচারার্থে অর্পিত হন। তাঁহার সহায়তাকারক ৩ জন তহশীলদারও সেসনে প্রেরিত হয়। ১৮০৬ সনের ২৭শে ডিসেম্বর সদর দেওয়ানী আদালত মিঃ লি. গ্রোস্কে পুনরায় ফৌজদারীতে বিচারের জন্য ময়মনসিংহ প্রেরণ করেন।[৩]

**কালীগঞ্জে মহকুমা :** ১৮০৭ সনে সেরপুরের অন্তর্গত পাহাড় অঞ্চলে বন্য অধিবাসীগণের মধ্যে অরাজকতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ও জেলা শাসন বন্দোবস্তের জন্য ময়মনসিংহের শাসনকার্য্য দুইভাগে বিভক্ত করিবার প্রস্তাব হয়। ইতিমধ্যে সেরপুরের জমিদারগণ জমিদারী বাটোয়ারার প্রার্থনা করিলে, সেরপুরের অন্তর্গত কালীগঞ্জ নামক স্থানে পৃথক জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যালয় স্থাপিত হয়। মেকসুল সাহেব কালীগঞ্জের প্রথম জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন।[৪]

১৮০৯ সনে পাতিলাদহ পরগণার কতক অংশ রঙ্গপুর হইতে এই জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮১২ সনে আটিয়ার অন্তর্গত কাপাকি প্রভৃতি স্থানে প্রজা বিদ্রোহ উপস্থিত হয়।[৫] ১৮১৩ সনে তহশীল কাছারী প্রথা রহিত হইয়া যায়। ঐ সনের শেষভাগে এ জেলায় "খোলাভাটী" স্থাপিত হয়।[৬] ১৮১৬ সনে আফিং এর আমদানী আরম্ভ হয়।

**কাননগুর কার্যালয় :** ১৮১৯ সনে পরগণায় পরগণায় কাননগুর ও পাটুয়ারির কার্যালয় স্থাপন জন্য গবর্ণমেন্ট মন্তব্য প্রকাশ করিলে, কালেক্টর জমিদারদিগকে তাহার আবশ্যতা বুঝাইয়া দেন। তদনুসারে পরগণায় পরগণায় কাননগুর কার্যালয় পুনঃস্থাপিত হয়।

**রেজিষ্ট্রার :** ১৮২০ সনে এ জেলায় রেজিষ্ট্রারের পদ সৃষ্টি হয়। রেজিষ্ট্রার প্রথম কাগজ পত্রের তত্ত্বাবধান করিতেন। অতঃপর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের ন্যায় বিচার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। রেজিষ্ট্রারের বেতন ১৫০/- টাকা নির্দ্ধারিত হয়।

**জামালপুরে কেন্টনমেন্ট :** ১৮২৩ সনে রঙ্গপুরের সেনানিবাস জামালপুরে উঠাইয়া আনিবার প্রস্তাব হয়।[৭] তদনুসারে জামালপুর কেন্টনমেন্ট প্রস্তুত হইতে থাকে। এবং ১৮২৬ সনের শেষ ভাগে ত্রয়োদশ সংখ্যক দেশীয় সৈন্য দল জামালপুরে পঁহুছে। ইতিমধ্যে সেরপুর 'পাগলাই' বিদ্রোহের ভীষণ অত্যাচারে ছারখার হইয়া যায়।

১। The Collector and the Magistrate who may be vested with the charge of the Daks are to be denominated Post master" (Governor resolution Dated 10-1-1805, sent with Board's 10-1-05 to the Collector of Mymensingh).

২। Board's resolution Dated 9-5-1807.

৩। লি-গ্রোস কর্ম্মচ্যুত হইয়াছিলেন। ফৌজদারী আদালত তাঁহার প্রতি কি দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা অবগত হওয়া যায় নাই।

৪। Collector's report Dated 31-1-1816

৫। Revenue Board's Resolutions dated 24-4-1812.

৬। Board's letter dated 25-10-1813.

৭। Government having determined on the recommendation of the Commender-in-Chief to adopt his Excellency's suggestions of posting the new Rangpur (light infantry) local battalion at Jamalpur near Sanysiganja. Board's letter to Collector No. 1058 Dated 15-4-1823.

## টীপু পাগলার বিদ্রোহ

**পাগল পন্থী টীপু :** ১৮২৫ সনে সেরপুর অঞ্চলে দেশপ্রসিদ্ধ টীপু পাগলের ভীষণ বিদ্রোহের সূচনা হয়। সুড়ঙ্গ পরগণার অন্তর্গত লেটয়াকান্দি গ্রামে টীপুর জন্মস্থান। টীপু গারো, প্রথমত, একজন সাধারণ গৃহস্থ ছিল। ক্রমে ধর্ম্মমত প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হয় ও 'পাগলপন্থী" প্রচারক হইয়া দাঁড়ায়। সুসঙ্গ ও সেরপুর পরগণায় তাহার শিষ্য সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

**বিদ্রোহের কারণ :** ১৮২০ সনে সেরপুরের জমিদারী বাটওয়ারা হইয়া পৃথক হইয়া গেলে, পরগণার জমিদারগণ প্রজা হইতে বাটওয়ারার খরচ আদায় মানসে বৃদ্ধিহারে খাজনা ধার্য্য করেন। জমিদার প্রজা সাধারণের নিকট আবওয়াব, খরচ, মাথট প্রভৃতি বহুবিধ ট্যাক্স ধার্য্য করিয়া প্রজার উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করেন। এই উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া বহু প্রজা জমিদারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়।[১] তাহারা কুড়[২] প্রতি চারি আনা খাজানার অধিক দিতে পারিবে না বলিয়া-মত প্রকাশ করে। ধর্ম্ম প্রচারক টীপু সময় বুঝিয়া বিদ্রোহী দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। এবং স্বীয় অভিনব সাম্য মতের প্রচার দ্বারা সেরপুরে ভীষণ বিপ্লব জাগাইয়া তোলে।

**টীপুর ধর্ম্ম-মত :** টীপুর ধর্ম্ম মতের মূলমন্ত্র— "সকল মনুষ্যই ঈশ্বর সৃষ্ট, সুতরাং কেহ কাহারও অধীন নহে।" সহস্র সহস্র উৎপীড়িত প্রজা এই সাম্য মতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে থাকে ও জমিদারের প্রাপ্য খাজানা দেওয়া বন্ধ করিয়া দেয়।

**সেরপুর লুণ্ঠন :** প্রজা খাজানা বন্ধ করিয়া ফেলিলে জমিদারগণ নিরুপায় হইয়া প্রজার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। জমিদার ও প্রজার সঙ্ঘর্ষে সেরপুরে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইল। বিদ্রোহীগণ হাজারে হাজারে আসিয়া জমিদার গৃহ লুণ্ঠন করিল। জমিদারগণ পরিবার সহ কালীগঞ্জের জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ডেম্পিয়ার সাহেবের কাছারী বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ডেম্পিয়ার প্রজার উন্মত্তভাব দেখিয়া ভীত হইলেন। তিনি নাসিরাবাদে কালেক্টরকে বিহিত ব্যবস্থা ও আদেশ প্রদান করিতে চিঠি লিখিলেন।

**সেরপুরে নূতন রাজ্য :** এদিকে সেরপুরে নূতন রাজ্য সংস্থাপিত হইল। বিদ্রোহীগণ সেরপুর অধিকার করিয়া বিচার ও শাসন বিভাগের প্রতিষ্ঠা করিল।

সেরপুরের তৎকালীন পণ্ডিত রামনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই অভিনব বিচার ও শাসন বিভাগের চিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া লিখিয়াছিলেন—

"বকসু আদালত করে দ্বীপচান ফৌজদার। কালেক্টরের সরবরাকার গুমানু সরকার।"[৩]

টীপু গরদরিপার প্রাচীর অভ্যন্তরে স্বীয় বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া এই অভিনব রাজ্য

১। "It was admitted that oppression and the leveying of illegal imposts denominated kharcha, mathots and abwabs on the part of the zaminders were the orginal causes of the distrubances which occurred on 1825." History of disturbances submitted by J. Dunbar Magistrate of Mymensingh of the Commissioner dated 5/9/1833.

২। ১ হাত ৬ ইঞ্চি = ১ গজ, ১২০ গজ দীর্ঘ × ১২০ গজ প্রস্থ = ১ কুড়। সেরপুরের ১ কুড় = ৩ বিঘা ১০ কাঠা।

৩। পরম পূজনীয় পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট হইতে এক কবিতা সংগ্রহ করা হইয়াছে। যদি কেহ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের রচিত "পাগলাই ধুম" সম্বন্ধীয় সম্পূর্ণ কবিতাটি দিতে পারেন তবে "ময়মনসিংহের ইতিহাসে" একটি মূল্যবান অধ্যায় রচনার সাহায্য হইবে। কবিতাটির আরম্ভ এইরূপ- "সন ১২৩১ সনে পাগল হইল প্রজা।

প্রতিষ্ঠিত করিয়া বসিল। টীপুর অধীনে বকসু নামীয় কোন ব্যক্তি জজ ও দ্বীপচান ম্যাজিষ্ট্রেট ইত্যাদি কার্যে নিযুক্ত হইলেন। শাসন ও বিচার চলিতে লাগিল।

টিপুর এই রাজ্য শাসন দুই বৎসর অব্যাহত ভাবে চলিয়া ছিল।[১] অতঃপর ১৮২৬ সনের শেষভাগে জামালপুরে সেনানিবাস স্থাপিত হইলে তথা হইতে সৈন্য সাহায্য পাইয়া ডেম্পিয়ার সাহেব টীপুর বিদ্রোহী দলকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হন।

**টীপুর দণ্ড :** ১৮২৭ সনে রাধাচরণ দারোগা ১০ জন বরকন্দাজ সহ গরদরিপায় যাইয়া অশেষ কৌশল সহকারে টীপুকে ধৃত করেন। ময়মনসিংহের সেসন জজের বিচারে টীপুর যাবজ্জীবন কারাবাসের আজ্ঞা হয়। ১২৫৯ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে টীপুর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় তাহার পৌত্রও কারারুদ্ধ ছিল। টীপুর মৃত্যুর দিবসে ভীষণ-তুর্ণড ময়মনসিংহের অনেক অনিষ্ট সম্পাদন করিয়াছিল।

**টীপুর শিষ্যগণ :** টিপুর প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া জামালপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডনো লিখিয়াছেন— টিপুর মৃত্যুর পরও টিপুর গৃহ তাহার শিষ্যগণের পীঠস্থান ছিল। তাহার শিষ্যগণ বিশ্বাস করিত টিপুর গৃহে প্রবেশ করিলে অসাধ্য সাধন হইবে। এ জীবনে যাহা অসম্ভব টিপুর প্রতি ভক্তি থাকিলে তাহা অনায়াসে সম্পাদিত হইবে। তাই প্রতি দিবস তাহার গৃহে ৪০/৫০ জন পুরুষ ও ১০/১২ জন স্ত্রীলোককে খাটিতে দেখা যাইত।

টীপুর শিষ্যেরা শ্মশ্রু, গোঁপ রক্ষা করে না ও গৃহপালিত পশুপক্ষী পালন করে না। তাহারা ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহারও প্রতি মস্তক অবনত করে না। তাহার গৃহের পবিত্র সীমানার ভিতর কেহ থুতু নিক্ষেপ করিতে পারে না। এখনও টীপু বিশ্বাসীগণের সংখ্যা ৪/৫ সহস্রের কম নহে।

টীপুর বিদ্রোহ নিবারিত হইবার পর ১৮২৮ সনে পুনরায় সেরপুরে জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যালয় স্থাপিত হয়।

**রেভিনিউ কমিশনার ও প্রাদেশিক আপিল জজ :** ১৮২৯ সনে রেভিনিউ কমিশনারের পদ ও প্রাদেশিক আপিল জজের পদ সৃষ্টি হইলে, টাকার সাহেব রেভিনিউ কমিশনার এবং ক্রেক্রফট ও স্মিথ সাহেব প্রাদেশিক আপিল জজ নিযুক্ত হন। ঢাকা, নগরে তাঁহাদের কার্যালয় স্থাপিত হয়। ঢাকা, ঢাকা—জালালপুর, ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহের রাজকীয় বিভাগ ইহাদের অধীন থাকে। ১লা মার্চ্চ হইতে এই কার্যালয় গুলি কার্য চলিতে থাকে।

১৮৩০ সনে সরাইল-সতরখণ্ডল, দাউদপুর, হরিপুর বেজুরা প্রভৃতি এ জেলা হইতে ত্রিপুরা জেলায় পরিবর্ত্তিত হয়।[১] ১৮৩২ সনে সেরপুরের জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারী

১। এই দুই বৎসরের কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গেলনা। জামালপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ডনো সাহেবের লিখিত Report-এ অবগত হওয়া যায় যে এই বিদ্রোহ সিপাহী সৈন্যের সাহায্যে নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। ১৮২৭ সনে জামালপুরের সেনানিবাস পুনঃ স্থাপিত হয়। সুতরাং ১৮২৭ সনেই টীপুর বিদ্রোহ নিবারিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়।
প্রবাদ সেরপুরের জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ডেম্পিয়ার সাহেব টীপুর নিকট হইতে বহু পরিমাণে অর্থ পাইয়া কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচলিত হইয়াছিলেন। এবং সেই কারণে টীপু সময় ও সুবিধা পাইয়া বিচার ও শাসন বিভাগ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিল। এই প্রবাদ সমর্থন জন্য রামনাথ বিদ্যাভূষণের সেই সময়ের রচিত অন্য একটি কবিতা পংক্তি উদ্ধৃত হইল- "হাকিম হোকের এছা কিয়া, হাম বুলে তুম রিসফত খায়া,
কবিতাটী কালেক্টর কি তদূর্দ্ধ কর্ম্মচারীর ভর্ৎসনা সূচক।

উঠিয়া যায়। সেরপুরের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারী উঠিয়া গেলে সদরে কার্য বাহুল্য হয়। ইহাতে ম্যাজিষ্ট্রেট ও জজের পদ পৃথক হইয়া যায়।[২] জজের পদ পৃথক হইয়া গেলে ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর পুনরায় একজন হন। ইতিমধ্যে সেরপুরে পুনরায় বিদ্রোহের সূচনা হয়। এবং ক্রমে সে বিদ্রোহ ঘনীভূত হইয়া ওঠে। সেরপুরের এই বিদ্রোহ "জানকু পাথরের বিদ্রোহ" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

**জানকুপাথরের বিদ্রোহ :** সেরপুরের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ডাম্পিয়ার সাহেবের চেষ্টায় ও সৈন্যসাহায্যে টীপুর বিদ্রোহ নিবারিত হইলে পর, ডানবার সাহেব সেরপুরের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়া আগমন করেন।

**গুমানু ও উজির সরকার :** ডানবার সাহেব যখন সেরপুরের জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট তখন গুমানু সরকার ও উজির সরকার নামক দুই ব্যক্তি বিদ্রোহী প্রজাদিগের দলপতি থাকিয়া প্রজাদিগকে উত্তেজিত এবং কলিকাতা, ঢাকা ও নসিরাবাদে গমন করিয়া আইনজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পরামর্শ গ্রহণ পূর্ব্বক জমিদারদিগের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিল। মিঃ ডানবার গুমানু সরকার ও উজির সরকারের ষড়যন্ত্রের বিষয় অবগত হইয়া গুমানু সরকারকে কারারুদ্ধ করেন। গুমানু ঢাকার কমিশনারের নিকট আপীল করে। কমিশনার গুমানুকে মুক্তি প্রদান করেন। গুমানু মুক্তিলাভ করিয়া প্রদীপ্ত উৎসাহে কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হয়। বিদ্রোহীগণও তাহার ক্ষমতা ও কার্যকারিতা শক্তির প্রতি আস্থাবান হইয়া উঠে। অবসর বুঝিয়া গুমানু নিজ ক্ষমতা ও ডানবারের অক্ষমতা সাধারণকে বুঝাইয়া দেয়। মিঃ ডানবার পুনরায় গুমানুকে ধরিতে চেষ্টা করেন। গুমানু ডানবারের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া উপযুক্ত পরামর্শ জন্য কলিকাতা চলিয়া গেল। পরগণা কয়েক দিনের জন্য শান্তিলাভ করিল। ডানবার প্রজাসাধারণকে বিদ্রোহভাব পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিলেন। তাঁহার উপদেশ কতক পরিমাণে সফল হইল। সেরপুর নগরের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের বহু প্রজার সহিত জমিদারের কবুলিয়ত ও পাট্টার আদান প্রদান হইয়া গেল। কিন্তু কোন কোন দূরবর্ত্তী স্থান হইতে জমিদারের আমলাদিগকে প্রাণ লইয়াও পলাইয়া আসিতে হইল।

এইরূপে পরগণায় কিয়ৎপরিমাণে শান্তিবিধান করিয়া মিঃ ডানবার ১৮৩২ সনে সেরপুর হইতে চলিয়া আসেন এবং সেরপুরের কাছারী উঠিয়া যায়।

সেরপুরের কাছারী উঠিয়া গেলে গুমানু ও উজির সরকার তাহাদের উদ্দেশ্য সফলের উত্তম সুযোগপ্রাপ্ত হয় ও পরগণায় পুনরায় বিদ্রোহ-বহ্নি প্রধুমিত করিয়া দেয়।

**বিদ্রোহীদিগের আক্রমণ :** বিদ্রোহী প্রজাগণ[৩] জমিদারের কাছারী আক্রমণ করিযা লুণ্ঠন করে ; জমিদারের আশ্রিত প্রজাদিগকে উৎপীড়ন ও তাহাদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়, এবং জমিদারের বরকন্দাজ, গবর্ণমেন্টের পিয়ন ও পুলিশকে প্রহার করে। জমিদার বিদ্রোহী প্রজাদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করেন। গুমানু সরকার কলিকাতা হইতে একজন আইনব্যবসায়ীকে লইয়া আসিয়া নসিরাবাদ সহরে থাকিয়া জমিদারের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা পরিচালন করিতে থাকে।

**জানকু ও দোবরাজ পাথর :** গুমানু ও উজির সরকার যখন সেরপুর ত্যাগ করিয়া

১। Government letter of 19-10-1830.

২। Magistrate's letter of 13-18-1834.

৩। বিদ্রোহীদিগকে তৎকালীন সরকারী কাগজপত্রে "পাগলা" বাচ্যে অভিহিত করা হইয়াছে।

নসিরাবাদে বাস করিতেছিল, বিদ্রোহীদল তখন জানকু পাথর ও দোবরাজ পাথর নামক দুইজন অধিকতর ভয়ানক লোককে নেতৃত্বে বরণ করিল।

জানকু ও দোবরাজ উভয়ই অসভ্য পার্ব্বত্য ও ভীষণ প্রকৃতির লোক ছিল। ১৮৩৩ সনের প্রথমভাগে জানকু ও দোবরাজ বিদ্রোহীদের সহিত মিলিত হয় এবং বিদ্রোহীদিগকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দুইজন দুই দলের পরিচালক হন। সেরপুরের পশ্চিম কোণে কড়ৈবাড়ী (কড়িবাড়ী) পাহাড়ের পাদদেশে বাটাজুর নামক স্থানে জানুক এবং পূর্ব্বদিকে নালিতাবাড়ীর সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে দোবরাজ আশ্রয় স্থান নির্দ্দেশ করে।

**সেরপুর আক্রমণ :** জানকু ও দোবরাজ একযোগে সেরপুর আক্রমণ করে। এবং জমিদারদিগের গৃহ ও কাছারীবাড়ী লুণ্ঠন করে।[১] জমিদারগণ পরিবার লইয়া স্থানান্তরে যাইয়া প্রাণরক্ষা করেন। বিদ্রোহীগণ পুলিশ থানায় আগুন লাগাইয়া দেয়। জমিদারের আশ্রিত প্রজার আর্ত্তনাদে সেরপুর প্রকম্পিত হইয়া উঠে। সেরপুর পুনরায় শ্মশানে পরিণত হয়।

**মিঃ গেরেট :** এই সময় জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ডানবার সাহেব ময়মনসিংহের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য করিতেছিলেন। যথাসময়ে সেরপুরের এই ভীষণ কাহিনী ডানবারের কর্ণগোচর হইলে তিনি অবিলম্বে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ গেরেটকে সেরপুরে প্রেরণ করেন। ১লা এপ্রিল গেরেট সাহেব সেরপুর পঁহুছিয়া অভয় প্রদানে সকলকে আশ্বস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সকলি বৃথা হইল। বিদ্রোহীগণ গেরেট সাহেবের গৃহ আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিল। মিঃ গেরেট প্রাণরক্ষার পথ খুঁজিলেন। গেরেট নিজ জীবন রক্ষা করিয়া প্রজার জীবন রক্ষার জন্য জমিদারদিগের বরকন্দাজ ও পুলিশের সমবায়ে এক দৃঢ়শক্তি সৃষ্টি করিলেন ; এবং বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হইলেন।

**পুলিশ সৈন্যের জয়লাভ :** দোবরাজ পাথরের অনুসরণ করিয়া নালিতাবাড়ীর দিকে একদল বরকন্দাজ ও পুলিশ সৈন্য প্রেরিত হইল। দোবরাজ কোম্পানীর লোক দেখিয়া গা-ঢাকা দিয়া পাহাড়ে লুক্কাইত হইয়া পড়িল। পুলিশ ও বরকন্দাজেরা বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজেই যুদ্ধ জয় করিলেন। সে শব্দে পাহাড় ও বনপ্রদেশ প্রতিধ্বনিত হইল।

পুলিশসৈন্য ফাঁকা আওয়াজে রণজয় করিয়া নালিতাবাড়ীতে অবস্থান করিতে লাগিল। সেরপুরে রণজয়বার্ত্তা তাড়িত-বেগে প্রচারিত হইল। মিঃ গেরেট আশ্বস্ত হইলেন। জমিদারদিগের আনন্দের সীমা রহিল না।

জমিদারেরা অবিলম্বে নালিতাবাড়ীতে কাছারী স্থাপন করিতে আদেশ করিয়া লোকজন প্রেরণ করিলেন। কাছারী স্থাপিত হইল এবং আমলা ও বরকন্দাজে কাছারী বাড়ী পরিপূর্ণ রহিল।

**দোবরাজের আক্রমণ :** কোম্পানীর লোকজনের আগমনে দোবরাজ কয়েকদিন লুক্কায়িত ছিল ; অবসর বুঝিয়া হঠাৎ আসিয়া দেখা দিল। এবার পুলিশসৈন্য ফাঁকা আওয়াজ করিতেও অবকাশ পাইল না। যাহারা পলাইতে পারিল তাহারা রক্ষা পাইল, আর যাহারা পারিল না, তাহাদিগকে জীবনের আশা পরিত্যাগ করিতে হইল। একজন পুলিশ জমাদার. একজন বরকন্দাজ, একজন মোহরের ও একজন পিয়নকে দোবরাজ পাথর ধরিয়া লইয় গেল। সেরপুর জুড়িয়া এক ঘোর আতঙ্কের ছায়া পতিত হইল।

---

১। Magistrate's letter to commissioner Mr. H. Middletion d. 19-4-1833.

**সেরপুরে ডানবার :** কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া মিঃ গেরেট জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট রিপোর্ট করিলেন। ২৯শে এপ্রিল মিঃ ডানবার ঢাকার কমিশনার মিঃ মিডণ্টনকে সমস্ত বিষয় লিখিয়া পাঠাইলেন ; এবং অপরাহ্নে সেরপুরে প্রস্থান করিলেন।[১] ডানবার সেরপুরের অবস্থা বিপদসঙ্কুল বোধ করিয়া সেরপুরের সন্নিকটবর্ত্তী আমুদগঞ্জ নামক স্থানে অবস্থান করিয়া রজনীযোগেই সমস্ত অবস্থা অবগত হইলেন ও সকল দিক পর্য্যালোচনা করিয়া ও বিষয়ের গুরুত্ব অনুভব করিয়া, তৎক্ষণাৎ জামালপুরের সেনানায়ক মেজর মনতেট নিকট ১৫০ শত সেনা-সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।[২]

**ইংরেজ সৈন্য :** পরদিন কাপ্তেন সিল মিঃ ডানবারের সাহায্যার্থে সসৈন্য সেরপুর পঁহুছেন। উভয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে বহু পরামর্শ করেন। পরামর্শ স্থির হইয়া গেল। কাপ্তেন সিল সৈন্যগণকে দুই অংশে বিভক্ত করিলেন। এক অংশ তাহার নিজের অধীনে ও অপর অংশ লেপ্টেনেন্ট ইয়ংহ্যাজবেণ্ডের অধীনে সজ্জিত হইল। কাপ্তেন সিল সসৈন্যে পশ্চিম প্রান্তে জানকু পাথরকে আক্রমণ করিবার ভার গ্রহণ করিলেন। অভিযানের ঘটা পড়িয়া গেল।

**জানকুর শিবির ও শক্তি :** এদিকে ইংরেজ সৈন্যের আগমনবার্ত্তা চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল। জানকু পাথরের শিবির হইতে ঘন ঘন বন্দুকের শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। সমস্ত দিবারাত্রি বন্দুকের অবিরাম ধ্বনিতে জানকু স্বীয় অনুচরবৃন্দের উদ্দেশ্যে সাঙ্কেতিক আহ্বান করিল। দেখিতে দেখিতে তীর-ধনুকধারী সহস্র সহস্র লোক আসিয়া জানকুর শিবিরে সমবেত হইল।

যথাসময়ে কাপ্তেন সিল অবগত হইলেন যে, প্রায় চারি সহস্র সশস্ত্র অনুচরসহ জানকু পাথর ইংরেজ সৈন্যের গতিরোধ করিতে দণ্ডায়মান হইয়াছে। কাপ্তেন সিল অভিযান প্রারম্ভেই ভীত হইয়া পড়িলেন। পূর্ব্ব পরামর্শ ত্যাগ করিয়া লেপ্টেনেন্ট ইয়ংহ্যাজবেণ্ডকে সৈন্যসহ তাঁহার সহিত মিলিত হইবার আদেশ করিলেন।

**কাপ্তেন সিলের অভিযান :** ৩রা মে উভয় দলে মিলিত হইয়া আক্রমণের উপায় স্থির করিলেন ও রজনীযোগে সৈন্য পরিচালনা করিয়া পাহাড়ের নিম্নে, মধুপুর নামক স্থানে সৈন্য স্থাপন করিলেন। প্রত্যুষে ব্রিটিশের রণভেরী বাজিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে জানকুর বাসস্থান জলঙ্গী আক্রান্ত হইল। ইংরেজ সৈন্যের হঠাৎ আক্রমণে বিদ্রোহীদল ভঙ্গ হইয়া পড়িল ও পলায়ন করিয়া পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কাপ্তেন সিল প্রথম উদ্যমে কৃতকার্য হইয়া লেপ্টেনেন্ট ইয়ংহ্যাজবেণ্ডকে পূর্ব্ব সংকল্প অনুসারে পূর্ব্বাভিমুখে প্রেরণ করিলেন।

৫ই মে কাপ্তেন সিল পাহাড়ের অন্তর্গত টোগলাপাড়া নামক স্থান আক্রমণ করেন। ছয়

---

১। কমিশনের নিকট লিখিত চিঠিতে ম্যাজিষ্ট্রেট ডানবার বিষয়ের গুরুত্ব অনুভব করিয়া লিখিয়া ছিলেন ঃ–
"Fresh disturbances of a very serious nature have occurred in Sherpur. I proceeded thither this evening and when I have gathered on the spot the most correct information on the subject I shall immediately address you again. From the character of the occurrence as noticed in the reports of the police and confirmed by numerous individuals who have left the place I fear that nothing short of military force will restore order. I shall be assured duly consider the propriety and expediency of a step so serious as calling out part of the troups at Jamalpur but should it be absolutely necessary I shall endavour to do the duty which will then be before me efficient and well."

২। Magt's letter to Major Monteath Commanding the 25th. Regt. N. I. at Jamalpur, dated 29/4/1833.

জন বিদ্রোহী ইংরেজ-সৈন্যের হস্তে ধৃত হয়। অবশিষ্ট লোক পলায়ন করে। ৬ই মে রজনীযোগে জানকু পাথরের উদ্দেশ্যে তাঁহারা আরও অগ্রসর হন, কিন্তু জানকুর কোন তত্ত্ব পাওয়া গেল না।

কাপ্তেন সিল অতঃপর সৈন্যদলকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন। একদল জমাদারের অধীনে পাহাড়ের দিকে পশ্চিমাভিমুখে, আর একদল একজন দারোগার অধীনে পূর্ব্বদিকে অভিযান করিতে আদিষ্ট হইল। মিঃ সিল স্বয়ং তৃতীয় দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

জমাদার তাঁহার নিকট হইতে বিদায় হইয়াই দুইশত বিপক্ষীয় সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। শত্রুপক্ষীয়েরা সত্বর তাহাদের দলপুষ্ট করিয়া লোকসংখ্যা ছয় সাত শতে পরিণত করিল ; কিন্তু তাহাদের দলপতি সঙ্গে না থাকায় তাহারা কেবল আত্মরক্ষায়ই যত্নবান রহিল। এ দিকে জমাদারও তাহাদিগকে আক্রমণের উপযুক্ত শক্তিসঞ্চয় করিতে না পারিয়া সৈন্যদিগকে অভিযান বন্ধ রাখিতে আদেশ প্রদান করিলেন। দারোগার অনুসন্ধানে লোক প্রেরিত হইল। অচিরাৎ দারোগা সদলবলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিদ্রোহীদল হতাশ হইয়া পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

৮ই মে মিঃ সিল পুনরায় জলঙ্গীর বিদ্রোহীদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে প্রয়াস পান, কিন্তু তাহারা বিপক্ষের দুরভিসন্ধি পূর্ব্বাহ্ণেই অবগত হইতে পারিয়া গা-ঢাকা দেয়। যখন ইংরেজ-সেনা শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল তখন প্রায় শতাধিক বিদ্রোহী একযোগে ইংরেজ সৈন্যের উপর পড়িয়া তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল, কিন্তু সহসা অতিরিক্ত ইংরেজ সৈন্য উপস্থিত হওয়ায় বিদ্রোহীদল প্রস্থান করিল।

**কাপ্তেন সিলের ঘোষণা :** ইংরেজ সৈন্য এইরূপে বিদ্রোহ-দমনে অকৃতকার্য হইলে, কাপ্তেন সিল এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি জানকু পাথর ও অন্যান্য প্রধান সর্দ্দারদিগের আবাসস্থানে অগ্নি প্রদান করিতে আদেশ করিলেন এবং যাহারা জানকুর পক্ষ সমর্থন করিবে তাহাদিগকেও ঐ প্রকার দণ্ড ভোগ করিতে হইবে, এইরূপ ঘোষণা প্রচার করিয়া দিলেন।

**বিদ্রোহীদিগের আত্মসমর্পণ :** কাপ্তেন সিলের চেষ্টা ফলবতী হইল। ১০ই মে পাঁচ জন বিখ্যাত সর্দ্দার সহ বহু সংখ্যক বিদ্রোহী আত্মসমর্পণ করিল। ইহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ১৩ই মে আরও বহুসংখ্যক বিদ্রোহী বশ্যতা স্বীকার করিল এবং জানকু পাথরকে ধরিবার চেষ্টা করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইল। ঐ তারিখে কালভদ্র ও পণ্ডিত মণ্ডল নামক দুইজন সর্দ্দার তাহাদের অনুচরগণসহ ধৃত হইল। এইরূপে দল ক্রমশ দুর্ব্বল হইতেছে দেখিয়া জানকু দোবরাজের সহিত মিলিত হইবার জন্য পূর্ব্বদিকে ধাবিত হইল।[১] কাপ্তেন সিল জানকুকে পরাভূত করিয়া ১৯শে এপ্রিল সসৈন্যে সেরপুরে প্রত্যাগমন করিলেন।

**লেপ্টেনেন্ট ইয়ংহ্যাজবেণ্ডের অভিযান :** ৭ই মে লেপ্টেনেন্ট ইয়ংহ্যাজবেণ্ড সসৈন্যে নালিতাবাড়ী আসিয়া শিবির সংস্থাপন করিলেন। পথিমধ্যে তিনি প্রায় ৬০০/৭০০ বিদ্রোহী দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন। উভয় দল নিকটবর্ত্তী হইলে বিদ্রোহীগণ ভীত হইয়া পলায়ন

১। এ সম্বন্ধে কাপ্তেন সিল ম্যাজিষ্ট্রেট ডানবারকে লিখিয়াছিলেন—"That Jankoo was reported to have moved towards the East and that he thought matters were now in as good a train and our object so far effected that the troops with the exception of 25 men might in a day or two begin to retire from Biyadaganga where they were posted."

করে। মিঃ ইয়ংহ্যাজবেণ্ড নালিতাবাড়ী পঁহুছিয়া অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে, পাহাড় অভ্যন্তরে তাহাদের অতি সুদৃঢ় এক দুর্গ আছে। তিনি পরদিন রাত্রিযোগে ঐ দুর্গ আক্রমণ করিতে অভিযান করিলেন। অভিযান বিফল হইল; তিনি বহু অনুসন্ধানেও সেই দুর্গের অবস্থান নির্ণয় করিতে সমর্থ হইলেন না। প্রত্যাগমনকালে বহুসংখ্যক বিদ্রোহী ইয়ংহ্যাজবেণ্ডকে আক্রমণ করিল। এই স্থানে বিদ্রোহীগণের সহিত ইয়ংহ্যাজবেণ্ডের শক্তি পরীক্ষা হইল। ইংরেজের বন্দুকের মুখে বিদ্রোহীগণ স্থির থাকিতে পারিল না, তাহারা পশ্চাৎ হটিয়া পড়িল। ইয়ংহ্যাজবেণ্ড তাহাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে করিতে দোবরাজের দুর্ভেদ্য বাসস্থান আক্রমণ করিতে উদ্যোগ করিলেন। দোবরাজের গৃহে জমাদার, বরকন্দাজ, মোহরের ও পিয়ন প্রভৃতিকে প্রাপ্ত হইয়াও ইয়ংহ্যাজবেণ্ড জমাদার ব্যতীত অন্য কাহাকেও উদ্ধার করিতে পারিলেন না। বিদ্রোহীগণ নিমেষ মধ্যে বন্দীদিগকে লইয়া স্থানান্তর প্রস্থান করিল। অনন্যোপায় হইয়া ইয়ংহ্যাজবেণ্ড দোবরাজের গৃহে অগ্নি প্রদান করিলেন। গৃহ ভস্মে পরিণত হইল।

লেপ্টেনেণ্ট ইয়ংহ্যাজবেণ্ড প্রত্যহ নালিতাবাড়ী ও হালুয়াঘাটের চতুর্দ্দিকে প্রায় ১২ মাইল স্থান ব্যাপিয়া বিদ্রোহীদিগকে উৎখাত করিতে লাগিলেন। বিদ্রোহীদল কোথাও সমবেত হইলেই তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেন। এইরূপ অবিশ্রান্ত আক্রমণে বিদ্রোহীদল ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িল। ১৩ই মে অনেকেই আত্মসমর্পণ করিল ; এবং দোবরাজকে ধরিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইল।

এইরূপ পূর্ব্বদিগের দলপতিগণ বশ্যতা স্বীকার করিলে ইয়ংহ্যাজবেণ্ড ২৫ জন সৈন্য নালিতাবাড়ীতে রাখিয়া অবশিষ্ট সৈন্য সহ সেরপুর পঁহুছিলেন।

**বিদ্রোহের অবসান :** ২০শে মে কাপ্তেন সিল অধিকাংশ সৈন্য সহ জামালপুর পঁহুছিলেন। ইয়ংহ্যাজবেণ্ড কতক সৈন্য সহ কিছুদিনের জন্য সেরপুর রহিলেন। ৩১শে মে ইয়ংহ্যাজবেণ্ড অবশিষ্ট সৈন্য সহ জামালপুর চলিয়া গেলেন। জুন মাসের প্রারম্ভে প্রায় সমস্ত সর্দ্দারগণই অধীনতা স্বীকার করিয়া শান্তির প্রয়াসী হইল। সেরপুরে শান্তি স্থাপিত হইল।

জানকু ও দোবরাজের আর কোন সংবাদ পাওয়া গেল না

**কমিটী অব ইমপ্রুভমেণ্ট :** ১৮৩৪ সনে এই জেলার সর্ব্ববিধ উন্নতি সম্পাদন জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টর, জজ প্রভৃতি রাজপুরুষদিগকে লইয়া "কমিটী অব ইমপ্রুভমেণ্ট" নামে একটি সভা গঠিত হয়। এই কমিটীর তত্ত্বাবধানে জেলার রাস্তাঘাট ও পুল প্রভৃতির অনেক উন্নতি হইয়াছিল।[১]

১৮৩৬ সনে ভাওয়াল অঞ্চলে মঙ্গলসিংহের বিদ্রোহ আরম্ভ হয়।

## ভাওয়ালে মঙ্গলসিংহের বিদ্রোহ

**মঙ্গলসিংহ :** ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে রণভাওয়ালে মঙ্গলসিংহের বিদ্রোহ সূচনা হয়। মঙ্গলসিং সিপাহী দলভুক্ত ছিল। কালে সৈনিক শ্রেণী হইতে তাড়িত হইয়া ডাকাতের দল সৃষ্টি করে।

**মঙ্গলসিংহের অত্যাচার :** ১৯৩৭ সনে ভাওয়ালের অন্তর্গত বর্ম্মী থানায় বহু ভদ্র অধিবাসী মঙ্গলসিংহের অত্যাচারে ও লুণ্ঠনে জর্জ্জরিত এবং হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া গভর্নমেন্টের শরণাপন্ন হয়। বর্ম্মী সেই সময়ে এই জেলার অধীন ছিল। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মঙ্গলসিংহের

---

১। Committee of Improvement's letter to the Divisional Commissioner d. 19-7-34

অত্যাচার কাহিনী শুনিয়া বর্ম্মী থানার পুলিশের উপর উহার প্রতিকার জন্য আদেশ প্রচার করেন। পুলিশ প্রতিবাদী হইলে মঙ্গলসিং অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া অতিশয় অত্যাচার আরম্ভ করে।

**অত্যাচারে সহায়তা :** এই সময় রণভাওয়ালের তালুকদার আবদুল হাফিজের ঋণের জন্য তাহার সমস্ত সম্পত্তি নীলাম হইয়া যায়। জন্মেজয় নিবাসী ভৃগুরাম চাকলাদার ঐ সমস্ত সম্পত্তি ডিক্রি-প্রাপ্ত হইয়া নীলাম খরিদ করেন। ভৃগুরাম নীলাম খরিদ সম্পত্তি দখল করিতে গেলে ভীষণ দাঙ্গা হয়। দাঙ্গায় চাকলাদারেরা পরাজিত হইয়া গভর্নমেন্টের শরণাপন্ন হন। আবদুল হাফেজের ভগ্নী কলিমন্নেছা সম্পত্তি রক্ষণের জন্য বর্ম্মীর তালুকদার মুর্শিদাবাদ নিবাসী লুৎফুল্লার আশ্রয় গ্রহণ করেন। লুৎফুল্লার অর্থে মঙ্গলসিং বশীভূত হইয়া পড়িল। উপযুক্ত ইন্ধন পাইয়া দস্যুর অত্যাচার-বহ্নি প্রদীপ্ত তেজে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সে জ্বলন্ত পাবকের নিকট গভর্নমেন্টের বিরাট শক্তি ধিকৃত হইতে লাগিল।

গফরগাঁ বা বর্ম্মী থানার পুলিশ ও মঙ্গলসিংহের সংঘর্ষে ভাওয়ালের অরণ্য প্রদেশ নরশোণিতে অনুরঞ্জিত হইল। মঙ্গলসিংহ জয়লাভ করিয়া প্রদীপ্ত উৎসাহে অত্যাচারের খরস্রোত প্রবাহিত করিল। তাহার দুর্দ্দমনীয় অত্যাচারে ভাওয়ালের ভদ্র পল্লীগুলি শ্মশানে পরিণত হইতে লাগিল। বহু ভদ্র অধিবাসী পৈত্রিক বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া পলাইয়া গেল। মঙ্গলসিংহ তাহাদের পরিত্যক্ত গৃহ অগ্নিসংযোগে ভস্মসাৎ করিল।

**মঙ্গলসিংহের বিরুদ্ধে অভিযান :** দিবা রাত্রি সমভাবে ভাওয়ালবাসী মঙ্গলসিংহের উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইতে লাগিল। প্রতিদিন ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ণে সে সংবাদ পঁহুছিতে লাগিল। ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশের পর পুলিশ প্রেরণ করিলেন, গফ্‌রগাঁও ও নসিরাবাদের পুলিশ মঙ্গলসিংহের বিরুদ্ধে অভিযান করিল– মঙ্গলসিং ধৃত হইল না। পুলিশের এই সমবেত শক্তি মঙ্গলসিংহের চাতুরী-জাল ভেদ করিতে পারিল না। অনন্যোপায় হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ইরুইন মঙ্গলসিংহকে ধরিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিলেন।

পুরস্কার ঘোষণায় ফলোদয় হইল না। এদিকে মঙ্গলসিংহের দল বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অনেক ভদ্র, ইতর মঙ্গলসিংহের দলভুক্ত হইল। পুলিশ নিরুপায় হইয়া পড়িল। রাজপুরুষগণ নূতন উপায় উদ্ভাবনে মনোযোগী হইলেন।

১৮৩৭ সনের আগষ্ট মাসে গফরগাঁও থানার দারোগা মঙ্গলসিংহের বিরুদ্ধে এক বৃহৎ পল্টন সংগ্রহ করিলেন, নাসিরাবাদ হইতে বহুসংখ্যক পাইক বরকন্দাজ যাইয়া তাহাতে মিলিত হইল। রণভাওয়ালের তালুকদারগণ আপন আপন লাঠিয়াল দ্বারা পুলিশ সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন। অভিযানের উদ্যোগ হইল। প্রথমত, দারোগা পুলিশ সৈন্যসহ অগ্রসর হইলেন। অরণ্য মধ্যে মঙ্গলসিংহের দল চারিদিক হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিল; তিনি হস্তীপৃষ্ঠে বহু ভাগ্যে রক্ষা পাইয়া আসিলেন। হস্তীর পশ্চাতের এক পদ দস্যু হস্তে ছিন্ন হইয়া রহিল।

**পুলিশ সৈন্যের পরাজয় :** দারোগা পুনরায় সমবেত শক্তিতে মঙ্গলসিংহকে আক্রমণ করিলেন। মঙ্গলসিংও শতাধিক লোকসহ দারোগাকে আক্রমণ করিল। বন্দুকের বিপুল প্রতিধ্বনিতে অরণ্যপ্রদেশ প্রতিধ্বনিত হইল। নররক্তে পৃথিবী রঞ্জিত হইল। পুলিশের বিরাটবাহিনী শতসংখ্যক দস্যুর হস্তে বিপন্ন হইয়া পড়িল ও বহুসংখ্যক পুলিশ সৈন্য প্রাণ

হারাইল। অনন্যোপায় দেখিয়া হত ও আহত সৈন্য ফেলিয়া দারোগা পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন।

যথাসময় এই পরাজয়বার্ত্তা নাসিরাবাদে পঁহুছিল। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ইরুইন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তিনি জজ চিফ সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া নিজেই ভাওয়ালে চলিয়া গেলেন। আবশ্যক হইলে জামালপুর হইতে সৈন্য সাহায্য লইবারও পরামর্শ স্থির রহিল।

**মঙ্গলসিংহের অন্তর্ধান :** ম্যাজিষ্ট্রেট ইরুইন যথোপযুক্ত সশস্ত্র প্রহরী পরিবেষ্টিত হইয়াই গফরগাঁ পঁহুছিলেন। তিনি তথায় পুঁহুছিয়া মঙ্গলসিংহের অনুসন্ধানে লোক নিযুক্ত করিলেন। মঙ্গলসিংহকে কোথাও পাওয়া গেল না। ভাওয়াল হইতে মঙ্গলসিংহের দৌরাত্ম্য কতক দিনের জন্য তিরোহিত হইল।

**বেতালে মঙ্গলসিংহ :** মঙ্গলসিং কিছুদিনের জন্য ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম করিয়া যায়। এবং নিকলী থানার অন্তর্গত বেতাল প্রভৃতি স্থানে অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। বেতালে গ্লাস সাহেবের নীলের কুঠি লুঠ হয়। গ্লাস সাহেব মঙ্গলসিংহের ধৃতকারীর এক শত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন ও ম্যাজিষ্ট্রেটকে লিখিয়া পাঠান। এদিকে ভাওয়ালে মঙ্গলসিংহের সহযোগী গোলজারসিংহের সহিত মঙ্গলসিংহের ভ্রাতা ভৈরবসিংহের চিঠি পত্রের আদান প্রদান চলিতে থাকে।[১]

মিঃ হে ঃ গ্লাস সাহেবের চিঠি পাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ইরুইন্, জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হে কে মঙ্গলসিংহের অনুসন্ধানে নিযুক্ত করিলেন। মিঃ হে উপযুক্ত রক্ষী পাহারা সমভিব্যবহারে কার্যে ব্রতী হন। তিনি যখন যে স্থানে মঙ্গলসিংহের সন্ধান পাইতেন সেই স্থানেই অনুসন্ধান করিতেন। মঙ্গলসিং বলিয়া ক্রমে বহু ব্যক্তি ধৃত হইল। কিন্তু প্রকৃত মঙ্গলসিংহ ধৃত হইল না।

**মঙ্গলসিংহ বন্দী :** ১৮৩৮ সনের মধ্যভাগে নিকলী থানার দারোগা ফকির সিংহের সহিত মঙ্গলসিংহের ঘটনাক্রমে সাক্ষাৎ হয়। ফকিরসিংহ ভয়ে ভয়ে মঙ্গলসিংহের কবল হইতে রক্ষা পাইয়া গ্লাস সাহেবকে এতদ্বিষয় লিখিয়া পাঠান। গ্লাস সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেটকে অবগত করান, কিছুদিন পরে গোলাপসিংহ নামক এক ব্যক্তি জমাদারের হস্তে মঙ্গলসিংহ ধৃত হয়। গোলাপসিং গ্লাস সাহেবের কুঠি নিকটবর্তী কোন তালুকদারের ভৃত্যের গৃহে নিদ্রিতাবস্থায় মঙ্গলসিংহের হস্তপদ বাঁধিয়া ফেলে।[১] মঙ্গলসিংহ বন্দীকৃত অবস্থায়

---

১। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুসন্ধানে ভৈরবসিংহের নিকট বহু গুপ্ত চিঠিপত্র বাহির হইয়াছিল। তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হয় ও তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি গবর্ণমেন্টে ক্রোক হয়। প্রেমসুক কারারুদ্ধ হইয়াও সসম্মানে রক্ষিত হইয়াছিলেন– তাঁহার গৃহ-পাচক কারাগারে যাইয়া প্রতিদিন তাঁহার খাদ্য রন্ধন করিয়া আহার করাইয়া আসিত। এস্থলে সাধারণের অবগতির জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের লিপির অংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল :
"In consideration Prem Sook being a man of some consequence, I did not confine him in the some room with the other Hauzut prisoner *** allow his landarry to come and prepare his food in the presence of Daroga but not to converse and correspond with my body."
১৮৪০ সনে স্কিনার সাহেব ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া বর্ম্মীস্থ প্রেমসুকের ও অন্যান্যের গৃহ ভাঙ্গিয়া পুড়াইয়া সমভূমি করিয়া ফেলেন (Dacca Magte's letter to Magistrate.) প্রেমসুক, বর্ম্মীর বাড়ী ত্যাগ করিয়া নাসিরাবাদে আসিয়া বাসাবাড়ী স্থাপন করেন। তাঁহার স্থাপিত, পারিখাপরিবেষ্টিত দেবালয় "দশ মহাবিদ্যার বাড়ী' নাসিরাবাদ নগরের একটি দর্শনীয় দেবালয় ছিল। বিগত ১৮৯৭ সনের ভীষণ ভূ-কম্পে সে সুন্দর দেবালয় ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার বর্ম্মীর গৃহের প্রাচীন স্মৃতি ভাওয়ালের নিবিড় বনে নীরবে লয় পাইতেছে।

নসিরাবাদে প্রেরিত হয়।

**গোলজারসিং :** মঙ্গলসিংহ ধৃত হইলে পর ভাওয়ালে গোলজারসিংহের দল প্রবল থাকে।[২] তাহাকে ধরিবার জন্যও গবর্ণমেন্ট হইতে পুরস্কার ঘোষণা হয়। মঙ্গলসিংহের ন্যায় তাহাকে ধরিবার জন্যও পুলিশের পর পুলিশ প্রেরিত হইয়াছিল।

১৮৩৮ সনের ২রা জুন গোলজারসিংহের অনুসরণে একদল শক্তিসম্পন্ন পুলিশ সৈন্য প্রেরিত হয়। এইবার ভীষণ দস্যু গোলজারসিংহও ধৃত হইয়া নসিরাবাদে নীত হয়।[৩]

**মঙ্গলসিংহের বিচার :** যথাসময়ে মঙ্গলসিং, গোলজারসিং ও তাহার অন্যান্য অনুচরগণের বিচার শেষ হইয়া যায়। নসিরাবাদের সেসন্ জজের বিচারে মঙ্গলসিংহের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের ও অন্যান্য দস্যুদিগের মধ্যে গোলজারসিংহের ৯ বৎসর কারাবাসের আদেশ হয়।[৪] ভাওয়ালবাসীরা শান্তির ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করে।

১৮৩৮ সনে পুনরায় ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদ পৃথক হইয়া যায় এবং স্কিনার সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়া কালেক্টর ইরুইন হইতে কার্য্যভার গ্রহণ করেন।[৫]

**ঠগী :** এই সময় ঠগীর উপদ্রব প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় জামালপুরে নূতন মহকুমা স্থাপনের প্রস্তাব হয় এবং ঐ সনের ১লা আগষ্ট জামালপুর কেন্টনমেন্টে মহকুমা স্থাপিত হয়। ঠগী দমনের জন্য জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট Lt. Sleeman জামালপুর গমন করেন। জামালপুরে ঠগী-জেল স্থাপিত হয়। ঠগীদিগের বিচারের জন্য ঢাকায় এক বিশেষ জজের পদ সৃষ্টি হয়। J. Stainforth এই বিশেষ জজের পদে নিযুক্ত হন। এবং কাপ্তেন হলিংস (W, C, Hollings) ঢাকার ঠগী কার্যালয়ের এসিষ্ট্যান্ট জেনারেল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট নিযুক্ত হন।

**উলুকান্দীর দাঙ্গা :** ১৮৩৮ সনে ভাগলপুরের দেওয়ান ইব্রাহিম খাঁর তালুক অধিকার

১। "Mangal Singh was effected by a umedar of the name of Golabsing who having received tidings of Mangal Sing's living in the house of a Talukdar's servant near Mr. Glass's factory of Beitaul went on and bound his hands together." Magte's letter of the S, Police L.P. dated 26-12-38.
মঙ্গলসিংহের ধৃতকারী উমেদার গোলাপসিং নিকলী থানার দারোগা নিযুক্ত হয়। তাহার সাহায্যকারী তিন জন (১ জন তাহার নাবালক পুত্র) বরকন্দাজ নিযুক্ত হয়।

২। "I am given to understand that the Sirdar gulzar Sing and others are collected to the number from 35-40 persons who it is notorious have for years lived on plundering the inhabitants of all the neighbouring districts." Magte's to S. Police L. P. dated 3-6-38.

৩। ধৃত গোলজার সিংহের ভীষণ মুর্ত্তি দর্শন করিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট Skinner সাহেব নিম্নবঙ্গের পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে ৮/৬/১৮৩৮ তারিখে লিখিয়াছেন- "He (Guljar Sing) is a very athletic person and his very looks betray him in short his countenance would hang him in any other country but this."

৪। Magte's letter to S. Police L. P. dated 31-5-30
মঙ্গলসিংহের দলভুক্ত বলিয়া নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণও দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়াছিল-
(১) ফেদু, (২) আজমত, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাস, (৩) গৃধারীসিং গুপ্ত চিঠি পত্র ও অস্ত্র শস্ত্র সহ ধৃত হইয়াছিল-ম্যাদ ৬ বৎসর, (৪) বঙ্গু ও (৫) হিন্দু ম্যাদ ৭ বৎসর করিয়া, (৬) মৌলবী আবদুল আলী ম্যাদ ২ বৎসর ও ৫০০/- টাকা জরিমানা, (৭) মদক সেক, মির্জ্জা, মিসু, আসু, নেওয়াজ, লুনা, গুণা, রামজয় এবং ঢাকার মদন পোদ্দার-ইহারাও মঙ্গলসিংহের দলভুক্ত ছিল বলিয়া ধৃত হইয়া দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিল। মঙ্গলসিং যে গৃহস্থের গৃহে ধৃত হইয়াছিল ঐ গৃহস্থের এবং তাহার তালুকদারেরও শাস্তি হইয়াছিল। এমন কি তারামণি দেব্যা মঙ্গলসিংহের নিকট সম্পত্তি ইজারা দিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রতিও গভর্ণমেন্ট দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন।

৫। The offices of Collector and Magistrate in the District are since the 16th February in the hands of separate officers. Magte's letter to the supdt. of Police L. P. dated 19-5-38.

করিতে গেলে মুক্তাগাছার ভবানীকিশোর আচার্য্যের সহিত নুরনগরের রঘুনাথ রায়ের ভীষণ দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। উলুকান্দী (ভৈরব-বাজার) নামক স্থানে এই দাঙ্গা সংগঠিত হইয়াছিল। প্রকাশ যে এই ক্ষুদ্র যুদ্ধে এত লোকক্ষয় হইয়াছিল যে মনুষ্যরক্তে মেঘনা নদীর জল রক্তাকার হইয়াছিল।

**নীলকরের অত্যাচার :** এই সময়ে নীলকরদিগের ভীষণ অত্যাচার এ জেলায় চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। কৃষকগণ অনেক সময়ে অত্যাচার প্রপীড়িত হইয়াও রাজদ্বারে অভিযোগ করিতে সাহস পাইত না। অগ্রসর হইলেও প্রতিকারের প্রত্যাশা অতি বিরল ছিল। সুবর্ণখালি, কাগমাইর, ষোল কাহনীয়া, তেঁতুলিয়া, দড়িনগর, রসিদপুর, ভবানীগঞ্জ, দুল্লাবাড়ী, নওয়াপাড়া, বাগুনবাড়ী, বেতাল প্রভৃতি স্থানে নীলকরদিগের কুঠি ছিল। এই সকল কুঠিতে প্রতি নিয়ত অত্যাচার স্রোত প্রবাহিত হইত।

রাজপুরুষগণ অধিকাংশ স্থলেই নীলকরদিগের পক্ষ সমর্থন করিতেন। নীলকরেরা কৃষকের অজ্ঞাতে তাহাদের নামে জাল কবুলিয়ত সম্পাদন করিয়া তাহাদিগকে নীলের চাষ করিতে বাধ্য করিত। কৃষক অত্যাচার প্রপীড়িত হইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইলে নীলকর জাল দলিল দাখিল করিয়া বিচারকের অনুগ্রহে প্রজার উদ্যম বিফল করিয়া দিত।[১]

এইরূপ অত্যাচার ও অরাজকতায় অনেক স্থলে প্রজা ও ভূমধ্যধিকারীর সমবেতশক্তি নীলকরের বিরুদ্ধে উত্থিত হয়। একপক্ষে রাজপুরুষ ও নীলকর অপরদিকে দেশীয় ভূমধ্যধিকারী ও প্রজা, ঘোরতর বিরোধে প্রবৃত্ত হইয়া পড়েন। এই স্থলে নীলকরদিগের এইরূপ একটি অত্যাচার ও তাহার পরিণামের বিবরণ উল্লেখ করা গেল।

**অত্যাচারের নমুনা :** ১৮৪৩ সনে কাগমারীর নীলকুঠির অধ্যক্ষ কিং সাহেব কতকগুলি প্রজাকে আবদ্ধ করেন ও তাহাদিগকে নীলের দাদনে বাধ্য করিতে চেষ্টা করেন। প্রজারা নীল বুনিতে অস্বীকার করায়, একজন প্রজার মাথা মুড়াইয়া তাহাতে কাদা মাখিয়া নীলের বীজ বুনিয়া দেওয়া হয় ও অপর একজনকে বৃহৎ সিন্ধুকে আবদ্ধ করিয়া রজনীযোগে বেলকুচির কুঠিতে পাঠাইয়া দেওয়ার চেষ্টা হয়। কয়েকজন এই ভীষণ অত্যাচার ও অপমান প্রত্যক্ষ করিয়া নীলের দাদন লইয়া পরিত্রাণ লাভ করে। যথাসময়ে প্রজাগণ গোলকনাথ রায়ের নিকট কিং সাহেবের অমানুষিক অত্যাচারের কথা অবগত করাইলে, গোলকনাথ সদলবলে কিং সাহেবের কুঠি আক্রমণ করেন ও কিং সাহেবকে ধরিয়া নিয়া গোপন করিয়া রাখেন। উভয় পক্ষই জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচারপ্রার্থী হয়। এদিকে কিং সাহেব ও গোলকনাথ কাহারও তত্ত্ব পাওয়া যায় না। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট গোলকনাথকে গ্রেপ্তার করিবার

---

১। ১০/৩/৩৮ সনের একখানা চিঠিতে ময়মনসিংহের তৎকালীন এসিষ্ট্যান্ট ম্যাজিষ্ট্রেট জে, এম, হে বেতালের নীলকর Glass সাহেবকে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে অবস্থা বুঝা যাইবে। হে সাহেব লিখিয়াছিলেন— "I have ordered your Muktear to file the pattah of such land within 8 days and should he produce it within 8 days, I intend to dismiss the case at once. Which they generally allege it to be, of course your maktear fails to produce the pattah the case must be proceeded within the regular manner. After much reflection I think the above best mode of disponssing of case of the above nature. Of course they are at liberty to asserting the pattah to be a false one." উচ্চ রাজকর্ম্মচারীগণও প্রজার কথায় কর্ণপাত করিত না। এই সম্বন্ধে ১৮৫৬ সনে সদর কোর্টের জজ মিলার সাহেব সিরাজগঞ্জের রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন :— "There are reasons to believe that the charges against the planter are often wholly without foundation." Annals of Indian Administration of 1857.

জন্য পাবনার জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, রাজশাহীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও মালদহের জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেটকে লিখিয়া পাঠাইলেন।[১] গোলকনাথকে কোথাও পাওয়া গেল না। বহুদিন পরে পাকুল্যা থানার দারোগার সাহায্যে কিং সাহেব পরিত্রাণ লাভ করিলেন।[২]

অনেক স্থলেই প্রজা অত্যাচার সহ্য করিয়াও নীল বুনিতে স্বীকৃত না পাইলে তাহাকে সিন্ধুকে বা বাক্সে পুরিয়া অন্য কুঠিতে স্থানান্তরিত করা হইত।[৩] নীলকরের এইরূপ বীভৎস অত্যাচার এ জেলায় অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিককাল পর্যন্ত ছিল।

**হনুমান দস্যু :** ১৮৩৯ সনে মধুপুরে হনুমান সিংহের আবির্ভাব হয়। হনুমান জামালপুরের ৩৬ সংখ্যক দেশী পদাতিক সৈন্যদলের একজন সৈন্য ছিল। ১৮৩৯ সনের এপ্রিল মাসের শেষভাগে হনুমান জামালপুরের সৈন্যাবাস হইতে বিনা অনুমতিতে বাহির হইয়া যায়।[৪] হনুমান সৈন্য দল হইতে বাহির হইয়া দস্যুদল সৃষ্টি করিয়া গাবতলী ও মধুপুরের মধ্যে নিবিড় অরণ্যে বিচরণ করিতে থাকে। পুলিশ তাহাকে ধরিবার জন্য নানারূপ চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইলে তাহার প্রতাপ আরও বৃদ্ধি হইয়া দাঁড়ায়। এই সময় একদা পুলিশের গুপ্তচরের হস্তে হনুমান ধৃত হয়। কথিত আছে হনুমান হস্তীর ন্যায় বলশালী ছিল। এবং ইতঃপূর্ব্বেও শারীরিক শক্তিতে অনেকেই তাহার নিকট পরাজিত হইয়াছিল। পুলিশ এই ভয়ে হনুমানকে হস্তীর পদের সহিত হস্তবদ্ধ করিয়া আনয়ন করে। শুনা যায় হনুমান যখন মুক্তপদে পথিমধ্যে বৃক্ষাদি টানিয়া ধরিত তখন হস্তীও হঠাৎ তাহার শক্তিতে পরাভূত হইয়া ক্ষণকাল থামিতে বাধ্য হইত। হনুমান রাজদ্বারে দণ্ডিত হইলে অত্যাচার অনেক কমিয়া যায়।

১৮৩৯ সনে এ জেলায় ধরমচাঁদ ঘোষ প্রথম ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়া আসেন।

**জেলা বিভাগ :** ১৮৪৫ সনের ১লা মার্চ্চ জামালুর হইতে সেনা-নিবাস উঠিয়া যায়।[৫] এই সময় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ময়মনসিংহ জেলার পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে ২টি মহকুমা স্থাপনের প্রস্তাব উপস্থিত করেন। সেরপুর, সিরাজগঞ্জ, হাজিপুর, পিংনা এই ৪ থানা লইয়া জামালপুর মহকুমা এবং নিকলী, বাজিতপুর, ফতেপুর ও মাদারগঞ্জ এই ৪ থানা লইয়া হুসেনপুর বা নিক্‌লী মহকুমা স্থাপনের প্রস্তাব হয়।[৬] এপ্রিল মাসে গভর্নমেন্ট সিরাজগঞ্জের ও জামালপুরের মহকুমা দুইটি স্থাপনের অনুমতি করেন। তদনুসারে পাবনার জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সিরাজগঞ্জ[৭] ও ময়মনসিংহের জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট জামালপুর মহকুমার ভার গ্রহণ করেন।

**শিক্ষার সূত্রপাত :** ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে এ জেলায় শিক্ষা বিস্তারের সূত্রপাত হয় এবং সদর ষ্টেশন নসিরাবাদে হার্ডিঞ্জস্কুল নামক একটি বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপিত হয় ; অতঃপর গ্রামে গ্রামে স্কুল স্থাপনের জন্য চেষ্টা হয় ও ক্রমে অনেক স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮৫৩ সনে জেলা স্কুল স্থাপিত হয়

১। Magte's letter to the Jt. Magte., Pabna, Jt. Magte, of Maldha, Magte, of Rajsahi & dated 20-11-43.

২। Magte's letter dated 1-7-44

৩। "ঘোল হাসিয়া" কুঠির অধ্যক্ষ Wise দেবু মালির বাড়ী লুঠ করেন ও তাহার ভাই লেভুকে ধরিয়া লইয় ঢাকার অন্তর্গত একডালার কুঠিতে চালান করেন। Babu Ram sanker Sen's letter dated 8-2-62.

৪। Magte's acknowledgement to Major C. Golley commending 36th Reg. N. I. Jamalpur no. 18 dated 6-5-1849.

৫। Magte's letter to Captain william dated 3-3-45

৬। Magistrate's letter to under Secy, to the Govt of Bengal. dated 11-3-45

৭। সিরাজগঞ্জ মহকুমার অধীন কেবলমাত্র সিরাজগঞ্জ থানাই এ জেলায় অধীন ছিল। সিরাজগঞ্জের দায়রার মোকদ্দ ময়মনসিংহের দায়রার জজ করিতেন। এই অবস্থায় বিশাল যমুনা নদী পার হইয়া নসিরাবাদে গমনাগমন সাধারণে পক্ষে ভয়ানক অসুবিধা হইত। এই অসুবিধা লক্ষ্য করিয়া নিম্ন বঙ্গের পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ১২/১২/৪৫ তারি বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টকে লিখিয়া পাঠান। অতঃপর বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের ২০/৮/১৮৪৬ সনের আদেশ অনুসা সিরাজগঞ্জের দায়রা মোকদ্দমার বিচারভার রাজশাহীর দায়রা জজের উপর ন্যস্ত হয়। (Vide Registrar, No 60 dated 13-1-47 to the Magte.)

১৮৫৭ সনে সিপাহী বিদ্রোহের বিভীষিকা দেশময় আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছিল।

## সিপাহী বিদ্রোহ

**ঢাকায় বিদ্রোহ :** ১৮৫৭ সনে দেশ ব্যাপিয়া এক ভীষণ বিভীষিকার ছায়া পড়িয়া গেল। নভেম্বর মাসে বিদ্রোহের বিরাট আতঙ্কে ঢাকা নগরী শিহরিয়া উঠিল। ঢাকার সিপাহীদিগের ঘটনা প্রতিদিন নব পল্লবে পল্লবিত হইয়া আসিয়া ময়মনসিংহবাসীদিগকে অস্থির করিয়া তুলিতে লাগিল। সহরের স্কুল দুইটি প্রায় ছাত্রশূন্য ও বাজারের দোকান পাট একরূপ বন্ধ হইয়া শহর এক নীরব মূর্ত্তি ধারণ করিল।

**সহরের অবস্থা ও সহরবাসীর আতঙ্ক :** স্থানীয় জজ আদালতের ভূতপূর্ব্ব নাজ্বির পরমানন্দ সেন তখন স্থানীয় জেলা স্কুলের শিক্ষকতা করিতেন। সেন মহাশয় সিপাহীবিদ্রোহের ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন,—ঢাকা সিপাহীদিগের মধ্যে গোলযোগ দেখা দিলে তাঁহারা বড়ই ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন, প্রতিদিন ঢাকার কাহিনী অতিরঞ্জিত হইয়া আসিয়া তাঁহাদিগকে আরও অধিকতর ভীত করিয়া তুলিত।

একদিন তাঁহারা শুনিলেন ঢাকার সিপাহিগণ ঢাকাস্থ সকল ইংরেজকে হত্যা করিয়া ঢাকা অধিকার করিয়াছে ও ময়মনসিংহের দিকে আসিতেছে। সংবাদ বাতাসের আগে সহরময় রাষ্ট্র হইয়া পল্লীগ্রামেও প্রবেশ করিল। তখন টার্টার সাহেব ডিষ্ট্রিক্ট জজ, লেন্স সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট ও রেনল্ড্ সাহেব কালেক্টর। তাঁহারা হেড্‌মাষ্টার বাবুকে লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর ও জজ সাহেবের কুঠীতে গেলেন। জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর সকলে তাঁহাদের সহিত কুঠী হইতে বাহির হইয়া আসিলেন ও সকল সহর প্রদক্ষিণ করিয়া পরিষ্কার বাঙ্গালা ভাষায় সহরবাসীদিগকে অভয় বাণীতে আশ্বস্ত করিলেন ও বুঝাইয়া দিলেন যে সিপাহীরা কেবল টুপিওয়ালাদিগকে ধরিবে ও মারিবে, দেশীয়দিগের প্রতি তাহাদের কোন আক্রোশই নাই। সাহেবদিগের কথায় সকলেই কতক পরিমাণে আশ্বস্ত হইল বটে কিন্তু আতঙ্কের ছায়া কাহারও মন হইতে তিরোহিত হইল না। এইরূপে দিন চলিল—অনেক দিন তাঁহাদের আহার হইত না। যেদিন প্রাতঃকালে শূন্য যাইত সিপাহীরা আসিতেছে বা আসিয়াছে সে দিন রান্না বন্ধ থাকিত। তারপর যখন স্নানের সময় পর্য্যন্ত দেখা গেল সিপাহীরা আসিল না, তখন স্নান করিয়া চিড়া খাইয়া স্কুলে যাইতেন, যদি স্কুলের সময় দূরে কোন কলরব শুনা যাইত, অমনি "সিপাহী আসিয়াছে" বলিয়া ছাত্রগণ স্কুল হইতে বাহির হইয়া যাইত। একদিনের কথা তিনি এইরূপ বলিয়াছিলেন "আমাদের স্কুলের একটি শিক্ষক প্রত্যেক কথার পূর্ব্বে "I say" এই কথাটি ব্যবহার করিতেন। স্কুলে পড়াইতেছি, এমন সময় তিনি অন্য ক্লাস হইতে ডাকিয়া আসিলেন, আইছে পরমানন্দ (I say Paramananda Babu) বাবু। তাঁহার ঐ "আইছে" কথাকে সিপাহী আসিয়াছে ভাবিয়া সকল ছাত্র "আইছে" "আইছে" বলিয়া বাহির হইয়া পড়িল।" যদি বিকালে সিপাহী আসিবে শুনা যাইত তবে লোকে শহর ছাড়িয়া গ্রামে চলিয়া যাইত। এবং গৃহস্থের গোশালা বা এইরূপ কোন গৃহে রাত্রি যাপন করিত। সেদিন শহর একরূপ জনশূন্য থাকিত। অনেকে টাকা পয়সা এমনকি লোহার সিন্ধুকও মাটির নীচে পুতিয়া রাখিত। পরমানন্দ বাবু তাঁহাদের ঘরের এক স্থানে এইরূপ রাখিয়াছিলেন। যাঁহাদের জিনিস পত্র বিস্তর ছিল তাঁহারা অনেক সময় বাসা ছাড়িতেন না। তখন ময়মনসিংহ সহরে "পরিবার" রাখার প্রথা খুব প্রচলিত ছিল না। এইরূপে অনাহারে ও অনিদ্রায় তাঁহারা অনেক দিন

রহিয়াছেন। একদিন সত্য সত্যই জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর প্রভৃতি ইংরেজদিগকে একটু সচকিত দেখা গেল। সে দিন আফিস আদালত স্কুল কিছুই হইল না। সমস্ত দিন তাঁহারা ঘোড়ায় চড়িয়া সহর বেড়াইলেন—শুনা গেল সিপাহীরা ঢাকার কেল্লা উড়াইয়া দিয়াছে—হুসেনপুরের মুনসেফী কাছারী পুড়াইয়া দিয়াছে—কেহ বলিল সিপাহীরা গোদাড়া পার হইতে অমুকে দেখিয়া আসিয়াছে—কেহ বলিল সহরেও সিপাহীদিগের ২/১টা চর আসিয়া পঁহুছিয়াছে। দুই·প্রহর ১২ ঘটিকার সময় সম্ভুগঞ্জ বাজারে সিপাহীদিগের বন্দুকের ঘন ঘন শব্দ শুনা যাইতে থাকে। দেখিতে দেখিতে সহর জনশূন্য হইয়া গেল। বিকাল বেলা শুনা গেল সিপাহীরা ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্ব পার দিয়া জামালপুর অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। এই সংবাদ প্রচলিত হইয়া গেলে কাছারীর সম্মুখে, ব্রহ্মপুত্র তীরে আসিয়া বহু লোক সমবেত হইল, কতকগুলি বরকন্দাজ সহ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবও আসিলেন। সাহেবেরা বলিলেন, লোক দেখিয়া সিপাহীরা এ পারে পঁহুছিতে সাহস পায় নাই।

**ব্রেনেণ্ড সাহেবের ডাইরি :** ঢাকায় সিপাহীবিদ্রোহের দৈনিক বিবরণীতে ঢাকা কলেজের তৎকালীন প্রিন্সিপ্যাল ব্রেনেণ্ড সাহেব লিখিয়াছেন—

"২৮শে নভেম্বর—বিদ্রোহী সিপাহীদিগের মধ্যে ৪ জনকে ফাঁসি কাষ্ঠে লম্বিত করা হইয়াছে। আরও কতকগুলিকে ঐ দণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে। ২৯শে নভেম্বর—আমরা সপ্তাহ ব্যাপিয়া ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্টবাসীদিগের জন্য চিন্তিত ছিলাম। কারণ পলায়িত বিদ্রোহীগণ ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্টের দিকে ধাবিত হইয়াছিল।

"সৌভাগ্যের বিষয় যে সিপাহীগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু টুকের (ময়মনসিংহের) পথে যে দল অগ্রসর হইয়াছিল সে দল বৃহৎ ছিল। ঐ দলের সম্মুখ ভাগে ২০ জন অস্ত্রধারী ও তৎপশ্চাৎ একদল নিরস্ত্র সিপাহী ছিল। সন্তানসহ একটি স্ত্রীলোকও ঐ দলে ছিল। তৎপশ্চাৎ বহু আহত সিপাহী ও সকলের পশ্চাতে আর এক দল সশস্ত্র সিপাহী চলিয়াছিল।

"সিপাহী সৈন্য ময়মনসিংহ শহরের নিকটবর্ত্তী হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব একদল বরকন্দাজ সহ তাহাদের গতিরোধ করিতে অগ্রসর হন। সিপাহীগণ ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত যুদ্ধ করিতে অসম্মত হইয়া জামালপুর অভিমুখে প্রস্থান করে।"

সিপাহীগণ জামালপুরে না গিয়া ময়মনসিংহ ত্যাগ করিয়া উত্তর-পশ্চিম পথে চলিয়া যায়। ময়মনসিংহে বিদ্রোহী সিপাহী আসিতেছে শুনিয়া মুক্তাগাছার লক্ষ্মীদেব্যা ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগকে আশ্রয় দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। কোন কোন ইংরেজ তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ·করিয়াছিলেন।

**ইংরেজ কর্ম্মচারীগণের সহর ত্যাগ :** কেহ কেহ ধনী গৃহ অপেক্ষা পল্লীগ্রামের কৃষক গৃহে আশ্রয় স্থান নিরাপদ মনে করিয়াছিলেন। জর্জ টার্টার সাহেব স্ত্রী পুত্র লইয়া সৈদগাঁয়ের মাণিক মণ্ডলের গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন। মাণিক মণ্ডল সাহেবের অবস্থা ভাবিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছিল— "হুজুর! আমরা ২৫ জন জোয়ান আদমি থাকিতে তোমার শরীরে কে হাত দিতে পারে? কোন ভয় নাই—?

সাহেব নাকি তদুত্তরে বলিয়াছিলেন— "মণ্ডল, বাঙ্গালীকা কুছ্ পরোয়া নেহি—হামলোক শুন্তেহে কে খালি 'টুপিওয়ালাকো মারতেহে।"

এই "টুপিওয়ালা কো মারতেহে" কথাটী আজ পর্যন্তও প্রচলিত আছে। সিপাহীবিদ্রোহ এই জেলায় এইরূপ একটা আতঙ্ক মাত্রই আনিয়াছিল। সিপাহীবিদ্রোহের পর হইতে দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে।

# দ্বাদশ অধ্যায়

শিক্ষা ধর্ম্ম সমাজ সাহিত্য ও রাজনীতি— প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি, পাঠশালা, ছাত্রবেতন, ছাত্র-শাসন, টোল, মুদ্রিত গ্রন্থ, দেশী কাগজ, আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি, ইংরাজী শিক্ষার প্রতি হিন্দুসমাজের ভাব, ইংরাজী শিক্ষিতের আদর, হিন্দু-মুসলমান ও বৈষ্ণব সমাজ, পশ্চিম ময়মনসিংহের সমাজ, পূর্ব্বময়মনসিংহের সমাজ, সমাজের শক্তি, ইংরেজি শিক্ষার বিরোধী সমাজ, ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অধ্যাবসায়, নসিরাবাদে কেশব সেন, স্ত্রী-শিক্ষা, নাসিরাবাদে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, হিন্দুমতে বিধবাবিবাহ, হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞান প্রদায়িনী সভা, খ্রিস্টধর্ম্মে দীক্ষা, নববিধান সমাজ, ব্রাহ্মমতে বিধবাবিবাহ ও গন্ধর্ব্ববিবাহ, প্রচারকগণ, কিশোরী ভজন; রুচি, সমাজের অবস্থা, সহমরণ; সাহিত্য; রাজনীতি, সভাসমিতি, বঙ্গবিভাগ ও স্বদেশী আন্দোলন।

**শিক্ষা, ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য ও রাজনীতি**

**প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি :** সেকালে শিক্ষাদানের জন্য আধুনিক প্রকৃতির কোন স্কুল কলেজ স্থাপিত ছিল না। এবং শিক্ষাদান করিয়া অর্থ লইবার প্রথাও প্রচলিত ছিল না। পল্লীর কোন ভদ্রলোকের গৃহে একটি ছাত্র থাকিলে ঐ ছাত্রের অভিভাবকই তাহাকে পড়াইতেন। তাহার সঙ্গে একে একে গ্রামের বহু ছাত্র আসিয়া শিক্ষিত হইত। অতি প্রাচীন কালে ভূর্জ্জপত্রে কঞ্চির লেখনী দ্বারা সকলকেই লিখিতে হইত। চাউল পুড়াইয়া হাঁড়ির কালী দ্বারা কালী প্রস্তুত হইত। বৃদ্ধরা তাহা ব্যবহার করিতেন। বালকেরা নিজেরা লাউ পাতায় হাঁড়ির কালী মাখিয়া জলে চিপিয়া সহজ প্রণালীতে কালী প্রস্তুত করিয়া লইত। বালকেরা ভূর্জ্জপত্রে বা তালপত্রে পার্শী ও বাঙ্গালা অক্ষর লিখিত ও অঙ্ক করিত। পাঠ শেষ হইলে দোয়াত কলম ও লিখা একত্র রাখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক "জয় জয় দেবী চরাচর সার" ইত্যাদি স্ত্রোত্র পাঠ করতঃ ভক্তি ভাবে শেষ প্রণাম করিয়া উঠিয়া গুরুকে প্রণাম করিত। এইরূপ সকাল ও বিকাল দুই বেলা লিখিবার প্রথা ছিল। তখন বালকদিগের পড়িবার মুদ্রিত কোন পুস্তক ছিল না। বৃদ্ধেরা দ্বিপ্রহরে হস্তলিখিত রামায়ণ, মহাভারত, পদ্মাপুরাণ, দুর্গাপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিতেন। স্নান না করিয়া ঐ সকল গ্রন্থ পাঠের বিধি ছিল না।

**পাঠশালা :** ইংরেজ শাসনে এতদ্দেশে পাঠশালার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। গ্রামের কোন এক ব্যক্তি গুরু মহাশয়ের বা এলেমির পদ গ্রহণ করিয়া গ্রামের ধনীগৃহের চণ্ডিমণ্ডপে বা আটচালা ঘরে পাঠশালা বা মক্তব খুলিয়া বসিতেন। গুরু মহাশয়দিগের পাণ্ডিত্যের বিশেষ কোন প্রয়োজন হইত না। বেত্রহস্তে যিনি যত অধিক আস্ফালন করিতেন ও দুষ্ট ছাত্রকে দমনে রাখিতে পারিতেন তিনিই উপযুক্ত গুরু মহাশয় বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতেন। এই সময় বালকেরা কলার পাতে লিখিত। পড়িবার পুস্তক তখনও মুদ্রিত হয় নাই। ছাত্রদিগকে বসিবার জন্য নিজ নিজ গৃহ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাটি লইয়া যাইতে হইত। গুরু মহাশয় মধ্যগৃহে জলচৌকিতে উপনিবেশ করিতেন। তাঁহার পায়ে কাষ্টপাদুকা ও গলদেশে দ্বিতীয় বস্ত্র থাকিত।

বালকদিগের স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, কড়াকিয়া, গণ্ডাকিয়া, কাঠাকালি, ইত্যাদি লিখিবার বিষয় ছিল।

**ছাত্র বেতন :** গুরু মহাশয় ছাত্র বেতন বাবতে নগদ পয়সা পাইতেন না। নির্দ্দিষ্ট হারে ধান্য পাইতেন। ইহার উপর পরি পার্ব্বণে কলাটা, মূলাটা, তরি তরকারি, উপরি পাওনাও

ছিল। গুরু মহাশয়ের বাড়ীর হাট বাজার বালকেরাই করিয়া দিত। গৃহ-প্রাঙ্গণের ক্ষেত্র কর্ষণ, তরকারী ইত্যাদির গাছ রোপণ তাহাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য ছিল। গ্রামে গুরু মহাশয়গণের অদ্বিতীয় ক্ষমতা ছিল।

**ছাত্র শাসন :** এই সময়ের ছাত্র শাসন প্রথা বড়ই ভয়ানক ছিল। ১৮৩৪ সালে মিঃ এডাম এতদ্দেশীয় শিক্ষার অবস্থা পরিদর্শন জন্য জেলায় জেলায় গমন করেন। তাঁহার প্রদত্ত বিবরণীতে চতুর্দ্দশ প্রকারের শাস্তির কথা লিখিত হইয়াছে। এই সকল শাস্তি—ত্রিভঙ্গী, লাড়ু গোপাল, সূর্য্যমুখী, প্রভৃতি নামে অভিহিত হইত। পাঠশালার এই শিক্ষা কোন প্রকারে নিজ নাম দস্তখত শিক্ষা ও জমিদারী মহাজনী কার্যের উপযোগী হইলেই চলিত।

**টোল :** পাঠশালায় শিক্ষা সমাপ্ত হইলে টোলে ব্যাকরণ শিক্ষা আরম্ভ হইত। সেখানেও হস্তলিখিত গ্রন্থ পাঠ করিতে হইত। টোলের ছাত্রেরা 'পড়ুয়া' ও গুরু 'মহাশয়' নামে অভিহিত হইতেন। টোলের ছাত্রেরা গুরুকে পিতা অপেক্ষা অধিক ভক্তি করিত। বহু স্থানের লোক আসিয়া গুরুর গৃহে থাকিয়া পাঠ করিত। গুরুগৃহের যাবতীয় কার্য পড়ুয়াদের কর্ত্তব্য কার্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। প্রাচীন গুরুগৃহের চিত্র স্বর্গীয় চিত্র প্রকটিত করে।

**মুদ্রিত গ্রন্থ :** কিছুকাল পরে ছাপার পুস্তক প্রকাশিত হয়। "শিশুবোধক'ই বোধ হয় প্রথম শিশুপাঠ্য গ্রন্থ। বয়স্কদিগের জন্য ইতঃপূর্ব্বে বত্রিশসিংহাসনের পুঁথি বিলাত হইতে মুদ্রিত হইয়া আসিয়াছিল। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে কাঠের অক্ষরে লণ্ডন নগরে এই বাঙ্গালা গ্রন্থ মুদ্রিত হয়।

**দেশী কাগজ :** এই সময় এ জেলায় দেশী কাগজ প্রস্তুত হইত এবং তাহাই দলিলপত্রে ও জমিদারী কার্য্যে ব্যবহৃত হইত। এ জেলায় প্রস্তুত কাগজ সমূহের মধ্যে কেল্লাতাজপুরের ও আটীয়ার কাগজ অতি প্রসিদ্ধ ছিল। ১৮৪৩ সনের জানুয়ারি মাস হইতে নসিরাবাদ জেল খানাতেও কাগজ প্রস্তুত করার কারখানা স্থাপিত হয়।

**আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি :** ক্রমে শিক্ষাপদ্ধতি উন্নত হইয়া আধুনিক পদ্ধতিতে পরিবর্ত্তিত হয় ও গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে এ জেলার স্থানে স্থানে বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপিত হইতে থাকে। ১৮৪৬ সালে নসিরাবাদ হার্ডিঞ্জ স্কুল ও গ্রামে গ্রামে আরও কয়েকটী গবর্নমেন্টের বাঙ্গালা স্কুল স্থাপিত হয়। এবং ক্রমে ১৮৫৩ সনে নসিরাবাদে ইংরাজী বিদ্যালয় (জেলা স্কুল) স্থাপিত হয়।

**ইংরাজী শিক্ষার প্রতি হিন্দুসমাজের ভাব :** জেলায় ইংরজি স্কুল স্থাপিত হইলে দেশে যাঁহারা শিক্ষিত ও বড়লোক বলিয়া পরিচিত ছিলেন তাঁহারাই কেবল তাঁহাদের ছেলেদিগকে ইংরাজী স্কুলে পড়িতে দিলেন। অনেক নিষ্ঠাবান হিন্দু ইংরাজী স্কুলকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। ইহাতে নগরে ও মফস্বলে দুই দলের সৃষ্টি হইল। এক দল বলিত "বণিক ফিরিঙ্গিরা ইংরাজী পড়াইয়া জাতি নষ্ট করিতে আসিয়াছে, নতুবা নিজ ব্যয়ে এরূপ স্কুল দেওয়ার প্রয়োজন কি? অন্য দল প্রতিবাদ করিয়া বলিত "আমাদিগকে শিক্ষিত করিয়া কার্য্যকারী করিবার জন্য গবর্ণমেন্ট এইরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছেন।" বহু দিন এই দুই মতের বিরোধ চলিয়াছিল। তখন যাঁহারা কার্যোপলক্ষে ময়মনসিংহ থাকিতেন তাঁহাদের অতি নিকট আত্মীয়, পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয় ব্যতীত অন্য কোন ছাত্র ইংরাজী বিদ্যালয়ে যাইত না। এবং ইহার মধ্যেও ৩/৪ ছাত্র ভিন্ন জেলাবাসী ছিল। অতঃপর ধর্ম্ম বিরোধে এই উভয় মত আরও দৃঢ় হইয়া যায়।

**ইংরাজী শিক্ষিতের আদর :** যাহা হউক, তখন ইংরাজী শিক্ষা জনসাধারণের নিকট ঘৃণার বিষয় হইলেও, দেশে ইংরাজী শিক্ষিতের প্রভূত আদর ছিল। জেলা কালেক্টরের হেড্ কেরাণী কালী বাবুকে দেখিবার জন্য তাঁহার বাসায় লোক ঝুঁকিয়া জড়িত। কালী কেরাণী বিকাল বেলায় নদীর পাড়ে বেড়াইতে বাহির হইলে তাহার পশ্চাতে বহু লোক জুটিত।

তাঁহার মুখে ইংরাজী মতে কাশি, ইংরাজী হাঁটা, ইংরাজী কায়দা, সকলি তখনকার উন্নতিশীল যুবকগণের অনুকরণের বিষয় হইয়াছিল। বি, এ, এম, এ, পাশ তখনও এ জেলায় প্রবেশ করে নাই। ১৮৬৬ সনে কিশোরগঞ্জ মহকুমার কালীনাথ ধর ও টাঙ্গাইল মহকুমার প্যারীমোহন বিশ্বাস প্রথম বি,এ, পাশ করিয়া আসেন। ইঁহারা দুইজনই ময়মনসিংহের প্রথম বি,এ,। ১৮৬৭ সনে প্যারীমোহন বিশ্বাস এম, এ ও ১৮৬৮ সনে আনন্দমোহন বসু এম, এ, পাশ করেন। তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য লোকে লোকারণ্য হইত। বহু দূরবর্ত্তী গ্রামের লোকও ইংরাজীর বি, এ, এম, এ, পাশ দেখিয়া চক্ষের তৃপ্তি সাধন করিতে আসিত। এইরূপ ইংরাজী পাস ছেলে দেখিবার সাধ থাকিলেও, দেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের ইচ্ছা অধিকাংশেরই ছিল না। সুতরাং প্রথম ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনের পর বহু দিন পর্যন্ত এই বিস্তৃত জেলার জন্য এই একটি ইংরেজী বিদ্যালয়ই প্রচুর ছিল বলিয়া মনে হয়। অপর পক্ষে বঙ্গ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৮৬৭ সন পর্যন্ত পূর্ব্ব ময়মনসিংহে ৭০টি ও পশ্চিম ময়মনসিংহে ৩৮টি হইয়াছিল। পূর্ব্ব ময়মনসিংহে ৭০টির মধ্যে ১৭টিতে ও পশ্চিম ময়মনসিংহের ৩৮টির মধ্যে ৯টিতে অল্প অল্প ইংরাজী অধ্যয়ন চলিত। প্রথম ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনের সতর বৎসর পরে ১৮৭০ সনে টাঙ্গাইল জাহ্নবী স্কুল স্থাপিত হয়। এবং ইহার ১২ বৎসরের পরে কিশোরগঞ্জ ও জামালপুরে উচ্চ শিক্ষার বন্দোবস্ত হয়। অতঃপর বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে এ জেলায় দশটি নতুন এন্ট্রেন্স স্কুল ও দুইটি কলেজ স্থাপিত হইয়া এ জেলার শিক্ষা বিস্তারের সাহায্য করিতেছে।

**হিন্দু, মুসলমান ও বৈষ্ণব সমাজ :** ষোড়শ শতাব্দীতে এ জেলায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রবল বাতাস আসিয়া জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। এবং হিন্দু ও মুসলমান সমাজকে কিছু দিনের জন্য আংশিক ভাবে বিব্রত করিয়া তোলে। তখন মুসলমান রাজা জেতা, হিন্দু বিজিত। সুতরাং বৈষ্ণব মতের আবির্ভাব হিন্দু সমাজকেই অধিক পরিমাণে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিল। এই সংঘর্ষণ কিছু দিন চলিয়াছিল। ইতিমধ্যে সাম্যনীতির দোহাই দিয়া বহু অধস্তন জাতি আসিয়া বৈষ্ণব সমাজের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া দেয়। বহু হীন জাতিয়ের সম্মিলনে বৈষ্ণব সমাজ মলিন হইয়া যায় এবং সমাজের সংস্কার আবশ্যক হইয়া পড়ে। অতঃপর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে জাতিভেদ প্রথা স্থাপিত হয়। জাতিভেদ প্রথা রক্ষা করিয়াও বৈষ্ণব সমাজের ব্রাহ্মণ নেতাগণ তাঁহাদের ক্ষমতা বর্ত্তমান রাখিতে চেষ্টা করিলেন। তাহা বর্ত্তমান সময় পর্যন্ত সমাজে অব্যাহত ভাবে পরিচালিত হইতেছে। শিষ্যব্যবসায়ী বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণ অতি নিম্ন সমাজের হিন্দুকেও মন্ত্র প্রদান করিতে পারেন।

**পশ্চিম ময়মনসিংহের সমাজ :** মুসলমান শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে এ জেলার কোন অংশে বল্লালী কৌলিন্য প্রথা প্রবেশ করে নাই। বর্ত্তমান সময়ে পশ্চিম ময়মনসিংহের সমাজে বল্লালী কৌলিন্য প্রথার চিহ্ন পাওয়া যায়। এই সমাজ ৪০০ বৎসরের অধিক কাল হয় গঠিত হয় নাই। এই সমাজের উপর মুসলমানের প্রভাব অধিক লক্ষিত হয় না।

**পূর্ব্ব ময়মনসিংহের সমাজ :** পূর্ব্ব ময়মনসিংহে বল্লালী কৌলিন্য প্রবেশ করে নাই। এই সমাজের উপর মুসলমানের প্রভাব অতিশয় অধিক মাত্রায় লক্ষিত হয়। জঙ্গল বাড়ীর দেওয়ান, তাঁহাদের বংশধর ও পারিষদগণের প্রভাবে পূর্ব্ব ময়মনসিংহের হিন্দু সমাজ, গঠিত ও পরিচালিত হইত। দেওয়ানদিগের অধীনে যাঁহারা প্রধান কার্যকারকের পদে কার্য করিতেন তাঁহারা রায় ও যাঁহারা নায়েবের কার্য করিতেন, তাঁহারা চৌধুরী উপাধি পাইতেন। এইরূপ বিভিন্ন কার্যের জন্য মজুমদার, খাশনবিশ, কারকুন, শিকদার, তহবিলদার, খাঁ প্রভৃতি উপাধি

প্রদত্ত হইত। সমাজে এই উপাধির প্রচুর সম্মান ছিল এবং তাহা বংশধরগণক্রমে বর্ত্তিত। উপাধি অনুসারে এই সম্মানিত ব্যক্তিগণই সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতেন।

**সমাজ শক্তি :** তখন সমাজের শক্তি অপরিসীম ছিল। সমাজে বিচার ও শাসন বিভাগের কার্য সম্পাদিত হইত। সমাজের মীমাংসার উপর কথা বলিবার কেহ ছিল না। সমাজের শাসন উপেক্ষা করিলে বিশেষ দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। হুকা বন্ধ, জল বন্ধ, প্রভৃতি দণ্ড সমাজে প্রচলিত ছিল। এইরূপ অপ্রতিহত প্রভাবে হিন্দু সমাজ চলিয়া আসিয়া উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে ভাগে উপনীত হয়। এখনও অনেক অন্ত্যজ জাতীয়দিগের মধ্যে এইরূপ সামাজিক বা পঞ্চান্নতি বিচার প্রচলিত আছে।

**ইংরাজী শিক্ষার বিরোধী সমাজ :** এই সময় এ জেলার ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন লইয়া গ্রাম্যসমাজে প্রতিবাদের ধ্বনি উত্থিত হয়। প্রাচীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও নিষ্ঠাবান কায়স্থ বৈদ্যগণ ইংরাজী শিক্ষার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। ক্রমে গবর্নমেন্টের ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে লোকের মনে সন্দেহের ছায়া পড়িল— তাঁহারা বলিতে লাগিলেন— "ফিরিঙ্গীরা দেশ খ্রিস্টাং করিয়া ফেলিবে।" যাঁহারা বাঙ্গালা পড়াইবার জন্য নসিরাবাদে ছেলে রাখিয়াছিলেন তাঁহারা ছেলেকে বাড়ি লইয়া গিয়া পাঠশালায় রাখিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গৃহে টোলের সংখ্যা বাড়িয়া গেল। হিন্দু সমাজে বিপ্লব আরম্ভ হইল। ১৮৫৩ সনের ৩রা নবেম্বর ময়মনসিংহ নগরে গবর্ণমেন্টের ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হয়।

**ব্রাহ্মধর্মের আন্দোলন :** ১৮৫৪ সনে শহরের ঈশানচন্দ্র বিশ্বাস, ত্রিপুরাশঙ্কর গুপ্ত, গোবিন্দচন্দ্র গুহ প্রভৃতি শিক্ষিত লোক ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আলোচনা আরম্ভ করিয়া সহরে তুমুল আন্দোলন স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিলেন। নিষ্ঠাবান হিন্দুরা আপন আপন ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয় প্রভৃতি লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বাসায় বাসায় যেখানে সেখানে ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোচনা হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বার বৎসর কাটিয়া গেল। ব্রাহ্মধর্ম্মের কোলাহল সহর জয় করিয়া পল্লীতে পল্লীতে প্রবেশ করিল।

**নসিরাবাদে কেশব সেন :** ১৮৬৬ সনে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক কেশবচন্দ্র সেন নসিরাবাদ নগরে আগমন করিলেন, তাঁহার আগমনে নসিরাবাদ ব্রাহ্ম সমাজ সজীব ভাব ধারণ করিল। মুক্তাগাছার অমৃত নারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী তাম্বু গৃহ প্রস্তুত করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। ১৮ই অগ্রহায়ণ কেশব বাবু "জীবনে ধর্ম্ম" সম্বন্ধে ইংরাজী বক্তৃতা প্রাদান করিলেন। তৎপর দুই দিবস বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা শুনিয়া বহু লোক ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। হিন্দু সমাজে আতঙ্ক উপস্থিত হইল।

**স্ত্রী-শিক্ষা :** অবসর বুঝিয়া একদল উন্নতিশীল যুবক স্ত্রী-শিক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সহরের তারকনাথ সেন, রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভুবনেশ্বর সিংহ, পার্ব্বতীচরণ রায় ও হরকিশোর রায় প্রভৃতির চেষ্টায় কালীচরণ ঘোষের বাড়ীতে এক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল।

**নাসিরাবাদে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী :** বহু যুবক ব্রাহ্মদলে মিশিতেছে দেখিয়া সহরের নিষ্ঠাবান হিন্দুগণ ব্রাহ্মদিগের প্রতি কিছু অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা ভয় পাইলেন না। ১৮৬৭ সনে ব্রাহ্ম সমাজের আহ্বানে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এই নগরে উপনীত হইলেন। ব্রাহ্মগণ শক্তি সঞ্চয় করিয়া আরও সজীব হইয়া উঠিলেন। ৩০শে মাঘ বিজয়কৃষ্ণ "ব্রাহ্মধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রাদান করেন। বিজয়কৃষ্ণের বক্তৃতায় কয়েকজন হিন্দু স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিলেন।

**হিন্দুমতে বিধবা বিবাহ :** এই সময় হিন্দু মতে বিবাহ দিবার ধুম দেশে প্রবাহিত

হইতেছিল। ময়মনসিংহের কালীনাথ দে এই সময় হিন্দু মতে বিধবা বিবাহ করিলেন। হিন্দু সমাজে হৈচৈ পড়িয়া গেল। হিন্দুদিগের চৈতন্য হইল। তাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞান-প্রদায়িনী সভার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন।

**হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞান প্রদায়িনী সভা :** ১২৭৩ সনের ১৩ই ফাল্গুন (১৮৬৭) জমিদার শম্ভুচন্দ্র রায়ের বাসাতে নগরের হিন্দুগণ সমবেত হইয়া "হিন্দু-ধর্ম্ম জ্ঞান প্রদায়িনী সভার" প্রথম অধিবেশন করেন। মশুয়ার হরিকিশোর রায় সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ঐ সভার এককালীন ৫০০০/- ও মাসিক ৩০/- চাঁদা স্বাক্ষরিত হয়। রাজা রাজকৃষ্ণ সিংহ, সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, রাজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী, রামজয় মজুমদার, বামাসুন্দরী দেব্যা, শম্ভুচন্দ্র চৌধুরী, তারিণীকান্ত লাহিড়ী, কাশীকিশোর রায়, হরিশ্চন্দ্র চৌধুরী, শ্রীধর আচার্য্য চৌধুরী প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য লোকের পক্ষ হইতে স্বাক্ষর প্রদত্ত হয়। ১৩ই তারিখ হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞান প্রদায়িনী সভা স্থাপিত হইলে ১৫ই তারিখে পুনরায় বিজয়কৃষ্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। এইরূপ হিন্দু ও ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিদ্বন্দ্বী আন্দোলনের স্রোত খরবেগে প্রবাহিত হইতে থাকে।

এদিকে হিন্দু ও ব্রাহ্মদলের প্রবল দলাদলি চলিতে লাগিল। অপর দিকে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিয়ে গেল।

**খ্রিস্টধর্ম্মে দীক্ষা :** হিন্দু ও ব্রাহ্ম দ্বন্দ্বে অবসর পাইয়া খ্রিস্টান মিশনারি আপন কার্য উদ্ধার করিলেন। ১৮৬৭ সনে পাদরী বিয়ন সাহেব জেলাস্কুল গৃহে দুইটি হিন্দুকে খ্রিস্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া ফেলিলেন। হিন্দু সমাজে আরও কোলাহল উত্থিত হইল।

**নববিধান সমাজ :** ১৮৭৭ সনে কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা বিবাহ লইয়া নববিধান সমাজের নূতন আন্দোলন উপস্থিত হয়। সহরের ব্রাহ্ম সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া, সাধারণ ও নববিধান এই দুই দলে পরিণত হয় এং তাহাতে ভয়ানক দলাদলির সূত্রপাত হয়। এই নূতন ঘটনা ঘটিয়া ব্রাহ্ম সমাজের শক্তি হ্রাস করিয়া ফেলিল।

**ব্রাহ্ম মতে বিধবা বিবাহ ও গন্ধর্ব্ব বিবাহ :** ১৮৭৩ সনে শ্রীনাথ চন্দ তাঁহার বিধবা ভগ্নীকে ব্রাহ্ম মতে বিবাহ দিয়াছিলেন ১৮৭৬ সনে তিনি নিজে বিধবা বিবাহ করিলেন। এবং কিছু দিন পর নেত্রকোণা মহকুমার জনৈক হিন্দু যুবক গন্ধর্ব্ব বিবাহের পক্ষপাতী হইয়া উঠিল। হিন্দু সমাজ তাহাকে প্রশ্রয় না দেওয়ায় যুবক ব্রাম্মধর্ম্ম অবলম্বন করে। এইরূপে বহু হিন্দু সমাজ সংস্কারের দলে মিশিয়া যাইতে লাগিল। হিন্দুরা ছেলেদিগকে রক্ষা করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

**প্রচারকগণ :** এইরূপ দলাদলি ও আন্দোলনে দেশ জাগ্রত হইতে লাগিল। খ্রিস্টানগণ ও ব্রাহ্মগণ বক্তৃতার মোহিনী শক্তিতে লোকের মন ভুলাইতেছেন দেখিয়া হিন্দুগণ বক্তৃতার পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন। ইতঃপূর্ব্বে জ্ঞান-প্রদায়িনী সভার একজন পাঠক প্রতি রবিবারে পুরাণ পাঠ করিয়া তাহা গীতচ্ছন্দে সকলকে শুনাইতেন। এই গীত শুনিবার জন্য বৃদ্ধেরাই সমবেত হইতেন। এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকগণের বক্তৃতায় যুবকেরা বিভোর হইয়া যাইতেছেন দেখিয়া হিন্দু সভাতেও বক্তৃতার আবশ্যকতা অনুভূত হইল। অতঃপর হিন্দু সমাজ পণ্ডিত কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশকে হিন্দু সভায় বক্তৃতা করিতে আনয়ন করেন। ইহাতে ব্রাহ্ম সমাজও রামকুমার বিদ্যারত্নকে আনয়ন করেন।

ক্রমে ১২৯৪ সনে কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন আসিয়া হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া বহু লোককে বিমুগ্ধ করেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের বক্তৃতায় গ্রামে গ্রামে হিন্দু সভা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বহু হিন্দু যুবক হিন্দু ক্রিয়াকলাপে আসক্ত হন।

অতঃপর ১৩০৭ সনে কাহান চাঁদ নামক আর্য্য-বাল-সমাজ-ভুক্ত জনৈক ব্যক্তির

আগমনে নসিরাবাদ নগরে এক নতুন ধর্ম্মান্দোলনের স্রোত প্রবাহিত হয়। বহু ব্যক্তি কাহানচাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া আন্দোলনের বিপুলতা প্রতিপাদন করেন।

১৩০৯ সনে আনি বেসান্তের আগমন হয়। তিনি দুর্গাবাড়ীতে হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

অনেক দিন হইতে এই জেলার নানা স্থানে 'কিশোরী ভজনের' দল গঠিত হইয়াছিল এবং এই সম্প্রদায় ধর্ম্মের নামে সমাজে ঘোর কলঙ্ক আনয়ন করিতেছিল। সমাজের নেতাগণের উদযোগে অল্পেই সেই ব্যভিচার নিবারিত হইয়া যায়।

**রুচি :** সেকালের লোকের রুচির তেমন প্রশংসা করা যায় না। অনেক স্থলে অশ্লীলতা সমাজের নিত্যসহচর ছিল। অশ্লীল গান, অশ্লীল আমোদ ইত্যাদি সমাজের নেতাগণ বিশেষ ভাবে প্রশ্রয় দিতেন, কবির লড়াই বা ছড়া পাঁচালীতে যে আসরে যে যত অধিক অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দিতে পারিত তাহার বাহবা তত অধিক পড়িত। ভদ্রলোকের বাড়ীতে পূজা পার্ব্বণে "গুরমার" গান হইত, এই গুরমার (নপুংসকের) গান অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ। দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা এই অশ্লীলতার পক্ষপাতী ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে এই সম্প্রদায়ের সঙ্গীত প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

প্রাচীন সমাজে পুরুষের ব্যভিচার স্রোত প্রবল ছিল। এই ব্যভিচার নানারূপে সম্পাদিত হইত। সমাজে নেতাগণও উপপত্নী রক্ষাকে দূষণীয় মনে করিতেন না। এই উপপত্নী গর্ভজাত সন্তানগণ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইত না। বরং অনেক স্থলে বিবাহিত পত্নীর গর্ভজাত পুত্র অপেক্ষা দাসীপুত্র পৈত্রিক সম্পত্তির অংশ অধিক পাইত। এবং ঐ উপপত্নীর সন্তানেরাও সমাজে কৃষ্ণ পক্ষ ও শুক্ল পক্ষের ন্যায় সমভাবে উত্তীর্ণ হইয়া আসিত। যাঁহারা বিদেশে বা সহরে বাস করিতেন তাঁহারা গণিকা সেবা করিতেন। এই সকল কার্যে যে যত অর্থ ব্যয় করিতেন, তিনি তত সম্মানের পাত্র ছিলেন।

বাঙ্গালা মদের প্রচলন অব্যাহত গতিতে প্রচলিত ছিল। পূজা পার্ব্বণে মদ ও মাদক দ্রব্য না হইলে তাহা অঙ্গহীন হইত। অনেকে প্রাত্যহিক শিব পূজায় মদ নিবেদন করিয়া প্রসাদ লইতেন।

এইরূপ ব্যভিচার স্রোত প্রবাহিত থাকা কালেও দেশে দেবোপম লোকের অভাব ছিল না। ঐ সকল দেবোপম লোককে ব্যভিচারী নেতারাও ভয় এবং সম্মান করিতেন।

নসিরাবাদ সহর তখন "বাইঙ্গন পুড়া সহর" বলিয়া খ্যাত ছিল। নসিরাবাদের বেগুন অতি উৎকৃষ্ট ছিল। বেগুন ব্যতীত আর কিছু পাওয়া যাইত না। সকলই বেগুন পুড়া ভাত খাইতে হইত। নসিরাবাদের বেগুন সহযোগে থাল ভরা ভাত তৃপ্তির সহিতই খাওয়া যাইত।

গান বাজনার আমোদের মধ্যে কবি, ঘাট, গুরমা, ভক্তিয়া, বাই, ভাষান, খুব আমোদপ্রদ ছিল। কেন্দুয়ার বাই সর্ব্বত্র পরিচিত ছিল। কেন্দুয়ার বাই ঢাকা প্রভৃতি ভিন্ন জেলাতেও পরিচিত ছিল। সঙ্গীত সাধারণত সারেন্দা, বেহালা, খোল, করতাল, মন্দিরা ও ঢোলকের সাহায্যে হইত।

কজ্জনা ও চন্দ্রকোণার ধুতি ভদ্রলোকের ব্যবহারের ধুতি ছিল। স্ত্রীলোকেরা গণফেস, মেঘডুম্বুর, রাসমণ্ডল প্রভৃতি "তোলা কাপড়" রূপে ব্যবহার করিত, তঞ্জাব, মসলিন, জামদানি, জঙ্গিল খাসা প্রভৃতি ধনীগৃহে ব্যবহৃত হইত। পুরুষ লোকের বাবরী বা লম্বা চুল রাখার সখ ছিল। অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকেরা শরীরে "আঙ্গারখা" ও পায়ে দিলুয়ালী বা নাগরাই জুতা ব্যবহার করিতেন। বড় লোকেরা থানচাঙ্গ, দোলা ও মহাপায়ায় গমনাগমন করিতেন।

যাঁহারা হাঁটিয়া যাইতেন তাঁহাদেরও পশ্চাতে বাহকগণ আরাঙ্গী ছাতি লইয়া যাইত। সাধারণ গৃহস্থেরা ২॥ হাতি যুগীর "ঠেটি" কোমরে পেচ দিয়া বা নেংটীরূপে পরিধান করিত। সাধারণ ভদ্রলোকেরা অপেক্ষাকৃত বড় যুগীর ধুতি পরিধান করিতেন।

ছেলে পেলেরা ৮-১০ বৎসর পর্যন্ত নেংটাই থাকিত। ঐরূপ ছেলেদিগের হাতে বাজু ও বালা, গলায় মালা ও অন্যান্য অলঙ্কার থাকিত। বৃদ্ধেরা একবস্ত্রে গৃহ হইতে বাহির হইতেন না।

স্ত্রীলোকদিগের অলঙ্কার অর্থ রক্ষার জন্য করা হইত। স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কারের মধ্যে মাথার ফেচুয়া, গলার হাসলি, নাকের নথ, নাকফুল, বলাক ও হাতের কাটাবাজু, জসম, বাহু, কোমরের চন্দ্রহার, পায়ের বেকখারু, গোলখারু, হারবেকী প্রভৃতিই বিশেষভাবে আদর লাভ করিত। এইগুলি বর্ত্তমান রুচির বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছে। অতি নিম্ন শ্রেণীর মধ্যেও বর্ত্তমান সময়ে এইগুলি ব্যবহার করিতে প্রায় দেখা যায় না।

গোলন্দাজ, পলারি, তিরন্দাজ, শিকারী ও লাঠি খেলোয়াড়দিগের খুব সম্মান ছিল। জমিদার তালুকদারেরা প্রচুর অর্থ দ্বারা তিরন্দাজ, গোলন্দাজ, লাঠিয়াল প্রতিপালন করিতেন। ইহারা তীর, ধনু, কামঠা, টেটা, পেচ, কবচ, শাঙ্গ, বল্লাম প্রভৃতি ব্যবহার করিত। তখন তুড়াদার বন্দুক ছিল, পলিতা দ্বারা তাহাতে আগুন ধরাইতে হইত।

নৌকা দৌড়ান ও ঘুড়ী উড়ান বিশেষ আমোদের মধ্যে গণ্য ছিল। বড় বড় "ধাউশ" ঘুড়ী শণের সুতার দ্বারা উড়ান হইত। ষাঁড়ের লড়াই, মেড়ার লড়াই, বুলবুলের লড়াই, কুস্তী প্রভৃতি বিশেষ আমোদপ্রদ ছিল। এই সকল আমোদ প্রমোদের নির্দ্দিষ্ট সময়ও ছিল।

বালকেরা পূর্ব্বে হাডুডু, পলাপুঞ্জি, গোল্লা ছুট, মলদাইর প্রভৃতি খেলা খেলিত। রুচির পরিবর্ত্তনে বর্ত্তমান সময়ে এ সকল গুলির নাম পর্যন্তও লোপ পাইয়া যাইতেছে।

**সমাজের অবস্থা :** অল্পদিনের ভিতর এ জেলায় সামাজিক অবস্থায় অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। রাঢ়ী ব্রাহ্মণদিগের কন্যাপণ কমিয়া গিয়াছে। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে যে স্থলে ঐ সমাজের কন্যার পণ ৮০০।১০০০ টাকা ছিল, সেই স্থলে বর্ত্তমান সময়ে ৩০০ টাকার অধিক হয় না। বারেন্দ্র শ্রেণীতে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। রাঢ়ী বারেন্দ্রের মধ্যে বিবাহপ্রথা এখনও হয় নাই। বিলাতফেরতদিগকে সমাজে তুলিবার চেষ্টা হইতেছে। কায়স্থ বৈদ্যদিগের মধ্যেও বংশমর্যাদার দোহাই অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। এখন বংশমর্যাদা অপেক্ষা পাত্রমর্যাদার প্রতি সকলেই সমধিক লক্ষ্য করিয়া থাকে। কায়স্থ ও বৈদ্যের মধ্যে কোন কোন স্থানে সম্বন্ধ চলিতেছে।

অন্ত্যজ জাতিয়েরা এখন আত্মসম্মান বৃদ্ধি করিতে যত্ন করিতেছে। চণ্ডালেরা প্রামাণিক হইয়া নমঃশূদ্র পদবী লাভ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে যাহারা আরও অধিকতর উন্নতি-প্রয়াসী তাহারা কুদর জাতি বলিয়া পরিচিত হইতে চাহিতেছে। ইহাদের অনেকে কায়স্থ বৈদ্যের অন্ন গ্রহণ করে না। পূর্ব্বে নমঃশূদ্রেরা খাট (ডুলি) মহাপায়া বহন করিত, এখন তাহা করে না। শুঁড়ি বৈশ্য শ্রেণীর দাবী করিতেছে।

পূর্ব্বে সাধারণ মুসলমানেরা কামলা খাটিয়া কায়স্থের গৃহে অন্ন গ্রহণ করিত। এখন তাহা দূষণীয় বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে। এখন পেটারি, পোর্টমেণ্ট, বিছানা মুসলমান মজুর বহন করে না। পেটারা পোর্টমেন্ট, হইতে জিনিস খুলিয়া পৃথক পৃথক করিয়া বাঁধিয়া দিলে নিতে স্বীকৃত হয়।

সূত্রধরগণও কোন কোন স্থানে কায়স্থের অন্ন গ্রহণ করিতে আপত্তি করিতেছে। যুগী পৈতা ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিতেছে। মালী কৃষি কার্য নিয়া ব্যস্ত, ধোপা দোকান

করিয়া ক্রয় বিক্রয় করিতেছে। শূদ্র এখন আর "ভাণ্ডারী" বাচ্যে অভিহিত হইয়া গাড়ু-গামছা লইয়া "মালিক" বা "মুনিবের" পশ্চাতে চলিতে ইচ্ছুক নহে। এ দিকে কায়স্থ-বৈদ্য শূদ্রের পাকান্ন গ্রহণ জন্য লালায়িত। ব্রাহ্মণসন্তান পৈতা ত্যাগ করিতে পারিলে যেন বাঁচিয়া যায়। এইরূপে ব্যভিচার, অনাধিকার চর্চ্চা ও দলাদলি সামাজিক শক্তির অপচয় করিতেছে।

পূর্ব্বে এক একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের হস্তে এক একটি বৃহৎ সংসার সচ্ছন্দে পরিচালিত হইত। বৃদ্ধারা অশৌচগৃহের চিকিৎসা হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গাযাত্রার ফর্দ্দ পর্যন্ত করিয়া দিতে পারিতেন। এখন বৃদ্ধাদিগের ক্ষমতা খর্ব্ব হইয়া বধূদিগের হস্তে কর্ত্তৃত্বের ভার ন্যস্ত হইয়াছে। ইহার ফলে অনেক স্থলে এক একটি বৃহৎ পরিবার অষ্টধা বিভক্ত হইয়া স্বকীয় শক্তি হারাইতেছে ও সমাজের শক্তি খর্ব্ব করিতেছে। পূর্ব্বে স্ত্রীলোকেরা স্বামীর নাম, শ্বশুর-ভাসুরের নাম গ্রহণ করিতেন না। এমন কি ঐ নামের অক্ষর কোন নামে থাকিলে তাহাও গ্রহণ করিতেন না। অস্নাত-রন্ধন একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। স্বামী সহিত স্ত্রীর দিবসে আলাপ নীতিবিরুদ্ধ ছিল। বাটীর পুরুষদের আহার না হইলে একটি স্ত্রীলোকও আহার করিতেন না। সমাজের সে সকল রীতি নীতি একরূপ উঠিয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বে সরল বিশ্বাসের প্রভুত্ব ছিল। টাকা "লেনদেন" বা এইরূপ কোন কার্য করিতে হইলে একটা সাধারণ কথাবার্ত্তা হইত ও গৃহদেবতা গোপাল তাহার সাক্ষী থাকিতেন। লেখাপড়া হইলেও সাক্ষীর স্থলে গোপালের নামই থাকিত। ভক্তি ও বিশ্বাসের উপর কার্য চলিত।

**সহমরণ :** সহমরণ প্রথা এ জেলায় প্রচলিত ছিল। সরকারী কাগজপত্রে ১৮৩০ সন পর্যন্ত এ জেলায় সতীদাহ হইয়াছিল বলিয়া দেখা যায়।[১]

বহু পূর্ব্বে এ জেলার কোন কোন স্থানে নিম্ন শ্রেণীর শুদ্র জাতির মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল। নমশূদ্রের মধ্যে এখনও "নিকা"র প্রচলন আছে।

অতি প্রাচীনকাল হইতে এ জেলায় সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা হইয়া আসিতেছে।

**সাহিত্য :** ১৮৬৫ সনে নসিরাবাদে "লিটারেচার সভা" স্থাপিত হইয়া আধুনিক রকমের সাহিত্য চর্চ্চা আরম্ভ হয়। এরপর ক্রমে অন্যান্য স্থানেও সাহিত্য চর্চ্চা হইতে থাকে। গত অষ্টাবিংশ বার্ষিক সারস্বত কৃষিশিল্প প্রদর্শনী উপলক্ষে এই জেলার সাহিত্যের অবস্থা আলোচনার জন্য কৃষিশিল্প প্রদর্শনীর সহিত সাহিত্য-প্রদর্শনীও খোলা হইয়াছিল। এই সাহিত্য প্রদর্শনীতে এই জেলার আধুনিক লেখক-দিগের মুদ্রিত ও অমুদ্রিত গ্রন্থ ও জেলার প্রাচীন কবিদিগেরও বহু হস্তলিখিত গ্রন্থ প্রদর্শিত হইয়াছিল। গ্রন্থতালিকায় দেখা যায় ১২৬৮ সন হইতে ১৯০৪ পর্যন্ত সময়ের মুদ্রিত গ্রন্থ প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছিল। এবং ঐ সকল গ্রন্থের লেখকের সংখ্যা ৮০। ইহার মধ্যে ৩ জন স্ত্রীলোক ও ৭৭ জন পুরুষ। স্ত্রীলোক ৩ জনের ২ জন টাঙ্গাইল মহকুমার ও ১ জন কিশোরগঞ্জ মহকুমার। পুরুষ লেখক-দিগের ২৩ জন কিশোরগঞ্জ বিভাগের, ২১ জন টাঙ্গাইল বিভাগের, ১৫ জন সদর বিভাগের, ৯ জন নেত্রকোণা বিভাগের ও ৯ জন জামালপুর বিভাগের।

বর্ত্তমান সময়ে "আরতি" পত্রিকা দ্বারা ময়মনসিংহে সাহিত্যালোচনা হইতেছে।[২]

---

১। ১৮১৬ সনে ঢাকা বিভাগে ২৪ জন সতী সহমৃতা হন। Calcutta Review. No. XCII. ১৮৩১ সনের ১৩ই জানুয়ারী যিনি সহমৃতা হইয়াছিলেন তাঁহার নাম– ভবানীসুন্দরী দেবী, পতি শ্রীকান্ত শর্ম্মা, রাজপণ্ডিত, বয়স ৩১, মধুপুর থানা। এই সহমরণ জন্য তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট চিফ সাহেবকে নিজামতে বহু কৈফিয়ত দিতে হইয়াছিল।

২। সাহিত্যের বিস্তৃত বিবরণ ময়মনসিংহের বিবরণে দ্রষ্টব্য। ৬১-৮৫ পৃ.।

**রাজনীতি :** সেকালে ইংরেজ রাজপুরুষগণ এদেশীদিগের সহিত বিশেষভাবে মিলিয়া মিশিয়া চলিতেন। বিচারালয়েও হিন্দু মুসলমানের জন্য ধর্ম্মানুসারে পৃথক পৃথক বন্দোবস্ত ছিল। এই জেলার হিন্দু ও মুসলমানদিগের বিচারের জন্য দুইজন পৃথক বিচারক ছিলেন। একজন হিন্দু পণ্ডিত ও অপর মুসলমান কাজী। ১৮৩১ সনে এই জেলায় জালালুদ্দিন কাজী ও রামধন তর্কবাগীশ পণ্ডিত বিচারক ছিলেন। কাজী সাহেব মাসিক ২৪০/- ও পণ্ডিত ২০০/-- টাকা বেতন পাইতেন। বিচারালয়ে সাক্ষীদিগকে হলপ পড়াইবার জন্যও ২ জন পৃথক লোক নিযুক্ত ছিল। হিন্দু সাক্ষীদিগের হলপ বা প্রতিজ্ঞাপত্র পড়ান জন্য যে ব্যক্তি নিযুক্ত ছিল তাহার নাম বা উপাধি "গঙ্গাজলি" ও মুসলমান সাক্ষীদিগের পাঠকারীর নাম বা উপাধী "কোরাণী মুল্লা" ছিল। উহারা গঙ্গাজল বা কোরাণ স্বরূপ সম্মুখে দাঁড়াইত; সাক্ষী গঙ্গাজল বা কোরাণ প্রত্যক্ষ করিয়া প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করিত।

ঐ সময় দরিদ্র লোকদিগের নিকট হইতে বিনা কোর্টফিতেও দরখাস্ত লওয়ার নিয়ম ছিল। অর্থবান ও সম্মানিত লোকের কারাদণ্ড হইলে তাঁহারা কারাগারেও নৃত্যাগীতাদি শ্রবণ করিতেন এবং ইচ্ছামত সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিতেন। ময়মনসিংহের কোন জমিদারের কারাদণ্ড হইয়াছিল; তিনি জেলখানাতেই বাই খেমটার নাচ করাইয়াছিলেন।

সে সময় রাজব্যবস্থা বা আদেশের বিরুদ্ধে বা সপক্ষে বিশেষ কোন আলোচনা হইত না। ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি অত্যাচার বা অন্যায় ব্যবহার হইলে ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষ বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। এইরূপ বিদ্রোহ এ জেলায় ঘন ঘন হইয়াছিল। রাজকর্ম্মচারীগণ এই বিদ্রোহ দমনে বহু শক্তি ক্ষয় করিয়াছেন।

সিপাহী যুদ্ধের পর হইতে দেশীয় লোক রাজ-বিধি ব্যবস্থার আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

**সভা সমিতি:** ১৮৬৬ সনে সেরপুরে "বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের শাখা সভা" স্থাপিত হয়। উক্ত সভা প্রতিষ্ঠিত হইলে, ময়মনসিংহ জেলার জনসাধারণের মধ্যে রাজনীতি-আলোচনার সূচনা হয়। অতঃপর জেলার স্থানে স্থানে ভূম্যধিকারী সভার সৃষ্টি হইলে প্রজা এবং ভূম্যধিকারী সকলেই গবর্ণমেন্টের প্রস্তাবিত আইন কানুনাদি সম্বন্ধে আলোচনা ও মতামত প্রদান করিতে থাকেন। ক্রমে "ময়মনসিংহ সভা" স্থাপিত হইলে রাজনৈতিক চর্চ্চা এ জেলায় বিস্তৃতি লাভ করে। কলিকাতা হইতে সময় সময় ভারত সভার প্রতিনিধিগণ ময়মনসিংহে আসিয়া রাজনৈতিক আলোচনা করিতেন। ক্রমে মুসলমান সভা-- "আঞ্জুমান ইসলামিয়া" ও অন্যান্য সভা সমিতিতে অল্পে অল্পে রাজনীতির চর্চ্চা আরম্ভ হয়। ১৮৮৫ সনে জাতীয় মহাসমিতির সৃষ্টি হইলে, উহার প্রতিনিধি নিয়োগ সময়ে, বৎসর বৎসর এই জেলার নানা স্থানে বিশেষ ভাবে রাজনৈতিক আলোচনা হইতে থাকে।

সর্ব্বোপরি "ভারতমিহিরের" নিকট ময়মনসিংহবাসী রাজনৈতিক শিক্ষার জন্য বহু পরিমাণে ঋণী। "চারুবার্ত্তা" এই কার্যে অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। "চারুমিহির" রাজনৈতিক আন্দোলন জাগাইয়া রাখিয়াছেন।

**বঙ্গ বিভাগ ও স্বদেশী আন্দোলন :** ১৯০৩ সনে বঙ্গবিভাগ প্রস্তাব উপলক্ষে ময়মনসিংহের রাজনৈতিক আলোচনা বিপুলতা লাভ করিয়াছে। ঐ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এ জেলার প্রায় ৫০ হাজার লোক সমবেত হইয়া ময়মনসিংহ নগরে এক বিরাট সভা করিয়াছিল। ১৯০৫ সনে বঙ্গবিভাগ স্থিরীকৃত হইলে স্বদেশী দ্রব্যের বহুল প্রচলন সম্বন্ধে গ্রামে গ্রামে নগরে, নগরে, পল্লীতে পল্লীতে রাজনৈতিক আন্দোলন জন্য সভা সমিতির অধিবেশন হইতে থাকে। এখন পর্যন্তও সেই স্রোত প্রবাহিত হইতেছে।

## পরিশিষ্ট 'ক'
## ময়মনসিংহের রাজকর্ম্মচারীগণ

**কালেক্টর, ম্যাজিষ্ট্রেট ও জজ :**

১৭৮৭ ১লা মে হইতে ১৭৮৯ পর্যন্ত ডবলিউ, রটন।

১৭৯০ " ১৭৯৩ " ষ্টিফেন্স বেয়ার্ড।

১৭৯৩ সনে জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেটের এক পৃথক.পদ সৃষ্টি হয়।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৭৯৩ | হইতে | ১৭৯৬ | পর্যন্ত | এ, টাফটন | কালেক্টর। |
| ১৭৯৬ | " | ১৮০৬ | | লি. গ্রোস | ঐ |
| ১৮০৬ | " | ১৮০৮ | | জে, ল | ঐ |
| ১৮০৮ | " | ১৮০৯ | | ডি, বার্জ্জ | ঐ |
| ১৮১০ | " | | | সি, টাকার | ঐ |
| ১৮১১ | " | ১৮১৩ | | আর, মিটফোর্ড | ঐ |
| ১৮১৪ | " | ১৮১৭ | | থমাস, পাকেনহাম | ঐ |
| ১৮১৭ | " | ১৮১৭ | | জেমস ফ্রেজার | ঐ |
| ১৮১৭ | " | ১৮১৮ | | থমাস পাকেনহাম | ঐ |
| ১৮১৮ | " | ১৮১৯ | | এ, অগিলভি | ঐ |
| ১৮১৯ | " | ১৮২০ | | ডেভিড স্কট | ঐ |
| ১৮২১ | " | ১৮২২ | | টি, ওয়াট্ | ঐ |
| ১৮২৩ | " | | | ডবলিউ, এইচ, বেলি | ঐ |
| ১৮২৩ | " | | | ডবলিউ পিটার | ঐ |
| ১৮২৪ | " | ১৮২৫ | | পি, লিণ্ডসে | ঐ |
| ১৮২৫ | " | ১৮৩০ | | জি, টি, কলিন্স | ঐ |
| ১৮৩০ | " | | | সি, বারি | ঐ |
| ১৮৩০ | " | ১৮৩৪ | | আর, ওয়াকার | ঐ |

১৮৩৪ সনে জজের পদ পৃথক হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এক ব্যক্তি হন। ঐ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৮৩৫ | " | ১৮৩৭ | " | মিঃ কারাথারস | ম্যাজিষ্ট্রেট |
| ১৮৩৭ | " | | " | ডি, প্রিঙ্গিল | ঐ |
| ১৮৩৭ | " | ১৮৩৯ | " | ই, ভি, ইরইন | ঐ |

১৮৩৮ সনের ১৬ই ফেব্রুয়ারি হইতে কালেক্টর ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ পৃথক হইয়া যায়।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৮৩৯ | " | ১৮৪০ | পর্যন্ত | জে, এম, হে | ঐ |
| ১৮৪০ | " | | " | এফ, স্কিপউইথ | ঐ |
| ১৮৪০ | " | ১৮৪১ | " | জে, আলেকজাণ্ডার | কালেক্টর |
| ১৮৪১ | " | | " | এইচ, এথারসন | ঐ |
| ১৮৪১ | " | ১৮৪৪ | " | আর, এম, স্কিনার | ঐ |
| ১৮৪৫ | " | | " | এইচ, বেরেসফোর্ড | ঐ |

১৮৪৯ " " জি, বি, উইলকিন্স ঐ
১৮৫০ " " এইচ, বি, বেরেসফোর্ড ও এ, এবারক্রম্বি ঐ
১৮৫১ " " আর, ষ্টুয়ার্ট, ও এ, গ্রোট ঐ
১৮৫২ " " আর, আর, ষ্টুয়ার্ট, আর, সি,
রাইকস্ ও এফ, বি, কেম্প ঐ
১৮৫৩-১৮৫৪ " এফ, বি, কেম্প, ও আর আলেকজাণ্ডার ঐ
১৮৫৫ " " ঐ, ই,এফ, রেডক্লিফ ও
বি, বি, এইচ, কুপার ঐ
১৮৫৬ বি, বি, এইচ, কুপার
১৮৫৭ ঐ, ভি, এইচ, স্কেলচ, এইচ, জে, রেনল্ডস ও সি, ই, লেন্স
১৮৫৮ সি, ই, লেন্স, সি, এইচ, কেম্পবেল, ও ভি, এইচ, স্কেলচ ঐ
১৮৫৯ সি, এইচ, কেম্পবেল, টি, বি, মেকলিয়ার ও জে, ওয়ার্ড ঐ

কালেক্টর
১৮৬০ জে, ওয়ার্ড, ও এ, এবারক্রম্বি ঐ
১৮৬১ এ, এবারক্রম্বি, এইচ, বেভারিজ ও এ, স্মিথ ঐ
১৮৬২ সন হইতে কালেক্টর ম্যাজিষ্ট্রেট পদ পুনরায় এক হইয়া যায়।

কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেট :
১৮৬২ এ, স্মিথ, এফ, বি সিমসন, ডবলিউ, এইচ, হেণ্ডারসন ও সি, এইচ, কেম্বেল।
১৮৬৩ এ, স্মিথ, ডবলিউ, হেণ্ডারসন ও এ, টি, মেকলিন।
১৮৬৪ এ, টি, মেকলিন, ডবলিউ হেণ্ডারসন ও সি, ডি, ফিল্ড।
১৮৬৫ ডবলিউ, এইচ, হেণ্ডারসন।
১৮৬৬ ঐ; এইচ, জে, রেনল্ডস ও এইচ, বি, লফোর্ড।
১৮৬৭ এইচ, জে, রেনল্ডস।
১৮৬৮ জে, সি, প্রাইস, এন, এস, আলেকজাণ্ডার, ও এইচ, জে, রেনল্ডস।
(on deputation)
১৮৬৯ আর, পর্চ, এন, এস, আলেকজাণ্ডার, জে ওকিনলি ও এইচ, জে, রেল্ডস।
(on deputation)
১৮৭০ জে, ওকিনেলি, এ, পি, মেকডোনেল, ও জি, গ্রেহাম।
১৮৭১ জি, গ্রেহাম, আর, এইচ, পসি, ও এইচ জে, রেনল্ডস।
১৮৭২ এইচ, জে, রেনল্ডস্।
১৮৭৩ এইচ জে রেনল্ডস ও আর, এইচ, পসি।
১৮৭৪ আর, এইচ, পসি ও এইচ, জে, রেনল্ডস।
১৮৭৫-৭৬ আর, এইচ, পসি, ও এইচ, সি, সাদারলেণ্ড।
১৮৭৭ আর, এইচ পসি, জে, প্রেট, জে, এ, ব্রেডবারি ও এইচ, সি, সাদারলেণ্ড।
১৮২৬-২৭ জে, ডানবার, ম্যাজিষ্ট্রেট ও জজ।
১৮২৮ জি, সি, চিপ ও সি, ব্যারি ঐ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১৮২৯-৩১ | জি, সি. চিপ | | ঐ | |
| ১৮৩২ | গিলমোর, জে, ডানবার ও জি, এডাম | | ঐ | |
| ১৮৩৩ | জে, ডানবার, জি, এডামঐ | | | |
| ১৮৩৪ | জি, ডানবার | ম্যাজিষ্ট্রেট | টি, ওয়াট | জজ |
| ১৮৩৫ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
| ১৮৩৬ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
| ১৮৩৭ | ঐ | ঐ | জি, সি, চিপ | ঐ |
| ১৮৩৭ | ডি, প্রিঙ্গিল | ঐ | ঐ | ঐ |
| ১৮৩৭ | ই, ভি, ইরুইন | | জি, সি, চিপ, | |
| ১৮৩৮ | ঐ | | ঐ | |
| ১৮৩৮ | জে, ওয়েলার | | ঐ | |
| ১৮৩৮ | ই, ভি, ইরুইন | | ঐ | |
| ১৮৩৮ | আর, এম, স্কিনার | | জে, এম, হে, | |
| ১৮৩৯ | জে, ওয়েলার | | আর, টরেন্স ডবলিউ, অসলে। | |
| ১৮৪০ | ঐ | | ঐ | |
| ১৮৪১ | জে, ওয়েলার, এ, লিটলডেল, | | ডবলিউ, অসলো | |
| ১৮৪২ | বি, এইচ, কোপার | | টি, টেলার | |
| ১৮৪৩ | বি, এইচ, কোপার | | টি টেলার | |
| | এ, লিটলডেল, | | টে, টি, জি, কুক | |
| ১৮৪৪ | এ, লিটলডেল | | টি, টেলার | |
| | জি.সি, ফ্লিচার | | সি, টি, ডেভিডসন | |
| ১৮৪৫ | — | | টি, টেলার | |

**ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর।**

| | |
|---|---|
| ১৮৭৮ | আর এইচ, পসি। |
| ১৮৭৯ | এন, এস, আলেকজাণ্ডার ও আর, এইচ, পসি। |
| ১৮৮০ | এন, এস, আলেকজাণ্ডার। |
| ১৮৮১ | ঐ জে, সি, প্রাইস, আর. এইচ, গ্রিভস্ ও সি, এফ, মেগ্রেট। |
| ১৮৮২ | আর, এইচ গ্রিভস্, আর, এম, ওয়ালার, এন, এস, আলেকজাণ্ডার, ডবলিউ, এইচ, এম, গান ও এইচ, সেভেজ। |
| ১৮৮৩ | আর, এম, ওয়ালার ও জি, ই, মিনিষ্টি। |
| ১৮৮৪ | আর, এম, ওয়ালার ও জি, ই, গ্লেরজিয়ার। |
| ১৮৮৫ | ই, জি, গ্লেজিয়ার ও এইচ সেভেজ। |
| ১৮৮৬ | ১০ এপ্রিল পর্যন্ত ই, জি, গ্লেজিয়ার। |
| ১৮৮৬ | ১১ " ইহতে সি, আর, মেরেণ্ডিন। |
| ১৮৮৬ | ১২ ই নবেম্বর হইতে ই, জি, গ্লেজিয়ার। |
| ১৮৮৭ | ৪ঠা অক্টোবর " রমেশচন্দ্র দত্ত। |
| ১৮৮৯ | ২৩শে মার্চ্চ " এইচ, এফ, জে, টি, মেগুয়ার। |
| ১৮৮৯ | ২৮শে মে হইতে রমেশচন্দ্র দত্ত। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৮৯০ | ৯ই এপ্রিল | " | বরদাচরণ মিত্র। |
| ১৮৯০ | ১৬ই এপ্রিল | " | আর, আর, পোপ। |
| ১৮৯০ | ২৪শে জুন | " | আশুতোষ গুপ্ত। |
| ১৮৯১ | ২১শে ফেব্রুয়ারী | " | এইচ, এ, ডি, ফিলিপস। |
| ১৮৯২ | ২০শে জুলাই | " | এল, পালিত। |
| ১৮৯২ | ৫ই সেপ্টেম্বর | " | এইচ, এ, ডি, ফিলিপস্। |
| ১৮৯৩ | ২রা মার্চ্চ | " | এ, আরল। |
| ১৮৯৪ | ৫ই এপ্রিল | " | সি, এ, রেডিসি। |
| ১৮৯৪ | ৫ই জুন | " | এ, আরল। |
| ১৮৯৫ | ১০ই আগষ্ট | " | জে, ই, ফিলিমোর। |
| ১৮৯৫ | ৬ই অক্টোবর | " | এ, আরল। |
| ১৮৯৬ | ৮ই ফেব্রুয়ারী | " | ই, বি, হেরিশ। |
| ১৮৯৮ | ২১শে এপ্রিল | " | এফ, আর, রো। |
| ১৯০০ | ৬ই এপ্রিল | " | এন, বোনহামকার্টার। |
| ১৯০১ | ৪ঠা মে | " | জে, এ, ইজিকেল্। |
| ১৯০১ | ৮ই আগষ্ট | " | এন, বোনহামকার্টার। |
| ১৯০২ | ৫ই নবেম্বর | " | এইচ, টি, সেমন। |
| ১৯০৩ | ১৬ই জানুয়ারী | " | জে, এ, ব্লেকউড। |
| ১৯০৩ | ২৪শে এপ্রিল | " | ডবলিউ, বি, টমসন। |
| ১৯০৫ | ১০ই মার্চ্চ | " | মন্মথকৃষ্ণ দেব। |
| ১৯০৫ | ১০ই এপ্রিল | " | ডবলিউ, বি, টমসন। |
| ১৯০৫ | ১৩ই নবেম্বর | " | এল, ও, ক্লার্ক। |

| | ম্যাজিষ্ট্রেট | জজ |
|---|---|---|
| ১৮৪৬ | এ, লিটলডেল | টি, টেলার |
| ১৮৪৭-৪৯ | আর, সি, রাইকস। | ঐ |
| ১৮৫০-৫১ | ঐ | আর, ই, কানলিফি। |
| ১৮৫২ | ঐ | ঐ |

এ, এবারক্রম্বি। আর, আলেকজাণ্ডার। ডবলিউ, টি, ট্রটার।

১৮৫৩ আর, সি, রাইকস। আর, আলেকজাণ্ডার।
আর, ই, কানলিফি। জে, এইচ,সি, ই, লেন্স। এফ, বি, কেম্প। পেটন। ডবলিউ, টি, ট্রটার।

১৮৫৪-৫৫ আর, আলেকজাণ্ডার। ডবলিউ, টি ট্রটার।

১৮৫৬ ঐ; সি, ই, লেন্স। ঐ

১৮৫৭ সি, ই, লেন্স। ঐ

১৮৫৮ ঐ, সি, এইচ, কেম্বেল। সি, জেঙ্কিনস।
ডবলিউ, টেইলর। ই, এস, পিয়রসন।

১৮৫৯ সি, এইচ, কেম্বেল। জে, ডি, ওয়ার্ড।
ডবলিউ, টেইলার। জে, ডবলিউ, ডেলরিম্পল।

এইচ, ভি, বেলি। এফ, এ, বি, গ্লোভার।

১৮৬০ জে, ডি, ওয়ার্ড। এ, এবারক্রম্বি। এইচ, জে, জেকসন। এইচ, ভি, বেলি।

১৮৬১ এ, এবারক্রমি। এফ, এ, বি, গ্লোভার। সি, এইচ, কেম্বেল। ই, এফ, লটার।

১৮৬২ সি, এইচ, কেম্বেল; জে, বি, ডডসন; ভি, এইচ, স্কেলচ।

১৯৬৩-৬৪ জে, সি, ডডসন।

১৮৬৫ জে, সি, ডডসন; এফ, বি, সিমসন্।

১৮৬৬ এ, লেভিন; এফ, বি, সিমসন।

১৮৬৭ এফ, বি, সিমসন; এ লেভিন; এইচ, মাচপ্রেট।

১৮৬৮ এইচ, মাচপ্রেট।

১৮৬৯ ই, ডবলিউ, মলনি; এইচ, মাচ্প্রেট; ডবলিউ, জে মনি।

১৮৭০ ডবলিউ, জে, মনি; এ, আর টমসন।

১৮৭১-৭২ ডবলিউ, জে, মনি; ডবলিউ, করনেল; এ, আর, টমসন; এইচ, মাচপ্রেট।

১৭৭৩ ডবলিউ, জে, মনি; এ, আর, টমসন। এ, এবারক্রম্বি।

১৮৭৪ ডবলিউ, জে, মনি।

১৮৭৫-৭৬ এ, সি, প্রাট; ডবলিউ, জে, মনি।

১৮৭৭ জে, পি, গ্রান্ট, ডবলিউ, জে, মনি; ই, এস, মসলি।

১৮৭৮ ডবলিউ, জে, মনি।

১৮৭৯ টি, এম, কার্কুড; এ, ডবলিউ, কোচবেন; ডবলিউ, জে, মনি; জি, ই, পারটার

১৮৮০ টি, এম, কার্কুড; এ, মেনসন; জি, ই, পারটার।

১৮৮১ টি, এম, কার্কুড; টি, ডি, বাইটন।

১৮৮২ টি, এম, কার্কুড; জে, ক্রফার্ড; জি, জি, ডে; টি, ডি, বাইটন।

১৮৮৩ টি, এম, কার্কুড; জে, ক্রাফার্ড।

১৮৮৪ টি, এম, কার্কুড; জে, এফ, ষ্টিভেন্স; জে, ক্রফার্ড।

১৮৮৫ জে, এফ, ষ্টিভেন্স।

১৮৮৬ ১লা জানুয়ারী হইতে জে, এফ, ষ্টিভেন্স।

১৮৮৬ ৬ই এপ্রিল এইচ, এফ, এফ, মেথুস।

১৮৮৬ ২১শে অক্টোবর " এইচ, পি, পিটার্সন।

১৮৮৭ ১৪ই জানুয়ারী " আর, এফ, রামপিনি।

১৮৮৭ ১২ই মার্চ্চ " জে, প্রাট্।

১৮৮৮ ২২শে জুন " এইচ, পি, পিটার্সন।

১৮৮৯ ১৪ই জানুয়ারী " এফ, জে, জি, কেম্বেল।

১৮৮৯ ১লা এপ্রিল " এইচ, পি, পিটার্সন।

১৮৮৯ ৯ই আগষ্ট " সি, পি, কেসপার্জ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৮৮৯ | ৬ই নবেম্বর | ” | এইচ, পি, পিটার্সন। |
| ১৮৯০ | ১৯শে অক্টোবর | ” | জে, কেলেহার। |
| ১৮৯১ | ৭ই এপ্রিল | ” | ডি, কামেরন। |
| ১৮৯১ | ১লা ডিসেম্বর | ” | এফ, এইচ, হার্ডিং। |
| ১৮৯৫ | ১লা এপ্রিল | ” | ই, গিক্। |
| ১৮৯৫ | ১লা জুলাই | ” | আর, এইচ, এণ্ডারসন্। |
| ১৮৯৬ | ১৯শে জুলাই | ” | ডবলিউ, এইচ, লি। |
| ১৮৯৬ | ১লা ডিসেম্বর | ” | আর, এইচ, এণ্ডারসন। |
| ১৮৯৭ | ৪ঠা অক্টোবর | ” | এ, পি, পেনাল। |
| ১৮৯৮ | ৪ঠা সেপ্টেম্বর | ” | অম্বিকাচরণ সেন। |
| ১৮৯৮ | ৪ঠা নবেম্বর | ” | এইচ, এস, হেমিলটন। |
| ১৮৯৯ | ২৮শে ফেব্রুয়ারী | ” | অম্বিকাচরণ সেন। |
| ১৯০১ | ১৯শে জানুয়ারী | ” | সি, পি, বিচক্রপ্ট। |
| ১৯০১ | ৮ই ডিসেম্বর | ” | বি, ভি, নিকোল। |
| ১৯০২ | ৬ই অক্টোবর | ” | ডবলিউ, টিউনন্। |
| ১৯০৩ | ২রা নবেম্বর | ” | ডবলিউ, এইচ, লি। |
| ১৯০৪ | ১৯শে নবেম্বর | ” | জে, ই, ওয়েবষ্টার। |
| ১৯০৫ | ৭ই ডিসেম্বর | ” | এ, ই, হারওয়ার্ড। |

**ঢাকা বিভাগের কমিশনারগণ ১৮৫৪—১৯০৫**

| | |
|---|---|
| ১৮৫৪—৬০ | সি, টি, ডেবিডসন্ (স্থাঃ) |
| ১৮৬১ | সি, টি, ডেবিটসন; আর, এবারক্রম্বি। |
| ১৮৬২ | এবারক্রম্বি; সি, টি, বাকলেণ্ড; এইচ, এম, রিড্ (অঃ) |
| ১৮৬৩ | সি, টি, বাকলেণ্ড; এফ, বি, সিমসন, (অঃ)। |
| ১৮৬৪ | সি, টি, বাকলেণ্ড; এফ, বি, সিমসন, (অঃ)। |
| ১৮৬৫-৬৬ | সি, টি, বাকলেণ্ড, (স্থাঃ)। |
| ১৮৬৭-৬৯ | সি, টি, বাকলেণ্ড, এফ, বি, সিমসন্ (স্থাঃ) |
| ১৮৭০ | এফ, বি, সিমসন্; আর, এল, মেঙ্গলস্ (অঃ)। |
| ১৮৭১ | এফ, বি, সিমসন (স্থাঃ) |
| ১৮৭২ | এফ, বি, সিমসন; এ, এবারক্রম্বি; সার, ডবলিউ, জে, হারচেল |
| ১৮৭৩ | এফ, বি, সিমসন; এ, এবারক্রম্বি; এস, সি, বেলি। |
| ১৮৭৪ | এফ, আর, ফোকারেল। |
| ১৮৭৫ | এফ, আর, ফোকারেল; এফ, বি, পিকক। |
| ১৮৭৬ | এইচ, এ, ফোকারেল; এফ, বি, পিকক; ডি, আর, লায়েল। |
| ১৮৭৭ | এফ, বি, পিকক। |
| ১৮৭৮ | এফ, স্মিথ; এফ, বি, পিকক; ডি, আর, লায়েল। |
| ১৮৭৯ | এফ, বি, পিকক; এফ, এইচ, পিলু। |
| ১৮৮০ | এফ, বি, পিকক; এফ, এইচ, পিলু; জে, বিমস্। |

| | | |
|---|---|---|
| ১৮৮১ | এফ, বি, পিকক; এফ, এইচ, পিলু; এন, এস, আলেকজাণ্ডার। | |
| ১৮৮২ | এফ, এইচ, পিলু; এন, এস, আলেকজাণ্ডার; ই, ভি, ওয়েষ্টমেকট। | |
| ১৮৮৩ | এফ, এইচ, পিলু (স্থাঃ); এন, এস, আলেকজাণ্ডার; জে, ডবলিউ, এডগার। | |
| ১৮৮৪ | এফ, এইচ, পিলু (স্থাঃ); এন, এস, আলেকজাণ্ডার (স্থাঃ); ই, ই, লাউইস। | |
| ১৮৮৫ | এন, এস, আলেকজাণ্ডার (স্থাঃ); ই, ই, লাউইস (স্থাঃ)। ডবলিউ, আর, লারমিনি। | |
| ১৮৮৬ | ১লা জানুয়ারী হইতে | ডবলিউ, আর, লারমিনি (অস্থায়ী)। |
| ১৮৮৬ | ১লা অক্টোবর " | ঐ (স্থায়ী)। |
| ১৮৮৭ | ১১ই মে " | সি, এফ, অরসলে (অঃ)। |
| ১৮৮৭ | ১০ই আগষ্ট " | ডবলিউ, আর, লারমিনি (স্থাঃ)। |
| ১৮৮৯ | ২৬শে ফেব্রুয়ারী " | সি, এফ, অরসলে (অঃ) |
| ১৮৮৯ | ২৯শে ডিসেম্বর " | এ, এল, ক্রে (অঃ)। |
| ১৮৯০ | ৩০শে মার্চ্চ " | এ, ডবলিউ, বি, পাওয়ার (অঃ)। |
| ১৮৯০ | ২রা ডিসেম্বর " | জে, বক্সওয়েল (স্থাঃ)। |
| ১৮৯১ | ১৫ই মে " | এল, হেয়ার (অঃ)। |
| ১৮৯১ | ৩০শে মে " | এ, ফরবস (অঃ)। |
| ১৮৯২ | ৪ঠা জানুয়ারী " | সি, এফ, অরসলে। |
| ১৮৯২ | ২২শে মে " | টী, এল, জেঙ্কিনস (অঃ)। |
| ১৮৯২ | ২২শে জুন " | এইচ, জি, কুক (অঃ)। |
| ১৮৯২ | ২রা নবেম্বর " | এইচ, এইচ, লটমন জনসন (স্থাঃ)। |
| ১৮৯৪ | ২৯শে জুলাই " | এ, সি, টিউট (অঃ)। |
| ১৮৯৪ | ২৭শে নভেম্বর " | এইচ, এইচ, জনসন (স্থাঃ)। |
| ১৮৯৬ | ১লা এপ্রিল " | এল, হেয়ার (অঃ)। |
| ১৮৯৬ | ২রা জুলাই " | এইচ, এইচ, লটমন জনসন (অঃ)। |
| ১৮৯৬ | ২৮শে ডিসেম্বর " | জি, টয়েনবি (অঃ)। |
| ১৮৯৭ | ২৫শে জুন " | এল, হেয়ার (অঃ)। |
| ১৮৯৮ | ১৯শে মার্চ্চ " | এইচ, সেভেজ (অঃ)। |
| ১৯০০ | ২৭শে নবেম্বর " | ঐ (অঃ)। |
| ১৯০২ | ১২ই এপ্রিল " | এইচ, এম, কিচ (অঃ)। |
| ১৯০২ | ১৫ই নবেম্বর " | জে, টী, রেঙ্কিন (অঃ)। |
| ১৯০২ | ১২ই ডিসেম্বর " | এইচ, সেভেজ (অঃ)। |
| ১৯০৪ | ১২ই মে " | এইচ, সি, ষ্টিটফিল্ড। |
| ১৯০৪ | ৫ই ডিসেম্বর " | এইচ, সেভেজ। |
| ১৯০৪ | ৮ই ডিসেম্বর " | টি, ইংলিশ। |

**জামালপুর : মহকুমা স্থাপন–১৮৪৫ :**

১৮৮৬ সনের ১লা জানুয়ারী হইতে নন্দকৃষ্ণ বসু।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১৮৮৬ | ” | ৩১শে জানুয়ারী | ” | শ্যামাচরণ দাস। |
| ১৮৮৭ | ” | ১৪ই নভেম্বর | ” | মহম্মদ। |
| ১৮৮৮ | ” | ৫ই অক্টোবর | ” | বরদাচরণ মিত্র। |
| ১৮৯০ | ” | ১লা এপ্রিল | ” | কালীনাথ বসু। |
| ১৮৯০ | ” | ৫ জুলাই | ” | কৈলাশ গোবিন্দ দাস। |
| ১৮৯১ | ” | ১৪ই ডিসেম্বর | ” | জে, এইচ, টেম্পল। |
| ১৮৯৩ | ” | ২২শে মার্চ্চ | ” | আহাম্মদ। |
| ১৮৯৯ | ” | ৫ই এপ্রিল | ” | জে, এইচ, টেম্পল। |
| ১৮৯৩ | ” | ১২ই জুন | ” | চন্দ্রশেখর কর। |
| ১৮৯৫ | ” | ১৩ই এপ্রিল | ” | উমাপ্রসন্ন গুহ। |
| ১৮৯৫ | ” | ১১ই জুলাই | ” | নরেন্দ্রকুমার ঘোষ। |
| ১৮৯৫ | ” | ২৯শে জুলাই | ” | আহাম্মদ। |
| ১৮৯৮ | ” | ২রা এপ্রিল | ” | শ্রীশচন্দ্র ঘোষ। |
| ১৮৯৯ | ” | ৩রা জুলাই | ” | ফকিরচন্দ্র চাটার্জ্জি। |
| ১৮৯৯ | ” | ১লা আগষ্ট | ” | শ্রীশচন্দ্র ঘোষ। |
| ১৯০০ | ” | ১৯শে জুন | ” | বঙ্কবিহারী দত্ত। |
| ১৯০৩ | ” | ২৪শে অক্টোবর | ” | গতিকৃষ্ণ নিয়োগী। |

**টাঙ্গাইল : মহকুমা স্থাপন –১৮৬৯**
**ব্রহ্মনাথ সেন প্রথম ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট।**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১৮৮৬ | সনের | ১লা জানুয়ারী | হইতে | কে, জে, বাদসা। |
| ১৮৮৭ | ” | ৭ই ফেব্রুয়ারী | ” | শশীশেখর দত্ত। |
| ১৮৮৮ | ” | ১লা মার্চ্চ | ” | গিরীন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি। |
| ১৮৮৯ | ” | ২৭শে মে | ” | কেদারনাথ দত্ত। |
| ১৮৮৯ | ” | ২৭শে আগষ্ট | ” | গিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। |
| ১৮৯১ | ” | ৬ই মে | ” | উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। |
| ১৮৯১ | ” | ১৭ই জুলাই | ” | বরদাচরণ মিত্র। |
| ১৮৯১ | ” | ৫ই নভেম্বর | ” | উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। |
| ১৮৯২ | ” | ১৭ই ফেব্রুয়ারী | ” | শিবচন্দ্র নাগ। |
| ১৮৯৪ | ” | ১লা ফেব্রুয়ারী | ” | গগনচন্দ্র দাস। |
| ১৮৯৪ | ” | ১লা মে | ” | শিবচন্দ্র নাগ। |
| ১৮৯৪ | ” | ৭ই অক্টোবর | ” | উমাপ্রসন্ন গুহ। |
| ১৮৯৪ | ” | ৪ঠা নভেম্বর | ” | বরদাকান্ত গাঙ্গুলী। |
| ১৮৯৬ | ” | ২৩শে অক্টোবর | ” | ত্রৈলোক্যনাথ সেন। |
| ১৮৯৭ | ” | ১৩ই এপ্রিল | ” | গোবিন্দচন্দ্র বসাক। |
| ১৮৯৮ | ” | ২৫শে ডিসেম্বর | ” | রাজমোহন চক্রবর্ত্তী। |
| ১৮৯৯ | ” | ১২ই ফেব্রুয়ারী | ” | কুঞ্জবিহারী গোস্বামী। |
| ১৮৯৯ | ” | ১৭ই মার্চ্চ | ” | মহম্মদ আব্বাছ আলি। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১৮৯৯ | ” | ৬ই সেপ্টেম্বর | ” | ফয়েজউল্লা খাঁ। |
| ১৮৯৯ | ” | ১৫ই সেপ্টেম্বর | ” | ফকিরচন্দ্র চাটার্জি। |
| ১৯০০ | ” | ২৬শে জুন | ” | অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়। |
| ১৯০৩ | ” | ৯ই নবেম্বর | ” | প্রসন্নকুমার দাস গুপ্ত। |
| ১৯০৪ | ” | ৯ই সেপ্টেম্বর | ” | বঙ্কবেহারী দত্ত। |
| ১৯০৫ | ” | ১৭ই ফেব্রুয়ারী | ” | যজ্ঞেশ্বর বিশ্বাস। |
| ১৯০৫ | | | | ক্ষিরোদ চন্দ্র সেন। |

**নেত্রকোণা : মহকুমা স্থাপন ১৮৮২, ৩রা জানুয়ারী।**
**ক্ষেত্রগোপাল রায় প্রথম ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট।**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১৮৮২ | সনের | ৩রা জানুয়ারি | হইতে | ক্ষেত্রগোপাল রায়। |
| ১৮৮৪ | ” | | | গোপালচন্দ্র মুখার্জি। |
| ১৮৮৬ | ” | ১লা জানুয়ারি | ” | ফজলকরিম। |
| ১৮৮৮ | ” | ২২শে ” | ” | ভুবনমোহন রাহা। |
| ১৮৮৯ | ” | ২০শে ফেব্রুয়ারি | ’ | কেদারনাথ দত্ত। |
| ১৮৮৯ | ” | ১৭ই মে | ” | জগৎচন্দ্র বসু। |
| ১৮৯৩ | ” | ২৬শে জুলাই | ” | অন্নদাপ্রসাদ বসু। |
| ১৮৯৪ | ” | ৬ই আগষ্ট | ” | সারদাপ্রসাদ সরকার। |
| ১৮৯৪ | ” | ৬ই সেপ্টেম্বর | ” | অন্নদাপ্রসাদ বসু। |
| ১৮৯৪ | ” | ২৮শে সেপ্টেম্বর | ” | ফয়জদ্দিন হুসেন। |
| ১৮৯৬ | ” | ২৩শে আগষ্ট | ” | মহম্মদ আজহর। |
| ১৮৯৯ | ” | ৩রা জুলাই | ” | আবদুল হক। |
| ১৯০০ | ” | ৩রা এপ্রিল | ” | নিখিলনাথ রায়। |
| ১৯০৪ | ” | ৪ঠা ডিসেম্বর | ” | জে, ই, এফ, পেয়ারা। |
| ১৯০৪ | ” | ১৭ই অক্টোবর | ” | গিরিশচন্দ্র নাগ। |

**কিশোরগঞ্জ :**
**মিঃ বকসেল প্রথম ডিপুটী কালেক্টর।**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১৮৮৬ | সনের | ১লা জানুয়ারী | হইতে | হেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার। |
| ১৮৮৮ | ” | ২৭শে মে | ” | বরদাচরণ মিত্র। |
| ১৮৮৮ | ” | ৪ঠা জুলাই | ” | তুলসীচরণ পাল। |
| ১৮৮৯ | ” | ৫ই মার্চ্চ | ” | মহম্মদ। |
| ১৮৮৯ | ” | ২৯শে মে | ” | তারিণীলাল চৌধুরী। |
| ১৮৯২ | ” | ১৫ই সেপ্টেম্বর | ” | শ্রীনাথ চাটার্জী |
| ১৮৯৪ | ” | ২৯শে এপ্রিল | ” | কৈলাসগোবিন্দ দাস। |
| ১৮৯৫ | ” | ৫ই অক্টোবর | ” | আবদুস সমেদ। |
| ১৮৯৮ | ” | ৫ই জানুয়ারী | ” | বঙ্কবিহারী সিংহ। |
| ১৮৯৮ | ” | ১২ই মে | ” | যদুনাথ সরকার। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১৮৯৮ | ” | ১২ই আগষ্ট | ” | বঙ্কবিহারী সিংহ। |
| ১৯০০ | ” | ৯ই জানুয়ারি | ” | যদুনাথ চাটার্জি। |
| ১৯০০ | ” | ২০শে ফেব্রুয়ারি | ” | বঙ্কবিহারী সিংহ। |
| ১৯০১ | ” | ১০ই জুন | ” | যোগেন্দ্রকুমার সিংহ |
| ১৯০৪ | ” | ৯ই সেপ্টেম্বর | ” | গিরীন্দ্রচন্দ্র বানার্জি। |

**ডিষ্ট্রিক সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, পুলিশ, ১৮৬৪-১৯০৫।**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৮৬৪ | ফেব্রুয়ারী হইতে | এইচ, এম, রেলি। | |
| ১৮৬৪ | আগষ্ট | ” | জে, স্মিথ। |
| ১৮৬৫ | জুন | ” | আর, এইচ, ইলিস। |
| ১৮৬৫ | অক্টোবর | ” | এইচ, এম, রেলি। |
| ১৮৬৬ | অক্টোবর | ” | এইচ, এম, রেলি। |
| ১৮৬৮ | মার্চ্চ | ” | ও, এস, ষ্টেক। |
| ১৮৭০ | ৮ই জুলাই | ” | সি, এ, ফিসার। |
| ১৮৭০ | ৩১শে ” | ” | এইচ, এম, রেলি। |
| ১৮৭২ | ৭ই নবেম্বর | ” | সি, এ, ফিসার। |
| ১৮৭৪ | ৭ই জুলাই | ” | এইচ, এম, রেলি। |
| ১৮৭৯ | ৪ঠা এপ্রিল | ” | ভি, ডবলিউ, বার্টেলসন। |
| ১৮৭৯ | ৩১শে ডিসেম্বর | ” | টি, জি, চার্লস। |
| ১৮৮২ | ২১শে আগষ্ট | হইতে | ভি, ডবলিউ, বার্টেলসন। |
| ১৮৮৪ | ৭ই জুন | ” | এইচ, এম, রেলি। |
| ১৮৮৫ | ১৬ই এপ্রিল | ” | ই, এম, সাওয়ার। |
| ১৮৮৬ | ১১ই মে | ” | সি, এ, ফিসার। |
| ১৮৮৬ | ২০শে অক্টোবর | ” | ডবলিউ, টি, মুর। |
| ১৮৮৬ | ১৪ই ডিসেম্বর | ” | এ, এইচ, গিবস। |
| ১৮৮৬ | ২২শে নভেম্বর | ” | জে, বি, বিরছ। |
| ১৮৮৮ | ২০শে জুলাই | ” | টি, জি, চার্ল। |
| ১৮৯১ | ৪ঠা নভেম্বর | ” | ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। |
| ১৮৯১ | ৮ই ” | ” | এফ, ডি, সেভি। |
| ১৮৯১ | ৪ঠা ডিসেম্বর | ” | সার, ডবলিউ, ষ্টুয়ার্ট। |
| ১৮৯২ | ১৫ই জানুয়ারী | ” | টি, সি, আর। |
| ১৮৯৪ | ১৭ই মার্চ্চ | ” | এইচ, এ, রেইলি। |
| ১৮৯৪ | ২রা এপ্রিল | ” | কে, বি, ডবলিউ, টমসন। |
| ১৮৯৬ | ১৩ই নভেম্বর | ” | আর, টি, ডাণ্ডাস। |
| ১৮৯৬ | ২০শে জুলাই | ” | ডবলিউ, এইচ, কর্নিস। |
| ১৮৯৬ | ২০শে অক্টোবর | ” | আর, টি, ডাণ্ডার্স। |
| ১৮৯৮ | ১০ই জুলাই | ” | ই, জি, হার্ট। |
| ১৮৯৮ | ২২শে জুলাই | ” | সি, ই, বৃস্কো। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৯০০ | ২১শে এপ্রিল | " | এফ, এল, পিটার্স। |
| ১৯০০ | ৩০শে এপ্রিল | ' | এ, এ, কেম্বেল। |
| ১৯০২ | ১৬ই সেপ্টেম্বর | " | গিরীন্দ্রচন্দ্র মুখার্জি। |
| ১৯০৪ | ৫ই ফেব্রুয়ারী | " | এফ, রডিস। |
| ১৯০৫ | ১০ই মার্চ্চ | " | এম, এল, এ লাফম্যেন। |
| ১৯০৫ | ১০ই এপ্রিল | " | এফ, রডিস। |

সিভিল সার্জ্জন ১৮৮৭-১৯০৫।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৮৮৭ | ৬ই ডিসেম্বর | হইতে | ডাঃ ধর্ম্মদাস বসু। |
| ১৮৯২ | ১৪ই মে " | " | " জে, এল, হেণ্ডলি। |
| ১৮৯৩ | ২০শে জুন | " | " পি, এম, গুপ্ত। |
| ১৮৯৩ | ১৩ই ডিসেম্বর | " | " জে, টি, কালভার্ট। |
| ১৮৯৭ | ১১ই ফেব্রুয়ারী | ' | " পূর্ণচন্দ্র পুরকায়েত এঃ, সাঃ। |
| ১৯৯৭ | ১৩ই মার্চ্চ | " | " বি, সি, ওল্ডহাম। |
| ১৮৯৭ | ২রা আগষ্ট | " | " পূর্ণচন্দ্র পুরকায়েত (ভারপ্রাপ্ত)। |
| ১৮৯৭ | ১২ই সেপ্টেম্বর | " | " আর, এস, এস। |
| ১৯০১ | ২৩শে " | " | " ইউ, এন, মুখার্জি। |
| ১৯০৪ | ৭ই ডিসেম্বর | " | " ভি, আর, গ্রিন। |

## পরিশিষ্ট 'খ'
## বিশেষ বিশেষ ঘটনা। ১৮৫৮—১৯০৫

১৮৫৮ খ্রি.— জুলাই মাসে ময়মনসিংহ নগরে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত হয়।

১৮৫৯ " সহরবাসিগণ স্বায়ত্তশাসন উঠাইয়া লইতে প্রার্থনা করেন।

১৮৬০ " কিশোরগঞ্জ মহকুমা স্থাপন।

১৮৬১—৬২ ওয়াইজসাহেব ও চাকলাদারদিগের ভীষণ দাঙ্গা।

১৮৬৩ সদরের দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন।

১৮৬৪ এই জেলায় পুলিশ-ডিষ্ট্রিক্ট-সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিযুক্ত। অনারেরি ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারপ্রথা প্রবর্ত্তন। রামগোপালপুরের কাশীকিশোর রায় চৌধুরী প্রথম অনরোরি মাজিষ্ট্রেট হন।

১৮৬৫ খ্রি.—নসিরাবাদ নর্ম্মাল স্কুল স্থাপন। নসিরাবাদ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন। নাসিরাবাদ নগরে গবর্ণমেণ্ট কৃষিপ্রদর্শনী ও মেলা। কেশবচন্দ্র সেনের আগমন। সেরপুর হইতে এই জেলার প্রথম মাসিক পত্রিকা "বিদ্যোন্নতি সাধিনী বাহির হয়।

১৮৬৬ খ্রি.– ময়মনসিংহের প্রথম সংবাদপত্র "বিজ্ঞাপনী" প্রচার। সেরপুরে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভার শাখা সভা স্থাপন। সেরপুরের ফুল-দোল মেলা। ভীষণ টর্নেডো।

১৮৬৭ খ্রি.—বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর আগমন। ময়মনসিংহ "হিন্দু ধর্ম্মজ্ঞানপ্রদায়িনী" সভার সৃষ্টি।

১৮৬৯ " আটীয়া মহকুমা স্থাপন (৩রা মে)। নসিরাবাদ, জামালপুর, সেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও বাজিৎপুর মিউনিসিপালিটী স্থাপন (১লা এপ্রিল)।

১৮৭০ খ্রি.– আটীয়া হইতে টাঙ্গাইলে মহকুমা পরিবর্ত্তন (১৫ই নভেম্বর)।

১৮৭১ " পিংনাতে দ্বিতীয়বার মুন্সেফি স্থাপন (জুলাই)

১৮৭২ " গারো বিদ্রোহে জেলাবাসীগণের আতঙ্ক ও সিপাহী সাহায্যে বিদ্রোহ নিবারণ। এই জেলায় পথকর স্থাপন (১লা সেপ্টেম্বর)।

১৮৭৩ খ্রি.– পিংনা, মধুপুর, সেরপুর, দেওয়ানগঞ্জ ও জামালপুরে প্রবল টর্ণেডো। (২০শে সেপ্টেম্বর এই আকস্মিক ঘটনা ঘটে— মধুপুরের বহু পাকা পুল ভগ্ন হয়; ২৭ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, টাঙ্গাইলের ডাক নৌকা ডুবিয়াও ৩ জন লোক প্রাণত্যাগ করে।) ভূমিকম্প হয়। (১৯শে ডিসেম্বর)

১৮৭৪ খ্রি.– দুর্ভিক্ষ। কিশোরগঞ্জে বেঞ্চ ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারপ্রথা প্রবর্ত্তন।

১৮৭৫ "– মুক্তাগাছা মিউনিসিপালিটী স্থাপন। (অক্টোবর)

১৮৭৬ ”– সদরের নর্ম্মাল স্কুল উঠিয়া যায়। টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত ভণ্ডেশ্বরে "পোয়াতি" তীর্থের উৎপত্তি।

১৮৭৭ খ্রি.—মহারাণীর ভারতেশ্বরী উপাধিগ্রহণ উপলক্ষে সভা ও উপাধিদান। সুসঙ্গের রাজা— মহারাজা, গোলক-পুরের হরিশ্চন্দ্র চৌধুরী,— রাজা ও মুক্তাগাছার সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী— রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন (১লা জানুয়ারী)। বঙ্গের ছোট লাট সার এসলি ইডেন সাহেবের আগমন। (১৪ই জুলাই)। ময়মনসিংহ এসোসিয়েসনের জন্ম— (সোমবার ২০শে আগষ্ট)। ঢাকা-ময়মনসিংহ রেল লাইনের জরিপ আরম্ভ। ময়মনসিংহ সারস্বত সমিতি স্থাপন।

১৮৭৮ খ্রি.— বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর দ্বিতীয় বার আগমন। যমুনার জলপ্লাবন ও টাঙ্গাইলে দুর্ভিক্ষ। ব্রহ্মপুত্রের মুখ পরীক্ষার জন্য ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ। টাঙ্গাইলে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন।

১৮৭৯ খ্রি.—সুসঙ্গের মহারাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর হইতে সুসঙ্গ পাহাড়ের স্বত্ব-ত্যাগপত্র লিখাইয়া নিতে ও পাহাড়ের ক্ষতিপূরণ দিতে বঙ্গের ছোট লাট সার ষ্টুয়ার্ট বেইলির আগমন। (৩১শে আগষ্ট)

১৮৮০ খ্রি.— কিশোরগঞ্জে কৃষি প্রদর্শনী মেলা। (২৫শে ফেব্রুয়ারি হইতে ২রা মার্চ্চ)। পোষ্টাফিস-মনি অর্ডার প্রচলন। সূর্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী রায় বাহাদুরের রাজা উপাধি প্রাপ্তি (৩রা জুলাই)। গবর্ণমেন্টের নেত্রকোণা মহকুমা স্থাপন মঞ্জুর।

১৮৮১ খ্রি.— এই জেলায় প্রথম আদমসুমারী। লর্ড বিশপের আগমন। দিয়ারা সার্ভে আরম্ভ।

১৮৮২ খ্রি.— নেত্রকোণা মহকুমা স্থাপন জামালপুর মেলা স্থাপন। ছোট লাট সার রিভার্স টমসনের আগমন ও জামালপুর গমন। (১৭ই আগষ্ট)। ছাত্রদিগের সহিত কেলানজ সাহেবের ব্যাঘ্র ঘটিত মোকদ্দমা (ঘটনা—১৯শে সেপ্টেম্বর)। ঢাকা ময়মনসিংহ রেল লাইনের কার্যারম্ভ (১৫ই ডিসেম্বর)।

১৮৮৩ খ্রি.—ঢাকা-ময়মনসিংহ টেলিগ্রাফ স্থাপন (জুন)।

১৮৮৪ খ্রি.—কেন্দুয়া (ফাঁড়ি) থানাতে পরিবর্ত্তন। বাদলা, কালিহাতি ফুলবাড়ীয়ার ফাঁড়ি স্থাপন। ভীষণ ভূমিকম্প (৩০শে আষাঢ় রথযাত্রার দিন)।

১৮৮৫ খ্রি.—নসিরাবাদ নগর অগ্নিতে দগ্ধ হয়। কেন্দুয়া সাব রেজিষ্টরী অফিস স্থাপন (৬ই ফেব্রুয়ারি)।

১৮৮৬ খ্রি.—বাঙ্গালার ছোট লাটের পুনরাগমন ও তদুপলক্ষে ঢাকা-ময়মনসিংহ রেল খোলা (১৮ই ফেব্রুয়ারি)।

১৮৭১ খ্রি.—জুবিলী। জামালপুর—মেলা-মোকদ্দমা। নেত্রকোণা মিউনিসিপ্যালিটী স্থাপন। (১লা জানুয়ারী)। টাঙ্গাইল মিউনিসিপ্যালিটী স্থাপন (১লা জুলাই)।

ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রতিষ্ঠা।

১৮৮৮ খ্রি.—বঙ্গের ছোট লাট ষ্টুয়ার্ট বেইলির আগমন।

১৮৮৯ খ্রি.—টাউন হলে সূর্য্যকান্ত লাইব্রেরী স্থাপন।

১৮৯০ খ্রি.—জামালপুরবাসিগণ কর্তৃক মিউনিসিপ্যালিটী উঠাইয়া নিতে গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত প্রদান।

১৮৯১ খ্রি.—আদমসুমারী। হুসেনপুরের মুন্সেফি কিশোরগঞ্জে পরিবর্ত্তন।

১৮৯২ খ্রি.—বাঙ্গালার ছোটলাট সার চার্লস ইলিয়টের টাঙ্গাইল পরিদর্শন।

১৮৯৩ খ্রি.—মহারাজা সূর্য্যকান্তের দেওয়াল ভাঙ্গা মোকদ্দমা। দুর্ভিক্ষ। রাজরোজেশ্বরী জলের কল স্থাপন।

১৮৯৪ খ্রি.—নেত্রকোণায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ।

১৮৯৫ খ্রি.—ফুলপুর সাবরেজেষ্টরী কার্যালয় স্থাপন। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও প্রধান সেনাপতির ময়মনসিংহ ভ্রমণ।

১৮৯৬ খ্রি.—কাটিয়াদি, কেদারপুর ও নান্দাইল সবরেজেষ্টরী কার্যালয় স্থাপন। নিকলির থানা কটিয়াদিতে পরিবর্ত্তন। খালিয়াজুরি ফাঁড়ি থানা স্থাপন।

১৮৯৭ খ্রি.—এই জেলায় জুরির বিচারপ্রথা প্রবর্ত্তন (১লা জুন)। ভীষণ ভূমিকম্প। (১২ই জুন)। ডায়মণ্ড জুবিলি।

১৮৯৮ খ্রি.—বঙ্গের ছোটলাট সারজন উড বরণের আগমন (২৭শে জুলাই)।

১৮৯৯ খ্রি.—ময়মনসিংহ জগন্নাথগঞ্জ রেল পথ।

১৯০০ খ্রি.—টাঙ্গাইল প্রমথ-মন্মথ কলেজ স্থাপন। বোম্বাইর সদাশিব কেলকারের আগমন ও সুতার কল সম্বন্ধে আলোচনা।

১৯০১ খ্রি.—আদমসুমারী। ময়মনসিংহ সিটি কলেজ ব্রাঞ্চ স্থাপন।

১৯০২ খ্রি.—টাঙ্গাইলে কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী (১৩ই ফেব্রুয়ারি)।

১৯০৩ খ্রি.—বঙ্গবিভাগ প্রস্তাবের প্রতিবাদ জন্য জনসাধারণের বিরাট সম্মিলন। বাঙ্গালার ছোটলাট সার এনড্রুফ্রেজারের আগমন (১০ই ডিসেম্বর)।

১৯০৪ খ্রি.—বঙ্গ বিভাগের প্রস্তাব উপলক্ষে রাজপ্রতিনিধি লর্ড কার্জ্জনের আগমন (২০শে ফেব্রুয়ারি)।

১৯০৫ খ্রি.—নসিরাবাদে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন। (২২শে ও ২৩শে এপ্রিল) ও। তদুপলক্ষে সারস্বত কৃষি-শিল্প-সাহিত্য প্রদর্শনী। ময়মনসিংহ জেলা বাঙ্গালা হইতে ছিন্ন হইয়া পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের অন্তর্ভুক্ত হয় (১৬ই অক্টোবর)। স্বদেশী আন্দোলন।

## পরিশিষ্ট 'গ'
## ময়মনসিংহ জেলার প্রাপ্ত প্রাচীন মুদ্রার বিবরণ।
(২২ পৃষ্ঠার ফুট নোট দ্রষ্টব্য।)

XII. Report on 317 old silver Coins forwarded by Collector of Mymensingh with his letter No. 104, dated 15th April, 1898.

The coins were found on the 27th December, 1897, by one Girish Chandra Aich Roy of Jashodal, station, Kishoreganje, Post office Jashodal, in District Mymensingh. They are Rupees of different Bengal Sultans; a few coins belong to the Bahmani Sultan Taju-d-din firoz Shah, to the Suri Kings Islam Shah and Muhammad Shah, and the Mughal Emperor Humayun. As is the oase with nearly all the Bgngal coins, they are generally much disfigured by shroff marks, a few specimens being too badly damaged as to be identified at all. There are few rare specimens among this find, which possess great numismatic value; the majority, however, belongs to more or less known and common types.

### Coins of Bengal sultans

SIKANDAR SHAH I (A. H. 759—792=A. D. 1358—1389) :

As in British Mus. Pat. No 32-36; date with the exception of sub ina (70) illegible. 1

GHIYASU-DIN AZAM SHAH (A. H. 792—799=A.D. 1389—1396) :

New variety : Obv. uncertain probably legend of Brit Mus. Cat; No. 60; Rev. (In Persian character).

JALALU-DIN FATH SHAH (A. H. 886–892=A. D. 1481—1486) : As in Brit. Mus. Cat, No. 98 2

SHAMSU-D-DIN MUZAFFAR SHAH (A. H. 896-899= A. D. 1490-1493) :

As in Brit. Mus. Cat, Nos, 105-107; date 496 on One specimen; others, illegible 4

ALA'U-D-DIN HUSAIN SHAH (A. H. 899-925=A. D. 1493-1518) : (1) Type of Brit. Mus. Cat, Nos. 122-131, with at fatih li-l-kamru etc. Mint Daru-z-zarb 922[4]; Fathabad[8]; Husainabad 919[12] illegible[4] ; Muhammadabad 9101; illegible[12] 4

(2) With Kali mah on Obv : (a) Legend of Rev. as in Brit. Mus. Cat, No.

108 ; Mint : Husainabad 889 (?)[2] : illegible[3] 6

(b) Legend of Rev. as in Brit. Mus. Cat, No. 113 ; Mint, Fathabad 899[11], illegible[2]; Mint illegible[5] ... 18

(c) New variety : Mint illegible, date [9] 18 ; Rev. (In Persian character.)

(3) With as-Sultan al-adil on Obv : (a) As in Brit. Mus, Cat, Nos. 119-121; Mint Husainabad 89 (sic !)[8], 8 (sic !)[3] ; illegible[2] 13

(b) Similar, but legend of Obv. differently arranged ; Rev. beginning with Sultan and reads Khullida mulkuhu wa-Sultanhu. Mht : Muhammadad [9][12] 1

(c) Similar, bat Husain Shah as Sultan on Rev, and Khullida Mulkuhu. Mint : Daruz zarb 904 (?)[13] ; illegible[4] 17

Of doubtful type 9:105

NASIRU-D-DIN NASRAT SHAH (A. H 925—939 = A. D. 1518—1532 : -(1) With ornamented borders :

(a) As in Brit. Mus. Cat. No. 134-136 ; Mint : Husainabad 925[12] ; Mint illegible same date[3] ; one very crude specimen bears neither Mint nor Date 16

[Note : Here and in other specimens the last line of Rev. reads daru-z-zarb, and not (sic !) or daru-n-nasr, as has been read by the conpilers of the British Museum Catalogue.]

(b) Same legend, but different ornament. Mint : Husainabad (on Obv.) daru-z-zarb 925 (on Rev.)[4] ; others illegible 12

(c) Similar. but Rev. reads : Nasrat Shah bin Husain Shah Sayyid Hosaini, daru-z-zarb is left out ; Mint : Husainabad 925[7] ; one illegible 8

(2) Double-lined border, in some specimens with dots between :-

(a) legend as in Brit. Mus. Cat. No. 137 Mint : Nusratabad[2] (on one coin : 927 on obv.) waru-z-zard[c] (on two coins date : 925) ; illegible[5] 23

(b) a variety of same : nasir in second (instead of third) line of obv.; Mint: Daru-z-zarb (on Rev, last line of obv. uncertain)[8] (date : 925 on 6 coins) : Fathabad. (in last line of obv.) daru-z-zarb 913 (in last line of Rev.)[20]; Husainabad 925[5] (on 4 coins : daru-z-zarb Husainbad 925 in last line of Rev; on I coin : Husainabad in last line of obv, the remainder in last line of Rev.); Khalifabad 932[4] (this is extremely uncertain; the mint name reads Aliera on one specimen, other doubtful);

Muhammadabad[6] dates; 926, 928, 932, 934, 935, 936, (the last 4 coins read Nasrat Shah Sultan bin Hussain Shah sultan instead of as sultan on Rev.) Mint doubtful, date 932 and 939[2]; Mint and date illegible[8] 53

(c) another variety, Nasrat Shah transposed from beginning of Rev. to end Of Obv; no Mint; date uncertain 1 of doubtful type 10:123

'ALA'U-D DIN FIROZ SHAH (A. H. 939=1.D. 1532) : ornamented border; legend as in Brit. Mns. Cat. No. 145, Mint, Fatkabad[2]; Husainbad[4]; doubtful or illegible[4] 10

GHIYASU-D-DIN MAHMUD SHAH III. (A. H. 939—947=A,D.1526-1537) :-

(1) Usual type, with badr-i-shahi in small circle :

(a) as in Brit. Mus. Cat. Nos. 147-148 : Mint Husainabad[2]; Khalifabad Nasaratabad 933[2]; Mint illegible, date 93[3]; Mint and Date illeigible2

(b) Similar, but date on obv; Mint : Fathabad 933... ... 3

(c) as in Brit Mus, 149-151 (with Shah on Obv.) Mint : Husainabad3 (date 939 on two specimens); Muhammadabad1; Nasratabad1; on other doubtful11 of doubtful type

(2) Lettered surfaoes, new type, different varieties:

Obv...... Rev.

Mint Husainabad 945 (1)2; on others illegible 13:53

COINS OF BAHMANI SULTANS

FAJU--D-DIN FIROJ SHAH (A. H. 800-825=1397-1421) : 3s in Brit. Mus. Cat. No. 449-452

COINS OF SURI DYNASTY

ISLAM SHAH (A. H. 952—960 = A. D. 1545—1552)

(1) As in Brit. Mus. Cat, No. 619

(2) Uncertain Obv, portion of Kalimah within.

# ময়মনসিংহের বিবরণ

# ময়মনসিংহের বিবরণ

"ময়মনসিংহের ইতিহাস" প্রণেতা

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার এম, আর, এ, এস,

প্রণীত

সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত

দ্বিতীয় সংস্করণ

১৩১৪ শ্রাবণ—১৯০৭ আগষ্ট



কলিকাতা, ৬১, ৬২ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কুন্তলীন প্রেস হইতে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

●

TO

**WILLIAM BOYD THOMSON Esqr., I. C. S.,**

MAGISTRATE-COLLECTOR

AND

*CHAIRMAN, DISTRICT BOARD*

**MYMENSINGH**

THIS

**WORK**

IS

MOST RESPECTFULLY

**DEDICATED**

AS

AN HUMBLE TOKEN OF THE

**AUTHOR'S**

GREAT RESPECT AND SINCERE GRATITUDE

1904

# ভূমিকা

জেলার সাধারণ ও ভৌগোলিক দৃষ্টান্ত লইয়া "ময়মনসিংহের বিবরণ" লিখিত হইল। গবর্ণমণ্টের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত বিজ্ঞাপনী এবং পত্রাদি, প্রাচীন গ্রন্থ ও এই জেলার ভূম্যধিকারিগণের গৃহ হইতে এই গ্রন্থের অনেক তত্ত্ব সংগৃহীত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের কাগজপত্রাদি হইতে তত্ত্ব সংগ্রহ বিষয়ে ময়মনসিংহের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রমণীমোহান দাস, এম, এ, মহাশয় আমার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

সর্ব্বসাধারণের পাঠোপযোগী করিবার নিমিত্ত "ময়মনসিংহের বিবরণ" অতি সহজ ও দেশ-প্রচলিত ভাষায় লিপিবদ্ধ করা গেল। এই কারণে ইহাতে অনেক যাবনিক, প্রাদেশিক ও ব্যবহারিক শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। গ্রন্থের সহিত ময়মনসিংহ জেলার একখানা মানচিত্র প্রদত্ত হইল।

এই গ্রন্থ প্রক ার জন্য ময়মনসিংহ ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ২০০/- টাকা সাহায্য প্রদান করিয়াছেন। তজ্জন্য আমি ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের নিকট চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম।

আমার পূজনীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

পরিশেষে পাঠকগণের নিকট বিনীত নিবেদন— তাঁহারা কোন ভ্রমপ্রমাদ লক্ষ্য করিলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে জানাইবেন।

ময়মনসিংহ,
১২ই ভাদ্র, ১৩১১। শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

## দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রকাশিত হইল। প্রথম সংস্করণ অতি অল্প দিনের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। নানা কারণে এত শীঘ্র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল না। বঙ্গীয় শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার মহোদয়গণের আনুকূল্যে ও সাহায্যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিলাম। কোন কোন কারণে প্রথম সংস্করণে পঞ্চম অধ্যায়টি পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য অধ্যায়ে ও পরিশিষ্টে অনেক নূতন বিষয় সন্নিবিষ্ট করা হইল। ইতি।

ময়মনসিংহ,<br>
৫ই শ্রাবণ, ১৩১৪। গ্রন্থকার।

# সূচি

# ময়মনসিংহের বিবরণ

## প্রথম অধ্যায়

## সাধারণ বিবরণ

প্রাকৃতিক সীমা; অবস্থান; সাধারণ বিভাগ; পরিমাণ ফল; প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ; "ময়মনসিংহ" নামের কারণ।

**প্রাকৃতিক সীমা:** ময়মনসিংহ পূর্ব্ব-বাঙ্গালার একটি প্রধান জেলা। এই জেলা আয়তনের বাঙ্গালার তৃতীয় ও জনসংখ্যায় প্রথম স্থানীয়। ইহার আকার বক্র চতুর্ভূজ ক্ষেত্রের ন্যায়। এই জেলার উত্তর সীমা গারো পাহাড়, পূর্ব্ব সীমা শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা, দক্ষিণ সীমা ঢাকা, পশ্চিম সীমা পাবনা, বগুড়া ও রংপুর জেলা। ১৮৭৯ সনের ১লা জানুয়ারী তারিখের গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন (Notification) অনুসারে যমুনানদী ময়মনসিংহের পশ্চিম সীমা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যমুনার পশ্চিম তটে এই তিন জেলা অবস্থিত।

**অবস্থান :** ময়মনসিংহ জেলা উত্তর-নিরক্ষ ২৩°–৫৭ ও ২৫°—২৬ কলার মধ্যে এবং পূর্ব্ব-দ্রাঘিমা ৮৯°–৩৬ ও ৯১°–১৯ কলার মধ্যে অবস্থিত।

**সাধারণ বিভাগ :** ময়মনসিংহ জেলা সাধারণত: দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্ব্ব-ময়মনসিংহ ও পশ্চিম-ময়মনসিংহ। ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বতীর প্রদেশ পূর্ব্ব-ময়মনসিংহ, পশ্চিমতীর প্রদেশ পশ্চিম-ময়মনসিংহ।

**পরিমাণ ফল :** এই জেলার দৈর্ঘ্য, উত্তর-দক্ষিণে ৫৯ হইতে ৯৩ মাইল এবং প্রস্থ পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৭০ হইতে ৭৬ মাইল। পরিমাণ-ফল ৬৩৩২ বর্গ মাইল।

**প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ :** অতি পূর্ব্বকালে ময়মনসিংহ কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গৌড়েশ্বর হোসেনসাহ, কামরূপ অধিকার করিয়া, এই অংশ কামরূপ হইতে পৃথক করিয়া লন ও স্বীয় পুত্র নছরৎ শাহকে ইহার আধিপত্য প্রদান করেন। নছরৎ সাহের নামানুসারে তাঁহার অধিকৃত ভূমি, (বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জেলা) নছরৎসাহী নামে অভিহিত হয়। তৎপরে এতদ্দেশে মোগল শাসন প্রবর্ত্তিত হইলে, দিল্লীশ্বর আকবরসাহ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তদীয় রাজস্ব-সচিব টোডরমল্ল বাঙ্গালার রাজস্ব ও ভূমির বন্দোবস্তে মনোযোগী হন। টোডরমল্লের বন্দোবস্ত কাগজে নছরৎসাহী "সরকার বাজুহা" নামে লিখিত হইয়াছে। ইংরেজ শাসনকালের প্রারম্ভে সরকার বাজুহা "জেলা ময়মনসিংহ" নামে অভিহিত হইয়াছে।

এ পর্য্যন্ত এই জেলা বাঙ্গালার লেপ্টেনান্ট গবর্ণরের শাসনাধীন ছিল, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমত্যানুসারে ১৯০৫ সনের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গদেশ বিভাগ হইয়া "পূর্ব্ববঙ্গ

ও আসাম" প্রদেশ গঠিত হইলে এই জেলা পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের লেপ্টেনান্ট গবর্ণরের শাসনাধীন নীত হইয়াছে।

"ময়মনসিংহ" নামের কারণ : ময়মনসিংহ নামটী "মমিনসাহীর" পরিবর্ত্তিত সংস্করণ। কথিত আছে দিল্লীশ্বর আকবরসাহের সময়ে মমিনসাহ নামে কোন ব্যক্তি সরকার বাজুহার একাংশের অধিশ্বর ছিলেন। সেই মমিনসাহ হইতে তদীয় অধিকৃত মহালের নাম মমিনসাহী হইয়া ছিল। আইন-ই-আকবর-ই গ্রন্থে মমিনসাহী মহালের নাম দেখা যায়। এই মমিনসাহীর "সাহী" শব্দই লিপি-বিড়ম্বনায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে "সিংহ" রূপ ধারণ করিয়া ক্রমে বর্ত্তমানে একেবারে "মৈমনসিংহে" পরিণত হইয়াছে।[১] মৈমনসিংহ বা ময়মনসিংহ রাজস্বে এ জেলার সর্ব্ব প্রধান পরগণা। পরগণা মমিনসাহী বা মৈমনসিংহের গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া এই জেলা "ময়মনসিংহ" নামে অভিহিত হইয়াছে।

এই জেলা স্থাপন সময়ে ইহার আকার বর্ত্তমান আকারের দ্বিগুণ ছিল।[২] ক্রমে এ জেলার ভূমি অন্যান্য জেলাভুক্ত হওয়ার ইহার আয়তন বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে। এই জেলা বর্ত্তমান আয়তনেও ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জেলা ইয়র্কসায়ারের তুলনায় ১/১২ অংশ বৃহত্তর।[৩]

---

১। পার্সি "সাহী" শব্দের ইংরেজী লিপিতেই যে এ পরিবর্ত্তনটী ঘটিয়াছে, এ কথা ঠিক বলা যায় না। ইংরেজীতে শুদ্ধরূপে লিখিত হইয়া পরে অপরিষ্কার হস্তাক্ষর নকলের সময়, নকল-কারকও এরূপ ভ্রম করিয়া থাকিতে পারেন। প্রাচীন হস্তলিখিত কাগজপত্রে এরূপ ভ্রম অসংখ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কোম্পানীর রাজস্ব কর্মচারী গ্রান্ট সাহেবের রাজস্ব বিষয়ক কাগজপত্র ইহার প্রধান সাক্ষ্য। ঐ কাগজপত্র ময়মনসিংহের ইতিহাসের ৬৪ পৃ. হইতে ৭৫ পৃ. প্রদত্ত হইয়াছে।

২। Collector's First Settlement Report, dated 12-2-1788

৩। Report on the History and Statastics of the District of Mymensingh, by H.J. Reynold (1868-69).

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## বিভাগ

শাসন, বিচার ও রাজস্ব বিভাগ— প্রাচীন কথা ; সদর ও মফস্বল তহসীল কাছারী; থানা, ফাঁড়িখানা, মহকুমা, চৌকী ও রেজেষ্টরী কার্য্যালয়; পরগণা— পরগণার বিবরণ ; ময়মনসিংহ ; জফরসাহী ; আলাপসিংহ; রণ-ভাওয়াল; পুকুরিয়া; কাগমারী; আটীয়া, বড়বাজু, সেরপুর; সুসঙ্গ; নসিরুজিয়াল; হোসেনসাহী; হোসেনপুর; হাজরাদী; খালিয়াজুরী; জয়নসাহী; কুড়িখাই।

**শাসন, বিচার ও রাজস্ব বিভাগ :**

প্রাচীন কথা : মোগল শাসনের সময় এ জেলার শাসন ও বিচার ক্ষমতা কাননগু ও কাজিদিগের হস্তে ন্যস্ত ছিল। যে সকল স্থানে কাজি বা কাননগুর কার্য্যালয় বর্ত্তমান ছিল না, পরগণার জমিদারগণ যে সকল স্থানের শাসন সংরক্ষণ করিতেন। জমিদারদিগের রাজস্ব প্রদানের ক্রটির বিচার রাজধানীতে হইত। রাজস্ব প্রদানের ক্রটি ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে ক্রটি হইলে জমিদারদিগকে প্রায়ই কোন শাসন করা হইত না। প্রজা-সাধারণ নীরবে জমিদারের অত্যাচার সহ্য করিত।

ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভকালেও এই নিয়ম প্রচলিত ছিল। জমিদারগণ স্বীয় রাজস্ব ঢাকার কালেক্টরীতে প্রদান করিতেন। রাজস্ব প্রদানের ক্রটি হইলে, কোম্পানীর লোক, জমিদার বা তাহাদিগের আমলাদিগকে ধৃত করিত। প্রজা-সাধারণের সহিত কোম্পানীর অনুমাত্রও সম্পর্ক ছিল না। প্রজাদিগের অভিযোগের বিচার জমিদারগণই করিতেন।

১৭৮৭ সনের ১লা মে ময়মনসিংহ জেলা স্থাপিত হয়।[১] জেলা স্থাপিত হইলে জেলার কালেক্টরের হস্তে বিচার শাসন বিভাগের সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রদত্ত হয়। এইরূপ ক্ষমতা প্রদত্ত হইলেও কালেক্টর রাজস্ব সংগ্রহ ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের অনুসন্ধান লইতেন না।

দশশালা বন্দোবস্তের সময় জমিদারীর অন্তর্গত অনেক মহাল পৃথক হইয়া যাওয়ায়, কার্য্যবাহুল্যে কালেক্টর খাজনা আদায় জন্য কতকগুলি তহসীল কাছারীর মঞ্জুরী আনয়ন করেন। ইহার পর ১৯৭৩ সনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হইলে পৃথক জজ নিযুক্ত হইয়া আসিয়া কালেক্টরের হস্ত হইতে বিচারভার গ্রহণ করেন। এই সময় ময়মনসিংহ জেলার আয়তন অত্যন্ত বৃহৎ ছিল। শ্রীহট্ট জেলার তরফ, ত্রিপুরা জেলার মেহের, সরাইল, বরদাখাত প্রভৃতি নোয়াখালী জেলার ভেলুয়া, পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ, আসামের তুরা প্রভৃতি বহুদূরবর্তী স্থান ময়মনসিংহের কালেক্টরের শাসনাধীন ছিল।

**সদর ও মফস্বল তহসীল কাছারী :** এই বিস্তৃত জেলার শাসন সংরক্ষণ জন্য পরগণায় পরগণায় তহসীল কাছারী স্থাপিত হ[illegible] কর্মচারীদিগের নামসহ সেই প্রাচীন তহসীল কাছারীগুলির নাম প্রদত্ত হইল।[২]

১। Board of Revenue's letter of the Collector of Belluah, No. Dated 24-4-1787.
২। Collector's Letter regarding the establishment of Mymensingh Collectorship, dated. 12-10-1804.

**সদর কাছারী :**

যথাক্রমে কর্মচারীর নাম ও বেতনসহ : কালেক্টর মিঃ এফ, সি. গ্রস—১৫,০০/-, সহকারী কালেক্টর সি, ডবলিউ, ষ্টিয়ার-৪০০/- মির আহাম্মদ আলি, দেওয়ান—১৫০/-, জগৎরাম ব্যানার্জি, সেরেস্তাদার—৫০/-, জন পিন্টো, হেডকেরাণী—৭০/-, জগগে প্রেগারু, ২য় হেডকেরাণী—৪০/-, রামগোপাল দাস, পার্সি নবিস—২০/-, রামগোপাল ধর, পার্সি নবিস—২০/-, রাজকিশোর বল, পার্সি নবিস—২০/-, কীর্ত্তিনারায়ণ ঘোষ, পার্সি নবিস—২০/-, রঘুনাথ সরকার, পার্সি নবিস—২০/-, নরসিংহ ঘোষ, পার্সি নবিস—২০/-, নরসিংহ ঘোষ, পার্সি নবিস—২০/-, ষালকরাম পালিত, বাঙ্গালা মোহরের—১৫/-, গোপীনাথ ঘোষ, বাঙ্গালা মোহরের—১৫/-, রামচন্দ্র পালিত, বাঙ্গালা মোহরের—১৫/-, রামকিশোর রায়, বাঙ্গালা মোহরের—১৫/-, কাশী কান্ত ঘোষ, বাঙ্গালা মোহরের—১৫/-, লালাহুলাস চান্দ, মুন্সি—৩০/-, গদাধর সেন, খাজাঞ্চি—২৫/-, রামরূপ সেন, খাজনা মোহরের—১০/-, রামনিধি সেন, খাজনা মোহরের—১০/-, রূপরাম গুপ্ত, খাজনা মোহরের—১০/-, মেহের আলি, নাজির—১৫/-, সেখ আস্কর, নায়েব-নাজির—১০/-, ৩ জন পোদ্দার, রামসিং প্রভৃতি—২৫/-, জীবনকৃষ্ণ সেন, মহাফেজ—৩০/-, দেবী প্রসাদ মজুমদার, মহাফেজ—৩০/-

তহসীল কাছারী তপে হাজরাদী।

মহম্মদ হাফিজ, তহসীলদার—৫০/-, শোভারাম মজুমদার, পার্সি মুন্সী—১০/, রাধামাধব ঘোষ, পার্সি মুন্সী—১০/-

তহসীল কাছারী পরগণে হোসেনসাহী ও হোসেনপুর।

চৈতন্য ঘোষ, তহসীলদার—৫০/-, রাধাকান্ত গোপ, পার্সি মুন্সি-১০/-,

কাশীনাথ সেন, পার্সি মুন্সি—১০/-

তহসীল কাছারী পরগণে কাগমারী।

ব্রজনাথ দাস, তহসীলদার—৪০/-, দিগাম্বর পালিত, পার্সি মুন্সি—১০/

তহসীল কাছারী বরিকান্দি, কাশীপুর, নোয়াবাদ প্রভৃতি।

ঠাকুরদাস বানার্জি, তহসীলদার—৪০/-

তহসীল কাছারী তপে রণভ [illegible]ল ও পরগণে আলাপসিংহ।

মির হায়দারবক্স, তহসীলদার—৪০/-, সদাশিব মজুমদার, পার্সি মুন্সী—১০/-

তহসীল কাছারী পরগণে রায়দোম।

মদনমোহন ঘোষ, তহসীলদার—২০/-

তহসীল কাছারী পরগণে পুখুরিয়া।

গুরুদাস বানার্জি, তহসীলদার—৫০/-, সদাশিব ঘোষ, পার্সি মুন্সি—১০/-

তহসীল কাছারী পরগণে নসিরুজিয়াল।

মনোহর পালিত, তহসীলদার—৫০/-, ইন্দ্রনারায়ণ মিত্র, পার্সি মুন্সী—১০/-

এইরূপ তহসীল কাছারীর নিয়ম [illegible] দিন পর্য্যন্ত প্রচলিত ছি[illegible] তৎপর কয়েকটী থানা ও ফাঁড়িথানার সৃষ্টি হইলে, ১৮১৩ অব্দে, তহসীল কাছারীগুলি উঠিয়া যায়[১] এবং ১৮১৯ অব্দে কাননগুর কার্য্যালয় পুনঃস্থাপিত হয়।[২] ১৮২৩ সনে এ জেলায় ১২টি থানা ও ২৫টি কাননগুর কার্য্যালয় ছিল।[৩]

১। Collector's letter, dated 22-11-1819."

২। Collector letter dated 18-11-1819.

৩।Collector's letter dated 15-8-1823.

থানা, ফাঁড়ি-থানা, মহকুমা, চৌকী ও রেজিষ্টরী কার্য্যালয় : ক্রমে কার্য্য বাহুল্য ও সাধারণের অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য করিয়া গভর্ণমেণ্ট মহকুমা সৃষ্টির আবশ্যকতা অনুভব করেন। ১৮৪৫ অব্দে জামালপুর মহকুমার সৃষ্টি হইয়া জেলার শাসনকার্য্য দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। সেরপুর, হাজীপুর, সিরাজগঞ্জ ও পিংনা থানা লইয়া জামালপুর বিভাগ ; নসিরাবাদ, গাবতলি; মধুপুর, নেত্রকোণা, ঘোষগাঁও, ফতেপুর, গফরগাঁও, মাদারগঞ্জ, নিকলি ও বাজিতপুর থানা লইয়া সদর বিভাগ স্থাপিত হয়। আটীয়া থানার অন্তর্গত স্থান তৎকালে ঢাকা জেলার অধীন ছিল। ১৮৬০ সনে কিশোরগঞ্জ মহকুমা স্থাপিত হইলে, কিশোরগঞ্জ বিভাগ পৃথক হইয়া যায়। ১৮৬৬ সনে বগুড়া জেলা হইতে দেওয়ানগঞ্জ থানা ও ঢাকা জেলা হইতে আটীয়া থানা এ জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহাতে জামালপুর মহকুমার আয়তন বর্দ্ধিত হয়। এরূপে জেলার বৃদ্ধি হওয়াতে জেলা কালেক্টর গভর্ণমেণ্ট সমীপে অতিরিক্ত শান্তিরক্ষক নিয়োগের প্রার্থনা করেন। ১৮৬৭ সনের ২০শে মার্চ্চের গভর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপনী (Notification) অনুসারে আরও কয়েকটি থানা ও ফাঁড়ি থানা সংস্থাপিত হয় এবং ১৮৬৯ সনে টাঙ্গাইল মহকুমা স্থাপিত হইলে সেই প্রদেশবাসীদিগের অসুবিধা ও অশান্তি দূরীভূত হয়। এইরূপে ১৮৭১ সন পর্য্যন্ত, এ জেলায় ৪টি বিভাগ, ১৬টি থানা ও ১cটি, ফাঁড়ি থানা, ১০টি ফৌজদারী ও ১৪টি দেওয়ানী বিচারালয় স৲্থাপিত হইয়াছিল। অতঃপর ১৮৮২ সনে নেত্রকোণা মহকুমা স্থাপিত হয়।

বর্ত্তমান সময় এ জেলায় ৫টি মহকুমা (বিভাগ), ৯টি চৌকী (মুনসেফী), ৩০টি পুলিশ ষ্টেশন (থানা), ও ২১টি সব-রেজেষ্টরী কার্য্যালয় স্থাপিত আছে। মহকুমা—(১) সদর, (২) জামালপুর, (৩) কিশোরগঞ্জ, (৪) টাঙ্গাইল ও (৫) নেত্রকোণা। চৌ[illegible]—সদর মহকুমায়—(১) সদর ও (২) ঈশ্বরগঞ্জ। জামালপুর মহকুমায়—(৩) জামালপুর ও (৪) সেরপুর। কিশোরগঞ্জ মহকুমায়—(৫) কিশোরগঞ্জ ও (৬) বাজিৎপুর। টাঙ্গাইল মহকুমায়—(৭) টাঙ্গাইল ও (৮) পিংনা। নেত্রকোণা মহকুমায়—(৯) নেত্রকোণা। থানা—সদর মহকুমায়—(১) সদর, (২) ফুলবাড়ীয়া, (৩) গফরগাঁও, (৪) নান্দাইল, (৫) ঈশ্বরগঞ্জ ও (৬) ফুলপুর। জামালপুর মহকুমায়—(৭) জামালপুর, (৮) নালিতাবাড়ী, (৯) দেওয়ানগঞ্জ ও (১০) সেরপুর। কিশোরগঞ্জ মহকুমায়—(১১) কিশোরগঞ্জ, (১২) কটিহাদী ও (১৩) বাজিৎপুর। টাঙ্গাইল মহকুমায়—(১৪) টাঙ্গাইল, (১৫) কালীহাতী ও (১৬) গোপালপুর। নেত্রকোণা মহকুমায়—(১৭) নেত্রকোণা, (১৮) কেন্দুয়া ও (১৯) দুর্গাপুর। ফাঁড়ি থানা—সদর মহকুমায়—(১) মুক্তাগাছা। জামালপুর মহকুমায়—(২) মাদারগঞ্জ। কিশোরগঞ্জ মহকুমায়—(৩) বাদলা, (৪) ভৈরব ও (৫) অষ্টগ্রাম। টাঙ্গাইল মহকুমায়—(৬) নাগরপুর, (৭) মৃজাপুর, (৮) ঘাটাইল ও (৯) জগন্নাথগঞ্জ। নেত্রকোণা মহকুমায়—(১০) খালিয়াজুরী ও (১১) বারহাট্টা।[১]

বিভাগ

রেজিষ্টারী কার্য্যালয়-সদর মহকুমায়—(১) সদর, (২) ফুলপুর, (৩) গফরগাঁও, (৪) নান্দাইল ও (৫) ঈশ্বরগঞ্জ। জামালপুর মহকুমায়—(৬) জামালপুর, (৭) দেওয়ানগঞ্জ ও

১। ১৯০৬ সনের ১৬ই জুনের পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গেজেটের বিজ্ঞাপন অনুসারে এই ১১টি আউট পোষ্টও থানায় পরিণত হইয়াছে। (No. 6676, dated 15.6.06)

(৮) সেরপুর। কিশোরগঞ্জ মহকুমায়—(৯) কিশোরগঞ্জ, (১০) কটিহাদী, (১১) বাজিৎপুর ও (১২) করিমগঞ্জ। টাঙ্গাইল মহকুমায়—(১৩) টাঙ্গাইল, (১৪) কালীহাতী, (১৫) নাগরপুর, (১৬) গোপালপুর ও (১৭) পাকুল্যা। নেত্রকোণা মহকুমায়—(১৮) নেত্রকোণা, (১৯) কেন্দুয়া, (২০) দুর্গাপুর ও (২১) বারহাট্টা।

**পরগণা :** এই জেলা ৩৯টি[১] পরগণায় বিভক্ত। যথা—(১) ময়মনসিংহ, (২) জফরশাহী, (৩) আলাপসিংহ, (৪) রণভাওয়াল, (৫) পুখুরিয়া, (৬) কাগমারী, (৭) আটীয়া, (৮) বড়বাজু, (৯) সেরপুর, (১০) সুসঙ্গ, (১১) নসিরুজিয়াল, হোসেনশাহী, (১৩) হোসেনপুর, (১৪) হাজরাদী, (১৫) খালিয়াজুরী, (১৬) জয়নসাহী, (১৭) কুড়িখাই, (১৮) নছরৎসাহী (১৯) লতিবপুর, (২০) মকিমাবাদ, (২১) আটগাঁও, (২২) বলরামপুর, (২৩) বরিকান্দি, (২৪) বাউখণ্ড, (২৫) চন্দ্রপ্রতাপ, (২৬) ইদগা (২৭) ইছফাবাদ, (২৮) রায়দোম, (২৯) সিংধা-দরজিবাজু, (৩০) কাসেমপুর (৩১) নিকলী, (৩২) সাগরদী, (৩৩) হাউলী, (৩৪) জফুজিয়াল, (৩৫) ইছাপুর, (৩৬) বরদাখাত, (৩৭) পাতিলাদহ (৩৮) তুলন্দর, (৩৯) ইছপসাহী।

**পরগণার বিবরণ :** এই ৩৯টি[১] পরগণার মধ্যে ১৬টি আদিম। অপর কতকগুলি কালক্রমে এই ১৬টি হইতে ছিন্ন হইয়া ভিন্ন নাম গ্রহণ করিয়াছে। কতকগুলির অংশমাত্র ভিন্ন জেলা হইতে এ জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ১৮৫০ অব্দে গভর্ণমেণ্ট পক্ষে যে জরিপ হইয়াছিল, ঐ জরিপে এই ১৬ পরগণাই মূল ধরিয়া ভূমির মাপ হইয়াছিল। নিম্নে এই মূল পরগণাগুলির জমিদারী সংক্রান্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

**ময়মনসিংহ :** ময়মনসিংহ পরগণা মোগল শাসনকালে, মমিনসাহী নামে পরিচিত ছিল, ইহার সরকারী রাজস্ব তৎকালে অন্য আর একটি মহালের সহিত একত্রে ২২০৭৭১৫ দাম[২] বা ৫৫১৯৸৶০ আনা ছিল। এই পরগণা পূর্বে জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান বংশের (ঈশাখাঁ বংশের)[৩] জমিদারীর অন্তর্গত ছিল। তৎপরে সপ্তদশ শতাব্দীতে এই জমিদারী টীকরার জমিদারদিগের হস্তগত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নবাব আলিবর্দ্দি-খাঁর কর্মচারী, রামগোপালপুর, গৌরীপুর প্রভৃতি স্থানের জমিদারগণের পূর্বপুরুষ, শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী, তাহা গ্রহণ করেন। ১৭৮৭ সনে, জেলা বন্দোবস্তের সময়, এই পরগণার প্রথম চারি আনা হিস্যা, উক্ত শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর পুত্র, কিশোর রায়ের বিধবা পত্নীদ্বয় রতন মালা ও নারায়ণী দেবীর সহিত, দ্বিতীয় চারি আনা হিস্যা কৃষ্ণ গোপাল রায়ের দত্তক পুত্র, যুগল রায়ের সহিত, তৃতীয় চারি আনা হিস্যা, শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর দ্বিতীয় পুত্র, গঙ্গানারায়ণ রায়ের পুত্র হরনাথ রায়ের সহিত ও চতুর্থ চারি আনা হিস্যা হরনারায়ণের দুই বিধবা পত্নীর সহিত, বন্দোবস্ত হয়।

---

১। w. w. Hunter সাহেব Statistical Account of Dacca Division গ্রন্থে লিখিয়াছেন এ জেলা ৩২ পরগণায় বিভক্ত। বাস্তবিক পক্ষে এ জেলা ৩২টি পরগণায়ই বিভক্ত অবশিষ্ট ৭টি পরগণা ভিন্ন জেলায় স্থিত। ঐ সাত পরগণায় ১/১টি মহাল মাত্র এ জেলার তৌজীভুক্ত হইয়াছে। যথা-ত্রিপুরা জেলার বরদাখাত, ঢাকা জেলার চন্দ্রতাপ, শ্রীহট্ট জেলার আটগাঁও, রঙ্গপুর জেলার পাতিলাদহ ইত্যাদি।

২। দাম-মোগল শাসন সময়ের প্রচলিত মুদ্রা বিশেষ। ইহার ৪০টিতে কোম্পানীর এক টাকার বিনিময় হইত।

৩। ঈশা খাঁ বঙ্গীয় দ্বাদশ ভৌমিকের শ্রেষ্ঠ ভৌমিক। সম্রাট আকবর সাহ হইতে ২২ পরগণার শাসনভার লইয়া তিনি এই প্রদেশে আগমন করতঃ জঙ্গলবাড়ীতে বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। জঙ্গলবাড়ী, হয়বৎ নগর ও ভাগলপুরের দেওয়ান সাহেবগণ ইহারই বংশধর।

বর্তমান সময়ে গৌরীপুরের জমিদার এই জমিদারীর চারি আনা আড়াই গণ্ডা অংশ রামগোপালপুরের জমিদার চারি আনা অংশ ও ভবানীপুর, গোলোকপুর, কালীপুর, কৃষ্ণপুর, বাসাবাড়ী, ধনকুড়া, ডৌহাখলা ও মুক্তাগাছার জমিদারগণ অবশিষ্ট অংশের স্বত্বাধিকারী। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এই পরগণার খাজানা, পরগণা জফরসাহীসহ ১২৩৬০৬/- টাকা ধার্য হয়। ১৮৫০ সনের জরিপ-নক্সায় এই পরগণার জমি ৩৮৬৪১৬ একর ২ রোড ১৫ পোল, গ্রামসংখ্যা ১১৪২ এবং পরিমাণ- ফল ৬০৩.৭৮ বর্গমাইল লিখিত হইয়াছে।

**জফরসাহী :** জফরসাহী পরগণা টোডরমল্লের বন্দোবস্ত সময়ে "সরকার ঘোড়াঘাটের" অধীন ছিল। দেওয়ান ঈশাখাঁ সম্রাট আকবর সাহ হইতে এই পরগণার আধিপত্য গ্রহণ করেন। তৎকালে ইহার রাজস্ব ৭৩৫৮৩৫ দাম বা ১৮৩৯৫৸৵০ আনা ছিল। অতঃপর এই পরগণা রাজসাহীর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হয় ও কিছুকাল পরে শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী এই পরগণা ময়মনসিংহ পরগণার অন্তর্ভুক্ত করেন। অদ্যপি "এই পরগণা ময়মনসিংহ পরগণার সহিত এক বন্দোবস্তে চলিতেছে। পৃথক সদর জমা নাই। ১৮৫০ সনের সার্ভে-নকসার জমির পরিমাণ ১৬২৩১২ একর, ৩ রোড, ৩০ পোল, গ্রামসংখ্যা ৩৯৯ ও পরিমাণ-ফল ২৫৩.৬১ বর্গমাইল লিখিত হইয়াছে।

**আলাপসিংহ :** আলাপসিংহ পরগণা আইন-ই-আকবর-ই গ্রন্থে আলেপসাহী নামে লিখিত হইয়াছে। ইহার গভর্ণমেণ্ট রাজস্ব ৭৬০৬৬৭ দাম বা ১৯০১৬৷৶১৫ গণ্ডা ছিল। এই পরগণা পূর্বে জঙ্গলবাড়ীর ২২ পরগণা ভুক্ত ছিল। অতঃপর টীকরার জমিদারদিগের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হয়। সপ্তদশ শতাব্দির শেষভাগে তাহা পুনরায় বড়বাজুর চন্দ ও পুঁটীজানার রায়দিগের হস্তগত হয়। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর সময়ে ১১৩২ ও ১১৩৩ বঙ্গাব্দে মুক্তাগাছার বর্ত্তমান জমিদার বংশের পূর্ব্ব পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ আচার্য, পুঁটীজানার রামচন্দ্র ও ভবানীদেব রায় হইতে ৷৵০আনা ও লোকিয়া গ্রাম নিবাসী বিনোদরাম চন্দ হইতে ।৵০ আনা জমিদারী দুইখণ্ড কওলা সম্পাদনে ক্রয় করেন। ১৭৮৭ সনের বন্দোবস্ত সময়ে এই পরগণার প্রথম আট আনা হিস্যায় চারি আনায় শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্যের বংশধর শ্যামকিশোর আচার্য্য ও চন্দ্রকিশোর আচার্য্য, এবং চারি আনায় কৃষ্ণকান্ত আচার্য্যের বিধবা পত্নী গঙ্গা দেবী, দ্বিতীয় চারি আনা হিস্যায় রুদ্ররাম আচার্য্য ও তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় ও অবশিষ্ট চারি আনায় রঘুনন্দন স্বত্বাধিকারী ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে ইহাদিগের বংশধরগণ কর্ত্তৃক এই পরগণার জমিদারী শাসিত হইতেছে। এই পরগণার অধীনে তপে কুমারিয়া ও তপেসাতসিকা নামে দুইটী তপ্সা আছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরগণার রাজস্ব ৬৫৩৯৩/- টাকা ধার্য্য হইয়াছে। ১৮৫০ সনের সার্ভে-নকসার ৬০১ গ্রাম ৩২৬৫৫৬ একর, ২ রোড, ১১ পোল জমি ও পরিমাণ-ফল ৫১০.২৪ বর্গমাইল লিখিত হইয়াছে।

**রণভাওয়াল :** তপ্পা রণভাওয়াল, ভাওয়াল পরগণার অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া আকবর সাহের সময়ে ভাওয়ালবাজু নামে পরিচিত ছিল। রাজস্ব-সচিব টোডরমল্ল এই সমস্ত মহালের রাজস্ব ১৯৩৫১৬০ দাম বা ৪৮৩৭৯/- টাকা নির্দ্ধারণ করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে ভাওয়াল পরগণায় বঙ্গীয় দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম ভৌমিক ফজলগাজীর আবির্ভাব হয়। গাজী বংশ ইহার পূর্ব্ব হইতে ভাওয়ালে আধিপত্য করিতেছিলেন। ডাক্তার ওয়াইজ লিখিয়াছিলেন, খ্রীষ্টীর চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে পালওয়ান সাহের পুত্র কায়েম খাঁ, দিল্লীর বাদসাহ হইতে ভাওয়াল পরগণার আধিপত্য গ্রহণ করিয়া লক্ষ্মানদীর তীরে স্বীয় আবাসস্থল নির্দ্ধারিত

করেন। অতঃপর আকবর সাহের সময় ইহার বংশধর ফজলগাজী অপর একাদশ ভূম্যধিকারীর সহিত সম্রাটের বিরুদ্ধে উত্থান করিয়া স্বীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ঈশা খাঁ এই দ্বাদশ ভৌমিকের নেতা ছিলেন। ঈশা খাঁ আকবর সাহের বশ্যতা স্বীকার করিলে, দ্বাদশ ভৌমিকের ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়া যায়। অতঃপর তিনি ভাওয়াল পরগণার উত্তর অংশও নিজ ২২ পরগণার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া আনেন। এই উত্তর অংশে আকবরের সেনাপতি রাজা মানসিংহের সহিত ঈশা খাঁর যুদ্ধ হয়।[১] রহে রণাভিনয় হইতে ভাওয়াল পরগণার অংশের নাম রণভাওয়াল হয়। ক্রমে ঈশা খাঁর বংশধরগণ, রণভাওয়ালকে আলাপসিংহের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নিজ নিজ বিভাগ-ক্রিয়া সম্পাদন করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের নবাবী আমলের কাগজপত্রে রণভাওয়ালকে আলাপসিংহের অন্তর্গত তপ্পা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ঈশা খাঁ বংশের পর এই তপ্পা ঢাকার মোগলদিগের হস্তগত হয় এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের হস্তে পরিচালিত হয়। ১৭৮৭ সনে এই তপ্পার (জমিদারীর) ।৵ আনা অংশ মহম্মদ করিম, ।৵ আনা অংশ হুসেন আলি ও অবশিষ্ট ।০ আনা অংশ মহম্মদ আলির নামে লিখিত ছিল। ইতঃপূর্ব্বেই এই মহাল হইতে কতকগুলি বড় বড় তালুক বাহির হইয়া যাওয়ায়, মালীকগণের পক্ষে রাজস্ব চালাইয়া জমিদারী রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে। অতঃপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর, জমিদারীর অংশ রাজস্ব বাকীর জন্য নীলাম হইয়া যায়। এবং বোর্ডের ১৭৯৪ সনের ২৬শে ফেব্রুয়ারীর চিঠি অনুসারে ৩৪টী তালুকসহ পরগণার অংশ ঢাকা জেলার তৌজিতে পরিবর্ত্তিত হয়। অতঃপর ইহার বাকী অংশ ত্রিপুরার কালেক্টরীভুক্ত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে এ জেলায় রণভাওয়ালের জমিদারীর অংশ নাই। এই পরগণার মোট জমি ২০৩৫৪০ একর, পরিমাণ-ফল ৩১৮.০৩ বর্গমাইল ও গ্রাম সংখ্যা ২৭৯।

**পুখুরিয়া :** পুখুরিয়া মোগল শাসনকালে পুখুরিয়াবাজু নামে পরিচিত ছিল। তৎকালে ইহার রাজস্ব ১৭১৫১৭০ দাম বা ৪২৮৭৯ ।০ টাকা ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই পরগণা ধনবাড়ীর ইস্পিঞ্জর খাঁ, মনোহর খাঁর অধিকার হইতে নাটোরের মহারাজদিগের হস্তগত হয়।[২] ঐ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত তাঁহারা এই পরগণা শাসন করেন। অবশেষে কোম্পানীর রাজস্ব বাকী জন্য ১২০০ বঙ্গাব্দের ২৪শে জ্যৈষ্ঠ (১৭৯৪ সন ৪ঠা জুন) এই পরগণা নীলাম হইলে, পুটীয়ার রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায় ৬২১০০/- টাকা মূল্যে উহা ক্রয় করেন।[৩]

---

১। ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্ব তীরে এগারসিন্দুর কেল্লা। এই কেল্লার পশ্চিম দিকে, (ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম তীরে) এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। এই অংশই রণভাওয়াল নামে পরিচিত।

২। পুখুরিয়া পরগণার ভূমিসম্বন্ধীয় যে সকল প্রাচীন দলিল দেখা যায়, তাহাতে বোধ হয়, তৎকালে পুখুরিয়া গড়ের পশ্চিমাংশ ইস্পিঞ্জর খাঁ, মনোহর খাঁর ও পূর্ব্বাংশ সিমলা-নিবাসী কৃষ্ণজীবন রায় ও জগজ্জীবন রায়ের অধীনে ছিল।

৩। আবশ্যক বোধে ঐ নীলামের দলিলের বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। মূল দলিলের ভাষা পারস্য।
"বহুল সম্মানিত সকৌন্সিল গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরের হুকুম অনুসারে বোর্ড অব রেভিনিউর সম্মানিত মেম্বরগণ রাজসাহী প্রভৃতির জমিদার মহারাজি রামকৃষ্ণের জমিদারী জেলা ময়মনসিংহের অন্তর্গত পং পুকুরিয়া যাহার সরকারী রাজস্ব নিম্ন তপছিলের লিখিত মত মং ৭০৬৭২৸৵১০ গণ্ডা বটে। বাং ১১৯৯ সনের সরকারের বাকী রাজস্বের আদায়ের জন্য ১৭৯৪ সনের ৪ঠা জুন তারিখে মোঃ বা ২৪শে জ্যৈষ্ঠ ১২০০ সাল কলিকাতা মোকামে বোর্ড অব রেভিনিউ আদালতে বোর্ডেব সেক্রেটারী সাহেবের হুজুরে নীলাম হইল। ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী ৬২১০০/- টাকা প্রচলিত টাকার মূল্যে খরিদ করিলেন। মূল্যের মুদ্রা সরকারী খাজানা খানায় দাখিল করিয়াছে। উক্ত পরগণা প্রকাশিত ও পরিচিত সীমানা সরহর্দ্দ অনুসারে দরোবস্ত যাহা কিছু উক্ত মহারাজার দখলে ছিল, তৎসমুদায় স্বত্বে ভূপেন্দ্রনারায়ণের স্বত্ব বর্ত্তিল ও তাহাকে সমুদায় স্বত্ব দখল দেওয়া গেল। ইতি।"

ইতঃপূর্ব্বে এই মহাল রাজশাহীর কালেক্টরীর অধীন ছিল ; নীলামের পূর্ব্বে ১১৯৯ সনের প্রথম ভাগ হইতে ময়মনসিংহের কালেক্টরীর অধীন হয়[১] এবং নীলাম হইলে ক্রেতার সহিত ৭০৬৭২৸৵১০ আনা সিক্কা রাজস্বে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নির্দ্ধারিত হয়। ১২০৫ সনে পুনরায় রাজস্ব বাকী পড়িলে ৷৷/৩-২ কাগ অংশ নীলাম হয় ও তাঁহাদিগের কার্য্যকারক পঞ্চানন্দ সরকার উহা ক্রয় করেন। পঞ্চানন্দ ১২০৮ সনে রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের পুত্র জগৎনারায়ণকে উহা কাওলা করিয়া দেন। অতঃপর জগৎনারায়ণের পত্নী রাণী ভুবনময়ীর সহিত অপর অংশী কৃষ্ণেন্দ্রনারায়ণের এক রফা হয়। রফাসূত্রে কৃষ্ণেন্দ্রনারায়ণ রায় ।০ আনা ও রাণী ভুবনময়ী ৸০ আনা প্রাপ্ত হন।[২] ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দের ৬ই জুলাই বাটওয়ারার আখরা-জাত খরচ জন্য কৃষ্ণেন্দ্রনারায়ণের নাবালক পুত্র ভৈরবচন্দ্রের ।০ আনা অংশ নীলাম হইলে, গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করেন। ১২৫৪ বঙ্গাব্দে, পুনরায় কৃষ্ণেন্দ্রের পুত্র রাজা ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ গবর্ণমেণ্ট হইতে একরার দ্বারা ঐ ।০ আনা গ্রহণ করেন। ১২৫৫ সনে ভৈরবেন্দ্র আম্বারিয়ার পদ্মলোচন রায়ের নিকট ৵০ আনা বিক্রয় করেন ও অপর ৵০ আনা তাঁহারই নিকট পত্তন থাকে। ১২৬১ সনে পত্তনি মালীকানাও নীলাম হইয়া যায় এবং পদ্মলোচন রায়ের পুত্র কালীচন্দ্র রায় উহা খরিদ করেন। বর্ত্তমানে আম্বারিয়ার হেমচন্দ্র চৌধুরী পরগণার ।০ আনা অংশ উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাণী ভুবনময়ী ৸৹আনা অংশ হইতে দৌহিত্র গোবিন্দ্রপ্রসাদ খাঁ প্রভৃতিকে ৵৹আনা অংশ দান করেন এবং বাকী ৷৲৹ আনা তাঁহাদের থাকে। বর্ত্তমানে ঐ ৷৲৹ আনা অংশ উত্তরাধিকার-সূত্রে রাণী হেমন্তকুমারী ও ৲৹আনা অংশ ভবপ্রসাদ খাঁ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই পরগণার কতকগুলি গ্রাম নিজ তালুক বলিয়া নাটোরের জমিদারগণ আপত্তি উপস্থিত করিলে, ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে এ জেলার কালেক্টর গ্রস সাহেব ভূমি তদন্তের জন্য ও উভয় পক্ষের প্রমাণ পরিদর্শন জন্য মধুপুরে উপস্থিত হন। ঐ তালুকগুলি নিজ তালুক ও বাজে তালুক নামে বর্ত্তমান সময়ে নাটোরের রাজাদিগের সম্পত্তিভুক্ত হইয়াছে।[৩] পুখুরিয়ার গড়ে প্রচুর গজারী কাষ্ঠ জন্মিয়া থাকে। এই গড় জয়ানসাহীর গড় নামে পরিচিত। এই পরগণার ৯৪৯টি গ্রাম এবং ২৭৯৮৬৭ একর ১ রোড ৪ পোল জমি, জমির পরিমাণ ফল ৪৩৭.২৯ বর্গমাইল। সরকারী রাজস্ব ৭৫২৪৫ ।- ।

**কাগমারী** : আইন-ই-আকবর-ই গ্রন্থে কাগমারী পরগণার উল্লেখ দেখা যায় না। তৎকালে এই মহাল বড় বাজুর অন্তর্গত ছিল। সম্রাট সাহজাহানের সময় সাহজমান নামক একজন পীর এই পরগণার আধিপত্য লাভ করেন। সাহজমান হইতে তদীয় অনুচর বাফলা নিবাসী যাদবেন্দ্র রায় তাহা প্রাপ্ত হন। যাদবেন্দ্রর পুত্র অভাবে ভ্রাতুষ্পুত্র ইন্দ্রনারায়ণ রায় সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হন। এই সময়ে মুর্শিদাবাদে বাঙ্গলার রাজস্ব গৃহীত হইত। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর "জমা কামাল তুমারী" কাগজে এই পরগণার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইন্দ্রনারায়ণ বিধর্মী হইয়া গেলে, ভ্রাতুষ্পুত্র বিশ্বনাথ চৌধুরী সমগ্র কাগমারীর প্রভুত্ব গ্রহণ করেন। বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার তিন পুত্র জমিদারী বিভাগ করিয়া লন। বড় পুত্রের

১। Decrees of the Sudder Dewani Adalat, dated 2-6-1812.

২। Collector's letter to Revenue Board, dated 15-4-1817.

৩। ১৮০৫ সনের ১২ই এপ্রিল তারিখের রেভেনিউ বোর্ডে লিখিত চিঠিতে ময়মনসিংহের কালেক্টর লিখিয়াছিলেন "I can assure the Board that the 15 Taluks in question formed a part of their Nij Taluk and were nominally separated in 1204 B. S. at an over-assyssed Jama." এই চিঠির সহিত শিবচন্দ্র রায় ও কৃষ্ণকিশোর রায়ের ২ খণ্ড দরখাস্তও প্রেরিত হয়।

।৶৹ আনা ও ছোট পুত্রের।৵৹আনা অংশ বর্ত্তমান সময়ে কাগমারীর ছয় আনী ও পাঁচ আনী নামে পরিচিত। ছয় আনীর বর্ত্তমান মালীক দীনমণি চৌধুরাণী এবং পাঁচ আনীর বর্ত্তমান মালীক প্রমথনাথ রায় চৌধুরী ও মন্মথনাত রায় চৌধুরী। মধ্যম পুত্র রামেশ্বর রায় পুত্রহীন হওয়ায় তদীয়।৵৹ আনা অংশ, কন্যা শিবানী দাস্যা প্রাপ্ত হন। ঐ অংশ বর্ত্তমানে বিক্রয় ও হস্তান্তর ক্রমে বহু অংশে বিভক্ত হইয়াছে। কন্যার বংশধরগণ, অলোয়ার জমিদার বলিয়া পরিচিত। এই পরগণার গ্রাম সংখ্যা ৯২৬, ভূমির পরিমাণ ২৫৬২২৫ একর ৩ রোড ৪ পোল ও পরিমাণ ফল ৪০০.৩৫ বর্গ মাইল। মোট জমীদারীর গভর্ণমেণ্ট রাজস্ব ২৪১০৯।১৭।

আটীয়া : মোগল-শাসন সময়ের ইতিহাস আইন-ই-আকবর-ই গ্রন্থে আটীয়া পরগণার নাম দেখা যায় না। ইহাও তৎকালে বড়বাজুর অন্তর্গত থাকিয়া ঈশাখাঁর শাসনাধীন ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, আলি সাহেনসা বাবা কাশ্মীরী নামক একজন মুসলমান পীর, এই পরগণায় স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেন। ১৫০৭ খ্রিস্টাব্দে পীরের মৃত্যু হয়। পীরের সমাধিমন্দির আটীয়ায় অদ্যপি বিদ্যমান আছে।[১]

পীরের দেহত্যাগের পর সৈয়দ খাঁ পনি এই পরগণা গ্রহণ করেন। সৈয়দ খাঁ হইতে তাঁহার অধস্তন ৬ষ্ঠ পুরুষ খোদানেওয়াজ খাঁ পনি পর্য্যন্ত এই পনি বংশ এই পরগণার ষোল আনা ভোগ করিতেছিলেন। অতঃপর ১৭৮৭ সনে এই পরগণার ৷৹ আনা খোদানেওয়াজ খাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র আলেপ খাঁ চৌধুরী ও ইমাম বক্স খাঁ ও অপর।৹ আনা কনিষ্ঠ পুত্র আলিয়র খাঁর সহিত বন্দোবস্ত হয়। অতঃপর আলেপ খাঁর অংশ বা "বড় আট আনার" আনা তৎপুত্রগণের মধ্যে কোচালি খাঁ প্রাপ্ত হন।[২] ঐ৶৹ আনার৵৹ আনা তাঁহার বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র জাফর আলি খাঁ, ৲১৮ । কড়া নিকাহিতা স্ত্রীর পুত্র বিরাম আলি খাঁ ও ৲৹ ।কড়া কন্যা রণ খাতুন প্রাপ্ত হন। রণ খাতুনকে ধনবাড়ীর বেজআলি চৌধুরী বিবাহ করিলে ঐ অংশ ধনবাড়ির জমিদারেরা প্রাপ্ত হন। বিরাম আলির৲৹। গণ্ডা নীলাম হইয়া গেলে বালিয়াটীর সাহা জমিদারগণ ৲১১। গণ্ডা ও ষষ্ঠী মজুমদার ৲৭ গণ্ডা ক্রয় করেন। জাফর আলির ৴৹ নীলাম হইলে দেলদুয়ারের রহিছদ্দিন ক্রয় করেন। রহিছদ্দিন চৌধুরীর পুত্র সদরদ্দিনের মৃত্যুর পর এই এক আনা সদরদ্দিনের স্ত্রী আশ্রফন্নেছা, কন্যা দৌলত খাতুন ও সফিকন্নেছা এবং পুত্র চাঁদ চৌধুরী প্রাপ্ত হন। চাঁদ চৌধুরীর অপুত্রক মৃত্যু হইলে তাঁহার দুই ভগ্নী, স্ত্রী ও মাতা, পাকুল্যা চলিয়া যান। অতঃপর প্রসিদ্ধ মুচি মিঞা, তাঁহাদিগকে তথা হইতে পুনরায় দেলদুয়ারে আনিয়া চাঁদ চৌধুরীর স্ত্রীকে ও ক্রমে দুই ভগ্নীকে বিবাহ করেন। এইরূপে মুচি মিঞা ৴৹ আনা জমিদারী হস্তগত করেন। মুচি মিঞা এক খুনি মোকদ্দমায় "ফেরার" হইয়া মক্কা চলিয়া যান। যাইবার পূর্ব্বে "হেবা" করিয়া নিজ জমিদারী অংশের ।৵৹অংশ স্ত্রী দৌলত খাতুনকে দিয়া যান। এদিকে সমস্ত সম্পত্তি ক্রোক হইয়া নীলাম হইয়া যায় এবং ঢাকার নবাব সাহেব ক্রয় করেন। অতঃপর দৌলত খাতুন দাবীদারীমূলে নিজ।৵৹আনা অংশ রক্ষা করেন; ঐ অংশ বর্ত্তমান সময়ে তৎপুত্র দেলদুয়ারের জব্বর মিঞা ও বগুড়ার নবাব আবদুল সোভান চৌধুরী পাইয়াছেন। বড় আট আনীর বাকী আনা অংশের ৲৮৷৷আলেপ খাঁ চৌধুরীর ভগিনী ও তৎপর ভাগিনের ছলিম নগরের গহের আলি চৌধুরী প্রাপ্ত হন ; বাকী।৴ক্রান্তি ষোল আনা রূপে।৶আনা ঢাকার নবাব সাহেব ও।৵আনা

১। Calcutta Gazette of 17-9-1902. (Report on the Archeological Survey of Bengal).

২। Collector's letter, dated 9-9-1803.

সায়াদত আলি খাঁর স্থলে ক্রমে চান্দ মিঞা ওরফে ওয়াজেদ আলি খাঁ পনি পাইয়াছেন। ছোট আট আনীর আলিয়র খাঁর মৃত্যু হইলে তাঁহার বিবাহিতা স্ত্রী রতন বিবির কন্যা রমজান খাতুন৵৫ গণ্ডা ও নিকাহিতা স্ত্রী মতিবিবির পুত্র জাহাইয়ার খাঁ ।০ চারি আনা ও কন্যা জান খাতুন ⁄১৫ গণ্ডা প্রাপ্ত হন। রমজান খাতুনের ৵৫ ও জান খাতুনের ⁄১৫ গণ্ডা হিস্যা ঢাকার নবাব সাহেবের নিকট ৪০,০০০৲ চল্লিশ হাজার টাকার জন্য রেহেনাবদ্ধ থাকে এবং অবশেষে এই টাকার জন্য এই ।০ চারি আনা অংশ নবাব সাহেব গ্রহণ করেন। অবশিষ্ট জাহাইয়ার খাঁর আনা অংশ তাঁহার মৃত্যুর পর, তৎপত্নী রসুন খাতুন প্রাপ্ত হন। রসুন খাতুনের .⁄১০ আনা অংশ বিক্রয় হইলে কৃষ্ণপুর, গয়হাটা প্রভৃতি স্থানের জমিদারগণ ক্রয় করেন। বাকী ৵১০ হিস্যা রাখিয়া রসুন খাতুনের মৃত্যু হইলে, তাঁহার পিতা কামাল খাঁ ঐ .⁾১০ হিস্যা প্রাপ্ত হন। কামাল খাঁর মৃত্যুর পর, তাঁহার দুই কন্যা, দৌলত খাতুন ও ইদন খাতুন ৮ 'করিয়া ও দুই পুত্র, ছালামত আলি খাঁ ও মাজাম আলী খাঁ ১৬॥,, করিয়া অংশ প্রাপ্ত হন। ছালামত খাঁর দুই স্ত্রী, ছালাহেন্নেছা ও লক্ষ্মীবিবি। ছালাহেন্নেছার এক পুত্র, নহেছ উদ্দিন আলি খাঁ ও কন্যা রাহাতন্নেছা খাতুন, বিভাগ অনুসারে এক অংশ প্রাপ্ত হন। লক্ষ্মী বিবির এক কন্যা, বদরন্নেছা ও পুত্র কুদ্রত আলী খাঁ, অপর অংশগ্রহণ করেন। দৌলত খাতুনের ৻৮⁄ অংশ তৎপুত্র দেলদুয়ারের সৈয়দ আবদুল জব্বার ও নবাব আবদুল সোভান প্রাপ্ত হন। ইদন খাতুনের ৻৮⁄ অংশ লতিফন্নেচ্ছা ও মির আতহর আলি প্রাপ্ত হইয়া অভাব হইলে আতহর আলির অংশ হইতে কিছু অংশ খরিদসূত্রে করটীয়ার আমজদালী প্রাপ্ত হইয়াছে। লতিফন্নেছার অংশ "মতিউল্লি" সূত্রে আবদুল রহেমান চৌধুরী পাইয়াছেন। ইহারা পাকুল্লার জমিদার নামে পরিচিত। অবশিষ্ট মাজাম আলি খাঁর ৻১৬॥⁄⁄ক্রান্তি, দুই কন্যা নুরন্নেছা ও নজমন্নেছা এবং দুই পুত্র আবদুল আজিজ খাঁ ও আবদুল হাকিম খাঁ প্রাপ্ত হন। আবদুল আজিজ খাঁ পূর্বোক্ত রাহাতুন্নেছাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার অংশও প্রাপ্ত হন। এই অংশ বর্ত্তমান সময় তাঁহার পুত্র গেন্দা মিঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন। আবদুল হাকিম খাঁর অংশ, তৎপুত্রদ্বয় আবু আহম্মদ গজনভি ও আবদুল হালিম গজনভি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহারা দেলদুয়ারের জমিদার বলিয়া পরিচিত। সার্ভে নকসায় এই পরগণার ভূমির পরিমাণ ৪৪১৩৩০ একর ৩ রোড ৩৪ পোল, পরিমাণ-ফল ৬৮৯.৫৮ বর্গমাইল ও গ্রাম সংখ্যা ৭৯৯ প্রদত্ত হইয়াছে। মোট পরগণার জমিদারী রাজস্ব ৫৪১৩৬/-।

**বড়বাজু :** আইন-ই-আকবর-ই গ্রন্থে বড়বাজু পরগণার নাম দেখা যায়। তৎকালে ইহার সরকারী রাজস্ব, আরও চারিটী মহালের সহিত, ৪১৭৮১৪০ দাম বা ১০৪৪৫৩ ৷৷০ আনা নির্দ্দিষ্ট ছিল। সরকার বাজুহার অন্তর্গত মহালগুলির মধ্যে, বড়বাজুই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ "বাজু" ছিল। ব্লকম্যান্ সাহেব, বাজুর বহুবচন হইতে "বাজুহা" নামের উৎপত্তির কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।[১] এই বাজু হইতে পশ্চিম ময়মনসিংহে "বাজুর-সমাজ" পরিচিত। আকবর সাহের সময়ে আটীয়া ও কাগমারী উভয় পরগণা, এই বাজুর অন্তর্গত ছিল। এবং সেই কারণেই এই দুই পরগণার নাম, আইন-ই-আকবর-ই গ্রন্থে বা টোডরমল্লের বন্দোবস্ত কাগজে দেখা যায় না। ঈশা খাঁর প্রাধান্য সময়ে ঈশা খাঁ এই পরগণা স্বীয় শাসনাধীন করেন। অতঃপর ঈশাখাঁ বংশের অধঃপতনের সঙ্গে

১। "The name Bajuha is the plural of the Parsian word Baju, an arm, a wing ; as all the Mahals on this Sarkar have the word Baju after their names." H. Blochmann's History & Geography of Bengal.

সঙ্গে, বড়বাজু তাঁহাদিগের হস্তচ্যুত হয় ও বেলকুচির আবজাল মহম্মদ সাহেবের পূর্ব্ব-পুরুষের হস্তগত হয়। প্রাচীন দলিলাদিতে আবজাল মহম্মদ সাহেবেরই নাম লিখিত দেখা যায়। ইনি একজন শ্রেষ্ঠ সাধক ছিলেন। ইঁহার নামে বড়বাজু পরগণার সর্বত্র দরগা স্থাপিত হইয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান সমভাবে এখনও সেই স্বর্গীয় পুরুষের নামে "সিন্নি মানত" করে। প্রবাদ যে, তাঁহার নামে সিন্নি রাখিলে অসাধ্য সাধন করা যায়। এতৎসম্বন্ধে বহু অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে। ইঁহার লোকান্তরের পর, ইঁহার বংশধরেরা জমিদারী প্রাপ্ত হন। ১৭৮৭ সনে, এই পরগণার ।১১ আনা হিস্যায় সিরাজ আলী চৌধুরী, ৫১০ হিস্যায় হরিব্রজ রায়, ৫১০ হিস্যায় শিবনাথ ও রাধানাথ, ৵১৫ হিস্যায় কমলরাম ও গোকুলরাম, ৵১৫ হিস্যায় জয়দেবের ৭ পুত্র ও অবশিষ্ট ৵১৫ হিস্যায় মামুদ সুফার পুত্র মহম্মদ জিয়ান মালিক ছিলেন। ১৮০৩ সনে সিরাজ আলি চৌধুরীর মৃত্যুর পর, বিবন বিবি আপনাকে সিরাজ আলির বিধবা পত্নী বলিয়া ।৵' আনা অংশ দাবী করেন। কিন্তু জান খাতুন, প্রকৃত পত্নী স্থির হওয়ায়, তিনিই তখন ঐ অংশ প্রাপ্ত হন।[1] অতঃপর ব্রহ্মপুত্র নদের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যবুনা (যমুনা) নদীর উদ্ভব হইলে, এই পরগণার ।।৴০ অংশের ভূমি যবুনার পশ্চিম তটে পতিত হয়। ১৮৭৫ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ঐ ।।৴০ আনা পাবনা জেলায় খারিজ হইয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট ।৵১" আনা ময়মনসিংহের ২৬ নং জমিদারী বলিয়া পরিচিত। বর্ত্তমান সময়ে করটীয়া, কাগমারী, টিকরিপাড়া, ভাঙ্গনি প্রভৃতির জমিদারগণ এই ।১" আনা হিস্যার মালীক। এই ।১"আনার সরকারী রাজস্ব ৯৮৫৩৵/১৮৫০ সনের জরিপে সমগ্র পরগণায় ১৮০০১১ একর ১ রোড ৯ পোল জমি, পরিমাণ ফল ২৮১.২৭ বর্গমাইল ও গ্রামসংখ্যা ৬৬৯ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

**সেরপুর** : সেরপুর, আইন-ই-আকবর-ই গ্রন্থে, দশ-কাহনিয়া বাজু নামে অভিহিত হইয়াছে। প্রবাদ এই, তৎকালে এই স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বিস্তার এত অধিক ছিল যে, তাহার "পারাপার" জন্য দশ কাহন কড়ি নির্দ্ধারিত ছিল। এই "পারাপারের" মাশুলের পরিমাণ হইতেই, এই বিস্তৃত মহাল "দশ-কাহনিয়া" নামে পরিচিত হয়। আকবর বাদসাহের সময় এই পরগণার সরকারী রাজস্ব ৬৪৫৬১০ দাম, অর্থাৎ ৪১১৪০।০ আনা ছিল। মোগল শাসন আরম্ভের পূর্বে, এই পরগণা বা মহাল কোচরাজ দলিপ (দরিপ) সামন্তের রাজ্যান্তর্গত ছিল।[2] দ্বিতীয় ফিরোজ সাহার শাসন সময়ে তদীয় অনুচর মজলিস-সা হুমায়ুন, দলিপ সামন্তকে নিহত করিয়া, সেরপুর মুসলমান-শাসন অন্তর্ভুক্ত করেন। অতঃপর ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে, ঈশা খাঁর প্রাধান্য কালে তাহা ঈশা খাঁর করায়ত্ত হয় ও তৎপর তাহার অনুচর গাজিদিগের[3] হস্তগত হয়। এই গাজিদিগের শেষ জমিদার সেরআলি গাজির নামানুসারে সেরপুর পরগণা পরিচিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সের আলি হইতে রামনাথ নন্দী

১। Vide. Collector's letter, dated 1/10/1803. বন্দোবস্ত কাগজ ও দলিলে বিবন বিবির নাম দেখা যায়। সম্ভবতঃ তিনি পরে প্রকৃত ওয়ারিশ (স্ত্রী) সাব্যস্থ হইয়াছিলেন। এই জান খাতুন মতিবিবির কন্যা ও আটীয়ার জমিদারীর মালীক, জানইয়ার খাঁর ভগ্নী। (আটীয়া দ্রষ্টব্য।)

২। সেরপুর পরগণার অন্তর্গত গড়দরিপা গ্রামে অদ্যাপি দরিপ বা দলিপ সামন্তের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ বর্তমান আছে।

৩। কথিত আছে দিল্লীশ্বর আকবর সাহ ঈশাখাঁকে "মসনদ আলি" উপাধি প্রদান করিয়া দ্বাদশ পারিষদসহ এতদ্দেশে প্রেরণ করেন। এই দ্বাদশজন মধ্যে চারিজন গাজি ও চারিজন মজলিস বংশীয় পারিষদ ছিল। ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর গাজিগণ সেরপুর ও ভাওয়াল পরগণা এবং মজলিসগণ নসিরুজিয়াল ও খালিয়াজুরী পরগণা গ্রহণ করেন।

এই পরগণা গ্রহণ করেন।[২] সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই পরগণা সরকার বাজুহার অন্তর্গত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, এই পরগণা চাকলে কড়ৈবাড়ীর অধীনে নীত হয়। ঐ শতাব্দীর শেষভাগে নন্দী ও দাস বংশীয় জমিদারদিগের মধ্যে এই পরগণা বিভক্ত হইয়া যায়। ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভে, এই পরগণা ভীমনারায়ণ, প্রতাপনারায়ণ ও কৃষ্ণচন্দ্রের নামে লিখিত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে ইহাদের উত্তরাধিকারিগণ ও মহারাজ সূর্য্যকান্ত, কালীপুরের ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী প্রভৃতি এই জমিদারী ভোগ করিতেছেন। দশশালা বন্দোবস্তে ইহার সদর জমা ২৪৪৭৪৯৮ধার্য্য হইয়াছে। সার্ভে নক্সায় জমির পরিমাণ ৫০৫১১৯ একর ১ রোড ৪ পোল, গ্রামসংখ্যা ৭৪৫ ও ভূমির পরিমাণ-ফল ৭৮৯.২৫ বর্গমাইল প্রদত্ত হইয়াছে। এই জেলায় সেরপুর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পরগণা।

**সুসঙ্গ :** মোগল শাসন আরম্ভের বহু পূর্ব্ব হইতে সুসঙ্গ-রাজগণ সুসঙ্গ পরগণার অধিপতি। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, রাজকুমার যাদবেন্দ্র অপুত্রক পরলোক গমন করিলে, ৵০ আনা অংশ, তদীয় দৌহিত্র পূর্ব্বধলার ভাদুড়ীদিগের হস্তগত হয়। ১৭৮৭ সনে এই দুই অংশের চৌদ্দ আনা অংশে রাজা রাজসিংহ ও দুই আনা অংশে শিবরাম সিংহের পৌত্রগণ (ঘাগরা পূর্ব্বধলা বংশ) মালীক ছিলেন। অতঃপর ১৮৬৩ সনে, (১২৭৯ আশ্বিন), রাজা গোপীনাথের উত্তরাধিকারসূত্রে শঙ্করপুরের প্রাণদা ও বরদা রাজকুমারীদ্বয় ৸৶০আনা অংশ হইতে।১৩।৴ অংশ পৃথক করিয়া নেন। এই রাজকুমারীদ্বয়ের অংশ হইতে, নারায়ণডহরের রামচরণ মজুমদার ⇂১৩।৴ ক্রয় করেন। ইহার পর রাজকুমারীদ্বয়ের অবশিষ্ট অংশ বিভাগ হইলে, রাজকুমারী বরদা দেবীর দুই আনা হইতে, নারায়ণডহরের বর্ত্তমান জমিদারগণ পুনরায় ⇂১৩।৴ গ্রহণ করেন। অতঃপর রাজকুমারী বরদা দেবীর উত্তরাধিকারী হইতে, অবশিষ্ট অংশ ১৩০১ বঙ্গাব্দের ৩রা ভাদ্র, সুসঙ্গের বর্ত্তমান মহারাজগণ ক্রয় ও পত্তনিসূত্রে গ্রহণ করেন। রাজকুমারী প্রাণদা দেবীর অংশ তৎ দত্তক পুত্র ঈশানচন্দ্র লাহিড়ী প্রাপ্ত হইয়া ১৩১২ সনের চৈত্র মাসে সুসঙ্গ-মহারাজদিগকে পত্তনী দিয়াছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সমগ্র জমিদারীর রাজস্ব ২০৩৭৭।৴আনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ১৮৫০ সনে এই পরগণায় ৯৫৪ গ্রাম, ৩৭৯৮৯৮ একর ১ রোড ২৩ পোল, জমি ও ৫৯৩.৫৯ বর্গমাইল পরিমাণ ফল ছিল।

**নসিরূজিয়াল :** আইন-ই-আকবর-ই গ্রন্থে, নসিরূজিয়াল পরগণা, নছরৎ-ও-জিয়াল নামে পরিচিত ছিল। সেই সময়, আরও তিনটী মহাল সহ, এই মহালের সরকারী রাজস্ব ১৮৬৭৭১৫ দাম বা ৪৬৬৯২৸৶০আনা ছিল। বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা হোসেনসাহ কামরূপ অধিকার করিয়া, তাহার শাসনভার তৎপুত্র নছরৎ সাহের হস্তে প্রদান করেন। নছরৎ সাহ কামরূপের রাজা কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইলে, পলায়নপর হইয়া গারো পাহাড় অতিক্রম করিয়া এই স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই ঘটনা হইতে এই পরগণা নছরৎ-ও-জিয়াল নামে অভিহিত হইয়াছে। নছরৎ ক্রমে তাঁহার সমস্ত প্রদেশ, নছরৎসাহী নামে অভিহিত করেন। আকবর সাহের সময় পর্য্যন্ত, এই প্রদেশ (সাধারণতঃ সম্পূর্ণ ময়মনসিংহ জেলা) নছরৎসাহী নামে পরিচিত ছিল। অতঃপর ঈশা খাঁর শাসনকালে এই পরগণা ঈশা খাঁর হস্তগত হয়। ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার পারিষদ মসজিদ জালাল, নছরৎ-ও-জিয়াল পরগণার আধিপত্য গ্রহণ করেন। এই মসজিদ জালালের সুরক্ষিত আবাস-বাটীর বিচিত্র ভগ্নাবশেষ,

২। স্বর্গীয় হরচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত বংশানুচরিত।

রোওয়াইলবাড়ীর নিবিড় অরণ্যে অন্ধকারে লয় পাইতেছে। দেওয়াল মসজিদ জালালের বংশধর দেওয়ান ফতেইয়ার খাঁর সময়ে, ইঁহাদিগের অবনতি ঘটে, ও মহালের ৷৴১০ আনা হিস্যা বাহির হইয়া যায়। এই৷৴১০আনার ৷১০ আনা, আঁধার মাণিকের জমিদার ও ৵১০ দুই আনা নওপাড়ার চৌধুরীদিগের হস্তগত হয়। ১১৮৬ বঙ্গাব্দে, দেওয়ান সাহেবগণ দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত হন এবং মহালও হস্তান্তরিত হইয়া যায়। এই সময় দুর্গাব্রহ্ম, মহালের ৷১০ আনা, কিশোর চাঁদ ৴০ আনা, মামুদ মানুয়ার ৵৷৩ অমর কৃষ্ণ ৴৩৷৷, প্রেমনারায়ণ (৴৷৷, মহম্মদ মুজাফর ৵১২৷৷, রামরাম ৵০আনা ও শ্যামকিশোর ৴০এক আনা হিস্যার মালীক দণ্ডায়মান হন। ১১৮৮ সনে গভর্ণমেন্ট, মালীকগণ হইতে সমস্ত হিস্যা গ্রহণ করেন, ও রামগোপাল ঘোষ নামক এক ব্যক্তির নিকট ইজারা পত্তন করেন এবং জমিদারগণ নির্দ্দিষ্ট মালিকানা পাইতে থাকেন। অতঃপর ১৭৮৭ সনে উপর্য্যুক্ত মালীকগণের উত্তরাধিকারিগণ. যথাক্রমে তাঁহাদের পৈতৃক হিস্যা প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হন। অনন্তর, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় মুক্তাগাছার নারায়ণ আচার্য্য, ধনকুড়ার গিরিশগোবিন্দ রায় চৌধুরী প্রভৃতি বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ পৃথক করিয়া নেন। এইরূপে ১৮০০ সনের পূর্বেই, এই মহাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুড়ি অংশে বিভক্ত হইয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে, আঁধারমাণিক, নওপাড়া, মুক্তাগাছা, কোরাটী. কৃষ্ণপুর, ভবানীপুর, আঠারবাড়ী, ধনকুড়া প্রভৃতির জমিদারগণ এই পরগণার মালীক। ১৮৫০ সনের জরিপ-কাগজে জমির পরিমাণ ১২৪২৬১ একর, ১৩ পোল, পরিমাণফল ১৯৪.১৬ বর্গ মাইল, গ্রামসংখ্যা ২৮৪ প্রদত্ত হইয়াছে। মোট জমিদারীর সরকারী রাজস্ব ২০০৮৬৸৵০।

**হোসেনসাহী** : হোসেনসাহী পরগণা, বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হোসেনসাহের নামে পরিচিত। হোসেনসাহ, ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বতটভূমি জয় করিয়া, তাহা নিজ নামে পরিচি করিয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মপুত্র তীরে, যে স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন, সে স্থানও তাঁহার নিজ নামে হোসেনপুর বলিয়া পরিচিত। টোডরমল্লের বন্দোবস্তে, এই পরগণার রাজস্ব ১৮২৭৫৪০ দাম বা ৪৫৬৮৪৷০ আনা নির্দ্ধারিত হয়। এই বন্দোবস্তের পর, ইহা ঈশা খাঁর শাসনান্তর্গত হয়। ঈশা খাঁর বংশের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে এই পরগণাও তাঁহাদিগের হস্তচ্যুত হয়, এবং তাঁহাদিগের পারিষদ বেত্রাটীর দেওয়ানদিগের হস্তগত হয়। অতঃপর অষ্টাদশ শতাব্দীতে, নাটোর রাজবংশের প্রাধান্য সময়ে, এই পরগণা নাটোরের শাসনাধীন হয়। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্য্যন্ত, এই পরগণা রাজসাহীর কালেক্টরের অধীন ছিল। ঐ সনে মহারাজ রামকৃষ্ণের জমিদারী নীলাম হইলে, এই পরগণা খাজে আরাতুন নামক আর্ম্মাণী ক্রয় করেন ; এবং মহালও রাজসাহীর কালেক্টরী হইতে এই জেলার কালেক্টরীর অধীন হয়। অতঃপর আরাতুনের বংশধরদিগের মধ্যে এই জমিদারী বিভক্ত হইয়া যায়। বিভাগ অনুসারে বিবি কেথারিনা, বিবি এজিনা, ষ্টিফেন্স ও কেসপার্জ্জ, জমিদারী চারি সমান ভাগে প্রাপ্ত হন। তৎপর আঠারবাড়ীর শম্ভুরায় কেসপার্জ্জের অংশ, মোহিনী মোহন রায় কেথারিনার অংশ, নীলকর ওয়াইজ ও গোবিন্দ দত্ত এজিনার অংশ এবং ওয়াইজ স্বতন্ত্রভাবে ষ্টিফেন্সের অংশ ক্রয় করেন। এই নীলকর ওয়াইজের নামে এক সময় ময়মনসিংহের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ভয়ে থরথরি কম্পিত হইত। ওয়াইজ সাহেব এদেশ পরিত্যাগ করিলে, তাঁহার জমিদারী হোসেনসাহীর চারি আনা অংশ মুক্তাগাছার জমিদার রামকিশোর আচার্য্য চৌধুরী ও অবশিষ্ট

অংশ গাঙ্গাটীয়ার দীননাথ চক্রবর্ত্তী, মসূয়ার হরিকিশোর রায়, সরারচরের জয়গোবিন্দ রায় ও টি, টি, কেলানোজ ক্রয় করেন। রামকিশোর আচার্য্য চৌধুরীর ।০ আনা অংশ তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরীর নাবালক অবস্থায়, পৈতৃক ঋণের জন্য, কোর্ট অব ওয়ার্ডস কর্ত্তৃক বিক্রীত হয়; এবং উহা ১২৮৫ সনে শম্ভুরায়ের পুত্র, মহিমাচন্দ্র রায় চৌধুরী ক্রয় করেন। অন্যান্য মালিকগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশও ক্রমে বিক্রয় হইয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে মহিমাচন্দ্র রায় চৌধুরীর পত্নী জ্ঞানদাসুন্দরী চৌধুরাণী, ঐ পরগণার মালীক ও পত্তনিসূত্রে ৸৵০আনা, গাঙ্গাটীয়ার অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও অন্যান্য অবশিষ্ট দুই আনা অংশের মালীক আছেন। সার্ভেনক্সায় জমির পরিমাণ ২০৮২৭৬ একর ১ রোড ৩১ পোল, পরিমাণফল ৩২৫.৪৩ বর্গমাইল ও গ্রামসংখ্যা ৭০৭ প্রদত্ত হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট রাজস্ব ৪৫৪৫৭৸৶।

**হোসেনপুর :** জোয়ার হোসেনপুর হোসেনসাহী পরগণার অন্তর্গত একটি বৃহৎ জোয়ার।[১] হোসেনসাহীর পূর্ব্ব জমিদারগণ শাসন সৌকর্য্যার্থে এই মহাল মূল পরগণা হইতে পৃথক করিয়া লইয়াছিলেন। এই বিভাগ-সম্পাদন, টোডরমল্লের রাজস্ব বন্দোবস্তের পরে হইয়াছিল; নতুবা টোডরমল্লের বন্দোবস্ত কাগজে ইহার উল্লেখ দেখা যাইত। সম্ভবতঃ ঈশা খাঁর বংশধরগণ কর্ত্তৃক এই জোয়ার মূল মহাল হইতে পৃথক হইয়াছিল। এই মহালও কালক্রমে হোসেনসাহীর সহিত নাটোর-রাজবংশের হস্তগত হয় ও পরে আর্ম্মাণী আরাতুন ক্রয় করেন। এই জোয়ারের অন্তর্গত কতিপয় বৃহৎ বৃহৎ মহাল লইয়া আরাতুনের সহিত কাটাখালীর (কিশোরগঞ্জ) সুপ্রসিদ্ধ পরামাণিকদিগের বহুদিন বিবাদ চলিয়াছিল। পরিশেষে পরামাণিকদিগের জয় লাভ হয় ও জোয়ার হোসেনপুরের সমস্ত মহাল তালুকদারগণ নিজ তালুক বলিয়া কালেক্টরীতে খারিজ করিয়া ফেলেন ; সুতরাং জমিদারী স্বত্ব লুপ্ত হইয়া যায়। সার্ভে নক্সায় এই জোয়ারের জমির পরিমাণ ৮৭২৬৭ একর ১ রোড ১৭ পোল। পরিমাণফল ১৩৬.৩৬ বর্গমাইল ও গ্রামসংখ্যা ২৮৭ প্রদর্শিত হইয়াছে।

**হাজরাদী :** টোডরমল্লের বন্দোবস্ত সময়ে হাজরাদী সরকার বাজুহার অন্তর্গত ছিল না। তৎকালে এই অঞ্চলে লক্ষ্মণ হাজরা নামক এক কোচরাজা রাজত্ব করিতেছিলেন। ঈশা খাঁ এতৎপ্রদেশে উপস্থিত হইলে লক্ষ্মণ হাজরা পলায়ন করেন। এই লক্ষ্মণ হাজরার নামানুসারে ঈশা খাঁ এই প্রদেশকে "হাজরাদী" নামে পরিচিত করেন। এই তপ্পা দশশালা বন্দোবস্তের সময় পর্য্যন্ত ঈশা খাঁর বংশধরগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইতেছিল। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে, এই পরগণার ।৶০ আনা অংশে দেওয়ান আছালত খাঁর বংশধরগণ[২] ।/৹ আনা অংশে দেওয়ান খোদাদাদ খাঁ ও অপর ।৴০ আনা অংশে খোদানেওয়াজ খাঁর পুত্র আউলীআলী খাঁ ও নবিনেওয়াজ খাঁর পুত্র (অলি) নেওয়াজ খাঁ ভোগ দখল করিতেন। অতঃপর ১৮০০ সনে জমিদারী রক্ষণে অসমর্থ হইয়া ষোল আনার মালীকগণ একত্রে সমগ্র জমিদারী গভর্ণমেণ্টে ইস্তেফা প্রদান

১। জোয়ার– পরগণার অন্তর্গত বিভাগ বিশেষ।
নবাবী আমলে পরগণার জমিদারগণ, খাজনা আদায়ের সুবিধার জন্য, পরগণার অংশ পৃথক করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন জিম্মাদারের হস্তে রাখিতেন। এই সকল অংশ বা বিভাগ, তপ্পা জোয়ার প্রভৃতি নামে পরিচিত হইত। জিম্মাদারগণও যথাক্রমে তপ্পাদার, জোয়ারদার প্রভৃতি উপাধি-ভূষণে ভূষিত হইতেন।

২। বন্দোবস্ত কাগজে ইহাদের নাম প্রদত্ত হয় নাই। বোধ হয় মনসুর খাঁ ও মজহর খাঁ।

করেন। গভর্ণমেন্টেও ৩৫২৯ আনা বাৎসরিক মালীকানা সাব্যস্তে হাজরাদীর জমিদারী খাস করিয়া ফেলেন।[১] বর্ত্তমানে জমিদারীর যে অংশ মালীকগণ ভোগ করিতেছেন, তাহা-বাদসাহী নিষ্কর। সার্ভে নকসায় সমগ্র পরগণার ভূমির পরিমাণ ২০৬১২১ একর ০ রোড ৩৭ পোল। পরিমাণফল ৩২২.০৭ বর্গমাইল ও গ্রামসংখ্যা ৪০০ প্রদত্ত হইয়াছে।

**খালিয়াজুরী :** খালিয়াজুরী পরগণা এক সময়ে "ভাটী" নামে পরিচিত ছিল। এই স্থানে কামরূপের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জীতারি নামক কোন ক্ষত্রিয় সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক এতৎপ্রদেশ অধিকৃত হইলে, তাহা কামরূপরাজ্যের শাসনচ্যুত হয়। আইন-ই-আকবর-ই গ্রন্থে ঈশা খাঁকে এই "ভাটী" অঞ্চলের অধীশ্বর বলিয়া লিখিত হইয়াছে। এই "ভাটী" মহাল তৎকালে সরকার বাজুহার জলকর মহালের অন্তর্গত ছিল। ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর এই পরগণা ঈশা খাঁর পারিষদ মজলিসদিগের হস্তগত হয়। অল্পকাল পরে মজলিসদিগের হস্ত হইতে হোমবংশের শাসনাধীন হয়। সেই সময় হইতে বিগত উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভকাল পর্য্যন্ত এই পরগণা তাঁহাদিগেরই হস্তে শাসিত হইতে থাকে। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে জেলা বন্দোবস্তের সময় এই পরগণা রামশঙ্কর চৌধুরী, জয়প্রসাদ চৌধুরী, অনুপনারায়ণ চৌধুরী, মোহনরাম চৌধুরী, মাণিকরাম চৌধুরী, আবুলওয়াল্লা চৌধুরী, মহম্মদ গহুর, মহম্মদ রুশন ও মহম্মদ রঞ্জি, এই কয় ব্যক্তির নামে লিখিত ছিল। এই হিন্দু ও মুসলমান মালীকগণ একই পূর্ব্বপুরুষের সন্তান।[২] ১২০৪ বঙ্গাব্দে তৎকালীন মালীকগণ ঋণগ্রস্ত হইয়া, পরগণার ‖৩ আনা হিস্যা খাজে ওয়ালীস নামক একজন আর্ম্মাণীর নিকট ৫০০১/- টাকা মূল্যে বিক্রয় করেন ও অবশিষ্ট ‖৩ আট আনা তাঁহার নিকটেই ৯ বৎসর মেয়াদে ইজারা পত্তন করেন। কিছুদিন পরে উক্ত সাহেব, ইজারা মহালের তর্কে মালীকগণের নামে ক্ষতিপূরণের নালিশ করেন। মালীকগণ জমিদারী রক্ষার জন্য ঐ ‖৵ আনা, হিস্যা শিবচরণ দত্ত ও আক্তরজমা খাঁ নামক দুই ব্যক্তির "বিনামীতে" এক কাওরা সম্পাদন করেন। এই সময় আর্ম্মাণী, ওয়ালীসের দাবির ডিক্রির জন্য, মহাল ক্রোক হয়। মালীকগণ অনন্যোপায় হইয়া ১২১৫ সনে এই ‖৫ আনা জমিদারীও ধনকুড়ার রামকৃষ্ণ ও রাজকৃষ্ণ রায়ের নিকট বিক্রয় করেন। ওয়ালীসের মৃত্যুর পর তাঁহার দুই কন্যা ‖৩ আনা জমিদারীর মালীক হন। এই কন্যাদ্বয়ের এক কন্যার ।০ আনা অংশ, করটিয়ার জমিদার সায়াদত আলি খাঁ ২২০০০/- টাকায় ক্রয় করেন, ও অপর কন্যার ।০ আনা উপর্য্যুক্ত রামকৃষ্ণ ও রাজকৃষ্ণ রায়ের উত্তরাধিকারী গিরীশ বাবু ও গোবিন্দ বাবু ৩২০০০/- টাকায় ক্রয় করেন। এইরূপে ধানকুড়ার জমিদারগণ, ৸০ আনা ও করটিয়ার জমিদার ।০ আনা প্রাপ্ত হন। ধানকুড়ার জমিদারগণের হিস্যা হইতে পূর্ব্ব মালীক কদম্বশ্রীর আক্তরজমা খাঁ আদালত যোগে ৴৪ ।২ চারি গণ্ডা এক কড়া দুই কাগ অংশ পৃথক করিয়া লইয়াছেন। সার্ভে নক্সায় জমির পরিমাণ ১৭১১৭৩ একর—০—২৫ পোল। পরিমাণ-ফল ২৬৭.৪৬ বর্গমাইল ও গ্রামসংখ্যা ১৬৪ প্রদত্ত হইয়াছে। সদর জমা ১৬৫১ ৯ সিক্কা বা ১০৬১৶০ আনা।

১। Collector's letter to the Board of Revenue, dated 11-9-1802.

২। প্রবাদ যে, মুর্শিদকুলি খাঁ খালিয়াজুরী পরগণা "খাস" করিয়া ফেলিলে, খালিয়াজুরীর হিন্দু জমিদারদিগের একজন মুর্শিদাবাদ যাইয়া, মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন ও জমিদারী উদ্ধার করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার হিন্দু ও মুসলমান উভয় সন্তানগণই সম্পত্তি প্রাপ্ত হন।

**জয়নসাহী :** আইন-ই-আকবর-ই গ্রন্থে জয়নসাহী পরগণার উল্লেখ দেখা যায় না। সম্ভবত তৎকালে ইহা "সায়র-জলকর" মহালের অন্তর্গত ছিল। সরকার বাজুহার অন্তর্গত যে "সায়র-জলকর" মহাল লিখিত হইয়াছে, তাহা খালিয়াজুরী ও জয়নসাহী ব্যতীত অন্য কোন স্থান বলিয়া অনুমান করা যায় না। এই সায়র-জলকর মহালের বাদসাহী রাজস্ব, রাজস্ব-সচিব টোডরমল্ল ২৬১২৮০ দাম বা ৬৫৩২/- টাকা নির্দ্ধারণ করেন। প্রবাদ যে, ঈশা খাঁর শাসন সময়ে সায়রের এই অংশ জয়নসাহ নামক কোন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইত এবং তাঁহার নামানুসারে পরগণার নামকরণ হইয়াছিল। ঈশা খাঁর সনন্দ অনুসারে দেখা যায়, এই পরগণা তৎকালে ঈশা খাঁর ২২ পরগণার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই বংশের অধঃপতনের পর, এই পরগণা, ফতে খাঁ ও জা × ×[১] খাঁ বাদসাহী ফরমান অনুসারে ভোগ দখল করেন। ক্রমে জেলা-বন্দোবস্ত কালে, ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে, মহম্মদ মনোহর আলী ও নূর হায়দরের সহিত এই পরগণার বন্দোবস্ত হয়। কিছুকাল পরে মনোহর আলির ॥১৪ ৩/৪ গণ্ডা হিস্যা বিক্রয় হইলে, কালী প্রসাদ মুন্সী ক্রয় করেন। ১২০৩ সনে নূর হায়দরের ।৵৫। কড়া জমিদারী, যাহা নয় কোষা[২] নামে পরিচিত, তাহা হইতে ৵১। রামসুন্দর দেব ক্রয় করেন। রামসুন্দর গোলাপ বিবির নিকট বিক্রয় করেন। ১২০৫ সনে গোলাপ বিবির৵১। অংশ হইতে ৻৪।৮ তিল নীলাম হইয়া যায় ও রামনিধি দাস ক্রয় করেন। ১২০৬ সনে নূর হায়দরের অংশ।/৪ গণ্ডাও নীলাম হইয়া যায় এবং রামনারায়ণ সিং ক্রয় করেন। ১২০৭ সনে ঐ অংশ রামনারায়ণ সিং হইতে পঞ্চানন দাস গ্রহণ করেন। পঞ্চানন দাস হইতে ঐ অংশ ঐ সনে মতি বিবি গ্রহণ করেন। ১২০৮ সনে অপর দুই ক্ষুদ্র অংশও পঞ্চানন দাস নীলাম খরিদ করেন এবং চান্দ বিবির নিকট বিক্রয় করেন। ১২০৯ সনে মতি বিবির অংশ পুনরায় নীলাম হয় এবং আহাম্মদ উল্লা ক্রয় করেন, ১২১১ সনে চান্দ বিবি আহাম্মদ উল্লার অংশ নীলামে ক্রয় করিয়া নিজ ক্ষুদ্র হিস্যা কালীপ্রসাদের নিকট বিক্রয় করেন। ১২১৩ সনে, কুলদ্দিন (Kuladeen) (sic) চান্দ বিবির অংশ ক্রয় করেন। ১২১৬ সনে চান্দ বিবি পুনরায় কালীপ্রসাদের হিস্যা ক্রয় করেন ও ১২২৮ সনে কুলদ্দিনের হিস্যা ক্রয় করিয়া সম্পূর্ণ নয়

---

১। ১৮৪৩ সনের ২৭শে মে তারিখের লাখেরাজ বাজেআপ্তি মোকদ্দমার রোবকারী দ্রষ্টব্য। ঐ দলিলের এই স্থান ছিন্ন হওয়ায়, নামটী সম্যক অবগত হওয়া গেল না।

২। পরগণা জয়নসাহীর অংশ "নয়কোষা ও দশকোষা" নামে পরিচিত থাকিবার একটি বিশেষ ঐতিহাসিক কারণ আছে। মুসলমান শাসনকালে মহালের নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব ব্যতীত সীমান্ত প্রদেশস্থ মহালগুলির উপর দেশরক্ষার্থে সৈন্য প্রতিপালন জন্যও এক প্রকার কর ধার্য্য ছিল। ঐ কর দ্বারা সেই সেই প্রদেশে রক্ষিত সৈন্যগণের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। এইরূপ সৈন্য প্রদান ব্যতীত সেই সকল পরগণা হইতে নির্দিষ্ট সংখ্যক হস্তী, অশ্বও প্রদান করিতে হইত। যে সকল মহাল, সায়র-জলকরের অন্তর্গত ছিল, ঐ সকল মহাল হইতে হস্তী, অশ্বের পরিবর্ত্তে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক যুদ্ধোপযোগী কোষ বা নৌকা প্রদান করা হইত। যে পরগণা যত সংখ্যক কোষপ্রদানের জন্য দায়ী, সেই পরগণা তত "কোষী" বা "কোষা" বলিয়া পরিচিত ছিল। এই কোষ (নৌকা বা নাও) প্রদানের জন্য যে পৃথক কর ধার্য্য থাকিত তাহার নাম "নাওয়ারা জমা"। পরগণা জয়নসাহীর নাওয়ারা হইতে সৈন্য পরিচালনোপযোগী কুড়ি খানা কোষ রক্ষিত হইত ও কার্য্যকালে ব্যবহৃত হইত। এই পরগণার উপর কুড়িখানা কোষা প্রদানের ভার ছিল বলিয়া নবাবী কাগজপত্রেও এই পরগণা কুড়ি কোষা নামে পরিচিত ছিল। পরে পরগণা দুই মালিকের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যাওয়ায়, সাড়ে নয়কোষা ও সাড়ে দশকোষা নামে অভিহিত হইতে থাকে। কালক্রমে সাড়ে লোপ হইয়া, মহাল নয়কোষা ও দশকোষা নামে পরিচিত হইয়া গিয়াছে। এইরূপ যুদ্ধোপযোগী কোষ প্রদানের জন্য এই "কোষা" নামের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। জেলা ত্রিপুরার অন্তর্গত সরাইল পরগণা হইতে বাইশ খানা কোষ প্রদান করিতে হইত বলিয়া উক্ত পরগণাও "বাইশ কোষা" নামে পরিচিত ছিল। অতঃপর সরাইল পরগণা চৌদ্দ কোষা ও আট কোষাতে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে।

কোষা (     কড়া) জমিদারীর মালিক হন। এবং মৃত্যুর সময় (১২৪২ সন) পর্য্যন্ত তাহা ভোগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে, নয় কোষা রাজস্ব বাকীতে নীলাম হইয়া যায় ও গভর্ণমেণ্ট পক্ষে ২৩০০০/- হাজার টাকা মূল্যে খরিদ হইয়া তালুকী স্বত্বে বন্দোবস্ত হয়। অতঃপর কালীপ্রসাদ মুন্সি তাঁহার ক্রীত অংশ।.১$\frac{৩}{৪}$ গণ্ডা ১২২০ সনের ২রা বৈশাখ ঢাকার খাজে নিকলস্ মার্কারের নিকট বিক্রয় করেন। ১২৮৪ সনে এই।.১৪$\frac{৩}{৪}$ গণ্ডা অংশ ষোল আনা রূপে ধরিয়া ।/০ আনা ঢাকার নবাব আবদুল গণি ক্রয় করেন। অতঃপর মহারাজা সূর্য্যকান্ত৵১৭$\frac{১}{২}$ ও আম্বাড়ীয়ার হেমচন্দ্র চৌধুরী।/২$\frac{১}{২}$ গণ্ডা ক্রয় করেন। গভর্ণমেণ্টের জরিপ কাগজে এই পরগণার জমির পরিমাণ ১৫৭৭২২ একর—০ রোড ৩১ পোল। পরিমাণ-ফল ২৪৬.৪৪ বর্গ মাইল ও গ্রামসংখ্যা ১৪৬ প্রদর্শিত হইয়াছে। বর্ত্তমান জমিদারী অংশ দশকোষা নামে পরিচিত। এই দশকোষার সরকারী রাজস্ব ১০৫২৫৸৶৭।

**কুড়িখাই :** তপ্পা কুড়িখাই পূর্ব্বকালে বরদাখাত পরগণার অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া ঈশা খাঁর শাসনাধীনে ছিল। ঈশা খাঁর বংশধরগণের ক্রম-বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে এই অংশ পরগণা হইতে পৃথক হইয়া যায়। অতঃপর ঈশা খাঁর অধস্তন পঞ্চম বংশধর দেওয়ান আদম খাঁ বিভাগ অনুসারে কুড়িখাইর সম্পূর্ণ অংশ প্রাপ্ত হইয়া জঙ্গলবাড়ী ত্যাগ করেন ও ভাগলপুর আসিয়া বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। দেওয়ান আজম খাঁর বংশধর দেওয়ান ২য় এয়জ মহম্মদ খাঁর সময়ে, সরকারী রাজস্বের ক্রটিতে, মহাল মুর্শিদাবাদের নবাব কর্ত্তৃক "খাস" হইয়া যায়। এই ঘটনা ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ঘটিয়াছিল। ১৭৮৭ সনে জেলা স্থাপন হইলে, জেলার কালেক্টর, মহম্মদ ঘোসী (Ghosi) (Sic) নামক কোন ব্যক্তির সহিত এই মহালের বন্দোবস্ত করেন। ইহার পর পুনরায় মহাল ভাগলপুরের দেওয়ানদিগের হস্তগত হয়। কিন্তু দেওয়ান-বংশধর ইব্রাহিম খাঁর সময় মহাল নীলাম হইয়া যায় এবং মুক্তাগাছার ভবানীকিশোর আচার্য্য চৌধুরী উহা ক্রয় করেন। ভবানীকিশোর এই মহাল অধিকার করিতে উদ্‌যোগ করিলে, ভৈরব বাজারে এক ভয়ানক দাঙ্গা হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়। কথিত আছে এই "হাঙ্গামায়" এত লোক নষ্ট হইয়াছিল যে, মনুষ্য রক্তে মেঘনা নদের জল রঞ্জিত হইয়া প্রবাহিত হইয়াছিল। ভবানীকিশোর আচার্য্য চৌধুরীর উত্তরাধিকারী জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী বর্ত্তমান সময়ে এই পরগণার ষোল আনা জমিদারীর মালিক। এই জমিদারীর সদর জমা ১০৯১০৸৴৷আনা।

১। Collector's letters, dated 29/7/1837, 9/3/1839 & Report of Babu Dharam Chandra Ghose, Deputy Collector dated 24/8/1839.

# তৃতীয় অধ্যায়

## আদম সুমারি

জনসংখ্যা—প্রাচীন কথা ; অধিবাসী, প্রবাসী ও নিবাসীর সংখ্যা ; প্রবাসীর সংখ্যার বিবরণ; থানা ওয়ারি এলাকার পরিমাণ-ফল, গ্রামসংখ্যা ও লোকসংখ্যা। ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম মন্দির– ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা ; থানা ও মহকুমা ওয়ারি ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা ; মুসলমান ও হিন্দু অধিবাসী সংখ্যার তুলনা ; খৃষ্টান মিসন ; প্রেতোপাসক ; ব্রাহ্মসমাজ ; বৈষ্ণব সম্প্রদায় ; দেবালয় ; মসজিদ। জাতি—বিভিন্ন জাতির কথা ; বিবাহিত ও অবিবাহিতের সংখ্যা ; ভাষা– বিভিন্ন ভাষীর সংখ্যা ; উচ্চারণের বিভিন্নতা ; গ্রাম্যশব্দ। জনসংখ্যা।

বিগত ১৯০১ সালের সেন্সস্ অনুসারে ময়মনসিংহ জেলার লোকসংখ্যা ৩৯১৫০৬৮।

**প্রাচীন কথা :** এ জেলায় ১৮৮১ সনে প্রথম লোকগণনা আরম্ভ হয়।[১] তৎপর দশ বৎসর পর ক্রমে তিনবার গণনা হইয়াছে। ১৮৮১ সনে আদম সুমারির বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইলে, সমগ্র দেশে এক অশান্তির ভাব লক্ষিত হয়। অশিক্ষিত লোক, উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া দাঙ্গা হাঙ্গামার সূত্রপাত করিয়াছিল।[২] সেন্সস্ অশিক্ষিত লোকের মনে নানা আতঙ্ক উৎপাদন করিয়াছিল। তাহারা সেন্সস্‌কে "ছেনিকাড়ার ধুম" বলিত।

জনসংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া চলিয়াছে। প্রতি দশ বৎসরে কত বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

| | ১৮৭২ | ১৮৮১ | ১৮৯১ | ১৯০১ |
|---|---|---|---|---|
| পুং | ১১৮৮৮১৬ | ১৫৫৫০০৫ | ১৭৮৮৬১৬ | ২০১৪৮০৫ |
| স্ত্রী | ১১৬২৮৭৯ | ১৫০০২৩২ | ১৬৮৩৫৭০ | ১৯০০২৬৩ |
| মোট | ২৩৫১৬৯৫ | ৩০৫৫২৩৭ | ৩৪৭২১৮৬ | ৩৯১৫০৬৮ |

**অধিবাসী, প্রবাসী ও নিবাসীর সংখ্যা :** এই জেলায় বিভিন্ন স্থানের বহু লোক চাকুরী ও ব্যবসায় করিয়া থাকে। এ জেলারও বহুলোক ভিন্ন ভিন্ন জেলায় আছে। এই উভয় সংখ্যাসহ জেলা নিবাসী ও জেলার বর্ত্তমান (১৯০১ সনের আদম-সুমারির) অধিবাসী সংখ্যার তালিকা প্রদত্ত হইল।

---

১। ১৮৭২ সনেও লোকসংখ্যা গণনা করা হইয়াছিল, কিন্তু সে গণনা সূক্ষ্ম রূপে হয় নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে সেন্সাস্ ১৮৮১ সন হইতেই আরম্ভ হয়।

২। সেন্সাসের পরও বহুদিন লোকের আতঙ্ক দূর হইয়াছিল না। এতৎ সম্বন্ধে তৎকালীন জেলা কালেক্টর আলেকজাণ্ডার সাহেব লিখিয়াছিলেন :—

"I do not remember ever to have noticed such strangulation in public opinion, that is, if we consider that of the masses and not that of the educated minority , perhaps it was the excitement caused by the census last year". General Administration Report. 1881-82.

| | মোট | পুরুষ | স্ত্রী |
|---|---|---|---|
| জেলার লোকসংখ্যা | ৩৯১৫০৬৮ | ২০১৪৮০৫ | ১৯০০২৬৩ |
| প্রবাসী (ভিন্ন স্থানের লোক) | ১১৫০১০ | ৮২৭৬০ | ৩২২৫০ |
| বিদেশ বাসী | ৮০৫৬৫ | ৪৫৯৭১ | ৩৪৫৯৭ |
| জেলা নিবাসী | ৩৮৮০৬২৩ | ১৯৭৮০১৬ | ১৯০২৬০৭ |

**প্রবাসীর সংখ্যার বিবরণ :** উপর্যুক্ত তালিকায় অবগত হওয়া যায়, ১৯০১ সনের লোক গণনার সময় ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ১১৫০১০ জন লোক এ জেলায় ছিল এবং এই জেলারও ৮০৫৬৫ জন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ছিল। কোন স্থানের কত লোক এই জেলায় ও এই জেলার কত লোক কোন স্থানে ছিল, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

| | এই জেলার লোক অন্য স্থানে | অন্য স্থানের লোক এই জেলায় | | এই জেলার লোক অন্য স্থানে | অন্য স্থানের লোক এই জেলায় |
|---|---|---|---|---|---|
| বৰ্দ্ধমান বিভাগ | ৩৫০ | ৬৮০ | ছোটনাগপুর বিভাগ | ৫৭ | ২৩৫ |
| বৰ্দ্ধমান | ৮৯ | ৩৪৯ | হাজারিবাগ | ৪১ | ১৬২ |
| বীরভূম | ২৩ | ১২ | রাঞ্চি | ০ | ৩ |
| বাঁকুড়া | ২৪ | ১৬১ | মানভূম | ১০ | ৭০ |
| মেদিনীপুর | ২৪ | ২৯ | সিংহভূম | ৬ | ৫০০ |
| হুগলী | ৯১ | ১১০ | উড়িষ্যা | | |
| হাবড়া | ৯৯ | ১৯ | বিভাগ | ২৫৫ | ৩৯৩ |
| রাজসাহী | | | কটক | ১২ | ২৩৬ |
| বিভাগ | ২০৪২৫ | ৯১৩৭ | বালেশ্বর | ২২ | ৭২ |
| রাজসাহী | ১২৮৩ | ২৮৯ | আঙ্গুল | ২ | ১ |
| দিনাজপুর | ৮৪২ | ২৩ | পুরী | ২১৯ | ৮৪ |
| দার্জ্জিলিং | ১২ | ৬ | প্রেসিডেন্সি | | |
| জলপাইগুড়ি | ১৬৩ | — | বিভাগ | ৪৮৮৭ | ১৭১৬ |
| রংপুর | ১০২৬৬ | ৯৬৯ | ২৪ পরগণা | ৩০৯ | ৫৫ |
| বগুড়া | ১৭২৬ | ১১৭১ | কলিকাতা | ৩৪২২ | ২১২ |
| পাবনা | ৬১৩৩ | ৬৬৭৯ | নদীয়া | ৫৫৫ | ৯৩১ |
| পাটনা বিভাগ | ৬৮ | ১৮৬০৪ | মুর্শিদাবাদ | ৩৩৬ | ১১৫ |
| পাটনা | ৩৭ | ৪৮৮ | যশোহর | ৯৯ | ৩১৫ |
| গয়া | ৪ | ১৫৭ | খুলনা | ৩৬৬ | ৫২ |
| সাহাবাদ | ১৮ | ১০৫১ | ভাগলপুর | | |
| সারণ | ৯ | ১৩৭৪৬ | বিভাগ | ১৫৮ | ৯৯৯ |
| চাম্পারণ বিভাগ | ১৪ | ১৮৬০৪ | ভাগলপুর | ৩. | ৮৩ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| চাম্পারণ | ১২ | ১৮২ | মুঙ্গের | ৪৫ | ৮৮০ |
| মজঃফরপুর | ১ | ১৯৯৫ | পূর্ণিয়া | ৪ | ১৫ |
| দ্বারভাঙ্গা | ১ | ৯৮৫ | মালদহ | ৬৬ | ১৬ |
| সাঁওতাল পরগণা | ৪০ | ৫ | বেরার | ০ | ১ |
| ঢাকা বিভাগ | ২৮৫১১ | ২৪৮৫৩ | বোম্বাই | ০ | ১১ |
| ঢাকা | ২৭২৭৭ | ২২৪৩৪ | সিন্ধু | ০ | ১১ |
| ফরিদপুর | ৮৬৬ | ১৮৫৩ | ব্রহ্মা | ০ | ৯ |
| বাখরগঞ্জ | ৩৬৮ | ৫৬৬ | মধ্যপ্রদেশ | ০ | ২৭ |
| চট্টগ্রাম বিভাগ | ২৭৬৫ | ১০৪৭৬ | মাদ্রাজ | ০ | ৬ |
| ত্রিপুরা | ২৬৫২ | ১০১১৮ | যুক্তপ্রদেশ | ০ | ৩৬৮৯১ |
| নেওয়াখালি | ৪৮ | ১১২ | পঞ্জাব | ০ | ৪৩ |
| চট্টগ্রাম | ৬৫ | ২৩৬ | মিত্ররাজ্য সম্যূহের | ০ | ৩৫৪ |
| কোচবিহার | ৭৩০ | ৩২ | ভারতবর্ষের বাহিরে এশিয়ার | | |
| পার্ব্বত্য ত্রিপুরা | ৪০ | ০ | অন্যস্থানের | ০ | ৩০৩ |
| আজমীঢ় | ০ | ১৫ | ইউরোপ | ০ | ১২ |
| আসাম | ০ | ৯৮৯০ | আফরিকা | ০ | ১ |
| ছোটনাগপুর | ০ | ১ | অষ্ট্রেলিয়া | ০ | ৬ |

সময় প্রতি থানা এলাকায় কত অধিবাসী ছিল, এলাকার পরিমাণ ফল ও গ্রাম সংখ্যাসহ তাহা প্রদর্শিত হইল। (পরিশিষ্ট—"ক" দ্রষ্টব্য।)

**ধর্ম্ম ও ধর্ম্মমন্দির :**

**ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা :** এই জেলায় হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। গত ১৯০১ সনের সেন্সাসে কোন ধর্ম্মাবলম্বী কত লোক এ জেলায় বাস করিত তাহা প্রদর্শিত হইল।

| ধর্ম্মাবলম্বী | মোট | পুরুষ | স্ত্রী |
|---|---|---|---|
| হিন্দু | ১০৮৮৮৫৭ | ৫৬৯৩৫২ | ৫১৯৫০৫ |
| ব্রাহ্ম | ১০৩ | ৫৬ | ৪৭ |
| মুসলমান | ২৭৯৫৫৪৮ | ১৪২৯৭৬৪ | ১৩৬৫৭৮৪ |
| জৈন | ২৯২ | ২৬০ | ৩২ |
| খৃষ্টান | ১২৯১ | ৬৭৯ | ৬১২ |
| বৌদ্ধ | ১৪ | ১৪ | ০ |
| প্রেতোপাসক | ২৮৯৫৮ | ১৪৬৭৭ | ১৪২৮১ |
| অন্যান্য | ৫ | ৩ | ২ |
| মোট | ৩৯১৫০৬৮ | ২০১৪৮০৫ | ১৯০০২৬৩ |

১৮৮১ ও ১৮৯১ সনে জনসংখ্যা গণনার সময়, কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী লোক কত ছিল, তাহার সংখ্যাও প্রদত্ত হইল।

| | ১৮৮১ | | ১৮৯১ | |
|---|---|---|---|---|
| **ধর্ম্মাবলম্বী** | **পুরুষ** | **স্ত্রী** | **পুরুষ** | **স্ত্রী** |
| হিন্দু | ৫০৪৫৭৩ | ৪৮৩০৩৫ | ৫৪৮৪৭৩ | ৪৯৭০৯৩ |
| মুসলমান | ১০৩৭০০২ | ১০০৪৫২১ | ১২২৪৬৯৪ | ১১৭১৭৮২ |
| খৃষ্টান | ৮২ | ৬৯ | ১০৮ | ১০৩ |
| প্রেতোপাসক | ১৩৩৪৮ | ১২৬০৭ | ১৫০৭০ | ১৪৫৩৯ |
| অন্যান্য | ... | ... | ২৭১ | ৫৩ |

**থানা ও মহকুমা ওয়ারি ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা :** প্রতি থানা ও মহকুমায় হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান ও প্রেতোপাসকের সংখ্যা কত, তাহা পৃথক করিয়া দেখান গেল (পরিশিষ্ট "খ" দ্রষ্টব্য)।

**মুসলমান ও হিন্দু অধিবাসী সংখ্যার তুলনা :** মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর সংখ্যার প্রায় তিন গুণ অধিক। হিন্দুর সঙ্গে তুলনায় মুসলমান জনসংখ্যার বৃদ্ধির অনুপাতও অধিক। হিন্দু অধিবাসীর তুলনায় জামালপুরে মুসলমানের বৃদ্ধির অনুপাত অন্যান্য উপবিভাগ অপেক্ষা অধিক। প্রায় সাড়ে চারি গুণ। নেত্রকোণায় মুসলমানের সংখ্যা অপর উপবিভাগগুলি অপেক্ষা ন্যূন। হিন্দুর সংখ্যা টাঙ্গাইল মহকুমায় অন্যান্য মহকুমা অপেক্ষা অধিক। জামালপুরে হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা অন্যান্য উপবিভাগ হইতে কম ; মুসলমানের সংখ্যা সদর মহকুমায় সর্বাপেক্ষা অধিক। (পরিশিষ্ট "খ")।

**খ্রিস্টান মিশন :** ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে এ জেলায় প্রথম খ্রিস্টান-মিসনের কার্য্য আরম্ভ হয়। এই মিসন The Australian Victorian Baptist Foreign Mission নামে পরিচিত। প্রথম প্রথম প্রচারকগণ ঢাকা থাকিয়াই এ জেলায় মিশনের কার্য্য চালাইতেন। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে রেভারেণ্ড এলিসন, ময়মনসিংহ নগরে আগমন করেন। তাহার পর হইতে রীতিমত প্রচারের কার্য্য চলিতেছে। কতিপয় বৎসর যাবৎ টাঙ্গাইলে ব্যাপটীষ্ট মিসন চার্চ্চ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুসঙ্গের অন্তর্গত বিরেশিরীতেও একটি গিরজা আছে। খ্রিস্টান অধিকাংশই গারো, হাজং প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতি। ইহাদের সংখ্যা নেত্রকোণা মহকুমায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। দুর্গাপুর থানাতে খ্রিস্টানের সংখ্যা ৫৬৮। তৎপর ফুলপুর ; ফুলপুর থানায় খ্রিস্টানের সংখ্যা ৩৪৬।

**প্রেতোপাসক :** প্রেতোপাসকগণ সমস্তই গারো। ইহারা রোগ উপশম এবং অন্যান্য বিবিধ উৎপাৎ নিবারণের জন্য "দেও" আহ্বান করিয়া থাকে। কোন বৃক্ষের নীচে বেড়া দিয়া সেই স্থানে ছাগ, শূকর ইত্যাদি পশু বলি দেয়। ইহাতেই নাকি তাহাদের অভীষ্ট দেবতাকে আহ্বান করা হয়।

**ব্রাহ্ম সমাজ :** এ জেলায় সাধারণ ব্রাহ্ম ও নববিধান উভয় সমাজভুক্ত ব্রাহ্মই আছেন। নসিরাবাদ নগরে দুই সমাজের দুইটি উপাসনা মন্দির আছে। ১৮৫৪ খ্রি. অব্দে ময়মনসিংহ

নগরে ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

**বৈষ্ণব সম্প্রদায় :** ভেকধারী বৈষ্ণবের সংখ্যা এ জেলায় ১২০৯১। তন্মধ্যে পুরুষ ৪৯৫২, স্ত্রী ৭১৩৯। এ জেলায় ভেকধারী বৈষ্ণবগণ অধিকাংশই রামকৃষ্ণ গোসাঞির শিষ্য। উক্ত মহাপুরুষের আখড়া শ্রীহট্ট জেলার অধীন বিথঙ্গল। এ জেলায় সাইটধা, গুরই, কিশোরগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে তাঁহার শিষ্যদিগের আখড়া আছে। রামকৃষ্ণের মতাবলম্বী ব্যতীত, বাউল, গুরুসত্য, আগলশঙ্কর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী লোকও অনেক দেখা যায়। নেত্রকোণা মহকুমার অন্তর্গত ইচলিয়া গ্রামে আগলশঙ্করের আখড়া বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম এ জেলায় প্রবেশ করিয়াছিল। ভক্ত প্রধান মাধবাচার্য্য[১] সর্ব্ব প্রথমে এতদ্দেশে চৈতন্য ধর্ম প্রচার করেন। আটীয়ার নিবিড় অরণ্যে গুপ্তবৃন্দাবন নামক স্থান শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নামের স্মৃতি আজও বহন করিতে

**দেবালয় :** এ জেলায় হিন্দু দিগের ধর্ম কর্মের জন্য জামালপুরের দয়াময়ীর বাড়ী, সেরপুরের রঘুনাথজীর বাড়ী, কিশোরগঞ্জের ঝুলনবাড়ী, ভোগবেতালের গোপীনাথজীর বাড়ী, মঠখলার কালীবাড়ী, হুসেনপুরের কুলেশ্বরীর বাড়ী, লস্করপুরের শিববাড়ী, মধুপুরের মদনগোপালের বাড়ী, টাঙ্গাইলের কালীবাড়ী, দেউপুরে কালীবাড়ী, বেথৈরের আনন্দময় কালীবাড়ী, ময়মনসিংহের দুর্গাবাড়ী ও কালীবাড়ী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

**মসজিদ :** মুসলমানদিগের ধর্মস্থান—জামালপুরের অন্তর্গত দুর্মুটের সাহা কামালের দরগা, কিশোরগঞ্জের অন্তর্গত ইটনার মসজিদ, টাঙ্গাইলের অন্তর্গত কদিম হামজানির মসজিদ, নেত্রকোণার অন্তর্গত মদনপুর ও সেকান্দর নগরের দরগা এবং সদরের অন্তর্গত মুক্ষির সাহা নিমকিনের দরগা বিশেষ প্রসিদ্ধ।

## জাতি :

এই জেলায় বৈদ্যের সংখ্যা অতি অল্প। টাঙ্গাইল অঞ্চলেই অধিক। কিশোরগঞ্জ উপবিভাগে বৈদ্য ও কায়স্থে বিবাহ সম্বন্ধ চলিত। টাঙ্গাইল অঞ্চলে বৈদ্য-কায়স্থের সমাজ পৃথক। সময়ে সময়ে বৈদ্য এবং কায়স্থগণ আপন আপন শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের আন্দোলন করিয়া থাকেন।

বৈদ্য ও কায়স্থের হুজুগ ব্যতীত অন্যান্য জাতির মধ্যেও শ্রেষ্ঠতা স্থাপনের হুজুগ বিরল নহে। এই আন্দোলন আদম সুমারির (সেন্সস) সময়েই আরম্ভ হয় ; আবার কিছুদিন পরেই লুপ্ত হইয়া যায়। এই জেলায় এই হুজুগ ১৮৭১ সন হইতে আরম্ভ। গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে এই হুজুগ হইতে প্রচুর "নজরানা" গ্রহণ করিতে পারিতেন।[২]

বিগত সেন্সসের সময় এই জেলার হালুয়াদাসগণ "মাহিষ্য" উপাধি পাইবার জন্য আবেদন করে। গবর্ণমেণ্টে আবেদন গ্রাহ্য হয়।[৩] কিন্তু তাঁহারা যখন দেখিলেন যে, মাহিষ্য

---

১। চণ্ডী প্রণেতা মাধবাচার্য্য একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তিনি চৈতন্যের সমসাময়িক লোক।

২। ১৯০১ সনের District Census Report-এ তদানীন্তন ডিপুটী কালেক্টর এই হুজুগ লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন–If government had not objected to the payment NAZARANA (fine). it would have afforded an opportunity of securing an innocent income.

৩। Census Superintendent's letter No. 1627, dated 21/11/1900.

হইলে লোকে মহিষের সন্তান বলিবে তখন তাঁহাদের সে উন্নতি স্পৃহা তিরোহিত হইয়া যায়। তাঁহারা তাঁহাদের প্রার্থনা উঠাইয়া নেন।[১]

মুসলমানদিগের মধ্যে কুলু ও জোলা সম্প্রদায় যথাক্রমে বেপারি ও কারিকরবাচ্যে অভিহিত হইবার জন্য প্রার্থনা করে। সেন্সস্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাহাদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলে, তাহার গবর্ণমেণ্টে প্রার্থনা করে ; গভর্ণমেণ্ট তাহাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন।[২] গবর্ণমেণ্টের আদেশ আসিতে বিলম্ব হওয়ায় এবার তাহারা প্রার্থিত উপাধি প্রাপ্ত হয় নাই।

যুগী, সূত্রধর ও সাহার ব্রাহ্মণেরা "ব্রাহ্মণ" শ্রেণী ভুক্ত হইবার প্রার্থনা করেন। তাঁহাদিগকে "বর্ণ ব্রাহ্মণ" শ্রেণীভুক্ত করা হয়।

সদর মহকুমার বারইগণ কায়স্থ শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিল। অনেক দলিল পত্রও দাখিল করিয়াছিল। কোন ফল হয় নাই।

সেরপুর ও নালিতাবাড়ী থানার রাজবংশীগণ "ব্যর্থ ক্ষত্রিয়" পদবী লাভের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। তাহাদের চেষ্টা রাজপুরুষের কর্ণগোচর করাইতে অযথা বিলম্ব হওয়ায় তাহাদের এবারের প্রয়াস বিফল হয়।

যুগিগণ যজ্ঞসূত্র ধারণে প্রয়াসী হইয়া বিলক্ষণ অর্থব্যয় করিয়াছিল। যুগীর ব্রাহ্মণেরা প্রতিবাদী হওয়ায় আত্ম কলহে কোন ফল হয় নাই। অনেক স্থানের যুগী সূত্রধারণ করিয়াছিল। কিশোরগঞ্জের "যুগীমারা" মোকদ্দমার পর হইতে যুগিগণ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়।

চণ্ডালেরা অনেক স্থানে "চঙ্গ" বলিয়া পরিচিত ছিল ; উন্নতির পর্য্যায়ে আসিয়া "নমশূদ্র" হইয়াছে।

**বিভিন্ন জাতির সংখ্যা :** নমশূদ্রের সংখ্যা এই জেলায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তৎপরে কৈবর্ত্ত ও কায়স্থ। কৈবর্ত্ত, সাহা ও তিয়র জাতির পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী লোকের সংখ্যা অধিক দেখা যায়। মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইলেও তাঁহারা সেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান, কুলু ও জোলা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত।

হাজং এবং হদি বাঙ্গালার অন্য কোন জেলাতে নাই। ইহারা ময়মনসিংহের আদিম নিবাসী। এবং বর্ত্তমানেও কেবল ময়মনসিংহেরই অধিবাসী। গারোদিগের মধ্যে ২১৪২ পুরুষ ও ২০৯১ স্ত্রী—হিন্দু ও খ্রিস্ট ধর্ম্মাবলম্বী। অবশিষ্ট প্রেতোপাসক।

এই জেলায় বহু জাতীয় অধিবাসীর বাস। প্রত্যেক জাতির লোক সংখ্যা প্রদত্ত হইল। (পরিশিষ্ট "গ" দ্রষ্টব্য।)

এই জেলায় হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে বিবাহিত, অবিবাহিত ও স্বামী অথবা স্ত্রীহীন অধিবাসীর সংখ্যা কত, তাহা বয়ক্রম অনুসারে প্রদর্শিত হইল। (পরিশিষ্ট "ঘ" দ্রষ্টব্য।)

১। এই ব্যাপারে একটী পুলিস কর্ম্মচারী হালুয়াদাসদিগকে বুঝাইয়াছিলেন যে, মহিষ শব্দ অপত্যার্থে ষ্ণ প্রত্যয় করিলে মাহিষ্য হয়। সেন্সস ডিপুটী কালেক্টর রিপোর্টে লিখিয়াছেন "He (Police S. I.) called some of these castemen and explained that the word "Mahishya" was derived from the Sanskrit word Mahish (মহিষ) by adding the affix snya (ষ্ণ) and singified the offspring of buffaloes. * * * and they expressed no desire to change "Halua Das" into "Mahishya"--District Census Report, 1901.

২। Census Superintendent's letter No. 1200, dated 25/2/1901.

## ভাষা

**বিভিন্ন ভাষীর সংখ্যা :** বাঙ্গালা, হিন্দি, গারো ও কোচ এই চারি ভাষা এই জেলাবাসীদিগের কথিত ভাষা। প্রবাসীরা অন্যান্য ভাষায়ও বাক্যালাপ করিয়া থাকে। কোন্ ভাষায় কতজন কথোপকথন করে, তাহা প্রদর্শিত হইল। কথিত ভাষা ও ভাষীর সংখ্যা :—বাঙ্গলা—৩৮১৬৭৫১, হিন্দি—৬৩২৭৪, গারো—৩১৯৪০, কোচ—২৪৯০, উড়িয়া—৩৭৪, খাস—৪, আসামী—২, মারওয়ারী—৪৪, তেলুগু—২, তামিল—২, মণিপুরী—২৯, ব্রহ্মী—৬, পারস্য—৬৮, পাষ্টু—১০৩, গ্রীক—১, ইংরেজী—৪৬, আরবী—২৩, চীনা—১০, মোট—৩৯১৫০৬৮।

বাঙ্গালা ভাষায় বাক্যালাপকারীদিগের মধ্যে ৪৪২৪ জন হাজং ভাষায় ও গারোভাষায় বাক্যালাপকারীদিগের মধ্যে ১৪১৭ জন আটং ও ১৪৬ জন দোয়াল ভাষায় বাক্যালাপ করে।

গারোজাতির সংখ্যা এই জেলায় ৩৩১৯১ ; ইহার মধ্যে ৩১৮৪০ জন বাদে অবশিষ্ট বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে।

**উচ্চারণের বিভিন্নতা :** এই জেলায় শব্দের উচ্চারণ এবং ধ্বনিও সকল স্থানে একরূপ নহে। "কাক" শব্দটীকে পূর্ব্ব ময়মনসিংহবাসী উচ্চারণ করেন "কাউয়া" পশ্চিম ময়মনসিংহবাসী, "কাইআ"। এইরূপ খাইবাম, খাইয়াম, খামু, খাইমু। গেছিলা, গেছলা, গেছল, যাইছাল। করবাম, করুম, করমু ইত্যাদি।

পূর্ব্ব ময়মনসিংহের পূর্ব্ব প্রান্তের অধিবাসীদিগের উচ্চারণ ও ধ্বনির সহিত শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরাবাসীদের উচ্চারণ ও ধ্বনির এবং পশ্চিম ময়মনসিংহের অধিবাসীদিগের ধ্বনি ও উচ্চারণের সহিত ঢাকা, বগুড়া ও পাবনাবাসীদিগের ধ্বনি ও উচ্চারণের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

**গ্রাম্য শব্দ :** এই জেলার সাধারণ লোকের কথিত গ্রাম্য শব্দগুলি অধিকাংশই, সংস্কৃতের অপভ্রংশ। কতকগুলি গ্রাম্য শব্দের নমুনা প্রদত্ত হইল। (পরিশিষ্ট "ঙ" দ্রষ্টব্য।)

# চতুর্থ অধ্যায়

## শিক্ষা

শিক্ষার সূত্রপাত ; বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় প্রাচীন বিবরণ ; স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও টোল ; স্ত্রীশিক্ষা ; শিক্ষিত, অশিক্ষিতের সংখ্যা, সাহিত্য, সভাসমিতি, লাইব্রেরী।

**শিক্ষার সূত্রপাত :** ১৮৪৬ সনে এই জেলায় ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের সূত্রপাত হয়। বলা বাহুল্য ইতঃপূর্ব্বে স্থানে স্থানে পার্সি ও আরবি ভাষার পাঠাগার হইতে কেবল ঐ ঐ ভাষাই শিক্ষা দান করা হইত। ১৮৪৬ সনের জানুয়ারী মাসে নারায়ণডহরে মধ্য ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সনের নবেম্বর মাসে হার্ডিঞ্জ সাহেবের অমর কীর্ত্তি হার্ডিঞ্জস্কুল স্থাপিত হয়। ১৯০১ অব্দের আশ্বিন মাসে স্কুলটি উঠিয়া গিয়াছে। হার্ডিঞ্জস্কুল স্থাপনের পর অল্পকাল মধ্যেই স্থানে স্থানে বহু মধ্য ইংরেজী ও বঙ্গবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৫৩ অব্দের ৩রা নবেম্বর বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট জেলাস্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

**বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় প্রাচীন বিবরণ :** ১৮৬৪ অব্দে এই নগরে একটী নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ; ১৮৭৬ অব্দে ঐ স্কুল উঠিয়া যায়।

১৮৬৭ অব্দে এই জেলায় কতটী বিদ্যালয় ছিল তাহা নিম্নে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ও ছাত্রসংখ্যাসহ প্রদর্শিত হইল :

**গবর্ণমেণ্টস্কুল** : এণ্ট্রেন্স—১, বঙ্গবিদ্যালয়—১, নর্ম্মাল—১, মডেল—৪, মোট—৭, ছাত্রসংখ্যা—৬৩৭। **মধ্যইংরেজী** : সাহায্য প্রাপ্ত—১৭, ছাত্র সংখ্যা—৯৪০, অপ্রাপ্ত সাহায্য—৮, ছাত্রসংখ্যা—২০৩। **মধ্যবাঙ্গালা** : সাহায্য প্রাপ্ত—২৯, ছাত্রসংখ্যা—৯৪৮, অপ্রাপ্ত সাহায্য—১৮, ছাত্রসংখ্যা —৫৭৭। **বালিকাবিদ্যালয়** : সাহায্য প্রাপ্ত—১, ছাত্রীসংখ্যা—৯, অপ্রাপ্ত সাহায্য—৬, ছাত্রীসংখ্যা—৬৩, সার্কেল ২৩, ছাত্রীসংখ্যা—৬০৭। মোট বিদ্যালয়—১০৯, মোট ছাত্রসংখ্যা—৩৯৮৪।

১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে সন্তোষ জাহ্নবী স্কুল স্থাপিত হয়। ইহাই এই জেলার মফস্বলের প্রথম এণ্ট্রেন্স স্কুল।

**স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও টোল :** ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে সার জর্জ্জ কেম্বেলের নিম্নশিক্ষা বিস্তার বিষয়ক মন্তব্য প্রকাশিত হইলে বহু প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৭৪ অব্দে এই নগরে একটি মধ্যইংরেজী স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮৭৮ অব্দের ১৩ই নবেম্বর ঐ স্কুলটি এণ্ট্রেন্স স্কুলে পরিণত হয়। ইহাই নসিরাবাদ এণ্ট্রেন্স স্কুল। ১৮৭৯ অব্দে সুসঙ্গে "দুর্গাপুর এণ্ট্রেন্স স্কুল" নামে একটী স্কুল স্থাপিত হয়। কিছুদিন পরে তাহা উঠিয়া যায়। ১৮৮২ সনের আশ্বিন মাসে নসিরাবাদ এণ্ট্রেন্স স্কুলটিও উঠিয়া যায়। ১৮৮৩ সনের ১লা জানুয়ারী ময়মনসিংহ ইনিষ্টিটিউসন স্থাপিত হয়। ঐ সনের ৩১শে জানুয়ারী নসিরাবাদ এণ্ট্রেন্স স্কুল পুনরুজ্জীবিত হয়। ১৮৮৪ অব্দে ময়মনসিংহ ইনিষ্টিটিউসনের কর্তৃপক্ষ ১৭৫০ টাকা দিয়ে এই স্কুলটি ক্রয় করেন। ১৮৮৬ সনে ইনিষ্টিটিউসন "সিটিস্কুল ময়মনসিংহ

ব্রেঞ্চ” নাম গ্রহণ করে। ১৯০৫ সনে কিশোরগঞ্জ “হরিমোহন ইনষ্টিটিসন” নামে একটি এণ্ট্রেন্স স্কুল স্থাপিত হয়।

বর্ত্তমান বর্ষে কলিকাতা জাতীয় শিক্ষাপরিষদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই শিক্ষাপরিষদের কার্য্য পরিচালন জন্য গৌরীপুরের ভূম্যধিকারী ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী নগদ পাঁচলক্ষ টাকা ও মুক্তাগাছার সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বার্ষিক দশ হাজার টাকার ভূসম্পত্তি দান করিয়াছেন। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ স্থাপিত হইলে, ঐ শিক্ষা পরিষদের অধীনে এই ময়মনসিংহ নগরে একটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং কিশোরগঞ্জের হরিমোহন ইনষ্টিটিসনটীও জাতীয় বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে এই জেলায় ২১টি এণ্ট্রেন্স স্কুল। এই এণ্ট্রেন্স স্কুলগুলির মধ্যে ১৯টি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃত্বাধীনে ও দুইটি জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অধীনে পরিচালিত। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ১৯টি এণ্ট্রেন্স স্কুলের মধ্যে একটি গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ খরচে ও ছয়টি গবর্ণমেণ্টের আংশিক সাহায্যে পরিচালিত হয়। স্কুলগুলির ছাত্র সংখ্যা ও আয় এবং স্থাপনের সময় প্রদত্ত হইল। (পরিশিষ্ট “চ” দ্রষ্টব্য।)

বর্ত্তমান সময়ে (১৯০৫-৬ অব্দে) এই জেলায় মধ্যইংরেজী স্কুলের সংখ্যা ৭০, ছাত্র সংখ্যা ৬০৭৬ ; এই ৭০টি স্কুলের ৪৯টি সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত, ছাত্র সংখ্যা ৪৪০৮ ও ২১টি অপ্রাপ্ত সাহায্য, ছাত্র সংখ্যা ১৬৬৮। মধ্যবাংলা স্কুল ৪৯টি ; এই ৪৯টির মধ্যে ৮টি জেলা বোর্ডের ও মিউনিসিপ্যালিটির সাহায্য প্রাপ্ত, ছাত্র সংখ্যা ৪৪৪ ; ৩৮টি সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত, ছাত্র সংখ্যা ১৬৮৭ ও ৩টি অপ্রাপ্ত সাহায্য, ছাত্র সংখ্যা ২৮৩। উচ্চ প্রাইমারী স্কুল ২৬৩টি, ছাত্র সংখ্যা ১১৩৯৭, এই ২৬৩টি স্কুলের মধ্যে ৫টি স্কুল গবর্ণমেণ্টের, ছাত্র সংখ্যা ১৯৪ ; ৩টি জেলা বোর্ডের সাহায্য প্রাপ্ত, ছাত্র সংখ্যা ৮৩, ২৫১টি সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত, ছাত্র সংখ্যা ১০৮৯৮ ও ৪টি অপ্রাপ্ত সাহায্য, ছাত্র সংখ্যা ২২২। নিম্ন প্রাইমেরী স্কুল ১৫২০, ছাত্র সংখ্যা ৩৮৫৭৫ ; তন্মধ্যে ২টি জেলা বোর্ডের সাহায্য প্রাপ্ত, তাহাতে ছাত্র সংখ্যা ৪৪ ; ১৩৫১টি সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত, ছাত্র সংখ্যা ৩৫০৪৯ ; অপ্রাপ্ত সাহায্য, ১৬৭, ছাত্র সংখ্যা ৩৪৮২।

বালিকাদিগের জন্য মধ্যবাংলা বালিকা বিদ্যালয় একটি, বালিকার সংখ্যা ৪৫। বালিকাদিগের জন্য এণ্ট্রেন্স স্কুল একটি; তাহা Nassirabad Alexander Girl School. ১৮৭৩ সনে এই বালিকা বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। গোলোকপুরের কুমার উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরীর ব্যয়ে এই বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহা মধ্যবাঙ্গালা বালিকা বিদ্যালয় ছিল, ১৯০৪ সনের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে এই মধ্যবাঙ্গালা বালিকা বিদ্যালয়টি এণ্ট্রেন্স স্কুলে পরিণত হইয়াছে। বালিকার সংখ্যা ১০৮। গভর্ণমেণ্ট ইহাতে বার্ষিক ২২০০ টাকা সাহায্য দান করেন। উচ্চ প্রাইমারী বালিকা বিদ্যালয় ১০টি ; বালিকার সংখ্যা ৩০০। এই দশটির মধ্যে ৯টি সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত, ছাত্রীসংখ্যা ২৩৯ ; ১টি অপ্রাপ্ত সাহায্য, ছাত্রীসংখ্যা ৬১ ; নিম্ন প্রাইমেরী বালিকা বিদ্যালয় সংখ্যা ৩১৮, বালিকার সংখ্যা ৫১৫৯ ; এই ৩১৮টির মধ্যে সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত ২৮৩টি ; ছাত্রীসংখ্যা ৪৭১০ ; অপ্রাপ্ত সাহায্য ৩৫টি, ছাত্রীসংখ্যা ৪৪৯।

এই জেলায় কলেজ দুইটি। টাঙ্গাইল প্রমথ-মন্মথ কলেজ ও ময়মনসিংহ সিটি কলেজ। দুই কলেজেই এফ, এ, পর্যন্ত অধ্যাপনা হয়। ১৯০০ সনের ২৩শে জুন সন্তোষের ভূম্যধিকারী ভ্রাতৃদ্বয়ের নামে তাঁহাদিগেরই ব্যয়ে টাঙ্গাইলে প্রমথ-মন্মথ কলেজ প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছে এবং ঐ সনের ২৭শে ডিসেম্বর শিক্ষা-সমিতি কর্ত্তৃক তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত হইয়াছে। পরবৎসর, ১৯০১ সনের ১৮ই জুলাই ময়মনসিংহ-সিটি-কলেজিয়েট স্কুলে কলেজ বিভাগ খোলা হয়। এবং পরবর্ত্তী এপ্রিল মাসে, সিণ্ডিকেট এই কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত করেন।

টেকনিকেল স্কুল একটি ; এই স্কুল কাশীকিশোর টেক্‌নিকেল স্কুল, নামে পরিচিত। রামগোপালপুরের জমিদার রায় যোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বাহাদুর তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের নামে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ছাত্রসংখ্যা ৫৯ ; জেলা বোর্ড এই বিদ্যালয়ের কার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। ইহার ব্যয়ের জন্য রায়বাহাদুর ১৫ হাজার টাকা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের হস্তে প্রদান করিয়াছেন।

এই জেলায় সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত মাদ্রাসার সংখ্যা ১৬টি, ছাত্রসংখ্যা ৯৯৪ ; অপ্রাপ্ত সাহায্য ১০টি, ছাত্রসংখ্যা ২৯৩ ; এতদ্ব্যতীত আরও ১৭ স্থানে ৪৭৫ জন ছাত্র পার্সি ও আরবি ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকে এবং ১৪০ স্থানে ২৩৩৩ জন পুরুষ ও ২ স্থানে ৩০ জন স্ত্রীলোক কোরাণ শিক্ষা করিয়া থাকে। সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত সংস্কৃত টোল ১৮, ছাত্রসংখ্যা ২৯০ ; অপ্রাপ্ত সাহায্য ১৩, ছাত্রসংখ্যা ৮১; এতদ্ব্যতীত আরও ১৪ স্থানে ১৪৩ জন ছাত্র সংস্কৃতশিক্ষা লাভ করিয়া থাকে।

শিক্ষকদিগের জন্য এই জেলায় ৫টি শিক্ষাগার আছে ; তাহাতে ৬০ জন শিক্ষকতার জন্য শিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন। সাধারণ বাঙ্গলা শিক্ষার জন্য পৃথক বিদ্যালয় ২টি, ছাত্রসংখ্যা ১২টি। কলেজ ব্যতীত এ জেলার মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৪৮৯ এবং ছাত্রসংখ্যা ৭৪২৫৫। শিক্ষাকার্য্য পরিদর্শন জন্য এ জেলায় ২ জন ডিপুটি ইনস্পেক্টর, ১০ জন সরইন্‌স্পেক্টর, ৯ জন সার্কেল পণ্ডিত ও ১৭ জন ইনস্পেক্‌টিং পণ্ডিত নিযুক্ত আছেন। এই জেলার শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় ঢাকা বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টরের অধীন।

**স্ত্রীশিক্ষা :** অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার জন্য এই নগরে বহুপূর্ব্বে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা-সমিতি নামে একটি সমিতি ছিল; কালে তাহা উঠিয়া যায়। অতঃপর কলিকাতা-প্রবাসী ময়মনসিংহবাসিগণের যত্নে "ময়মনসিংহ সম্মিলনী সভা" নামে একটি সভা কলিকাতায় স্থাপিত হয়। সম্মিলনীর চেষ্টায় অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্তঃপুর-স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার ও উন্নতির জন্য জেলাবোর্ড প্রতি বৎসর সম্মিলনীকে ২৫০ টাকা অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন।

শিক্ষা বিষয়ে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের নাম সর্বত্র সুপরিচিত। এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু সর্ব্ব প্রথম কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ গণিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি গত ৪ঠা ভাদ্র পরলোক গমন করিয়াছেন। টাঙ্গাইলের অন্তর্গত বাঘিলের কুমুদিনী মিত্র এই জেলার মহিলাদিগের মধ্যে প্রথম বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

**শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের সংখ্যা :** ১৮৮১ সনে মাত্র ৬৭২৮৩ জন পুরুষ ও ৯৪০ জন স্ত্রীলোক লেখা পড়া জানিত। এর দশ বৎসর পর ১৮৯১ সনে এই জেলায় শিক্ষিতের সংখ্যা পুরুষ ১০৮২৪০ ও স্ত্রী ২৮৯৪ হয়। ১৯০১ সনে এই জেলার হিন্দু, মুসলমান ও প্রেতোপাসক দিগের মধ্যে কত অধিবাসী বাঙ্গালা ও কত অধিবাসী ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিল তাহা থানা ওয়ারি প্রদর্শিত হইল। (পরিশিষ্ট "ছ" দ্রষ্টব্য)।

সাহিত্য :

এ জেলার প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবার জন্য "ময়মনসিংহ সারস্বত সমিতি' বিগত ১৩১২ সনের বৈশাখ মাসে "কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী"র সহিত সাহিত্য প্রদর্শনীরও অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সাহিত্য প্রদর্শনীর প্রকাশিত বিবরণী দ্বারা এ জেলার সাহিত্য চর্চার একটা মোটামুটি অবস্থা পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে।

প্রদর্শনীতে এ জেলার প্রাচীন লেখকদিগের রচিত হস্ত-লিখিত গ্রন্থ ও আধুনিক লেখকদিগের মুদ্রিত ও অমুদ্রিত গ্রন্থ প্রদর্শিত হইয়াছিল। প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে পরম হংস পূর্ণানন্দ গিরি, নারায়ণ দেব, রামেশ্বর নন্দী, অনন্ত দত্ত, রাজা রাজসিংহ, দ্বিজবংশী দাস, গঙ্গানারায়ণ, জগন্নাথ দাস, মুক্তারাম নাগ প্রভৃতি এ জেলাবাসী প্রাচীন কবিগণের হস্ত-লিখিত গ্রন্থ প্রদর্শিত হইয়াছিল।

আধুনিক হস্ত লিখিত গ্রন্থ বিভাগে এ জেলাবাসী ২০ জন লেখকের ৪৭ খানা গ্রন্থ প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই দেড় বৎসরে ৪৭ খানার তিন খানা গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। মুদ্রিত গ্রন্থ বিভাগে এ জেলায় ৭৬ জন লেখকের ১০১ খানা গ্রন্থ প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই সকল গ্রন্থকারদের মধ্যে ২১ জন কিশোরগঞ্জ, ২০ জন টাঙ্গাইল, ১৫ জন সদর, ৯ জন নেত্রকোণা ও ৯ জন জামালপুর বিভাগের।

মহিলা গ্রন্থকর্ত্রী এ জেলায় ৪ জন। দুই জন টাঙ্গাইল ও দুই জন কিশোরগঞ্জের। বর্ত্তমান সময়ে "আরতি" দ্বারা ময়মনসিংহের সাহিত্য আলোচনা হইতেছে। ইসলামপুরের মুসলমান সমাজ হইতে "হানি ফি" এবং টাঙ্গাইল হইতে "উত্থান" নামক দুই খানা মাসিক পত্রিকা বাহির হয়।

**মুদ্রা যন্ত্র :** বর্ত্তমান সময়ে এজেলায় সাতটি মুদ্রা যন্ত্র আছে। ময়মনসিংহ সদরে "চারু যন্ত্র", "বাসন্তী যন্ত্র", "সুহৃদ যন্ত্র", "ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রেস", টাঙ্গাইলে "মহম্মদী ও আহাম্মদী যন্ত্র" এবং কিশোরগঞ্জে "আর্য্য যন্ত্র"।

**সংবাদ পত্র :** এ জেলায় দুই খানা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র চলিতেছে। "চারুমিহির" ও "স্বদেশ সম্পদ"। দুই খানাই সদর হইতে পরিচালিত হয়। "চারুমিহির" রাজনৈতিক, অন্য খানা কৃষিশিল্প বিষয়ক।

**সভা সমিতি :** এ জেলায় রাজনৈতিক সভা ৬টি— "ময়মনসিংহ সভা", "আঞ্জুমিয়া ইসলামিয়া", "কিশোরগঞ্জ জনসাধারণ সভা", "টাঙ্গাইল জনসাধারণ সভা", "নেত্রকোণা জনসাধারণ সভা" ও জামালপুর জনসাধারণ সভা।" "সুহৃদ সমিতি" দেশীয় ব্যায়াম ও সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়েরই আলোচনা হইয়া থাকে।

**লাইব্রেরী :** এই নগরে ১৮৮৪ সনে "সাহিত্য সমিতি" নামে একটি লাইব্রেরী স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ লাইব্রেরী কয়েক বৎসর থাকিয়া উঠিয়া যায়। নসিরাবাদ সূর্য্যকান্ত টাউনহলে একটি বৃহৎ লাইব্রেরী ছিল ; করোনেসনের সময় তাহা অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। সেরপুরের "হেমাঙ্গ লাইব্রেরী"; টাঙ্গাইলের "রমেশচন্দ্র-লাইব্রেরী" ও সদরের "বেতাগরী-লাইব্রেরী" সাধারণের জন্য স্থাপিত হইয়াছে। গৌরীপুরেও মুক্তাগাছায় কোন কোন জমিদারদিগেরও এক একটি লাইব্রেরী আছে। তাহা সাধারণের জন্য উন্মুক্ত নহে। এতদ্ব্যতীত প্রতি স্কুলে ও কলেজে ক্ষুদ্র বৃহৎ এক একটি পুস্তকালয় আছে।

# পঞ্চম অধ্যায়

## প্রাকৃতিক বিবরণ

নদ, নদী ও খাল– ব্রহ্মপুত্র নদ ; যবুনা; মেঘনা; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী ও খাল। বিল ও হাওর। বন। পাহাড়-পর্ব্বত। গ্রাম; সদর মহকুমা; জামালপুর মহকুমা; কিশোরগঞ্জ মহকুমা; টাঙ্গাইল মহকুমা; নেত্রকোণা মহকুমা; ঐতিহাসিক স্থান।

**নদ, নদী ও খাল :**

ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা নদ ও যবুনা নদী এই জেলার প্রাকৃতিক বিভাগ ও সীমা রক্ষা করিতেছে।

**ব্রহ্মপুত্র নদ :** ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি ও গতি সম্বন্ধে দুইটি মত প্রচলিত আছে। কেহ বলিতেছেন, ব্রহ্মপুত্র তিব্বতের অন্তর্গত মানস-সরোবর হইতে উদ্ভূত হইয়া হিমালয় প্রদক্ষিণপূর্ব্বক বাংলার মধ্য দিয়া সাগরে পতিত হইয়াছে। কেহ বলিতেছেন, ব্রহ্মপুত্র আসাম-পর্বতমালা-মধ্যস্থিত ব্রহ্মকুণ্ড বা লৌহিত্য-সরোবর হইতে উৎপন্ন হইয়া মানস-সরোবর-উদ্ভূত সেংপুর সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মকুণ্ড স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়া ডাক্তার গ্রিফিথ্‌স্ এই পরবর্ত্তী মত প্রচার করিয়াছেন।[১] পুরাণাদিতেও ব্রহ্মকুণ্ডের কথাই লিখিত আছে। পরশুরাম মাতৃহত্যা-পাপে কলুষিত হইয়া পরশু মোচন জন্য এই ব্রহ্মকুণ্ডে অবগাহন করিলে হস্তস্থিত পরশু স্খলিত হয়। পরশুরাম লৌহিত্য বারির কলুষনাশন গুণে আকৃষ্ট হইয়া নরলোকের হিতার্থে তাঁহাকে গিরিকুণ্ড হইতে ভূতলে আনয়ন করেন। ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া ব্রহ্মপুত্র তীর্থরাজ লৌহিত্যনদ রূপে পরিচিত হন।[২]

ব্রহ্মপুত্র আসাম প্রদেশ অতিক্রম করিয়া চিলমারীর নিকট ময়মনসিংহ জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। ঐ স্থান জেলার উত্তর-পশ্চিম কোণে রংপুর জেলার অন্তর্গত। ব্রহ্মপুত্র ঐ স্থান হইতে পূর্ব্বদক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া টোক পর্য্যন্ত ময়মনসিংহ জেলাকে দুইটি প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছে। ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার সীমারূপে টোক হইতে ভৈরববাজারের কিঞ্চিৎ উত্তর পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া মেঘনায় পড়িয়াছে।[৩] চিলমারী হইতে ভৈরববাজার পর্য্যন্ত ব্রহ্মপুত্র এই জেলার ১২০ মাইল স্থান অধিকার করিয়াছে।

এক সময়ে ব্রহ্মপুত্র এক সুবিশাল নদ ছিল। মুসলমান রাজত্ব সময়ে স্থানে স্থানে ইহার প্রশস্ততা ৮/১০ মাইলেরও অধিক ছিল। মুসলমান ঐতিহাসিক মিন্‌হাজউদ্দিন লিখিয়াছেন. তৎকালে (ত্রয়োদশ শতাব্দীতে) ব্রহ্মপুত্র গঙ্গার তিন গুণ ছিল। আইন-ই-আকবরিতে প্রকাশ, সেরপুর হইতে জামালপুর পর্য্যন্ত ব্রহ্মপুত্র দশ মাইল প্রশস্ত ছিল। এই দশ মাইলের

১। Journal of the Asiatic Society of Bengal.

২। কলিকাপুরাণ দ্রষ্টব্য।

৩। ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাত বর্ত্তমান সময়ে আড়ালিয়া নামে পরিচিত। এই খাত মঠখলার নিকট হইতে ধলেশ্বরী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ব্রহ্মপুত্রের প্রধান শাখা টোকের নিকট উৎপন্ন হইয়া "শীতল লক্ষী" নামে নারায়ণগঞ্জ স্পর্শ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

পারাপার জন্য দশ কাহন কড়ি নির্দ্দিষ্ট ছিল। সেরপুরও সেই কারণে "দশ কাহনিয়া সেরপুর" নামে পরিচিত ছিল। ময়মনসিংহের নিকট ব্রহ্মপুত্র বর্ত্তমান নগর হইতে বোকাইনগর পর্য্যন্ত ১২ মাইল প্রশস্ত ছিল। ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে যখন এই নসিরাবাদ নগর প্রতিষ্ঠিত হয়, তৎকালের একখানা পত্রে তদানীন্তন কালেক্টর বেয়ার্ড (Byard) সাহেব লিখিয়াছেন "ব্রহ্মপুত্রের ন্যায় ভীষণ নদীর তীরে এ জেলার সদর মহকুমা স্থাপন আমি কোন মতেই সঙ্গত মনে করি না। বেগুনবাড়ীর কোম্পানীর কুঠি ব্রহ্মপুত্রের বিশাল উদরে স্থান পাইয়াছে।"

ঐ সময় নসিরাবাদ হইতে শম্ভুগঞ্জ পর্য্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের প্রশস্ততা ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যবুনার উৎপত্তির পর ব্রহ্মপুত্রের গতির পরিবর্ত্তন হওয়ায় প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র তাহার সে বিশালত্ব হারাইয়াছে; গ্রীষ্মকালে ইহার প্রশস্ততা কোন কোন স্থানে ৩০০ হস্তের অধিক থাকে না। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে জেলার কালেক্টর H. J. Reynolds বলিয়াছিলেন "দশ বৎসর পূর্ব্বে আমি ব্রহ্মপুত্রের যে অবস্থা দেখিয়াছিলাম, বর্ত্তমান অবস্থা তাহা অপেক্ষা অনেক শোচনীয়। আমার বিশ্বাস এইরূপ অবস্থায় ২৫ বৎসর চলিলে বিশাল ব্রহ্মপুত্র নিশ্চয় একটি অদৃশ্য সূত্রের আকার ধারণ করিবে।" তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন "যদি উজানের বালির বাঁধ সরিয়া যাইয়া যবুনার প্রবাহিত স্রোত ব্রহ্মপুত্রের খাতে প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মপুত্র পূর্ব্ব বিশালত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে।" রেনল্ডস সাহেবের উক্তি অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে। গ্রীষ্মকালে ব্রহ্মপুত্র অনেক স্থলে হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। পূর্ণ বর্ষায় তাহা পিয়ারপুর ও হুসেনপুরের নিকট দুই মাইল পর্য্যন্ত প্রশস্ত হইয়া থাকে। তখন একটু ভীষণ আকার ধারণ করে। ১৮৭৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসে গবর্ণমেণ্ট একবার ইঞ্জিনিয়ার ও ওভারসিয়ার নিযুক্ত করিয়া ব্রহ্মপুত্রের সংস্কারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এর পর নদবক্ষে স্থানে স্থানে বাঁধ দেওয়া হইয়াছিল, ফল বিশেষ কিছুই নাই। অশোক অষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্র তীর্থরাজ বলিয়া আখ্যাত হয়। সেই দিনের ব্রহ্মপুত্র স্নান হিন্দুর একটি পরম পবিত্র কার্য্য। বহুদূর হইতে হিন্দু নরনারী ব্রহ্মপুত্রে স্নানের জন্য সমাগত হইয়া থাকে; ব্রহ্মপুত্র-তীরবর্ত্তী দেওয়ানগঞ্জ, বাহাদুরগঞ্জ, জামালপুর, পিয়ারপুর, বেগুনবাড়ী, নসিরাবাদ, হুসেনপুর, মঠখলা প্রভৃতি স্থান স্নানঘাট বলিয়া পরিচিত। ১৮৫০ সনের সার্ভে নকসায় দেখা যায় যে ব্রহ্মপুত্র নদ এই জেলার ১৩৩২০ একর ৩ রোড ২৬ পোল জমি অধিকার করিয়াছে; এই ভূমির পরিমাণ ফল ২০.৮১ বর্গমাইল।

**যবুনা :** অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যবুনা নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। যমুনা এতদ্দেশে যবুনা নামেও অভিহিত হইয়া থাকে; অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ইহা জনায়ী নামে পরিচিত থাকিয়া একটি ক্ষুদ্র খালের ন্যায় প্রবাহিত হইত। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে রেনেল সাহেব বঙ্গদেশের যে মানচিত্র প্রস্তুত করেন তাহাতে তিনি যবুনার কোন চিহ্নই দেখান নাই।[১] ব্রহ্মপুত্র তখন বিশালকায় মহাস্রোত। ইহার পর দাওকোবার নিকট ব্রহ্মপুত্রের মুখ পলি পড়িয়া বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ক্ষুদ্রতোয়া জনায়ী নদীতে ব্রহ্মপুত্রে প্রবলতর স্রোত প্রবাহিত হয় ও যবুনার উৎপত্তি হয়। যবুনা এ জেলার পশ্চিম সীমা সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। যবুনা উত্তর প্রান্ত হইতে

১। ১৭৭৮ সনে রেনেল সাহেব তাঁহার মানচিত্র প্রকাশ করেন। ঐ মানচিত্র ময়মনসিংহের ইতিহাসে প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ মানচিত্রে যবুনার উল্লেখ নাই। ইহার ৩০ বৎসর পর বকানন হেমিল্টন এই জেলার ভূমি জরীপ করেন। তাঁহার লিখিত বিবরণে ব্রহ্মপুত্রের প্রধান শাখা যবুনার বিষয় প্রথম অবগত হওয়া যায়, সুতরাং এই ত্রিশ বৎসরেব মধ্যে কোন এক সময়কে যবুনার উৎপত্তিকাল অনুমান করা যাইতে পাবে।

দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত এই জেলার ৯৪ মাইল ভূমি অধিকার করিয়াছে। অতঃপর হুরাসাগরের সহিত যুক্ত হইয়া পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে। ঐ মিলিত স্থানের নাম বাইশ-কোদালিয়ার মোহনা। বর্ষাকালে যবুনা প্রস্থে ৪/৫ মাইলও হইয়া থাকে। তখন বড়বাজু, পুখুরিয়া, কাগমারী ও আটিয়া প্রভৃতি পরগণার অনেক ভূমি যবুনাগর্ভে মগ্ন অবস্থায় থাকে। সার্ভে ম্যাপে দেখা যায় যে, যবুনা ১৮৫০ সনে ৪১০৫৪ একর ৯ পোল জমি অধিকার করিয়াছিল। এই জমির পরিমাণ-ফল ৬৪.১৩ বর্গমাইল।

**মেঘনা :** মেঘনা ময়মনসিংহের পূর্ব্বদিক দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। তথায় ইহার এক শাখা ধনু নামে পরিচিত। ঘোরাউতরা মেঘনার শাখা। ঘোরাউতরা জয়নসাহী পরগণার মধ্য দিয়া ও ধনু নসিরুজিয়াল ও খালিয়াজুরীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে।

**ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী ও খাল :** সুরমা খালিয়াজুরী গরগণাকে শ্রীহট্ট জেলা হইতে পৃথক করিয়াছে। কংস, সুসঙ্গ ও ময়মনসিংহ পরগণার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ধনুতে পড়িয়াছে। সোমেশ্বরী সুসঙ্গের উত্তর পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া রাজধানী দুর্গাপুরের নিম্ন দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে।

টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত বৈষ্ণববাড়ী হইতে যবুনার একটি শাখা বাহির হইয়াছে। ইহার নাম লৌহজঙ্গ। লৌহজঙ্গ নদী টাঙ্গাইল, করটিয়া ও জামুর্কী প্রভৃতি স্থানের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইয়া ঢাকা জেলার বংশাই নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

যবুনার আর একটি শাখার নাম এলঙ্গজানী। এলঙ্গজানী দেউলী গ্রামের নিকট হইতে বহির্গত হইয়া মানিকগঞ্জের নিকট ধলেশ্বরীর সহিত মিলিত হইয়াছে। নিতাই, সেরপুরের উত্তর পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া কংসে পড়িয়াছে। ঝিনাই, জামালপুরের নিকট দিয়া দক্ষিণ পশ্চিমদিকে চলিয়া যবুনা ও ব্রহ্মপুত্রকে মিলিত করিয়াছে। মগরা, নেত্রকোণার নিম্ন দিয়া প্রবাহিত হইয়া ঘোরাউতরায় পড়িয়াছে। সুতিয়া, রণভাওয়ালের মধ্য দিয়া আসিয়া বেগুনবাড়ীর নিকট ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়াছে। খিরুনদী, আটিয়া রণভাওয়ালের গজারিগড় হইতে বাহির হইয়া কাওরাইদ রেলষ্টেশনের অল্প উত্তরে সুতিয়ার সহিত মিলিত হইয়াছে। কাওনা (নরশুন্দা), হুসেনপুরের দক্ষিণ দিকে ব্রহ্মপুত্র নদ হইতে বহির্গত হইয়া কিশোরগঞ্জের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইয়া ধনুতে পড়িয়াছে।

**বিল ও হাওর :**

এ জেলার নিম্নলিখিত বিল ও হাওরগুলি প্রসিদ্ধ।

পুখুরিয়া পরগণায়—হাওদা বিল; সেরপুর পরগণার—ইচলি ও আডুয়া ভেডুয়া; সুসঙ্গ পরগণায়—জারিয়া, রাজধলা, নালিয়া ও মগুরা; ময়মনসিংহ পরগণায়— গোবিন্দচাতল ও মাকরা; নসিরুজিয়াল পরগণায়—নরুনসার, জালিয়ার হাওর, গণেশের হাওর ও তলার হাওর; জয়নসাহী পরগণায়—বাঙ্গলা, বাঘের চাতল, দীঘা; আলাপসিংহ পরগণার—বড় বেলা; হাজরাদী পরগণায়—বড়-হাওর; খালিয়াজুরী পরগণায়—চিলমৃগা; আটিয়া পরগণায়—নড়াইল।

**বন :**

মধুপুরের গড় এ জেলার বৃহৎ বনভূমি। এই গড় গড়জয়ানসাহী বা গড়গজালী বলিয়াও পরিচিত। ইহা এ জেলার দক্ষিণ সীমা হইতে আরম্ভ করিয়া, পশ্চিম দিকে কাঠবাড়ী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। দক্ষিণ অংশ ভাওয়ালের জঙ্গল বলিয়া পরিচিত। মধুপুর জঙ্গল উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘে ৪৫ মাইল ও প্রস্থে ৬ হইতে ১৬ মাইল। আনুমানিক পরিমাণ ফল ৪২০ বর্গ মাইল। এই জঙ্গলের ভূমি কঙ্করময় এবং সমভূমি হইতে অনুমান ৬০ হইতে ১০০ ফিট উচ্চ। এই গড়ের গজারী কাঠ ঘরের খুঁটি ও কয়লারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে এই বনে হাতীর খেদা হইত এবং অনেক হাতী ধরা পড়িত। এখন এ জঙ্গলে হাতী দেখা যায় না। ব্যাঘ্র, ভল্লুক, মহিষ, শূকর, হরিণ প্রভৃতির অভাব নাই। পূর্ব্বে এই জঙ্গল হিংস্র জন্তু ও দস্যু তস্করের জন্য অতিশয় ভয়ানক ছিল। এখন ঐ সমস্ত ভয়ের কারণ দূর হইয়াছে। এখন মধুপুর জঙ্গল বলিলে লোকের মনে তত ভয়ের সঞ্চার হয় না। ১৮৭৭ সনে দীননাথ সেন মধুপুরের বনভূমি পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন এই স্থানে লৌহখনি আবিষ্কৃত হইতে পারে। দীননাথ বাবুর মন্তব্যের উপর নির্ভর করিয়া গবর্ণমেণ্ট স্থান পরিদর্শন জন্য কেমিক্যাল পরীক্ষক নিযুক্ত করেন। গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত রাসায়নিক পরীক্ষকও দীন বাবুর মতে মত প্রদান করেন।

**পাহাড় পর্ব্বত :**

এ জেলার উত্তর সীমায় সুসঙ্গের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় অবস্থিত। ইতঃপূর্ব্বে এ জেলার উত্তরস্থিত গারো পর্ব্বতও সুসঙ্গ মহারাজদিগের অধীন ছিল। ১৮৬৯ সনে তাহা আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সুসঙ্গের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়গুলি রাজধানী দুর্গাপুর হইতে ২/৩ মাইল অন্তরে অবস্থিত।

**গ্রাম :**

এই জেলায় মোট ৯৭৭৮ খানা গ্রাম ও নগর। ইহার ৭ খানা নগরে ১০ হাজারের অধিক লোক বাস করে। ১ খানা নগরে ৫ হাজারের অধিক, ১০৩ খানা গ্রামে দুই হাজারের অধিক, ৪৭৬ খানা গ্রামে হাজারের অধিক; ১৫৩১ খানা গ্রামে পাঁচশতের অধিক ও ৭৬৬৭ খানায় ৫০০ লোকের কম বসতি করে, নিম্নে কতকগুলি গ্রামের নাম প্রদত্ত হইল :

**সদর মহকুমা :** নসিরাবাদ, কুমারগাতা, মাইজবাড়ী, মুক্তাগাছা, তারাটি, বেগুনবাড়ী, বিদ্যাগঞ্জ, বড়গ্রাম, দুল্লা, ঘাটুরি, চণ্ডীমণ্ডল, গয়েশপুর, সোনারগাঁও, বাঁশাটি, কুশমাইল, মানকোণ, দেবগ্রাম, ফুলবাড়ীয়া, পণ্ডিতবাড়ী, পুঁটীজানা, মাণিকপুর, কলাডোহা, গাবতলী, ঘোগা, রায়নগর, আসিমপাটুলী, এনায়েতপুর, সরাবাড়ী, গুপ্তবৃন্দাবন, ভবানীপুর, অলহরী, মোক্ষপুর, আমিরাবাড়ী, গুজিয়াম মল্লিকবাড়ী, কংশেরকোল, ভরাডুবা, বরাইদ, পুরুরা, রং চাপরা, দিঘা, ভাওয়ালিয়া বাজু, দৌলতপুর, আঠার দানা, বাগুয়া, ভারইল, রাওনা, চণ্ডালগাঁও, খারুরাইল, হরিরবাড়ী, পালগাঁও, কার্চিনা, ডাকাতিয়া, বনকুয়া, ধলিয়া, রান্দিয়া, ভাটগাও, পাঁচগাও, ধলিপাড়া, ধিৎপুর, মুখী, মশাখালী, পাইথাল, লঙ্গাইর, ফরিদপুর, দত্তেরবাজার, লামকাইন, সঞ্জীব, উস্থী, বড়বাড়ী ছিপান, উথুরী, গফরগাঁও, বনগ্রাম,

১। Garo Hills Act (Aet XII of 1869.)

সাকচুড়া, সালটীয়া, জন্মেজয়, শিবগঞ্জ, পুখুরিয়া, রৌহা, মেদুয়ারি, রছুলপুর, লক্ষ্মণপুর, ধলা, পাকাটী, বালিপাড়া, বাহাদুরপুর, রায়পুর, কাজিগাঁও, কালীহারী, বৈলর, কাঁঠাল, কালীবাজার, কুষ্টিয়া (সেনবাড়ী), ধানীখলা, ভাবখালী, বয়রা, ছত্রপুর, বলাশপুর, দাপুনিয়া, আমুদপুর, ঘাগরা, শম্ভুগঞ্জ, ডৌহাখলা, রামগোপালপুর, বাসাবাড়ী, বোকাইনগর, ভবানীপুর, গোলোকপুর, কৃষ্ণপুর, কালীপুর, গৌরীপুর, ভালুকা, বিস্কা, তাজপুর, ঈশ্বরগঞ্জ, কাঁঠালিয়া, তুলন্ধর, বরহিত, কুমরাশাসন, উচাখিলা, বিনোদপুর, মাদারগঞ্জ, চরপাড়া, ধিৎপুর, চান্দুরা, মাইজভাগ, তারাটী, কুমারুলী, আঠারবাড়ী, কোরাটী, বাঁশাটী, মুশুলী, ধরগাঁও, পাইকুড়া, চণ্ডীপাশা অরণ্যপাশা, বারৈগ্রাম, আচারগাঁও, সিঙ্গদই, রায়পাশা, নান্দাইল, কাহেৎগ্রাম, বারপাড়া, চপৈ, বনাটী, শ্রীরামপুর, সুন্দাইল, খানপুর, খারুয়া, মহিশকোড়া, বনগ্রাম, বাহাদুরপুর, বেতাগরী, দেওয়ানগঞ্জ, নাগপুর, সিংরাইল, নন্দীগ্রাম, দত্তগ্রাম, ভুলসুমা, লাউটীয়া, সিদলা, বালিখাঁ, ঢাকিরকান্দা, তারাকান্দা, কোকাইল, কাশীপুর, বোরারচর দেওনা, পয়ারী, ফুলপুর, সিঙ্গেশ্বর, আমতইল, সুখাই, বওলা, দাদড়া, হাসনপুর, হালুয়াঘাট ইত্যাদি।

**জামালপুর মহকুমা** : জামালপুর, সিংজানী, পাথালিয়া, চন্দ্রা, রসিদপুর, রামনগর, ফুলবাড়িয়া, ইদিলপুর, রায়পুর, মুনমাঝিবাজার, সরীপপুর, বেলটীয়া, পিঙ্গলহাটী, জয়রাপুর, নান্দিনা, রঘুনাথপুর, খরখরিয়া, তারাগঞ্জ, তুলসিরচর, শ্রীবাড়ী, নরুন্দী, ইটাইল, পিয়ারপুর, সৈলেরকান্দা, রাজাপুর, মাদারপুর, চিতলীয়া, জিগতলা, মোহনপুর, মহেশপুর, বানারেরপার, রণরামপুর, সাহাবাজপুর, পলাশতলা, শ্রীপুর, কৈডোলা, পাকুল্লা, রসিদপুর, মাতার পাড়া, দীঘপাইত, পিণ্ডারহটী, দুহেরপার, বাঙ্গালী, বাউসী, গুণেরবাড়ী, কেন্দুয়া, কালীবাড়ী, হাশীল, ভাতড়া, জয়নগর, মহিরামকোল, ফুলকোচ, মালঞ্চা, মেষ্টা, হরিপুর, শ্যামগঞ্জ, শ্যামপুর, হাজিপুর, জালালপুর, গুজামাণিকা, নয়ানগর, বাঘাডোবা, গুণারি তলা, মাদারগঞ্জ, কাতলামারী, গোলাবাড়ী, বালিজুড়ী, চিকাজানি, দুর্মুট, পীরোজপুর, কলাবাঁধা, মেঘারবাড়ী, খরমা, দেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর, মাদারেরচর, হাড়গিলারচর, বাহাদুরাবাদ, হাতীভাঙ্গা, ষাঁড়মারা, হরিণধরা, বক্সিগঞ্জ, রঘুনাথপুর, ছনকান্দা, রৌহা, খোনা, তারাকান্দী, বয়রা, সেরপুর, নৌহাটা, রামকৃষ্ণপুর, কামারেরচর শ্রীবর্দ্দী, বাণীসিমূল, বাণেশ্বরদী, কাকিনাকোড়া, টেঙ্গরাপাড়া, ভায়াডাঙ্গা, পাইকোড়া, যোগানীয়া, নখলা, পাঁঠাকাটা নারায়ণখলা, হাসনখিলা, নালিতাবাড়ী, বাদে, চল্লিশকাহণীয়া, খলিশাকুরা, ধানসাইল বনগাঁও, কামারপাড়া, তারাগঞ্জ, খাগরা, গাগলাজানী, বারুকপাড়া, গোবিন্দগঞ্জ, বালুঘাটা, কুলকান্দী, বেড়কুরমা, গুঠাইন, পলবান্দা ইত্যাদি।

**কিশোরগঞ্জ মহকুমা** : কিশোরগঞ্জ, হয়বৎনগর, নগুয়া, জগদল, ধুলজুড়ী, ধনকোড়া, হুসেনপুর, চৌদার, গোবিন্দপুর, গাঙ্গাটীয়া, ব্রাহ্মণকচুরী, নীলগঞ্জ, তালজাঙ্গা, রাউতী, সাঁচাইল, বোরগাঁও, দামা, সেকান্দরনগর, দিঘদাইর, পাতুয়াইর, গুজারিয়া, মহীনন্দ. সুলাকিয়া, সুবন্দী, বৌলাই, জঙ্গলবাড়ী, করিমগঞ্জ, কিরাতুন, বর্শীকুড়া, থানেশ্বরবাদলা. বেতাগা, সুহিলা, মৃগা, ইটনা, উয়াড়া, জয়সিদ্ধি, রাহেলা, চারিগাঁও, ঢাকী, পানহার. কামারাটীয়া, নিয়ামতপুর, জয়কা, পাটধা, যশোদল, করমুলী, সিংপুর, মিটামৈন, ঘাগরা. অষ্টগ্রাম, কাস্তল, দিঘিরপাড়, বালিগাঁও, হিলচিয়া, জনিদপুর, গুরই, সাজনপুর, তপেনিকলী, মৃজাপুর, তারপাশা, দামপাড়া, বাগজুরকান্দি, লাহন্দ, করগাঁও, দেওপাশা, ধারীশ্বর,

মামুদপুর, জাঁরৈতলা, কামালপুর, আঠারবাড়িয়া, সাহাপুর, চাতল, বাঘহাটা, মুমুরদিয়া, নাগেরগাঁও, চাঁদপুর, পুরুরা, বেড়াটী, গচিহাটা, সহশ্রাম, ঢুলদিয়া, বনগ্রাম, কাহেতপল্লী, মাইজহাটী, কালিয়াচাপড়া; সাধুপুর, চণ্ডীপাশা, সাহেদল, দ্বীপেশ্বর, জামাইল, লক্ষিয়া মির্জ্জাপুর, আঙ্গিয়াদি, হুসেনদী, বাদিয়া, মধ্যপাড়া, বাণীগ্রাম, উখড়াশাল, পাঁচগাতী, ভিটাদিয়া, মশুয়া, চারিপাড়া, বেতাল, বাঘবেড়, আটঘরিয়া, ভোগবেতাল, আচমিতা, এগার সিন্দুর, মটখলা, কটিহাদী, ফতেপুর, সুলতানপুর, সরারচর, ভাগলপুর, চড়িয়াকোণা, বাজিতপুর, নান্দিনা, সাদিরচর, রামদী, বসন্তপুর, আগরপুর, কাপাসাটীয়া, নাজিরদিঘি, সসেরদিঘি, দিলালপুর, তাতারকান্দি, গজাড়িয়া, নওয়াপাড়া, শিমুলকান্দি, চিনারচর, ভৈরববাজার ইত্যাদি।

**টাঙ্গাইল মহকুমা :** টাঙ্গাইল, বাঘিল, আকুরটাকুর, বেঁতকা, আশকপুর, কাগমার, সাঁকরাইল, আলিসাকান্দা, সন্তোষ, পোড়োবাড়ী, বেলতা, বিন্নাফৈর, আলোয়া, পাথরাইল, পুটীজানী, দেওজান, আটীয়া, হিঙ্গানগর, জালালীয়া, দেলদুয়ার, নান্দুরিয়া, এলাসিন, আড়ড়া, ভাড়ড়া, চৌবাড়িয়া, পাহাড়পুর, ঘুনি, ডাঙ্গা, বিনানৈ, ছিলিমাবাদ, ধুবরিয়া, ভাদ্রা, কেদারপুর, মহম্মদনগর, নাগরপুর, গয়হাটা, বড়নগর, মামুদপুর, মৈসামুড়া, নাগরপাড়া, পাটুলী, বানাইল, আটঘড়ি, ভাটগাঁও, দেওহাটা, মির্জ্জাপুর, গল্লী, দুরপাশা, তব্ড়া, পাকুল্লা, মৈষ্টা, জামুর্কী, বাথুলী, কাঞ্চনপুর, আদাজান, বাঁশাইল, মাদারজানী, কৈজুরী, করটিয়া, পাইকুড়া, বল্লা, রতনগঞ্জ, কোকডহরা, ভণ্ডেশ্বর, কালীহাতী, কুরুয়া, সয়া, পটল, শিয়ালখোল, পালিমা, বাংরা, সহদেবপুর, বাঁশী, এলেঙ্গা, মগ্রা, বড় বাঁশালিয়া, টেরখী, বেথইর, গালা, ডৌহাজানী, পলশিয়া, নারান্দিয়া, দৌলতপুর, নগরবাড়ী, কয়রা, কাশতলা, ধলাপাড়া, ঘাটাইল, সুতী, সুবর্ণখালী, নবগ্রাম, মধুপুর, গোপালপুর, কামাখ্যামোহনপুর, দুবাইল, নন্দনপুর, পৌলী, কোনাবাড়ী, আম্বাড়িয়া, সয়া, চাপারকোনা, ধনবাড়ী, পোগলদিঘা, সরিষাবাড়ী, জগন্নাথগঞ্জ, ঝাওয়াইল, মহেড়া, পাকুটিয়া, ছলিমনগর, কালোহা, কাঁটালিয়া, দান্যা, বন্দ্যকাওয়ালজানী, নন্দনপুর, বাবণাপাড়া, আঘইদ, নারায়ণপুর, শিমলাবাদ, দোয়াজানী, মানড়া, তাড়াইল, হালালিয়া, বনগ্রাম, লাঙ্গলজোড়া, বড়টিয়া, বাঘজান, কড়াইল, ত্রিমোহন, দেউপুর, পাথরঘাটা, ছাওয়ালী, ঘারিন্দা, পৌজান, পৌলি, নিকলা, জামুরিয়া, বেড়ারোচনা, পিংনা ইত্যাদি।

**নেত্রকোণা মহকুমা :** দুর্গাপুর (সুসঙ্গ), বাকলজোরা, বাঘবেড়, নারায়ণডহর, পূর্ব্বধলা, আগিয়া, ঘাগরা, রৌহা, বারৈপাড়া, নওপাড়া, হোগ্লা, রায়পুর, কর্ণপুর, তাতিয়র, চল্লিশকাহণিয়া, দশধার, বেতাটী, মৌগাতী, শঙ্করপুর, চারুলিয়া, হারুলিয়া, শিমুলাটী, পুরাকান্দুলিয়া, জারিয়া, ভিতরগাঁও, কালিহাড়া মৌয়াটী, মঙ্গলসিদ্ধি, দত্ত নগুয়া, চন্দনকান্দী, রামপুর, আশুজিয়া, মদনপুর, দলপা, রামেশ্বরপুর, তেলিগাঁতি, টেঙ্গা, আরপাশা, মনাঙ, শ্যামগঞ্জ, পাঁড়া, শিমুলকান্দী, ইচলিয়া, মেদনী, পুখুরিয়া, বাংলা, ধিতপুর, শিবনগর, সিমলজানি, দুঘিয়া, কাঁটলি, আমতলা, ঠাকুরাকোণা, দত্তগাঁও, হাটশিরা, দেউলী, সরমাজিয়া, চাপারকোণা, আন্দাদিয়া, বারঘর, কাশতলা, গরমা, বারহাট্টা, কালিকা, দুর্গাপুর, দারিয়াপুর, কৈলাটী, মনাস, টেঙ্গাপাড়া, মোহনগঞ্জ, সিংধা, বাহাম, বটতলী, নওয়াপাড়া, দেওথান, বার্ত্তাকোণা, খলাপাড়া, দত্তগাঁতী, মাঘান, মানশ্রী, সমাজ, কমলপুর, নৈহাটী, দেবদ্বার, তারাচাপুর, মদন, সুখারি, লুণেশ্বর, নাজিরগঞ্জ,

মঙ্গলশ্রী, খালিয়াজুড়ী, কদমশ্রী, হাসনপুর, ফতেপুর, মজফরপুর, রাজদেওতলা, জাঙ্গিরপুর, কাটিহালী, বারড়ী, জাওলা, হাজরাগাতী, জয়পাশা, শিবপুর, লস্করপুর, পারলা, নওয়াপাড়া, আইথর, কেন্দুয়া, মাশ্‌কা, ঘুরালী, কাশীপুর, সাঝিউড়া, কুণ্ডলী, বৈরাটি, চিরাং, গোপালাশ্রম, সান্দিকোণা, ইটামতলা, আটাশিয়া, কৈলাটি, ফতেপুর, পাইকুড়া, পুগলগাঁও লক্ষ্মীগঞ্জ, হাতকুণ্ডলী, বাশাউরা ইত্যাদি।

**ঐতিহাসিক স্থান :** নিম্নলিখিত স্থানসমূহে প্রাচীন চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। সদর মহকুমায়—কেল্লাবোকাইনগর, কেল্লা তাজপুর, মধুপুর বন, গুপ্তবৃন্দাবন। জামালপুর মহকুমায়—গড়জরিপা (দরিপা), দুর্ম্মুট। কিশোরগঞ্জ মহকুমায়—জঙ্গলবাড়ী, বত্রিশ, ভোগবেতাল, কেল্লা এগার সিন্দুর, সেকান্দর নগর। টাঙ্গাইল মহকুমায়– আটীয়া, কাগমারী, নারায়ণপুর। নেত্রকোণা মহকুমায়—সুসঙ্গ, মদনপুর, রোয়াইলবাড়ী।

# ষষ্ঠ অধ্যায়

## উৎপন্ন ও বাণিজ্য

ভূমি; কৃষি; আবাদি ও অনাবাদি ভূমি; ফসল; খনি; বাণিজ্যোপযোগী হাট বাজার; মেলা; আমদানী রপ্তানী; আমদানী রপ্তানীর তালিকা। ইতরপ্রাণী—পশু, পক্ষী, মৎস্য। খেদা। উদ্ভিদ। শিল্প—বস্ত্রশিল্প অন্যান্য শিল্প। পরগণার মাপ। ওজন ও পরিমাণ।

**ভূমি :** এই জেলার ভূমি সাধারণত উর্ব্বরা। বহু নদ নদী ও খাল বিলের আধিক্যই ইহার একমাত্র কারণ। জেলার পূর্ব্ব দক্ষিণ ও পশ্চিমভাগের অনেক ভূমি বর্ষাকালে জলপ্লাবিত হয়। এই সকল স্থানের ফসলউপযোগী জমি নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত,—(১) বালুয়া (বালুকাময়); (২) রেতি বা দুয়াসিলা (বালু ও আঁটালিয়া মিশ্রিত); (৩) পৈন (বিল বা নদীর ধারের সারবান্ ভূমি); (৪) মাটীয়াল (আঁটাল টান জমি); (৫) কান্দা (উচ্চ ভূমি); (৬) বাইদ, নামা, ডোবা বা পেকা; (৭) করচা (জলার তটস্থ ভূমি), (৮) নাঠা (অনুর্ব্বরা); কিন্তু এই সকল জমি সাধারণত বালুয়া, ডুবা, ও মাটীয়াল এই তিন নামে পরিচিত। বালুয়া জমি প্রায়ই নদীর তীর বা চর প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায়; এইরূপ জমি ব্রহ্মপুত্র ও যুবনার তীরেই অধিক। কোন কোন স্থানে নদীগর্ভ হইতে ১০/১৫ মাইল দূরেও বালুয়া স্থান দেখা যায়। এই সকল বালুয়া জমি পাট ও নীল চাষের উপযোগী। ডোবা বা পেকা জমিকে জলা ভূমি বলা যায়। এই জমি খালিয়াজুরী, জয়নসাহী, সুসঙ্গ ও নসিরুজিয়াল প্রভৃতি পরগণায় অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই জমিতে বোর ধান রোপণ করা হইয়া থাকে। মাটীয়াল বা টান জমি সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহাতে নানা জাতীয় ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল জমি আটীয়া, কাগমারী, জফরসাহী ও আলাপসিংহে অধিক।

এই সকল শ্রেণীর ভূমি ব্যতীত আর এক শ্রেণীর ভূমি আছে, তাহা পুখুরিয়ার অন্তর্গত মধুপুর জঙ্গলে ও রণভাওয়ালের জঙ্গলে দেখিতে পাওয়া যায়। এই জমি লাল মাটি ও লৌহচূর্ণ মিশ্রিত কঙ্কর। সোমেশ্বরী নদীর তীরেও এইরূপ কঙ্কর ভূমি আছে। ইহা শস্যের পক্ষে সুবিধাজনক নহে।

**কৃষি :** এই জেলার জমি কৃষিকার্য্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। মুসলমান শাসনকালে ভূমিতে প্রজা বা তালুকদারের স্বত্ব স্থির না থাকায় কৃষিকার্য্যের বিশেষ উন্নতি ছিল না। তৎকালে এতদ্দেশের প্রায় ৩/৪ অংশ ভূমি অনাবাদি ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব পর্য্যন্ত ভূমির এইরূপ দুরবস্থা ছিল। বাঙ্গলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়া গেলে, গবর্ণমেন্ট কৃষিকার্য্যের উন্নতিকল্পে দেশীয় কৃষকগণকে তাগাবী ও পুরস্কার দিয়া উৎসাহিত করিতে থাকেন। তাহারাও গবর্ণমেন্ট হইতে অর্থ পাইয়া উৎসাহে কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়[১] ও বহু ভূমি আবাদ করিতে থাকে।

১৭৯৭ সনে এ জেলায় বিলাতি আলুর চাষ প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। রেভেনিউ বোর্ড বিলাতি আলুর বীজ পাঠাইলে কালেক্টর গ্রস সাহেব তহসিলদারদিগের দ্বারা পরগণায়

১। Mymensingh Collector's letter to the Board of Revenue, dated 2/1/1791.

পরগণায় তাহা বিতরণ করেন ও সরকার হইতে নোটীশ প্রচার করিয়া কৃষকদিগকে আলুর চাষ করিতে বাধ্য করেন।[১] বর্ত্তমান সময়ে এ জেলায় আলুর চাষ অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে।[২] ১৮০৬ সনে এ জেলায় নীলের চাষ আরম্ভ হয়। এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইহা বিশেষ ফললাভ করে। ঐ সময় ইক্ষু এবং পাটের চাষও অল্পে অল্পে এ জেলায় প্রবেশ লাভ করে। ১৮০৮ সনে গবর্ণমেণ্ট এ জেলার কৃষককুলকে শণের চাষ করিতে অনুরোধ করেন।[৩] ১৮৬৮ সনে সুসঙ্গের মহারাজগণের যত্নে ও ব্যয়ে তথায় চা-র চাষ আরম্ভ হয়। সুসঙ্গের অন্তর্গত বিজাপুরে মহারাজদিগের চা-র বাগান ছিল।[৪]

১৮৭২ সনে জামালপুর আদর্শ কৃষিবিভাগে (Jamalpur model farm) বিলাতি তুলার চাষের উদ্যোগ করেন।[৫] এই সময় নীলের কারবার উঠিয়া যায়, তৎসঙ্গে নীল-করগণের অত্যাচারও তিরোহিত হয় এবং কৃষিকার্য্য নির্ব্বিবাদে চলিতে থাকে।

**উৎপন্ন ও বাণিজ্য :**

আবাদি ও অনাবাদি ভূমি : ১৯০৩ সনে এই জেলার কত জমি আবাদি ও কত জমি অনাবাদি ছিল তাহার একটি তালিকা নিম্নে প্রদান করা গেল :

| বিভাগ। | জমি। | আবাদি। | অনাবাদী। |
|---|---|---|---|
| সদর | ১১৮৩৩৬০ একর | ৬৯৭০০০ একর | ৪৮৬৩৬০ একর |
| নেত্রকোণা | ৬৯৭৬০০ " | ২৮৪৫০০ " | ৪১৩১০০ " |
| কিশোরগঞ্জ | ৬৬৭৫২০ " | ২৬৪০০০ " | ৪০৩৫২০ " |
| জামালপুর | ৮২৪৯৬০ " | ৬২৭২০০ " | ১৯৭৭৬০ " |
| টাঙ্গাইল | ৬৭৯০৪০ " | ৫৩৩০০০ " | ১৪৬০৪০ " |
| | ৪০৫২৮৮০ " | ২৪০৫৭০০ " | ১৬৪৬৭৮০ " |

বর্ত্তমান বর্ষে ইহা অপেক্ষা মোটের উপর ৭০০ একর জমি কম আবাদে দেখান হইয়াছে। তালিকা দৃষ্টে দেখা যায় যে মোট জমির পরিমাণ সদর বিভাগে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও কিশোরগঞ্জ বিভাগে সর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন। আবাদি জমির পরিমাণও সেইরূপ। অনাবাদি জমি সদরে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও টাঙ্গাইলে সর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন। জেলার মোট জমির ৩/৫ অংশ আবাদি ও ৩/৫ অংশ অনাবাদি।

**ফসল** : এই আবাদি ভূমির কত ভূমিতে বিগতবর্ষে (১৯০৫-০৬) কি কি ফসল উৎপন্ন হইয়াছে নিম্নে তাহারও তালিকা (আবাদ ফসল ও মোট জমিসহ) প্রদত্ত হইল : (জমির পরিমাণ—একরে) ধান্য—১৬৩৭৪০০; গম—৫০, কলাই, প্রভৃতি—২১৭৯০০,

১। Mymensingh Collector's letter to the Board of Revenue, dated 1-9-1797 & 19-9-1797.

২। এই জেলায় সাধারণ কৃষকগণ যে আলু উৎপন্ন করিয়া থাকে তাহা উৎকৃষ্ট নহে। ১৯০২ অব্দে ময়মনসিংহ সারস্বত প্রদর্শনীতে গৌরীপুর Experimental farm হইতে যে বিলাতি আলু প্রেরিত হইয়াছিল তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গৌরীপুরের এক একটী আলু ওজনে দেড় পোয়া পর্য্যন্ত হইয়াছিল।

৩। Government's letter 19-7-1808.

৪। District Administration Report of 1868-69.

৫। Do. of 1873-74.

তিসি—১৩৪০০, তিল—৭২৩০০, সরিষা—৩৭৮৬০০, অন্যান্য তৈলজ ফসল—৩০০, মসলা, প্রভৃতি—১৪৫০০, ইক্ষু—৭৮০০; কার্পাস—৫০০, পাট—৭৯৫২০০, অন্যান্য তন্তুজ ফসল—১৫০০, তামাক—১৫২০০, লতা গুল্ম ও বাগানাদি—৫৮০০০, নানাবিধ খাদ্য দ্রব্যাদি—৯৪৯০০, অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি—২৫৭০০=৩৩৩৩৬৫০, বাদ একাধিক ফসলের জমি—৯২৮৬৫০, মোট—২৪০৫০০০ একর।

এই জেলার কৃষিজাত প্রধান শস্য ধান্য। ধান্য সাধারণত তিন প্রকার। বোর, আউশ ও আমন। এই তিন প্রকারের ধান্যকে যথাক্রমে বৈশাখী, শ্রাবণী (আশু) ও অগ্রহায়ণী (হৈমন্তিক) ধান্য বলে। কৃষি বা চাষের প্রণালী সকল স্থানেই প্রায় একরূপ। ধান্যের পরেই প্রধান ফসল পাট। পাট জফরসাহী, জয়নসাহী, ভাওয়াল, কাগমারী, আটীয়া, বড়বাজু, প্রভৃতি পরগণাতেই অধিক জন্মিয়া থাকে। পাট, তিল প্রভৃতির ও আউস, আমন প্রভৃতির প্রকারভেদ আছে। তামাক পুকুরিয়া অঞ্চলেই অধিক জন্মিয়া থাকে। মুগ কলাই (সোণা ও ঘাসি), খেসারী কলাই, মাষ কলাই ও মুসুরী কলাই সর্ব্বত্রই জন্মে। পান জফরসাহী, আলাপসিং ও হাজরাদীতে ভাল জন্মে। ইক্ষু হুসেনসাহী পরগণায় অধিক হয়। অনেক স্থানেই ইক্ষুরস হইতে গুড় প্রস্তুত করা হয়। এ জেলার গুড় অতি উৎকৃষ্ট। খেজুর গাছ এ জেলায় অধিক নাই; কৃষকেরাও খেজুরের চাষ করে না। নারিকেল বালুয়া ভূমিতে জন্মিয়া থাকে। ময়মনসিংহ ও হুসেনসাহী পরগণায় নারিকেল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। সুপারী হাজরাদী অঞ্চলে অধিক জন্মে। বাঁশ সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। এই জেলায় ভাল আম হয় না। কাগমারী পরগণায় প্রচুর আম জন্মে; কিন্তু তাহা খুব উৎকৃষ্ট নহে। কাঁঠাল টান ভূমিতে বেশী জন্মে। এ জেলায় কাঁঠাল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। তেঁতুল, কলা প্রভৃতি সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। তুলা নালিতাবাড়ী ও ভাওয়াল অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। আবির ও পনির কিশোরগঞ্জে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই জেলার গারোকচু ও বেগুন প্রসিদ্ধ। কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য গৌরীপুরে ও জামালপুরে দুইটি ফারম্ আছে।

**খনি :** বর্ত্তমান সময়ে এই জেলায় কোন খনি দেখা যায় না। আকবর বাদসাহের রাজত্ব সময়ে এই প্রদেশে লৌহ খনি ছিল।[১]

**বাণিজ্যোপযোগী হাট বাজার :** নিম্নলিখিত স্থানগুলি এ জেলার প্রধান হাট বাজার বলিয়া প্রসিদ্ধ। জামালপুর—বাঙ্গালী, বালীজুড়ী, তারাগঞ্জ, বক্সীগঞ্জ, ইসলামপুর, জামালপুর, সেরপুর, নালিতাবাড়ী, দেওয়ানগঞ্জ, মাদারগঞ্জ।

টাঙ্গাইল—নাগরপুর, টাঙ্গাইল, এলেঙ্গা, জামুকি, পোড়াবাড়ী, জগন্নাথগঞ্জ, পিঙ্গনা, সুবর্ণখালী, মধুপুর, নারান্দিয়া, গোপালপুর, কেদারপুর, পুটীয়াজানী, মীর্জাপুর, ভাদিরা, রতনগঞ্জ, পাথরঘাটা, কুকডহর, কাগমারী, ধলাপাড়া, বাঁশাইল, নন্দনপুর, পালিশা, বৈকুণ্ঠগঞ্জ, শ্রীরামপুর (ছিলিমপুর), এলাসীন, করটীয়া।

সদর—নসীরাবাদ, শম্ভুগঞ্জ, দত্তবাজার, গৌরীপুর, দাপুনিয়া, মুক্তাগাছা, ধলা, বাঁশাটী, তিরশাল, বয়রা, সালটিয়া, বেগুণবাড়ী, গফরগাঁও, জাঙ্গালিয়া, বালিপাড়া, ঈশ্বরগঞ্জ, নান্দাইল, মল্লিকবাড়ী, গয়েশপুর, শিবগঞ্জ, বিরুনিয়া।

নেত্রকোণা— নেত্রকোণা, কেন্দুয়া, ফতেপুর, গোবিন্দগঞ্জ, নারায়ণডহর, দুর্গাপুর, রূপগঞ্জ, মোহনগঞ্জ, লক্ষ্মীগঞ্জ, আমতলা, চিরাঙ্গ, বাউসী।

---
১। Ayeen-i-Akbary, by F. Gladwin, page 304

কিশোরগঞ্জ—ভৈরববাজার, কঠিয়াদী, মীর্জাপুর, নিকলী, এগারসিন্দুর, হুসেনপুর, কিশোরগঞ্জ, করিমগঞ্জ, কালিয়াচাপড়া, তাতারকান্দি, বাজিতপুর, ফতেপুর, হিলচিয়া, আটগাঁও, তাড়াইল, নীলগঞ্জ।

**মেলা :** এই জেলায় অনেকগুলি সাময়িক মেলা হয়। ঐ সকল মেলার নাম, সময় ও সরকারী রিপোর্টে প্রদত্ত জনতার সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

**সদর মহকুমায় :** অষ্টমী মেলা—শম্ভুগঞ্জ, ১ দিন, ১০০০০/১১০০০ লোক। অষ্টমী মেলা—বেগুণবাড়ী, ১ দিন, ১৫০০০/১৬০০০ লোক। অষ্টমী মেলা—রাজৈর, ১ দিন, ৪০০০/৫০০০ লোক। রথমেলা—কালীগঞ্জ, ৬/৭ দিন, ১৪০০/১৫০০ লোক; রথমেলা—উচাখিলা, ১ মাস, ১০০০/১২০০ লোক। রথমেলা—খালবেলা, ১ মাস, ১৬০০০/২০০০০ লোক। পৌষ সংক্রান্তি— বিরুণীয়া, ১৫ দিন, ১০০০/১২০০ লোক। পৌষ সংক্রান্তি—ত্রিশাল ১৫ই, ১৬ই জানুয়ারী, ১০০০/১২০০ লোক। পৌষ সংক্রান্তি—ঢাকিরকান্দা, ৮ দিন, ৫০০০/৬০০০ লোক। চৈত্র সংক্রান্তি—শিবগঞ্জ, ১ মাস, ১০০০/১২০০ লোক। চৈত্র সংক্রান্তি—গুপ্তবৃন্দাবন, ঐ, ৪০০০/৫০০০ লোক। সারস্বত জুবিলী মেলা,—নসিরাবাদ। টাঙ্গাইল মহকুমায়—বেত্রোবা মেলা, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী ১১/২ মাস, ১৪০০০ লোক। ধনহাটা মেলা, ডিসেম্বর জানুয়ারী, ৯০০০ লোক। লিমাবাদ মেলা, এপ্রিল মাসে ৩ দিন, ৪৫০০ লোক। কৃষি প্রদর্শনী মেলা, টাঙ্গাইল। কিশোরগঞ্জ মহকুমায়—কিশোরগঞ্জ ঝুলন মেলা, ২ মাস, ১৫০০০ লোক। ভোগবেতাল রথমেলা, ২০ দিন, ৫০০০ লোক। হুসেনপুর দোলমেলা, ১ মাস, ৫০০০ লোক। হুসেনপুর অষ্টমীমেলা, ১ দিন, ৫০০০ লোক। মঠখলা অষ্টমী মেলা, ১ দিন, ৫০০০ লোক। জামালপুর মহকুমায়—জামালপুর মেলা, ১ মাস, ২০০০০ লোক। নেত্রকোণা মহকুমায়—ইচলিয়া পৌষ সংক্রান্তি ১ মাস, ২০০০০ লোক। অষ্টমী স্নান উপলক্ষে ব্রহ্মপুত্র তীরে বহু স্থানে মেলা হইয়া থাকে। সেরপুরের ফুলদোলের মেলা বহুকাল চলিয়া উঠিয়া গিয়াছে। পোড়াবাড়ীতেও এক বৃহৎ মেলা হইত।

**আমদানী রপ্তানি :** উল্লিখিত হাটবাজারগুলি হইতে প্রতি বৎসর বহু পরিমাণে কোষ্টা রপ্তানী হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে রপ্তানী জিনিষের মধ্যে কোষ্টাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান।[১]

ভৈরববাজার, করিমগঞ্জ, দত্তের বাজার ও সুবর্ণখালীই এ জেলার আমদানী রপ্তানীর প্রধান স্থান। এই সকল স্থানে ত্রিপুরা হইতে কার্পাস, সুপারী, মরিচ, প্রভৃতি, দক্ষিণ হইতে নারিকেল, পশ্চিম প্রদেশ হইতে গরু, শ্রীহট্ট হইতে কমলা ও মধু, কলিকাতা হইতে চাউল, চিনি, কাপড়, লৌহ ও গম, ব্রহ্মদেশ ও বাখরগঞ্জ হইতে চাউল প্রভৃতির আমদানী হইয়া থাকে।

চামড়া[২] শীতলপাটী, পনির, ঘৃত, সরিষা, লঙ্কা, প্রভৃতি এই জেলা হইতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে

---

১। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে চাউল অপেক্ষা পাট কম রপ্তানী হইত। ১৮৭৩ সনে মাত্র ৭৫০০০ হাজার একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল। এখন তাহা অপেক্ষা প্রায় ৮ গুণ অধিক জমিতে পাটের চাষ হইতেছে।

২। পূর্ব্বে এই জেলা হইতে চামড়া অনেক অধিক পরিমাণে রপ্তানী হইত। ১৮৭৩ সনে চামড়া রপ্তানীর অত্যধিক বৃদ্ধি দেখিয়া জেলার কালেক্টর ইহার কারণ অনুসন্ধান করেন। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, ঢাকার চামড়া ব্যবসায়ীদিগের প্রেরিত লোক অলক্ষ্যে মাঠে বিষ ফেলিয়া গো-মহিষাদির প্রাণনাশ পূর্ব্বক বহু চামড়া সংগ্রহ করে। এই অনুসন্ধানের পর একটী নতুন নিয়ম প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হইলে, অল্পদিনের জন্য চামড়া ব্যবসায় বন্ধ ছিল। এই নূতন নিয়ম সম্বন্ধে জেলার কালেক্টর শাসন-বিবরণীতে লিখিয়াছেন, "If a sum of money were raised and it were agreed that a ryot whose bullock was poisoned should receive a rupee or two from the fund on condition that he did not sell the hide the poisoner would find their occupation gone."

রপ্তানী হইয়া থাকে। নীলের সময় নীল এই জেলা হইতে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হইত। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে চা-ও এই জেলা হইতে ভিন্ন জেলায় যাইত।[১] ডালুর কার্পাস প্রসিদ্ধ, ইহা নালিতাবাড়ীর নিকট ডালু নামক স্থানে উৎপন্ন হয়। ভাওয়ালের অন্তর্গত মল্লিকবাড়ীতেও প্রচুর তুলা উৎপন্ন হয়। কার্পাস, চাউল প্রভৃতির আমদানী রপ্তানী উভয়ই হইয়া থাকে। ২৫/৩০ বৎসর পূর্ব্বে চাউল অধিক পরিমাণে রপ্তানী হইত, আমদানীর আবশ্যক হইত না।[২]

মধু ও মোম ভাওয়ালে ও মধুপুরে প্রচুর পাওয়া যায়।

শুক্না মাছ এ জেলার একটি প্রধান রপ্তানীর জিনিষ। কোম্পানীর আমলে ফরাসিরা এই জেলা হইতে শুক্না মাছ পশ্চিমদেশে রপ্তানী করিত। ঢুলদিয়া ও খালিয়াজুরীতে তাহাদের দুইটী কারবারের স্থান ছিল।

গারোপাহাড়ের পাদদেশ, ভঙ্গের বাজার হইতেও এই জেলায় অনেক জিনিষ আমদানী হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে বেত, তরৈবাঁশ উল্লেখযোগ্য। গড়জয়ানসাহী, মধুপুর ও ভাওয়াল হইতে প্রতি বৎসর বহু পরিমাণে গজারি কাঠ বাহির হইয়া থাকে। ঐ সকল কাঠ ঘরের খুঁটিরূপে ব্যবহৃত হয়।

নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষের আমদানী ও রপ্তানীর হিসাবে গড়ে আমদানী জিনিষের সংখ্যা অনেক অধিক। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে আমদানি অপেক্ষা রপ্তানী তিন গুণ অধিক ছিল।[৩] ৩০ বৎসর পূর্ব্বে চাউল এবং কাপড় ভিন্ন স্থান হইতে এই স্থানে অতি অল্প আমদানি হইত। শতকরা দশ জনের অধিক বিলাতি কাপড়ের ক্রেতা পাওয়া যাইত না। ঘরের মোটা ভাত ও স্বদেশী যুগীর প্রস্তুত মোটা কাপড় কি ধনী কি দরিদ্র সকলেরই আদরের সামগ্রী ছিল।[৪]

**আমদানি রপ্তানীর তালিকা** : গত দুই বৎসর এই জেলা হইতে কলিকাতায় কি কি জিনিষ কত রপ্তানী হইয়াছে এবং কলিকাতা হইতে এই জেলায় কি কি জিনিষ কত আমদানি হইয়াছে, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

| **রপ্তানী জিনিষ** | **১৯০৪–০৫** | **১৯০৫–০৬** |
|---|---|---|
| চাউল | ১৯৩০৪ মণ। | ১৯৬৮৯ মণ। |
| ধান | ৪৩১০৮ মণ। | ৪১৫০০ মণ। |
| যব গম প্রভৃতি | ৫০ মণ। | ১৭৩ মণ। |
| কলাই এবং দাইল | ১৩৩৬ মণ। | ২২৭০ মণ। |

১। ১৮৭২ সনে বিজাপুরের চা-বাগান হইতে ৫৩৬০ পাউণ্ড চা রপ্তানি হয়।—"General Administration Report of 1873-74."

২। In an ordinary year the production is estimated to be about 135 lacks of mauads of rice of which about 271/2 lacks are exported, the remainder being consumed in the District.—"District Administration Report of 1873-74 "

৩। "I should roughly estimate the money-value of the Exports as being fully three times that of the Import.-
"District Administration Report of 1873-74."

৪। They (countrymen) and their families wear the cheapest of cloths, marking and such like or coarse country cloth, and eat coarse rice seasoned with chillies grown on their lands to use their own phrase "Mota Bhat Mota Kapar" * * so that imports such as European piece goods of the better sorts would not find purchasers in more than perhaps one-tenth of the inhabitants of the given area.—
"District Annual Report of 1879-80"

| | | |
|---|---|---|
| পাট | ১৫০৫১৯৯ মণ। | ১৫৯৭৪১৮ মণ। |
| ছালা | ১৮৬৫৫ টা। | ১৯২০১০ টা। |
| তিল ও তিসি | ১২৪৮০ মণ। | ৮৭৭৬ মণ। |
| সরিষা | ২৩০০ মণ। | ৩৪১৭৯ মণ। |
| কার্পাস | ১০৪ মণ। | ৮ মণ। |
| চিনি (পরিষ্কার) | ০ মণ। | ২ মণ। |
| " (অপরিষ্কার) | . ১ মণ। | ১১ মণ। |
| তামাকু | ১৬৭ মণ। | ১৫৩ মণ। |

**আমদানি জিনিষ।**

| | | |
|---|---|---|
| কার্পাস বস্ত্র (বিলাতি) | ৩৯০১১০২ | ৪২৬৮৮৭৮ |
| " (দেশী) | ৩১৪৭ | ১৬০১০৭ |
| সূতা (বিলাতি) | ২৬৩৯ মণ। | ২৪৫১ মণ। |
| " (দেশী) | ২১৭৩ মণ। | ২০৭৭ মণ। |
| লবণ | ৩১৩৫৯৯ মণ। | ২৬১৩২৮ মণ। |
| কেরোসিন তৈল | ১১৪৮৪২ মণ। | ৯২৯৭৪ মণ। |
| ছালা | ৬৫৬৬০ টা। | ৯৬৫৬৫ টা |

১৯০৫-০৬ সনে এই জেলা হইতে রেলযোগে বিভিন্ন স্থানে কি কি জিনিষ কত রপ্তানী হইয়াছে ও বিভিন্ন স্থান হইতে রেলপথে কি কি জিনিষ কত আমদানী হইয়াছে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল :

| জিনিষ | রপ্তানী | আমদানী |
|---|---|---|
| পাট | ২২৫০৭৯৪ মণ। | ৮৩৯৯ মণ। |
| চাউল | ৫৮৮৪ মণ। | ২৪৪১৬ মণ। |
| ধান | ৬৭৩ মণ। | ৩০৯০ মণ। |
| যব ও গম | ১৭০ মণ। | ১০০৮ মণ। |
| কলাই এবং দাইল | ৪৬০৬ মণ। | ৫৪৩৯৭ মণ। |
| অন্যান্য আহার্য্য শস্য | ৩৭ মণ। | ৪৮৮৬ মণ। |
| ছালা | ৬০৪৩ মণ। | ১৫২০ মণ। |
| তিল | ৭৬৫১ মণ। | ০ |
| সরিষা | ২২৭৪৮ মণ। | ৯৯৭ মণ। |
| দেশী চা | ০ | ১৫ মণ। |
| কার্পাস | ৯০৮ মণ। | ৭১৯ মণ। |
| চিনি (পরিষ্কার) | ৫ মণ। | ১১৩৫৪ মণ। |

| | | |
|---|---|---|
| চিনি (অপরিষ্কার) | ৯১ মণ। | ৪৪৬১৫ মণ। |
| গুড় প্রভৃতি | ১৯৫ মণ। | ১৭৩৫৭ মণ। |
| তামাক | ৫৩২ মণ। | ১৮০২০ মণ। |
| কার্পাস বস্ত্র (বিলাতি) | ২৬ মণ। | ৫৭৬৪৬ মণ। |
| " (দেশী) | ৪৬ মণ। | ৩৪৫৬ মণ। |
| সূতা (বিলাতি) | ০ | ১৩৯ মণ। |
| " (দেশী) | ১০ মণ। | ২০৮০ মণ। |
| লবণ | ৬৯৪ মণ | ১১৭৭২৭ মণ। |
| কেরোসিন | ০ | ৭১১১ মণ। |
| কয়লা | ০ | ৬৬৫৫৯ মণ। |
| | মোট– ২৩৩১১১৩ মণ। | ৪২৮৬০৬ মণ |

রেল ব্যতীত নৌকা, ষ্টিমার এবং অন্যান্য উপায়েও বহু জিনিষ আমদানী রপ্তানী হইয়াছে।

প্রদর্শিত মোটামুটি হিসাবে দেখা যায় যে জিনিষের আমদানীর পরিমাণ অপেক্ষা রপ্তানীর পরিমাণ ৫ গুণ অপেক্ষাও অধিক। পাটের রপ্তানীর পরিমাণ বাদ দিলে আমদানীর পরিমাণ রপ্তানী অপেক্ষা ৮ গুণ অধিক হইবে। আমদানীর তুলনায় পাট, তিল ও সরিষা এই জেলা হইতে অধিক রপ্তানী হইয়া থাকে।

**ইতর প্রাণী :**

**পশু :** গৃহপালিত পশু পক্ষী এই জেলার সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। গরু ও ঘোড়া ক্রয় বিক্রয় জন্য জামালপুর মেলা ও সালটীয়ার হাট প্রসিদ্ধ। ব্যবসায়ীরা শীতকালে এই জেলায় বিক্রয় জন্য ঘোড়া লইয়া আইসে। মহিষ দুই প্রকার। খাচর ও বাঙ্গর। খাচর অপেক্ষাকৃত ভীষণতর। বন্য মহিষ মধুপুরের জঙ্গলে পাওয়া যায়। পালিত মহিষ জয়নসাহীর বড় বড় হাওরে পালিত হয়। হস্তী সুসঙ্গের পাহাড়ে পাওয়া যায়। বরাহ, পালিত ও বন্য উভয়ই গাবতলিতে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

হরিণ, বানর, উল্লুক, ভল্লুক, গয়াল, ব্যাঘ্র প্রভৃতি সুসঙ্গ ও মধুপুরের গড়ে পাওয়া যায়। ছোট ছোট ব্যাঘ্র ও বিষধর সর্পাদি প্রায় সর্ব্বত্র অল্পাধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

**পক্ষী :** মাণিকজোড়, ময়ূর, ধনঞ্জয়, ভৃঙ্গরাজ, বনমোরগ, ময়না, টিয়া, মদনা, তোতা প্রভৃতি যাবতীয় পক্ষীই সুসঙ্গের পাহাড় এবং ভাওয়াল ও মধুপুরের জঙ্গলে পাওয়া যায়। পঙ্গপাল এই জেলায় অতি কম দেখা যায়। গুটীপোকা নেত্রকোণা ও জামালপুর অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে এরণ্ড পোকা কহে। এরণ্ডপত্র ইহাদের আহার। এই পোকা অতি যত্নে প্রতিপালন করিতে হয়।

মৎস্য : মাশুল বা মহাশকুল মৎস্য এই জেলায় বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহা সাধারণত সোমেশ্বরী ও কংশ নদীতেই পাওয়া যায়। উহা দেখিতে প্রায় রোহিত মৎস্য সদৃশ, কিন্তু মুখ কিঞ্চিৎ দীর্ঘ। এই মৎস্য সতৈল ও সুস্বাদু। বনরোহিত নামক ভূগর্ভবাসী মৎস্য এ জেলায় পাওয়া যায়, তাহা খাদ্য নহে। এতদ্‌ব্যতীত চিতল, রোহিত, কাতল প্রভৃতি সাধারণ মৎস্য প্রায় প্রত্যেক স্থানেই পাওয়া যায়। ভাটি অঞ্চলে নানাজাতীয় মৎস্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কুম্ভীর বর্ষা ঋতুতে ব্রহ্মপুত্র ও যমুনায় দেখা যায়। বড় বড় নদী গুলিতে শুশুক (শিশু) দেখিতে পাওয়া যায়।

খেদা :

হস্তী সুসঙ্গের পাহাড়ে পাওয়া যায়। সুসঙ্গ-পাহাড়ে, মধুপুরে ও রণভাওয়ালের গড়ে প্রাচীন কালে হস্তীর খেদা হইত।[১] সুসঙ্গের মহারাজ পুরুষানুক্রমে সুসঙ্গের পার্ব্বত্যপ্রদেশে ও করৈবাড়ীতে খেদা করিয়া আসিতেছিলেন। ইহাতে তাঁহাদিগের প্রচুর লাভ হইত। ইংরেজ-শাসনের প্রাক্কালে এতদ্দেশে অতি সাধারণ জঙ্গলেও বন্যহস্তী বিচরণ করিত। ঐ সকল হস্তী দলে দলে বাহির হইয়া আসিয়া মাঠের ফসল নষ্ট করিয়া যাইত। ১৭৮৭ সন হইতে ১৮০০ সন পর্য্যন্ত বন্যহস্তীর এই প্রকার অত্যাচারের কথা গবর্ণমেন্টের কাগজপত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। ১৭৮৭ সনে আলাপসিংহ, ভাওয়াল ও হাজারাদীর জমিদারগণ বন্যহস্তীর অত্যাচারে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া গবর্ণমেন্টের সমীপে প্রতিকারপ্রার্থী হন ও সরকারী রাজস্ব হইতে মুক্তির প্রার্থনা করেন।[২] বিশেষ অনুসন্ধানের পর তাঁহাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য হয়। এবং গবর্ণমেন্ট এই অনিষ্ট নিবারণের উপায় চিন্তা করিয়া খেদা স্থাপনের পরামর্শ করেন।[৩] এইরূপ পরামর্শের পর ব্যয়বাহুল্য দেখিয়া গবর্ণমেন্ট আর তাহাতে হস্তক্ষেপ করিলেন না।[৪] বলা বাহুল্য সুসঙ্গের পাহাড়ে তখনও সুসঙ্গের মহারাজ খেদা করিতেন।

১৮৭৯ সনে খেদা আইন[৫] বিধিবদ্ধ হইলেও সুসঙ্গের মহারাজ ১৮৮৪ সন পর্য্যন্ত খেদা করিয়াছিলেন। ১৮৮৪ সনের ১৯শে মে তারিখের বিজ্ঞাপনী দ্বারা গবর্ণমেন্ট সুসঙ্গের মহারাজদিগের হস্ত হইতে খেদার ক্ষমতা তুলিয়া লন। প্রায় ৪০/৫০ বৎসর হইল সালটীয়ার স্বর্গীয় ভোলানাথ চাকলাদার ভাওয়ালের জঙ্গলে একবার খেদা করিয়াছিলেন। সে খেদার চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এখন গবর্ণমেন্ট খেদা করিয়া থাকেন।

উদ্ভিদ :

নানা জাতীয় অশ্বত্থ, বট, আম, কাঁঠাল, জাম, মান্দার, জিয়ল (জিগা), তেঁতুল, আমলকী, হরিতকী প্রভৃতি বৃক্ষ এ জেলায় অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। বাঁশ এ জেলার একটী প্রধান উদ্ভিদ। বনজ ঔষধি বৃক্ষও অপর্য্যাপ্ত দেখিতে পাওয়া যায়। পাহাড় ও বনভূমিতে গজারি, শিরীষ, নিহর, নাগেশ্বর, চাম্বল, চামা, সোপাঙ্গ, গাম্ভারী, পারুল, জারৈল,

১। রণভাওয়ালের হস্তী পাওয়া যাইত বলিয়া টেইলার সাহেবও লিখিয়াছেন—"Taylor's Topography of Dacca."

২। W. Wroughton's Settlement Report of 1787.

৩। Collector's letter to the Board of Revenue, dated 11-6-1800.

৪। MSS. Record Nos. 9225. 9226. and 9310. (Board of Revenue.)

৫। Elephant Preservation Act of 1879.

কাটাখসিয়া, খাড়াজোড়া, দুধক্ষীরা, কড়ই, আসই, কাচই, মাউ কাউ, জাঙ্গরাল, পিপ্পলী, ঘিলা, বিটখদির, রবর প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে।

ময়মনসিংহের ভূমি উর্বরা। এখানে সকল প্রকারের শাক সবজীই উৎপন্ন হইয়া থাকে; নানা জাতীয় পুষ্পবৃক্ষও দেখিতে পাওয়া যায়।

ময়মনসিংহ সারস্বত সমিতি ও টাঙ্গাইল কৃষি প্রদর্শনীতে উদ্ভিদ প্রদর্শনী হইয়া থাকে।

**শিল্প :**

**বস্ত্রশিল্প :** প্রাচীনকালে ময়মনসিংহ সূক্ষ্মবস্ত্র-শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বাজিতপুরের মসলিন ও কিশোরগঞ্জের তঞ্জাব দিল্লীর বাদসাহদিগেরও চিত্তরঞ্জনে সমর্থ হইত। মুসলমানদিগের পর এই সকল বস্ত্রের প্রতি ওলন্দাজদিগের দৃষ্টি পড়ে। ওলন্দাজগণ কিশোরগঞ্জ ও বাজিতপুরে কুঠী নির্ম্মাণ করিয়া মসলিনের ব্যবসায়ে মনোযোগ প্রদান করেন। তাঁহাদিগের পর ইংরেজ বণিকগণ তাঁহাদের কুঠী হস্তগত করিয়া দেশীয় কারিকরদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতে থাকেন। এই সময়ে কিশোরগঞ্জের পরামাণিকদিগের মসলিনের ব্যবসায় বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। তাঁহাদিগের অবনতির সঙ্গে সঙ্গেই কিশোরগঞ্জের বস্ত্র-শিল্প ব্যবসারের অবনতি হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়েও কিশোরগঞ্জের এবং বাজিতপুরের তঞ্জাব চাদর ও গোলাবতন ধুতি বিশেষ প্রসিদ্ধ। টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত বাজিতপুরেও মিহি কাপড় এবং চাদর প্রস্তুত হয়। এই মহকুমার পাথরাইল এবং ছোট বিন্যাফৈর গ্রামের তন্তুবায়গণ উৎকৃষ্ট রেসমি বস্ত্র প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। জালালিয়া ও শুনকীর জোলারা কয়েক বৎসর যাবৎ কোট প্যাণ্টুলানের ও সার্টের উপযুক্ত উৎকৃষ্ট ছিট প্রস্তুত করিতেছে। নেত্রকোণার অন্তর্গত সান্ধিকোণা গ্রামে এণ্ডি প্রস্তুত হয়, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সূতার উৎকৃষ্ট চারখানা প্রায় সকল স্থানের যুগীরাই প্রস্তুত করিয়া থাকে।

**অন্যান্য শিল্প :** জামালপুর মহকুমার অন্তর্গত ইসলামপুর নামক স্থানের কাঁসার জিনিষ সুপরিচিত ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাগমারীতেও কাঁসার জিনিষ প্রস্তুত হইয়া থাকে। টোকের ঘটী উৎকৃষ্ট, এই ঘটী জগদল নামক স্থানে প্রস্তুত হয়।

কিশোরগঞ্জের অন্তর্গত করগাঁও ও বাজিতপুরের লৌহনির্ম্মিত সামগ্রী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। করগাঁয়ের খড়্গ ও বাজিতপুরের দা, বঁটী ও যাঁতি সর্ব্বত্র সুপরিচিত।

ভাওয়ালে উৎকৃষ্ট পাটী প্রস্তুত হইয়া থাকে। মিস্ত্রির কার্য্য কিশোরগঞ্জের অন্তর্গত বাজিতপুরে উৎকৃষ্ট। সেরপুরের কাষ্ঠপাদুকায় নুতনত্ব আছে। উচাখিলার মুচিদিগের নির্ম্মিত চর্ম্ম পাদুকা মন্দ নহে। জামালপুরের অন্তর্গত বজ্রপুরের মৃৎপাত্র প্রসিদ্ধ।

**পরগণার মাপ :**

গবর্ণমেণ্টের জরিপ কার্য্যে পূর্ব্বে একর-রোড-পোলের মাপ প্রচলিত ছিল; পরে বিঘা কাঠার মাপ প্রচলিত হয়। এই জেলার এক এক পরগণায় এক এক রকম মাপ প্রচলিত। এই মাপকে পরগণার মাপ কহে। নিম্নে সেই সকল পরগণার মাপগুলি গবর্ণমেণ্টের মাপে বুঝাইতে চেষ্টা করা গেল। (১ একর = তিন বিঘা অর্দ্ধ কাঠা।)

পরগণা আলাপসিংহ, তপে রণভাওয়াল—এই পরগণাদ্বয়ে পুরার মাপ প্রচলিত। তাহা

১। সুসঙ্গ পরগণায় ২০ ইঞ্চি গজের ২০০ হাত দীর্ঘের ১০০ হাত প্রস্থে এক আড়া।

এইরূপ :

১ হাত ১০ অঙ্গুলি = ১ গজ, ১০০ গজ=১ রশি, ১ রশি দীর্ঘ × রশি প্রস্থ = ১ পুরা। পুরার হিসাব এইরূপ : ৪ কড়ি = ১ গণ্ডা, ৫ গণ্ডা= ১ কাঠা, ১৬ কাঠা=১ পুরা, ১ পুরা = ৩ বিঘা ১।।০ ছটাক, ১ পুরা = ১.০৩.৪ একর।

পরগণা বড়বাজু, কাগমারী, আটীয়া, পুখুরিয়া—এই সকল স্থানে খাদার মাপ। যথা: ৪ কড়ি=১ গণ্ডা, ৭॥ গণ্ডা = ১ পাখী, ১৬ পাখী=১ খাদা।

পাখী ও খাদার হিসাব : ১৪ হাত ১৪ অঙ্গুলি = ১ নল, ৬ নল দীর্ঘ×৫ নল প্রস্থ = ১ পাখী, ১ খাদা=৫ একর ১ রোড ৩ পোল।

ময়মনসিংহ, সিংধা, দরজিবাজু, রায়দোম, সুসঙ্গ, হুসেনশাহী, নসিরুজিয়াল, খালিয়াজুরী, বাউখন্দ এই সকল স্থানে আড়া পুরার মাপ প্রচলিত : —১৬ কাঠা=১ আড়া, ১৬ আড়া = ১ পুরা।

আড়ার মাপ। যথা :—১ হাত ৬ অঙ্গুলি=১ গজ, ১০০ গজ= ১ রশি, ২ রশি ×১ রশি=১ আড়া ১ পুরা= ২৫ একর, ৩ রোড, ১২ পোল।

তপে হাজরাদী, কাশীপুর, নওয়াবাদ, বরৈকান্দী, জোয়ার-হুসেনপুর, তপে কুড়িখাই, তুলন্দর, বলরামপুর, ইদগা। —এই সকল স্থানে কাণির মাপ। যথা : ১৬ কাণি=১ দ্রোণ। কানির হিসাব : ১ হাত ৬ অঙ্গুলি = ১ গজ, ২৪ গজ=১ রশি, ৩ রশি×২॥ রশি=১ কাণি, ১ কাণি=১ বিঘা ১ কাঠা, ১ কাণি=৫ একর, ২ রোড, ১২ পোল।

নিকলী, জয়নসাহী, লতিবপুর—এই সকল স্থানে কাণির মাপ। যথা ঃ—১৬ কানি=১ দ্রোণ। এই কাণি হাজরাদীর কাণি হইতে পৃথক। এই কাণি বাহির করিবার প্রণালী ঃ—১ হাত ৭ অঙ্গুলি =১ গজ, ১০ গজ=১ রশি, ১২ রশি ×১০ রশি =১ কাণি।

সুতরাং ১ কাণি=৩ বিঘা ৩ কাঠা ৬ ছটাক অথবা=১৬ একর, ৩ রোড ১ পোল। সেরপুর, সাগরদি-কোরের মাপ প্রচলিত। যথা- ২০ গণ্ডা=১ কাঠা, ২০ কাঠা=১ কোর। কোরের হিসাব : ১ হাত ৬ অঙ্গুলি=১ গজ, ১২০ গজ=১ রশি, ১ রশি×১ রশি= ১ কোর। ১ কোর=৩৷৷০ বিঘা অথবা =১ একর ২৫ পোল।

জফরসাহী, মকিমাবাদ-পাখী ও খাদার মাপ। পাখী ও খাদার হিসাব : ১৬ পাখী=১ খাদা। এই খাদা বড়বাজুর খাদা অপেক্ষা বৃহৎ। যথা : ১৭ হাত ১৭ অঙ্গুলী=১ নল, ৬ নল×৫ নল=১ পাখী, ১ পাখী=৩ বিঘা ৯ কাঠা। ১ খাদা=২৩ বিঘা ৪ কাঠা অথবা=৭ একর ২ রোড ২৫ পোল। পাতিলাদহে বিঘা কাঠার মাপ প্রচলিত।

**ওজন ও পরিমাণ :**

জমির মাপের ন্যায় পরগণায় পরগণায় জিনিষের ওজন এবং পরিমাণেরও বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইবে। নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইল :

পরগণা ময়মনসিংহ, রায়দোম, বাওখণ্ড, তপেসিংধা পরগণা হুসেনসাহী প্রভৃতি স্থানে চাউল, তৈল, পাট, ঘৃত এবং তামাক ৮৪ তোলা =আনা ওজনে মাপ হয়, অন্যান্য জিনিষ ৬০ তোলায় সের। হিসাব এইরূপ : ৫ সের=১ কাঠা, ৪ কাঠা=১ ভোতা, ২ ভোতা=১ মণ, ২ মণ=১ আড়া।

হুসেনশাহী পরগণায় কোন কোন জিনিষের ৮০ তোলায় সেরও প্রচলিত আছে।

জোয়ার হুসেনপুর—ওজন হুসেনসাহীর ন্যায় একরূপ। হিসাব অন্যরূপ। যথা : ১০ সের ১=আধি, ২ আধি ১=কাঠা, ২ কাঠা ১=মণ।

পরগণা কাগমারী– কলাই ও সরিষা ৮৪৷৷৵০ওজন, চাউল অন্যান্য জিনিষ ৬০ তোলার ওজন। হিসাব এইরূপ : ২৷৷০ সেরে ১ চৌয়ান, ১৬ চৌয়ানে ১ মণ।

পরগণা জফরসাহী ও মকিমাবাদ-শস্য ও পাট ৮৪৷৷৵০, অন্যান্য জিনিষ ৬০ তোলা। হিসাব এইরূপ : ৫ সেরে ১ চৌয়ান, ৮ চৌয়ানে ১ মণ।

পরগণা সাগরদী—ওজন জফরসাহীর ন্যায় এবং মণের হিসাব ময়মনসিংহের ন্যায়। পরগণে পুখরিয়া—ওজন জফরসাহীর ন্যায়, হিসাব অন্যরূপ। যথা :—১০ সেরে ১ ধামা ৪ ধামায় ১ মণ।

পরগণে বড়বাজু ও তুলন্দর—ওজন জফরসাহীর ন্যায়, হিসাব অন্যরূপ :—১০ সেরে ১ কাঠা, ৪ কাঠায় ১ মণ।

পরগণে সেরপুর—শস্য ৮২ ০ তোলা ওজনে, অন্যান্য জিনিস ৬০ তোলা। হিসাব : ৫ সেরে ১ ধারা, ৮ ধারায় ১ মণ।

পরগণা সুসঙ্গ—ঘৃত এবং দুগ্ধ ৯০ তোলা ওজনে। তৈল ১০৫ তোলায়, অন্যান্য জিনিস ময়মনসিংহের ন্যায়, হিসাবও ঐরূপ। পরগণা আটীয়া—সমস্ত জিনিসের ওজনই ৮২৷৵০, হিসাব সেরপুরের ন্যায়। পরগণা নসিরূজিয়াল—ঘৃত ৯০ তোলা, চাউল ৮৪৷৷৵০, অন্যান্য জিনিস ৮০ এবং ৬০ তোলার ওজন। হিসাব ময়মনসিংহের ন্যায়। খালিয়াজুরী—ঘৃত ও তৈল ৯০ তোলা, অন্যান্য জিনিস ৮৪৷৷৵০ও ৮০ তোলা। হিসাব ময়মনসিংহের ন্যায়।

তপে হাজরাদী—চাউল তৈল এবং ঘৃতের ওজন ৮৪৷৷৵০, অন্যান্য ৬০ তোলা হিসাব এইরূপ :— ৭ সেরে (৮৪ তোলা) ১ কাঠা, ৪ কাঠায় ১ আড়ি, ৪ আড়িতে ১ আড়া, ১৬ আড়াতে ১ পুরা।

পরগণে জয়নসাহী—ওজন হাজরাদীর ন্যায়। হিসাব এইরূপ: ৪ সেরে (৮৪ তোলার) ১ পুরা, ৪ পুরায় ১ কাঠা, ২০ কাঠায় ১ বিশ।

তপে রণভাওয়াল—সকল জিনিষই ৮২ তোলা ওজনে বিক্রয় হয়। ধান, চাউল, কলাই, পাট, সরিষা ইত্যাদি ৮৪৷৷৵০, চিনি ৬৪ তোলা, দুগ্ধ ৮০ তোলা, তৈল ৮০ ও ১১০ তোলায় ওজন হয়। হিসাবে কোন গোল নাই। ৪০ সেরে ১ মণ। কিশোরগঞ্জ বাজারে দুগ্ধের মাপ ১২০ তোলার সের।

সকল দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ওজন ও হিসাব সাধারণ একটি হিসাবে প্রচলিত করিবার জন্য চেষ্টা হইয়াছিল। Bengal Social Science Association বিশেষ যত্নও করিয়াছিলেন, ফলে কি হইয়াছে তাহা অপ্রকাশিত।

# সপ্তম অধ্যায়

## ভূমির কর ও রাজস্ব

### ভূমির স্বত্ব; জমার বিবরণ; রাজস্ব।

**ভূমির স্বত্ব :** এই জেলায় সাধারণত ছয় প্রকার ভোগাধিকার স্বত্ব প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। (১) জমিদারী, (২) তালুক, (৩) ইজারা, (৪) জোত, (৫) চক, (৬) বর্গা স্বত্ব। এই ছয় প্রকার স্বত্ব ব্যতীত নানকার, নাখেরাজ, ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর, পীরপাল প্রভৃতিও প্রচলিত আছে।

তালুক-স্বত্ব বহু প্রকার। যথা,—খারিজা, সিকিমি, দিখলী,[১] মিসতাক,[২] মিরাস পাট্টাই, পত্তনি ইত্যাদি।

এই জেলায় পূর্ব্বে নাওয়ারা ও হাওলা জমি ছিল। মোগল রাজত্ব সময়ে আরাকান ও পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদিগের হস্ত হইতে বঙ্গদেশ রক্ষার জন্য বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থান হইতে নৌকা ও নৌসৈন্য সরবরাহ করিতে হইত। এই সৈন্য সরঞ্জাম রক্ষার জন্য নাওয়ারা মহালের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে ময়মনসিংহ জেলায় যে সকল নাওয়ারা মহাল ছিল, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের নবাব তাহার খাজনা গ্রহণ করিতেন। ১৭৯৯ সনে এই জেলার কোন্ কোন্ পরগণা হইতে নবাব কত নাওয়ারা খাজনা পাইতেন তাহা নিম্নে প্রদান করা গেল :

| পরগণা। | মোট নাওয়ারা। | মুর্শিদাবাদের নবাব। | ঢাকার নবাব। |
|---|---|---|---|
| তপে কুড়িখাই হইতে | ২৪১৲ | ০ | ২১৪১৲ |
| তপে হাজরাদী হইতে | ৭৭৪৲ | ৭৫০৲ | ২৪৲ |
| পরগণা জয়নসাহী হইতে | ৮০৬৲ | ১৮৩।৶০ | ৬২২॥৵০ |
| " নসিরুজিয়াল হইতে | ৮০৬৲ | ৮০৬৲ | ০ |
| " (অস্পষ্ট) হইতে | ৬০০৲ | ০ | ৬০০৲ |
| " সিংধা দরজি বাজু হইতে | ১৮৯৲ | ০ | ১৮৯৲ |
| | ৩৪১৬৲ | ১৭৩৯।৶০ | ১৬৭৬॥৵০ |

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর নাওয়ারার অস্তিত্ব প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ঢাকা বা মুর্শিদাবাদের কোন নবাবই স্বীয় প্রাপ্য খাজনা পাইতেন না। অবশেষে তাঁহারা রেভিনিউ বোর্ডে প্রতিকারপ্রার্থী হইলে এই নাওয়ারা মহালগুলির অনুসন্ধান হয়। এই সময় (১২০৩ বঙ্গাব্দ) শিবপ্রসাদ বসু ঢাকা নাওয়ারা সেরেস্তার কাননগু ছিলেন। তিনিও বহু অনুসন্ধান করেন। অনেক অনুসন্ধানের পর মহালগুলির তত্ত্ব পাওয়া যায়। অতঃপর ১৮০৬ অব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর হইতে উভয় নবাবই স্বীয় স্বীয় প্রাপ্য খাজনা পাইবেন বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়।

১। দিখলী স্বত্ব কেবল হাজরাদী ও জোয়ার হোসেনপুরে প্রচলিত।
২। মিসতাক স্বত্ব কেবল জয়নসাহী পরগণায় প্রচলিত।

১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার নবাব ও ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদাবাদের নবাবের মৃত্যু হইলে, এই নাওয়ারাগুলি খাস মহালে পরিণত হইয়া যায়।

জমিদারদিগের অধীন অনেক জমি বিনা খাজানায় রক্ষিত হইত। ঐ সকল জমি "হাওলা" জমি। "হাওলা" জমির খাজানার পরিবর্তে প্রয়োজন অনুসারে জমিদার স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিতেন। ১৭৮৭ সনে জেলা-কালেক্টর খাজানাখানা রক্ষার জন্য রেভিনিউ বোর্ডে পাইক নিযুক্তির প্রার্থনা করিলে, বোর্ড জমিদারদিগকে "হাওলা" জমির নিষ্কর ভোগের জন্য পাইক-প্যাদা যোগাইতে বাধ্য করেন।[১] অতঃপর হাওলা প্রথা উঠিয়া যায়।

**জমার বিবরণ :** বাজার ওজন ও ভূমির মাপের ন্যায় পরগণায় পরগণায় জমির খাজানারও তারতম্য আছে। জমির শ্রেণী অনুসারে জমা ধার্য্য হইয়া থাকে। জমির বিভাগ গুণানুসারে, সাধারণত এইরূপ : ১ম—পাণের বর(জ), ২য়—ইক্ষু, ৩য়—বসত ভিটী, ৪র্থ—পালান; ৫ম—আওয়াল, ৬ষ্ঠ—দুয়ম, ৭ম—ছিয়ম, ৮ম—ছন, ৯ম—লায়েক পতিত, ১০ম—নালায়েক পতিত, ১১শ—চর!

কোন কোন স্থানে জমির শ্রেণী নির্ব্বাচনের ব্যতিক্রমও লক্ষিত হয়। জমার বিশেষ বাঁধাবাঁধি কোন নিয়ম নাই। প্রজাকে সন্তুষ্ট করিয়া যেরূপ হারে গ্রহণ করা যায়, সেইরূপই জমা ধার্য্য হইয়া থাকে। প্রকৃত জমা ব্যতীত অনেক স্থলে নানা প্রকার বাজে করও জমার সহিত আদায় করা হইয়া থাকে।

যে সকল জমিতে দুই ফসল উৎপন্ন হয়, কোন কোন পরগণায় সেই সকল জমির উপর দুই হারেও খাজানা ধরা হইয়া থাকে। প্রজার নামেও এক জমিই দুই ফসলের জন্য দুইবার ধরা হয়। ঐ জমাকে "রংওয়ারি জমা" বলে। হোসেনসাহী পরগণায় ইহা দেখিতে পাওয়া যায়।

**রাজস্ব :** মোগল শাসনকালে সরকারী রাজস্ব দাম নামক মুদ্রা দ্বারা প্রদত্ত হইত। রাজস্ব তখন বাঙ্গালার নবাবের নিকট প্রদান করিতে হইত। কোম্পানীর দেওয়ানী গ্রহণের পর কতকদিন সিক্কা টাকা ও কড়ি দ্বারা তাহা প্রদত্ত হইত। ঢাকাতে তখন কোম্পানীর খাজানাখানা ছিল। খাজানা বার কিস্তিতে আদায় করিতে হইত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর হইতে চার কিস্তিতে রাজস্ব আদায়ের নিয়ম হয়।

এই জেলার ১৯০৫-৬ সালের গবর্ণমেণ্ট আয় নিম্নে প্রদর্শিত হইল : ভূমি রাজস্ব—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মহালের—৭৬৮৪২৪, ইজারা মহালের—৭১৫১৯, খাস মহালের—২৬৪৭৩,=৮৬৬৪১৬; ডাক টেক্স—(বর্ত্তমান বর্ষ হইতে উঠিয়া গিয়াছে) : পাবলিক ওয়ার্ক সেস—২০৫০৪১, আয়কর—৮৬২৩৪,=২৯১২৭৫,[২] আবকারী ৪৩৮৭৬১, আফিম ৪৫৬৫০, ষ্ট্যাম্প বিক্রয় ১১২৪১১৬, ষ্ট্যাম্প আইন অনুসারে নানা প্রকারে আদায়—২৮৯১,=১৬১১৪১৮[৩], মোট = ২৭৬৯১০৯।

১। Revenue Boards No. 43. dated 29-5-1787 to the Collector of Bhellua.

২। ভূমির রাজস্ব, পাবলিক ওয়ার্ক সেস ও আয়করের দাবির টাকা প্রদর্শিত হইল।

৩। আবকারী ও ষ্ট্যাম্পে আদায়ের টাকা প্রদর্শিত হইল।

শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে (১৭৯৫-৯৬) এই জেলার গবর্ণমেন্ট রাজস্ব কত ছিল তাহাও নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

রাজস্ব ১৭৯৯৯ পাঃ ১ শিঃ ০ পেঃ। সরকারী সম্পত্তির নিলামী—ডাক ফাজিল ১০৫ পাঃ ০ শিঃ ০ পেঃ। পোলিস, ১১৩২ পাঃ ১০ শিঃ ১ পেঃ। আবকারী ৬০ পাঃ ১ শিঃ ৩ পেঃ। ঢাকা টাঁকশাল ২৬৫০ পাঃ ৭ শিঃ ৯ পেঃ। অন্যান্য আয় ২৬৭ পাঃ ৭ শিঃ ৬ পেঃ। মোট ৭৭১৫৯ পাঃ ৭ শিঃ ৭ পেঃ।

১৭৯৫ অব্দ হইতে ১৮৭০-৭১ অব্দ পর্য্যন্ত কতিপয় বৎসরের এই জেলার গবর্ণমেন্টের মোট আয় ও ব্যয়ের তালিকা যথাক্রমে নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১৭৯৫ সনে ৭৭১৬০ পাউণ্ড ও ১২০২৮ পাউণ্ড। ১৮২১—২২ সনে ৯২৯০৮ পাউণ্ড ও ১৪৫২১ পাউণ্ড। ১৮৬০-৬১ সনে ১৩২০৫১ পাউণ্ড ও ২৪৪৬০ পাউণ্ড। ১৮৭০-৭১ সনে ১৬১৬১৭ পাউণ্ড ও ৪৯৫৮৪ পাউণ্ড।

# অষ্টম অধ্যায়

## স্বায়ত্তশাসন

মিউনিসিপ্যালিটী; জেলা বোর্ড; লোকাল বোর্ড; গোদারা; পাউণ্ড; ঔষধালয় ও চিকিৎসালয়; টীকা; পথ; পথকর; জলের কল।

**মিউনিসিপ্যালিটী :** ১৮৫০ সনের ২৭ আইন মতে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদত্ত হয়। ১৮৫৭ সনে এই সহরবাসিগণ স্বায়ত্তশাসন লাভের জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন করেন। তদনুসারে ১৮৫৮ জুলাই মাসে এই সহরবাসীদিগকে স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা প্রদত্ত হয়। ১৮৫৯ সনে স্বায়ত্তশাসনে বিরক্ত হইয়া সহরবাসিগণ পুনরায় তাহা উঠাইয়া লইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট সমীপে প্রার্থনা করেন। গবর্ণমেণ্ট এই প্রার্থনায় আর কর্ণপাত করিলেন না।[১] সেই সময় হইতে এই স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা চলিয়া আসিতেছে। সেই সময়ে জেলায় ম্যাজিষ্ট্রেটই সভাপতি (Chairman) থাকিতেন। নসিরাবাদ নগরে মিউনিসিপ্যালিটী স্থাপিত হইবার পর অন্যান্য স্থানের মিউনিসিপ্যালিটীগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটীগুলির নাম, স্থাপনের তারিখ ও ১৯০৫-০৬ সনের আয় নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

| ।। | স্থাপনের তারখ। | ১৯০৫-০৬ সনের আয়। |
|---|---|---|
| নসিরাবাদ | ১লা এপ্রিল-১৮৬৯[২] | ৫৬৫০৭/- |
| জামালপুর | ঐ | ১৩৬৫৭/- |
| সেরপুর | ঐ | ১১০০৫/- |
| কিশোরগঞ্জ | ঐ | ৯৯০৮/- |
| বাজিতপুর | ঐ | ৫৬৫৭/- |
| মুক্তাগাছা | অক্টোবর-১৮৭৫ | ৮১৯৭/- |
| নেত্রকোণা | ১লা জানুয়ারী-১৮৮৭ | ৮৬৩১/- |
| টাঙ্গাইল | ১লা জুলাই-১৮৮৭ | ১০৭১০/- |
| | মোট = | ১২৪২৭২/- |

প্রতি দশ বৎসরে প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটীতে জনসংখ্যা কি রূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা প্রদর্শিত হইল :

১। Reynold's Statistics & c. of 1866-67.
২। বর্ত্তমান Municipal Administration রিপোর্টগুলিতে এই তারিখ দেখিতে পাওয়া যায়।

| | | ১৯০১ | ১৮৯১ | ১৮৮১ | ১৮৭২ |
|---|---|---|---|---|---|
| নসিরাবাদ | পুং | ১০৪০৫ | ৮৪৩১ | ৭৬২৩ | ৬৭৯৫ |
| | স্ত্রী | ৪২৬৩ | ৩১২৪ | ২৯৩৮ | ৩২৭৩ |
| | মোট | ১৪৬৬৮ | ১১৫৫৫ | ১০৫৬১ | ১০০৬৮ |
| মুক্তাগাছা | পুং | ৩৭৭৪ | ৩২২৪ | ২৮২০ | * |
| | স্ত্রী | ২১১৪ | ১৬৯৯ | ১৪৭৫ | * |
| | মোট | ৫৮৮৮ | ৪৯২৩ | ৪২৯৫ | * |
| জামালপুর | পুং | ৯৭১৩ | ৮১৯২ | ৭৪৮১ | ৭৩১০ |
| | স্ত্রী | ৮২৫২ | ৭১৯৬ | ৭২৪৬ | ৭০০২ |
| | মোট | ১৭৯৬৫ | ১৫৩৮৮ | ১৪৭২৭ | ১৪৩১২ |
| সেরপুর | পুং | ৭০৪৬ | ৬২১৭ | ৪৮৩১ | ৪২৫০ |
| | স্ত্রী | ৫৪৮৯ | ৪৫২৭ | ৩৮৭৯ | ৩৭৬৫ |
| | মোট | ১২৫৩৫ | ১০৭৪৪ | ৮৭১০ | ৮০১৫ |
| কিশোরগঞ্জ | পুং | ৮৪২০ | ৭১৬৩ | ৬৩৮১ | ৬৬৮২ |
| | স্ত্রী | ৭৮২৬ | ৬৮২৫ | ৬৫১৭ | ৬৯৫৫ |
| | মোট | ১৬২৪৬ | ১৩৯৮৮ | ১২৮৯৮ | ১৩৬৩৭ |
| বাজিতপুর | পুং | ৪৯৭২ | ৪৬৪৭ | ২২৩২ | * |
| | স্ত্রী | ৫০৫৫ | ৪৭৫২ | ২৪০৯ | * |
| | মোট | ১০০২৭ | ৯৩৯৯ | ৪৬৪১ | * |
| নেত্রকোণা | পুং | ৬৬৩১ | ৫৬১৫ | * | * |
| | স্ত্রী | ৪৭৭১ | ৪২০৬ | * | * |
| | মোট | ১১৪০২ | ৯৮২১ | * | * |
| টাঙ্গাইল | পুং | ৮৭৭২ | ১০১৩২ | ৮৮৬৪ | ৮০২৯ |
| | স্ত্রী | ৭৮৯৪ | ৭৮৪১ | ৯২৬০ | ৭৮১৯ |
| | মোট | ১৬৬৬৬ | ১৭৯৭৩ | ১৮১২৪ | ১৫৮৪৮ |

**জেলা বোর্ড :** ১৮৮৭ সনে এই জেলায় ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড (জেলাবোর্ড) প্রতিষ্ঠিত হয়। জেলার কালেক্টর এই বোর্ডের সভাপতি। সভ্যগণের মধ্য হইতে একজন সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। এই বোর্ডে সভাপতিসহ মোট ২৫ জন সভ্য। ইঁহাদের ১২ জন লোকেল বোর্ডের সভ্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন ও ১২ জন গবর্ণমেণ্ট মনোনীত করিয়া থাকেন।

১৯০৫-০৬ সনের বোর্ডের আয় নিম্নে প্রদত্ত হইল : পথকর—২০০৮২৯/-, বাকী পথকরের সুদ—৩১৩/-, শিক্ষা সম্বন্ধীয় দানের সুদ—২৬২/-, পাউণ্ডের খাজনা

মোট—৩৬০৪৮/-, স্কুলের ছাত্র বেতন—১৭৯৯/-, শিক্ষা সম্বন্ধে দান—২৬০০/-, শিক্ষা সম্বন্ধে বিবিধ আয়—৭৯৮/-, ডাক্তারখানার চাঁদা—২৩২৭/-, ডাক্তারখানা বাবত অন্যান্য আয়—১০৮/-, প্রেসের আয়—৬৪৫/-, বাকী পথকরের খরচ আদায় প্রভৃতি—৩৫২০/-, পুরাতন মাল বিক্রয়—২১১/-, বিবিধ জরিমানা, ফিস ও জব্দ টাকা—১২০০/-, গোদারা ঘাটের খাজনা—৪১৪০৯/-, ভূমির ও গৃহাদির ভাড়া—৯৮১/-, রাস্তা ও নির্ম্মাণ জন্য সাহায্য—৪৪৬৯/-, পূর্ত্ত বিভাগের বিবিধ আয়—৩৭৫/-, কন্ট্রাক্টরগণের আমানতি টাকা-২৩৮৯১/-, গবর্ণমেন্ট হইতে প্রাপ্ত—১৩৪৯৮৮/- মোট আয়—৪৫৬৭৫৬/-।

ময়মনসিংহ জেলাবোর্ড সাধারণত নিম্নলিখিত বিষয়গুলির জন্য অর্থ প্রদান করিয়া থাকেন :

শিক্ষা, চিকিৎসা, জেলার স্বাস্থ্যোন্নতি ও পশু চিকিৎসা, দুর্ভিক্ষ, রাস্তা, জলাশয় প্রভৃতি।

১৯০৫-০৬ সনে ময়মনসিংহ জেলাবোর্ড এই সকল কার্য্যের জন্য কত টাকা খরচ করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল : আফিস ও আমলা খরচ—১৫১৩৩/-, খোঁয়াড় বাবত খরচ—৩৬৯৯/-, শিক্ষা—৮৭১৮১/-, চিকিৎসা—২৩৪১০-, মেলা ও পশু চিকিৎসা—১৯৫১/-, পেন্সন- ১১৮/-, ষ্টেশনারী ও প্রিন্টিং-৩৮১৩/-, বিবিধ-১৯৮৩/-, গৃহাদি প্রস্তুত ও মেরামত-১১১৪০/-, রাস্তা প্রস্তুত ও মেরামত-১৯৭৮০৪/-, আমানতি টাকা ফেরত—২৪৭৫৬/-, মোট ব্যয়—৪২২০৬৯/-।

ময়মনসিংহ জেলাবোর্ডের পরিমাণফল ৬২৭৮ বর্গ মাইল ও লোকসংখ্যা ৩৮০৯৬৭১।

**লোকাল বোর্ড :** জেলা বোর্ডের কায্যসৌকর্য্যার্থে জেলার পাঁচ বিভাগে পাঁচটী লোকাল বোর্ড আছে। যথা—সদর, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল ও নেত্রকোণা। জনসাধারণের মতে লোকাল বোর্ডের সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। লোকাল বোর্ডগুলির পরিমাণফল ও লোকসংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

| **লোকাল বোর্ড** | **পরিমাণফল** | **লোকসংখ্যা** |
|---|---|---|
| সদর লোকাল বোর্ড | ১৮৪৫.৫ বর্গ মাইল | ৯৫৬৯২০ |
| জামালপুর " | ১২৬৭.৮ " | ৬৪২৮৯৮ |
| কিশোরগঞ্জ " | ৯৭৫ " | ৬৯২৯১১ |
| টাঙ্গাইল " | ১০৫৩ " | ৯৫৩৫৭৩ |
| নেত্রকোণা " | ১১৩৭ " | ৫৬৩৩৬৯ |
| মোট জেলা বোর্ড | ৬২৭৮.৩ | ৩৮০৯৬৭১ |

**গোদারা :** বর্ত্তমান সময়ে এই জেলায় ১৮৪টি গোদারা ঘাট আছে। পূর্ব্বে ভূম্যধিকারিগণই নিজ নিজ এলাকার গোদারার আয় গ্রহণ করিতেন। ১৮১৬ সনে গবর্ণমেন্ট গোদারার স্বত্ব নিজ হস্তে গ্রহণ করেন।[১] এই ঘাটগুলির মধ্যে ৩টি গবর্ণমেন্টের ও বাকী ১৮১টি জেলা বোর্ডের অধীন।

**পাউণ্ড :** এই জেলায় বর্ত্তমান সময়ে ২৯৬টি পাউণ্ড বা খোঁয়াড় আছে।

১। R. Board's letter dated 4/10/1816

**ঔষধালয় ও চিকিৎসালয় :** নসিরাবাদ নগর স্থাপিত হইলে, ১৭৯১ সনে জেলার কালেক্টর একজন সার্জ্জন নিয়োগের জন্য গবর্ণমেন্ট লিখেন। তদনুসারে এই জেলায় প্রথম ইংরেজী চিকিৎসার সূত্রপাত হয়। অতঃপর সদরে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। ১৮৬৫ সনে গৌরীপুরের ভূম্যধিকারিণী বিশ্বেশ্বরী দেবী এই চিকিৎসালয়ের সাহায্য জন্য গবর্ণমেন্টের হস্তে অর্থদান করেন। বর্ত্তমান সময়ে ঐ অর্থ সহ এই চিকিৎসালয়ের জন্য ১৫০০/- টাকা গবর্ণমেন্টে গচ্ছিত আছে। ঐ টাকার সুদ, জেলা বোর্ডের সাহায্য ও সাধারণের চাঁদা দ্বারা এই চিকিৎসালয়ের কার্য্য পরিচালিত হইতেছে। এই চিকিৎসালয়ের সঙ্গে মহারাজ সূর্য্যকান্তের প্রতিষ্ঠিত মেকেঞ্জী-আই-ওয়ার্ড নামে একটি চক্ষুচিকিৎসালয় আছে। এতদ্ব্যতীত সদরে একটি মহিলা চিকিৎসালয়ও স্থাপিত হইয়াছে। এই মহিলা চিকিৎসালয়টি মুক্তাগাছার বিদ্যাময়ী দেবীর অর্থে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সন্তোষের মন্মথনাথ রায় চৌধুরীর অর্থে একটি পশুচিকিৎসালয় ময়মনসিংহে স্থাপিত হইতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে এই জেলায় ৩৩টি দাতব্য ঔষধালয় আছে। ৩৩টি ঔষধালয়ের মধ্যে এগারটি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অধীন। যথা :—১। কেদারপুর, ২। ইতনা, ৩। ধলা, ৪। দেওয়ানগঞ্জ, ৫। দুর্গাপুর ৬। কেন্দুয়া, ৭। মাদারগঞ্জ, ৮। ফুলপুর, ৯। দিঘপাইত, ১০। তারাগঞ্জ, ১১। কটিহাদি। ৯টি জেলা বোর্ডের মাসিক সাহায্য পাইয়া থাকে। যথা :—১২। সদর হাসপাতাল, ১৩। জামালপুর, ১৪। হয়বৎনগর, ১৫। নেত্রকোণা, ১৬। সেরপুর, ১৭। বাজিৎপুর, ১৮। বল্লা, ১৯। পিঙ্গনা, ২০। ভৈরব, ১টি গবর্ণমেন্টের খরচে পরিচালিত হয়। যথা : ২১। সরিষাবাড়ী।

অবশিষ্ট ১২টি স্থানীয় ভূম্যধিকারিদিগের নিজ নিজ অর্থে পরিচালিত হইয়া থাকে। যথা: —২২। টাঙ্গাইল, ২৩। সন্তোষ, ২৪। করটিয়া, ২৫। জামুর্কী, ২৬। আঠারবাড়ী, ২৭। রামগোপালপুর, ২৮। আম্বাড়িয়া, ২৯। ঝাওয়াইল, ৩০। মুক্তাগাছা, ৩১। ফুলবাড়িয়া, ৩২। দুয়াজানী, অবশিষ্ট ১টি ৩৩। সুবর্ণখালী। তাহা পারিবারিক ডাক্তারখানা। বেতবাড়ীতে একটি ডাক্তারখানা ছিল তাহা উঠিয়া গিয়াছে।

ময়মনসিংহ জেলাবোর্ড ঢাকা নগরস্থিত ময়মনসিংহবাসীর চিকিৎসার জন্য ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালেও বাৎসরিক ৩০০ টাকা সাহায্য দান করিয়া থাকেন।

**টিকা :** পূর্ব্বে বাঙ্গলা টিকার প্রথা ছিল। বর্ত্তমানে ইংরেজী টীকা প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। টীকাদারগণ সরকারী ডাক্তারের (Civil Surgeon) এর অধীন। বিগত ১৪ বৎসরে (১৮৯২-১৯০৬) এ জেলায় হাজারে ২৩ হইতে ৫০টি টীকা ফলপ্রদ হইয়াছে।

**পথ :** ইংরেজ রাজত্বের প্রথমভাগে এই জেলায় কোন বাঁধা পথ ছিল না। গ্রস সাহেব কালেক্টর হইয়া কয়েদিদিগের দ্বারা নসিরাবাদ নগরের মধ্যভাগের ও নদীর পারের সড়ক প্রস্তুত করান।[১] কিছুকাল পরে নগরের ভিতরের সড়ক উত্তরে জামালপুর ও নদীর পারের সড়ক দক্ষিণে টোক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। এবং প্রথমোক্তটির একটি শাখা মুক্তাগাছা হইয়া মধুপুর জঙ্গলের ভিতর দিয়া সুবর্ণখালী যায়। এই তিনটী পথ অতিক্রম করিতে মাঝে মাঝে যে খাল বিল অতিক্রম করিতে হইত তাহা হাঁটিয়া বা নৌকাযোগেই পার হইতে হইত। কোন কোনটিতে বাঁশের সাঁকো ছিল। ইহার পর ১৮৬৬ সালে রেনল্ড সাহেবের বিবরণী

১। Collector's Report to the Board of Revenue. dated 5-11-1800.

পাঠে উপর্য্যুক্ত তিনটি পথের কোন কোনটিতে ইষ্টকনির্ম্মিত সেতু ছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায় এবং অতিরিক্ত আরও কয়েকটি রাস্তার বিষয় জানা যায়। যথা : জামালপুর হইতে কড়িবাড়ী, ৩০ মাইল। জামালপুর হইতে সেরপুর ৯ মাইল। জামালপুর হইতে পিঙ্গনা ৩২ মাইল। হোসেনপুর হইতে কিশোরগঞ্জ হইয়া করিমগঞ্জের রাস্তা, ২৫ মাইল ও সদর হইতে শম্ভুগঞ্জ হইয়া গৌরীপুরের ১২ মাইল রাস্তাও সেই সময়ে ছিল। সেরপুর হইতে পিয়ারপুর ১৬ মাইল এবং এগারসিন্দুর হইতে ফতেপুর ১৪ মাইল রাস্তা দুইটিও সেই সময়ে হইতেছিল। সুতরাং ১৮৬৬-৬৭ সন পর্য্যন্ত এ জেলায় নসিরাবাদ নগরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গলি ব্যতীত ২৮৪ মাইল[১] মাত্র রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছিল।

১৮৬৬ সনে সুবর্ণখালী রাস্তাটিকে পাকা করিয়া গবর্ণমেণ্ট রাস্তা করিবার প্রস্তাব হয় এবং প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয়।

বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এই জেলায় জেলাবোর্ডের অধীন প্রায় সহস্র মাইল রাস্তা আছে ও স্থানীয় বোর্ডসমূহের তত্ত্বাবধানে ১৬৮০ রাস্তা আছে। জেলা বোর্ডের অধীন রাস্তাগুলির দূরত্বসহ নাম ও কোন্ লোকাল বোর্ডের অধীন, কত মাইল রাস্তা আছে তাহা প্রদত্ত হইল। (পরিশিষ্ট "জ" দ্রষ্টব্য)

এই জেলার সদর ষ্টেশন হইতে পার্শ্ববর্ত্তী জেলাসমূহের সদর ষ্টেশনে যাওয়ার রাস্তাগুলির বিবরণ প্রদত্ত হইল। (পরিশিষ্ট "ঝ" দ্রষ্টব্য।)

**পথকর :** ১৮৭২ সনের ১লা সেপ্টেম্বর এ জেলায় পথকর স্থাপিত হয়, এবং ঐ সনের ১লা নবেম্বর হইতে পথকর গৃহীত হইতে থাকে।[২] তৎকালে তাহা ব্রেঞ্চ-বোর্ডসেস্ কমিটীর হাতে ছিল; জেলা বোর্ড স্থাপিত হইলে তাহা জেলা বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

**জলের কল :**

সদর ষ্টেশন ব্যতীত জেলার অন্য কোন স্থানেই জলের কল নাই। নসিরাবাদের জলের কল "রাজরাজেশ্বরী ওয়াটার ওয়ার্কস্" নামে পরিচিত। মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুর স্বীয় পত্নীর নামে এই জলের কল স্থাপন কল্পে ১১৪০০০/- টাকা দান করেন। জলের কলের জন্য ১৪২২৭৮ ২ পাই ব্যয় হইয়াছিল। ময়মনসিংহ ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড ৩০ ত্রিশ সহস্র টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। ১৮৯৩ সনের ১লা অক্টোবর নসিরাবাদ মিউনিসিপ্যালিটী এই জলের কলের ভার গ্রহণ করেন।

---

১। রেনল্ড সাহেব সেরপুর, পিয়ার ও এগারসিন্দুরের রাস্তাব জন্য ৩০ মাইল বাদ দিয়া ২৫৪ মাইল দেখাইয়াছেন—Reynold's Account.

২। General Administration Report, 1873-74.

# নবম অধ্যায়
## দেশের অবস্থা

সুভিক্ষ ও দুর্ভিক্ষ নবাবী আমলের বাজার দর; ছিয়াত্তরের মন্বন্তর; সন্ন্যাসী বিদ্রোহ; ইংরেজশাসন প্রারম্ভের বাজার দর; দ্রব্যের বিনিময়; শতবৎসর পূর্ব্বের ক্রিয়াকাণ্ডের খরচ; "বার কাইঠ্যা আকাল"; আধুনিক দুর্ভিক্ষ ও বাজার দর। দস্যুতা—মদন ডাকাত; প্রবাসের ভয়; গামছামোড়ার দল; হুসেনডাকাত; ঠগ। শ্রমজীবী—শ্রমজীবীর বেতন; সাহেবদিগের চাকরের বেতন। জীবিকা—ব্যবসায়ীর অনুপাত; চাকরিজীবীর সংখ্যা। জল বায়ু। জন্ম মৃত্যু। বৃষ্টি। ভূমিকম্প।

**সুভিক্ষ ও দুর্ভিক্ষ :**

নবাবী আমলের বাজার দল : সপ্তদশ শতাব্দীতে, সায়েস্তা খাঁর শাসন সময়ে, এতৎ প্রদেশে চাউল টাকায় আট মণ বিক্রয় হইত। অন্যান্য দ্রব্যও এইরূপ সুলভ ছিল। ক্রমে বাজার দর বৃদ্ধি হইয়া যায়; এবং মুর্শিদকুলী খাঁর সময় টাকায় চারিমণ চাউল বিক্রয় হইতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পুনরায় এতদঞ্চলে সুভিক্ষ দেখা দেয়। ১১৪৬ বঙ্গাব্দের একখানা হস্তলিখিত গ্রন্থের জীর্ণ পৃষ্ঠায় ঐ সনের একখানা বাজারফর্দ্দ পাওয়া গিয়াছে। ঐ ফর্দ্দের এক পৃষ্ঠে "নারায়ণের পদ্মপুরাণ" লিপিবদ্ধ হইয়াছে ও অপর পৃষ্ঠে কথিত বাজার ফর্দ্দ লিখিত রহিয়াছে। এই ফর্দ্দ হইতে সেই সময়ের বাজার-দর অবগত হওয়া যায়।

ফর্দ্দ এইরূপ : /৭ শ্রীশ্রীদুর্গা ১১৪৬ সন। তেরিখ শুক্কুরবার। কাঁচা মরিচ, আদা, পিয়াজ, রশুন, /১০ কৌড়ি। খেশারি ডাইল ৴১, ১ দামড়ি। লবণ ১ দামড়ি। ০ ০ ০৶ ১০ কৌড়ি। মাছ ৴০ কৌড়ি। ০ ০ যুগীর কাপড়ের দাম। এই হাটে দিবাহ—৫ দাম। ০ ০ ০ ০।

সরফরাজ খাঁর শাসন সময়ে (১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে) ঢাকায় চাউলের মণ পুনরায় ৶০ আনা হইয়াছিল। উপর্য্যুক্ত ফর্দ্দও ঠিক সেই সময়ের; সুতরাং এই হিসাবে এতদ্ অঞ্চলেও চাউলের সের ১ দামড়ি ও মণ ৵১ আনা ছিল। জিনিষের এইরূপ সুলভ মূল্য কত দিন ছিল অবগত হওয়া যায় না।

**ছিয়াত্তরের মন্বন্তর :** ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে সমস্ত বঙ্গে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এই দুর্ভিক্ষ ইতিহাস প্রসিদ্ধ "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর"। এই দুর্ভিক্ষে এ জেলার বহুলোক অন্নাভাবে স্ত্রীপুত্র বিক্রয় ও শেষে আপনাকে বিক্রয় করিয়াছিল; মনুষ্য বিক্রয়ে দলিল সম্পাদন করিতে হইত। ঐ সকল দলিল পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, এই সময়ে এক একটী মানুষ দুই তিন টাকায় বিক্রয় হইত। ভূমির মূল্য প্রতি কাণি ।০ আট আনা হইতে তিন চারি টাকা পর্য্যন্ত ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এ জেলায় অল্পাধিক পরিমাণে এই দুর্ভিক্ষ চলিয়াছিল। বহুলোক এই দুর্ভিক্ষের তাড়নায় দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল। এই দুর্ভিক্ষের সময় অবস্থাপন্ন লোকে বহু দিঘী, পুষ্করিণী ও ইষ্টকালয় প্রস্তুত করাইয়া বহুলোকের আহার

১। ৮ দামড়ি = ১ দাম। ৪০ দাম =১/- টাকা। সুতরাং তখনকার ১ দামড়ি বর্ত্তমান আধ পয়সার কিছু কম।

যোগাইয়াছেন। দরিদ্রলোক পেটের জ্বালায় তখন কেবল আহার পাইয়াই মজুরী করিত। এই মন্বন্তর সময়ে কিশোরগঞ্জের অন্তর্গত কাটাখালীর পরামাণিকদিগের একুশরত্ন ও বিশাল দীঘিকার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল ; এবং মধুপুরের বারতীর্থের সুবৃহৎ পুষ্করিণীটির সংস্কার হইয়াছিল। কথিত আছে এরূপ দুর্ভিক্ষ এতদ্দেশে কখনও হয় নাই।

**সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ :** এই দুর্দ্দিনে বাঙ্গালার সেই ভীষণ সন্ন্যাসীবিদ্রোহ ক্রমে ময়মনসিংহে উপস্থিত হয়। বহুলোক অনন্যোপায় হইয়া এই দস্যুদলভুক্ত হইতে থাকে। সরকারী কাগজপত্রে অবগত হওয়া যায়, ১৭৮১ হইতে ১৭৯১ অব্দ পর্য্যন্ত ময়মনসিংহ জেলায় এই দস্যুদিগের অত্যাচার চলিয়াছিল।[১]

মধুপুরের নিবিড় অরণ্যে এই সন্ন্যাসীদলের আড্ডা ছিল। ইহাদের ভীষণ অত্যাচারে ময়মনসিংহ জেলার অনেক জমিদার বিপন্ন হইয়াছিলেন। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অবসান হইলে দুর্ভিক্ষ নিবারিত হয়। এই দুর্ভিক্ষ সময়ে দেশে খাদ্য দ্রব্য ও প্রয়োজনীয় জিনিষের অভাব হইয়াছিল, অর্থ দ্বারাও তাহা ক্রয় করিতে পাওয়া যাইত না। যাহার ঘরে কিছু কিছু অন্ন ও অর্থ থাকিত তাহারা অপর লোকের ভয়ে ও দস্যুভয়ে একরূপ অর্দ্ধাশনে দিন কর্ত্তন করিত। হাটে বাজারেও জিনিষ পাওয়া যাইত না।

**ইংরেজশাসন প্রারম্ভের বাজার দর :** চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নির্দ্ধারিত হইয়া গেলে এই জেলার অবস্থা পুনরায় পরিবর্ত্তিত হয় এবং জেলায় সুভিক্ষ দেখা দেয়। এই সময় হাটে বাজারে জিনিসের মূল্য কিরূপ ছিল তাহা তৎকালীন জেলা কালেক্টরের বার্ষিক বিবরণী হইতে জিনিষ পরিমাণ মূল্যসহ উদ্ধৃত করা গেল।[২]

ধান্য ১/ ।০ হইতে।৵০। চাউল ১/৷৴০হইতে ১/-। অরহর দাইল ১/৷৴০হইতে ১/-। সরিষার তৈল ১/ ৪/- হইতে ৬/-। ঘৃত ১/ ৮/- হইতে ১০/- তামাক ১/ ২/- হইতে ৪/-। লালীগুড় ১/ ১৷৵হইতে ২/-। চিনি ১/ ৩/- হইতে ৪/-। শুপারি ১/ ৭/- হইতে ১০/-। কার্পাস ১/ ৩/- হইতে ৪/-। আবির ১/ ৫/- হইতে ৬/-। কিশোরগঞ্জ ও বাজিতপুরের তঞ্জাব প্রতি খান ৪/- হইতে ১৫/-। সাধারণ পরিধেয় ধুতি ১ খান ৵০হইতে ৷।০। হস্তী ১টা ৫০/- হইতে ১০০/-।

**দ্রব্যের বিনিময় :** এই সময় দেশে অর্থের অভাব ছিল। জিনিষের তেমন অভাব ছিল না। অর্থাভাবে এক দ্রব্যের বিনিময়ে অন্য দ্রব্য পাওয়া যাইত। অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি বা অন্য কোন দৈবদুর্ব্বিপাকে ফসল নষ্ট না হইলে, টাকার অভাব তখন কেহ অনুভব করিত না। যুগী বস্ত্র-বিনিময়ে কৃষকের নিকট হইতে ধান চাউল গ্রহণ করিত। কৃষকও তাহাব কৃষিজাত দ্রব্যের বিনিময়ে তৈল, লবণ, মৎস্য প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জিনিষ সংগ্রহ করিত। সরকারী রাজস্ব প্রদান ও তদনুরূপ গুরুতর কার্য্য ব্যতীত নগদ মুদ্রার প্রয়োজন প্রায় হইত না। ভৃত্যের বেতন প্রভৃতিও ক্ষেত্রের ধান্য দ্বারাই প্রদত্ত হইত।

**শত বৎসর পূর্ব্বের ক্রিয়া কাণ্ডের খরচ :** তৎকালে বিবাহ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি বৃহৎ ব্যাপারও অতি সামান্য ব্যয়ে সম্পাদিত হইত। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে টেইলার সাহেব Topogarphy of Dacca নামক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থে তিনি দরিদ্র হিন্দু ও মুসলমানদিগের

১। MSS. records of the Board of Revenue by W. W. Hunter & Collector's letter to Governor General in Council, & c. 12-1-1791.

২। Annual Report submitted by Mr. F. Le. Gross. (Collector) to the Board of Revenue, dated 1/1/1796.

বিবাহ-ব্যয় এইরূপ লিখিয়াছেন।

**হিন্দুর বিবাহের ব্যয় :** ব্রাহ্মণ—১/-, বর-কন্যার কাপড়-২/-, শাঁখা ও অন্যান্য অলঙ্কার—২/-, চিরুণী ও সিন্দুর—।০, বাদ্যকর—।০, বর-কন্যার মুকুট—১/- ধোপা—।০, নাপিত—।০, ভোজন ব্যয় —২/-, বাজে খরচ—১/-, =১০/-। **মুসলমানের বিবাহের ব্যয় :** কাজী—।।০, বর-কন্যার কাপড়—৩/-, চিরুণী প্রভৃতি—।০, অলঙ্কার—।।০, নাপিত—।০, ভোজন ব্যয়—২/-, বাদ্যকর ও অন্যান্য—৩/-, বর-কন্যার মুকুট—।।০=১০/-।-

ধনী সম্প্রদায়ের ব্যাপারাদিতে কিরূপ ব্যয় হইত তাহা দেখাইবার জন্য এই জেলার কোন প্রাচীন জমিদার পরিবারের শত বৎসর পূর্ব্বের একটী ব্যাপারের ব্যয়-তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

শ্রীশ্রী দুর্গা সন ১২১১—হিসাব জিনিষ খরিদ হাট সাহাগঞ্জ। তেরিখ ২৮শে জ্যৈষ্ঠ : যথাক্রমে (আসামী—জিনিষ—রোপৈয়া—কৌড়ি)—হরিদ্রা /২ সের,।৶০,সিন্দুর ১ দফা, ৵১০, চুন /২ ।।০ সের, /১০ পান ২০ কুড়ি ১ ।।০ তামাক /১ সের /০, ডিঙ্গা কলা ১ ছড়ি৸৶,মরিচ /২ সের।৶০.আদা /১ সের ৵১০, মাষকলাই /৫ সের১।৶.মসলা ১ দফা ৵ ১০, দাইল /৭ ।। সের ।৵১০, লবণ /৭ সের ৪।৵চিনি /৭ সের ।/১০, আমলি /২ ।। সের৵১৫, ভার ৫টা ৵১০, কাছলা ২টা ৵০, পাতিল ৫টা /১৭ ।।, × × ২টা /১০, তেজপাতা ১ দফা /০, টিকিয়া ১ দফা /০, বাঁশ ১ দফা ১৸০পাট ১ ।০ সের ৶১৫, সন্ধুক লবণ × ×।৶. ডিম ১ দফা /০, ছিকর ১ দফা ২ ।।০, লঙ্গ।। তোলা ।০, সাদা কাগজ ১ ।। দিস্তা ।০, শুপারী ।০ সের ৫।।৶ মৎস্য ১টা ৶০মটুকের রাঙ্গচা গং ১ দফা৶০, × ×।৶।. নাও কেরেয়া × ×, আয়েনা মাল ।।০, কেবলা পাটুনি , দুয়ারিয়া পাটুনি ।৵০=২১।।/০ সাবেক পাওনা ইত্যাদি ১ ।। ৵৫, বাদ কৈফিয়ত ফেরত ।।১০২৩৸৵৫।

**কাপড় :** গুনি ১ জুর৮৭ (অস্পষ্ট), ৩ খান ১৸৵০, পাঁচ হাতি ১ খান ।০, গামছা ১ খান /৫, গঞ্জি ১ খান।।/১০, একপাট্টা ১ খান ।।৶০, পাগোড়ি পটকা ৪ গাছ ৬১০=৫৫।

এই সময় টাকায় সোওয়া তিন কাহনের অধিককড়ি পাওয়া যাইত। ফর্দ্দের লিখিত ২৩৸৵৫ কড়ি ৭৲টাকর বিনিময়ে পাওয়া গিয়েছিল। সুতরাং এই ব্যাপার ১২ টাকায় সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

চাউল, চিড়া, তৈল প্রভৃতির ব্যয় এই ফর্দ্দে নাই। এই সকল দ্রব্য ক্রয় করিলেও বোধ হয় ২০৲কুড়ি টাকার অধিক ব্যয় হইত না।

এই সময়ে দুর্গোৎসবাদি প্রধান প্রধান ক্রিয়া কলাপেও এই প্রকার ব্যয় হইত। ১২২৮ সনে উক্ত জমিদার বাড়ীর দুর্গোৎসবে ১৯।/০ আনা খরচ হইয়াছিল। তখন কড়ি টাকায় ৫৵০কাহন পাওয়া যাইত। তৈল টাকায়/৫ সের ও গুড় টাকায় ।৫ সের পাওয়া যাইত। গাঁজা /। পোয়া ।০ আনা। এই পূজায় কীর্ত্তন ও নাচের জন্য ১৲ টাকা খরচ হইয়াছিল।

**"বারকাইট্টা আকাল।"** : সে কালে শস্য হানি হইলে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। কিন্তু দুর্ভিক্ষে ধান চাউল বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় মহার্ঘ হইত না। "বারকাইট্টা আকাল ক্ষেতে ক্ষেতে অকাল।"

এই "অকালে" এ জেলার ধান টাকায় বার কাঠা বা দেড় মণ বিক্রয় হইয়াছিল। অৰ্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের এই ভীষণ "বারহাট্টা আকালের" কথা ততোধিক বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধদিগের নিকট

অবগত হওয়া যায়। এই "আকাল" সম্বন্ধীয় প্রচলিত প্রবাদটী দ্বারা অনুমান করা যায় যে টাকায় বার কাটা ধান পাইলেও লোকে উহা ভীষণ "আকাল" বলিয়া মনে করিত।

**আধুনিক দুর্ভিক্ষ ও বাজার দর :** "বার কাইট্টা" দুর্ভিক্ষের পর ১৮৬৬ ও ১৮৭৪ সনের দুর্ভিক্ষের কথা উল্লেখযোগ্য। ১৮৬৬ সনে ধানের মণ ১৸৵০আনা ও চাউলের মণ ৪৶০আনা হইয়াছিল। ১৮৭৪ সনে দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বে ও দুর্ভিক্ষের সময় ১লা এপ্রিল ১৮৭৩ ও ৩১শে মার্চ্চ ১৮৭৪ সময়ে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য কিরূপ ছিল তাহা জেলা বিবরণী হইতে উদ্ধৃত হইল।[1] বুট ১৴ ২৸০ও ৩/- অরহর দাইল ১৴ ৪/- ও ৪/- মুগ দাইল ১৴ ৪/- ও ৪/- মাষ দাইল ১৴২৷০ ও ২৷০ খেসারী দাইল ১৴ ২।০ ও ৩৵০ মশুরী দাইল ১৴ ৩/- ও ৩৸৶ মটর দাইল ১৴ ২।০ ও ৩৷৵০আনা, সাধারণ চাউল ১/- ১।০ ও ৪/- হইতে ৪।৵০।

এই বৎসর ৬৮.০৭ ইঞ্চি মাত্র বৃষ্টি হইয়াছিল। এই অনাবৃষ্টিতে দুর্ভিক্ষের সঞ্চার হয়। এই দুর্ভিক্ষ পরবর্ত্তী কয়েক বৎসর চলিয়াছিল। ১৮৭৮ সনে যমুনা ও ব্রহ্মপুত্রের জলপ্লাবনে ও ১৮৭৯ সনের অতিবৃষ্টিতে দেশ শস্যশূন্য হইয়া যায় এবং ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই সময়ে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ-[2] মুগ দাইল ৫৷-০-৮৶০মাষ দাইল ৩৷০—৬/- বুট দাইল ৪৷০-৫।০ অরহর দাইল ৪৷০-৬৷০ মশুরী দাইল—৪।০ ৭।০ খেসারী দাইল ৩।।০ ৫/- চিনা ২।।০ টাকায়। ৬ সের।

এই দুর্ভিক্ষে টাঙ্গাইল অঞ্চলের বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। এই সময় টাঙ্গাইলে ধান একেবারেই পাওয়া গিয়াছিল না। লোক চিনা খাইয়া জীবন ধারণ করিয়াছিল। চিনাও টাকায়৴৬৷ সের হইয়াছিল। সদর মহকুমায় প্রথমে চাউল ৴৫৷ সের করিয়া বিক্রয় হইয়াছিল ; পরে সহরেও চাউল অভাব হইয়াছিল। সে সময় মোটা চাউল কলিকাতা হইতে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত রেলে ও তথা হইতে নৌকা যোগে ময়মনসিংহে আসিত। এই সময়ে দিবা দ্বিপ্রহরে কালেক্টরী কাছারীর সম্মুখে ব্রহ্মপুত্র নদে একখানা চাউল বোঝাই নৌকা লুঠ হইয়া গিয়াছিল। সে দুর্ভিক্ষে অনেক লোক কচু এবং কলাগাছ খাইয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিল।

বিগত ১২৯৯ সনের দুর্ভিক্ষে নেত্রকোণা মহকুমায় সাধারণ চাউল টাকায়৴৪ সের পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়াছিল। অন্যান্য স্থানেও ৭/- হইতে ১০/- পর্য্যন্ত হইয়াছিল। এই সময় ফিলিপ্‌স্ সাহেব ময়মনসিংহের ম্যাজিষ্ট্রেট কলেক্টর। ফিলিপ্‌স্ সাহেব কলিকাতা হইতে বহু সহস্র টাকার চাউল আনাইয়া সামান্য মূল্যে বিক্রয় করিয়া বহু প্রাণীকে অক্যলমৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। অনেক ভূম্যধিকারী এবং সভাসমিতি হইতেও দরিদ্র লোকেরা সাহায্য পাইয়াছিল।

বর্ত্তমান বর্ষের ন্যায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ এ অঞ্চলে এ পর্য্যন্ত হয় নাই। এই দুর্ভিক্ষে চাউলের মূল্য ১১৷০ টাকা হইতে ১২/- টাকা মন পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়াছিল। এই বৎসর পাটের মূল্য ইহা অপেক্ষা উচ্চ থাকায় কৃষককুলকে তেমন ক্ষতিগ্রস্থ করিতে পারে নাই।

## দস্যুতা :

সে সময় দস্যুর ভয়ে দেশের লোক অস্থির থাকিত। অনেক ভদ্র গৃহস্থ তখন দস্যু তস্কর প্রতিপালন করিতেন। দেশ জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। ঐ সকল জঙ্গলে হিংস্র জন্তুর ন্যায়

১। District Administration Report of 1872-73.

২। Annual Administration Report, 1879-80 by N. S. Alexander, Collector, Mymensingh.

দস্যুরাও লুক্কাইত থাকিত ও পথিকের প্রাণ হনন করিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত।

**মদন ডাকাত :** ময়মনসিংহ সহর স্থাপিত হইলে পর ব্রহ্মপুত্র নদে নৌকার চলাচল বৃদ্ধি হয়। ওই সময়ে মদন ডাকাতের দল প্রবল হইয়া নদীপথে ডাকাতি করিতে থাকে। বেয়ার্ড সাহেব তখন ময়মনসিংহের কালেক্টর ছিলেন। তিনি মদন ডাকাতকে ধরিবার জন্য ৩০০/- পুরস্কার ঘোষণা করেন। এদিকে মদন ডাকাত সুবেদারের ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করিয়া যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লয়। কালেক্টর অনন্যোপায় হইয়া আলাপসিংহের জমিদারদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। জমিদারদিগের সাহায্যে মদন ডাকাত ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হয় ও শেষে তাহার ফাঁসি হয়। মদন ডাকাতের নামে যে ছড়া প্রচলিত আছে তাহা এইরূপ :

"মদন ডাকাতের ডরে, জান না থাকে ধড়ে,
বাঁশের চুঙ্গায় খায় জল, সুবাদারের ভাইস্তা মইল,
বৈকুণ্ঠবাড়ী[১] বেয়ার রইল[২], কেবা আর কি করিব বল।"

**প্রবাসের ফল :** সে সময় পল্লীগ্রাম হইতে ঢাকা কিম্বা নসিরাবাদ আসিতে হইলে বাড়ীতে কান্নাকাটী পড়িয়া যাইত। প্রবাস হইতে ফিরিয়া গৃহে যাইবার আশা তৎকালে দুরাশার মধ্যে পরিগণিত ছিল। গয়া, কাশী তীর্থযাত্রীর সংখ্যা সে সময়ে বিরল না হইলেও দুই চার জন মাত্র সঙ্গী লইয়া কেহই যাইতে হইত না। ২।৪।১০ গ্রামের লোক একত্র হইয়া ৮।১০ খানা নৌকা করিয়া এক বহরে গমন করিত। এইরূপ দলবদ্ধ অবস্থাতেও দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে হইত। ব্রহ্মপুত্র, যমুনা ও মেঘনার বাঁকে দস্যুর দল নৌকাযোগে নিয়ত বিচরণ করিত। ব্রহ্মপুত্রের একডালার বাঁক,[৩] পিয়ারপুর, যমুনার চর, মেঘনার টীয়াকাটার চর ও ভাটি ডহরস্থানগুলি ডাকাতির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

**গামছামোড়ার দল :** জলে যেমন ডাকাতি হইত, স্থলেও সেইরূপ অহরহ পথিকের প্রাণ সঙ্কটাপন্ন হইত। মধুপুর বন একটী ভয়ানক স্থান ছিল। এই বনপথে "গামছামোড়ার" হাতে পড়িয়া বহু দুর্ভাগ্যকে বিপন্ন হইয়া প্রাণ দিতে হইয়াছে। এই বনে একা কেহ পথ চলিত না। বনের পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই দুই প্রান্তে দুই খানা মুদি দোকান ছিল। পথিকগণ আসিয়া দোকানে অপেক্ষা করিত; ক্রমে ৫/৭ জন আসিয়া একত্র হইলে, সকলে মিলিয়া একত্রে যাত্রা করিত। রাত্রি হইলে হিংস্র জন্তুর ভয়ে প্রত্যেকে মশাল জ্বালিয়া এই ভীষণ অরণ্য অতিক্রম করিত। অনেক সময় দস্যুদলের ২/৪ জন লোক পৃথক পৃথকভাবে আসিয়া নিরীহ পথিকের সহিত ঐ সকল দোকানে মিলিত হইত ও একত্রে বন অতিক্রম করিতে যাইয়া হঠাৎ পথিকের গলে গামছা মুড়াইয়া ধরিত এবং তাহার ইঙ্গিতে আরও ২/৪ জন দস্যু আসিয়া তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিত। জেলার সর্ব্বত্রই এই "গামছামোড়ার" দল অল্পাধিক পরিমাণে বিচরণ করিত। ১৮৩৮ সনে ঠগ নিবারণের জন্য লেপ্টেনাণ্ট শ্লিমান জামালপুরে আসিয়া "ঠগি আফিস" স্থাপন করিলে ক্রমে ঠগের দল নির্ম্মূল হইয়া যায়।

**হুসেন ডাকাত :** আটীয়া মহকুমা স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে সেই অঞ্চলে গাগরজানার হুসেন ডাকাতের দল বড়ই দৌরাত্ম্য করিত। হুসেনের দৌরাত্ম্যে লোক অস্থির হইয়া

---

১। কালেক্টর বেয়ার্ড সাহেব গবর্ণমেণ্ট পক্ষে যে তালুক খাস করেন তাহা তৎকালে বৈকুণ্ঠবাড়ী নামে পরিচিত ছিল। বর্ত্তমানে তাহা তালুক বেয়ার্ড নামে পরিচিত।

২। Mr. St. Bayard, Collector of Mymensingh.

৩। একডালার বাঁক এখন ঢাকা জেলার অধীন।

গবর্ণমেন্ট সমীপে প্রতিকার প্রার্থী হয়। ইতঃমধ্যে হুসেন ডাকাইত বেরি সাহেবের নওলার কুঠি পুড়াইয়া ফেলে। এই ব্যাপারে হুসেন ডাকাত ধৃত হইয়া দ্বীপান্তরিত হয়। হুসেন ডাকাতকে ধরিয়া তাহার সহায়তায় গবর্ণমেন্ট বহু ডাকাতের আড্ডা নির্ম্মুল করিয়াছিলেন।

নেত্রকোণা মহকুমায় লুনেশ্বর তৎকালে ডাকাতের আড্ডার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। কিশোরগঞ্জের সুহিলা, বেতাগা প্রভৃতি ডহর অঞ্চলে প্রতিনিয়ত ডাকাতি হইত। টাঙ্গাইলের নলুয়া নিকরাইলের বিশু ডাকাইত তৎপ্রদেশের ডাকাতগণের সর্দ্দার ছিল।

মহকুমাগুলি স্থাপিত হইলে এই সকল ডাকাতি অনেকটা কমিতে থাকে। বর্ত্তমান সময়ে দিনে ডাকাতি এই জেলায় প্রায় হয় না। আধুনিক সময়ে ডাকাতগণের মধ্যে মহর খাঁর নাম পরিচিত।

**ঠগ :** কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে এ জেলায় একদল ঠগের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাহাদের কেহ স্বর্ণকার সাজিয়া গ্রামে গ্রামে যাইয়া সোণার অলঙ্কার সস্তা দিবে বলিয়া গিল্টির অলঙ্কার দিয়া অর্থ উপার্জন করিত। কেহ বা পথিকের সহিত পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ নিজ আবশ্যকতা দেখাইয়া সোণার জিনিষ বন্ধক দিবে বলিয়া সোণার পরিবর্ত্তে গিল্টির জিনিস রাখিয়া পথিকের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিত। কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা অঞ্চলে এই উপদ্রব কিছু অধিক পরিমাণে লক্ষিত হইয়াছিল।

কিছুদিন পূর্ব্বে এই জেলায় "দোনা" খেলার স্রোত খুব প্রবলভাবে চলিয়াছিল। বর্ত্তমান সময় তাহা তেমন শুনিতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বের ন্যায় প্রকাশ্য দস্যুতা এখন নাই।

## শ্রমজীবী :

**শ্রমজীবীর বেতন :** পূর্ব্বাপেক্ষা বর্ত্তমান সময়ে চাকরের বেতন অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। শত বৎসর পূর্ব্বে "পেটে ভাতেই" লোক চাকুরী করিত। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বার বৎসরের বালক চাকরের বেতন আনা ও পূর্ণবয়স্ক কৃষিকার্য্যোপযোগী চাকরের বেতন ১।।০ দেড় টাকা পর্য্যন্ত ছিল। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে দৈনিক "রোজকামলা" একবেলা খাইয়া আনা লইত। শিবিকাবাহনের ন্যায় কঠিন পরিশ্রমের জন্যও দৈনিক দুই আনার অধিক মজুরী দেওয়ার নিয়ম ছিল না। ৩০/৩২ বৎসর পূর্ব্বে সাধারণ শ্রমজীবীদিগের উপার্জ্জন কিরূপ ছিল তাহা ১৮৭২-৭৩ সনের জেলা-বিবরণী হইতে উদ্ধৃত করা গেল : —যথাক্রমে রোজ-কামলা মাসিক উপার্জ্জন—৬/-, ৬।।০, সূত্রধর, কর্ম্মকার প্রভৃতি—১০-১৫/-, উৎকৃষ্ট সূত্রধর—২০[১], মাঝি-মাল্লা—৬-৮/-, ছানী কামলা,—৮/-।

শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী শ্রমজীবী বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগের নিকট অতি সামান্য পারিশ্রমিক পাইলেও ইউরোপীয়দিগের নিকট তাহাদের পারিশ্রমিক অপেক্ষাকৃত অধিক নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

**সাহেবদিগের চাকরের বেতন :** ১৭৫৯ সালে তদানীন্তন কোর্ট অব্ জমিণ্ডার্স বা জমিদার সমিতি সাহেবদিগের জন্য এতদ্দেশীয় চাকরদিগের বেতনের একটা হার নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। কোন্ কোন্ শ্রেণীর চাকরের কিরূপ বেতন ধার্য্য হইয়াছিল তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। খানসামা—৫/-, চোপদার—৫/-, বাবুর্চ্চি—৫/-, কোচওয়ান—৫/-, প্রধান চাকরাণী—৫/-,

১। সেরপুর ইণ্ডষ্ট্রীয়েল স্কুলের জন্য এই বেতনে একজন উৎকৃষ্ট সূত্রধর নিযুক্ত হইয়াছিল।

জমাদার—৪/-, খিৎমদ্গার—৩/-, বাবুর্চ্চির সাহায্যকারী—৩/-, প্রধান বেহারা—৩/-, সাহায্যকারিণী দাসী-৩/- পিয়ন-২॥০ বেহারা-২॥০, ধোপা (বিবাহিত ব্যক্তির কাপড় ধুইলে)-৩/-, ধোপা (অবিবাহিত ব্যক্তির কাপড় ধুইলে)—১॥০, ঘোড়ার সহিস—২/-, মশালচি—২/-, নাপিত—১॥০, কারপরদার—২/-, মালী—২/-, খোড়ার ঘেসেড়া—১॥০, ধাত্রী—৩/-।

এই হার ধার্য্যের ২৮ বৎসর পরে এই জেলা স্থাপিত হয়। জেলা স্থাপন সময়ে সাহেবদিগের নিকট দেশী চাকরের বেতন কিরূপ ছিল, তাহাও প্রদত্ত হইল : খান্সামা—১০-১৫/-, চোপদার—৬-৮/-, বাবুর্চ্চি—১২-২০, কোচওয়ান্—১০-২০/-, প্রধান দাসী—১০-১৬, জমাদার—৮-১৫, খিৎমদ্গার ৬—১০/-, বাবুর্চ্চি সহচর—৬-১০/, প্রধান বেহারা—৬-১০/-, দাসী—৮/-, পিয়ন—৫-৮/-, বেহারা—৩।।-৪/-, বিবাহিত ব্যক্তির ধোপা—১০-২০/-, অবিবাহিত ব্যক্তির ধোপা—৪-৮/-, সহিস ৬/- মশালচি।—৪-৫/- নাপিত—৪/-, কারপরদার—৪/-, মালী—৪/-. ঘেসেড়া—২-৪/-, ধাত্রী—১২-১৫/-।

দেশীয় লোক ভয়ে ও নানা কারণে সাহেবদিগের নিকট চাকুরি করিতে সাহস পাইত না। এই জন্য বেতনের হার এত অধিক ছিল।

## জীবিকা :

ব্যবসায়ীর অনুপাত ঃ—এই জেলার মোট অধিবাসীর সংখ্যার শতকরা ৮০ জন-কৃষিজীবী, ১০ জন শ্রমজীবী, ১ জন বাণিজ্য-ব্যবসায়ী, ১.২ জন পৈত্রিক ব্যবসায়ী, ৩ জন মৎস্যব্যবসায়ী ও ৩.৮ জন দৈনিক মজুর।

এই জেলায় কৃষিজীবীর সংখ্যা ত্রিশ লক্ষের অধিক। এই কৃষিজীবীদিগের মধ্যে শতকরা ৯৫ জন প্রজা ও ২ জন তালুকদার।

**চাকুরিজীবীর সংখ্যা** : ময়মনসিংহ জেলায় চাকুরিজীবীর সংখ্যা অল্প। তালুকদার দিগের মধ্যে ২৯০৭ জন চাকুরিব্যবসায়ী ; ইহার মধ্যে ২৮৫৮ জন পুরুষ ও ৪৯ জন স্ত্রীলোক। প্রজা সাধারণের মধ্যে ৪৩২৮২ জন চাকুরিব্যবসায়ী ; তাহার মধ্যে ৪২৮৬০ জন পুরুষ ও ৪২২ জন স্ত্রীলোক। (পরিশিষ্ট "ঞ" দ্রষ্টব্য।)

উপার্জ্জন অক্ষম বালক বালিকা ব্যতীত এজেলায় ৯৫৪৫ জন লোকও শারীরিক ব্যাধিতে অকর্ম্মন্য। তাহাদের তালিকা প্রদত্ত হইল :

| | পুরুষ | স্ত্রী | মোট |
|---|---|---|---|
| পাগল | ১১৩৮ | ৭৯৭ | ১৯৩৫ |
| কালা বোবা | ১৬১৮ | ১১০০ | ২৭১৮ |
| অন্ধ | ১৭২৮ | ১১১৪ | ২৯২২ |
| কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্থ | ১৬৯২ | ২৭৮ | ১৯৭০ |
| | ৬১৭৬ | ৩৩৬৯ | ৯৫৪৫ |

"The general prosperity of the District (Mymensingh) is such that even landless labourers belonging to the lowest classes who exist on the margin of starvation in western Bengal and Behar, can here live comfortively without the necessity of working every day." W. W. Hunter's Imperial Gazetteer Vol. IX.

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এ জেলার লোক চাকুরীর জন্য লালায়িত হইত না। এমন কি নিম্ন শ্রেণীর মজুরদিগকেও পরিবার প্রতিপালনের জন্য প্রতিদিন পরিশ্রম করিতে হইত না।[১]

এ জেলায় ধান্যের চাষে ১০৫৯৫০০ একর বা ৩২০৪৯৮৭ $\frac{১}{২}$ বিঘা জমি আবাদ হয়। এ জেলার প্রকৃত অধিবাসির সংখ্যা (প্রবাসী ব্যতীত) ৩৮০০০৫৮ জন। এই আটত্রিশ লক্ষ লোকের মধ্যে বত্রিশ লক্ষ বিঘা ধান জমি। এই জমি ভাগ করিলে জন প্রতি গড়ে ষোল কাঠা পড়ে।

## জলবায়ু :

পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য জেলা অপেক্ষা এই জেলার জলবায়ু ও সাধারণ স্বাস্থ্য উৎকৃষ্ট। সমতলক্ষেত্রের উচ্চতা ও অন্যান্য জেলা অপেক্ষা অধিক। ঢাকা হইতে ময়মনসিংহের উচ্চতা গড়ে ৭৫ ফিট অধিক। সুসঙ্গ, সেরপুর ও আটীয়া পরগণার পাহাড় অঞ্চলের সাধারণ স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত মন্দ। টাঙ্গাইলে ম্যালেরিয়ার প্রভাব অত্যধিক। জামালপুর, নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের কোন কোন স্থানের অবস্থা গ্রীষ্মকালে কিছু অস্বাস্থ্যকর হয়। সদর ষ্টেশন, হোসেনপুর ও অন্যান্য কোন কোন স্থানের জলবায়ু ও সাধারণ স্বাস্থ্য উৎকৃষ্ট। পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য জেলা অপেক্ষা এ জেলায় শীত অধিক ও গ্রীষ্ম কম। অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টিতে সময় সময় ওলাউঠা ও ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে, কিন্তু অন্যান্য জেলার তুলনায় এই সকল ব্যাধির প্রাবল্য অধিক নহে। এ বৎসর বাজিতপুরে প্লেগ দেখা দিয়াছিল, গবর্ণমেণ্ট প্রথম উদ্যমে প্রতিকার পরায়ণ হওয়ায় শীঘ্রই প্লেগ নিবারিত হইয়াছে। এই জেলার ৫ বৎসরের জন্ম মৃত্যুর হার প্রদর্শিত হইল। (পরিশিষ্ট "ট" দ্রষ্টব্য)।

বৃষ্টি : এই জেলায় বৃষ্টি পূর্ব্বাপেক্ষা ক্রমে অধিক হইতেছে। বিগত সাত বৎসরের মাসিক বৃষ্টিপাতের তালিকা প্রদত্ত হইল : পরিশিষ্ট "ঠ" দ্রষ্টব্য।

## ভূমিকম্প :

১৮৯৭ সনের ভীষণ ভূমিকম্পে এই জেলায় অনেক অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। ১৮৯৭ সনের ১২ই জুন অপরাহ্ন ৫টা ১১ মিনিটের সময় ভূমিকম্প হয়। কম্প উঃ পঃ হইতে দঃ পূঃ দিকে হইয়া ১ $\frac{১}{২}$ মিনিট স্থায়ী ছিল। মহারাজ সূর্য্যকান্তের সুবিশাল রাজপ্রাসাদ "শশীলজ" এই ভূমিকম্পে একেবারে ভূমিসাৎ হইয়া যায়। সুসঙ্গের রাজা জগৎকৃষ্ণ সিংহ পুত্রসহ দালান চাপা পড়িয়া প্রাণত্যাগ করেন। এই ভূমিকম্পে এই জেলায় প্রায় পঞ্চাশ জন লোক নষ্ট ও প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছিল। ভূমিকম্পের পর প্রায় দুই সপ্তাহ রেলগাড়ী বন্ধ ছিল। এই ভূমিকম্পে এই জেলার বহু খাল বিল বদ্ধ হইয়া নৌকা চলাচলের পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ১৮৯৮ সনে এই সকল খাল বিল পরিদর্শন জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে একজন ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হয়। ভূমিকম্পে যে সকল খাল বিল রুদ্ধ হইয়াছিল ঐ গুলি কাটাইতে সাত লক্ষ টাকা লাগিবে বলিয়া ইঞ্জিনিয়ার রিপোর্ট করিয়াছিল। ভূমিকম্পের পর ফসলের অবস্থা ভাল হইয়াছিল এবং অনেক "জলাভূমি" আবাদের যোগ্য হইয়াছিল। গড়ে ক্ষতির পরিমাণ অত্যধিক হইয়াছিল।

এই ভূমিকম্পের পূর্ব্বে ১২৯২ সনের ৩০শে আষাঢ় রথযাত্রার দিন যে ভূমিকম্প হইয়াছিল তাহাতেও এই জেলার অনেক ক্ষতি হইয়াছিল।

## দশম অধ্যায়
## বিবিধ

রেল; ষ্টিমার। গ্রাম্য পুলিস ও পুলিস। ডাক– ডাকঘরের সূত্রপাত ও মাশুলের নিয়ম; প্রাচীন ও বর্ত্তমান ডাকঘর। টেলিগ্রাফ। জেল। যৌথকারবার রাজসম্মান বা উপাধি। রাজপ্রতিনিধির পদার্পণ।

**রেল :**

১৮৮৬ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা—ময়মনসিংহ রেলপথ খোলা হয়। তৎকালে এই জেলার মধ্যে নসিরাবাদ, কালীবাজার, বালীপাড়া ও গফরগাঁও এই চারিটি ষ্টেশন ছিল। অতঃপর ১৯০১ সনে সেনবাড়ী, ১৯০২ সনে ধলা ও ১৯০৩ সনে মশাখালিতে আরও ৩টি ষ্টেসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৮৯৯ সনে এই লাইন জামালপুর ও তৎপর জগন্নাথগঞ্জ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। ময়মনসিংহ ও জগন্নাথগঞ্জের মধ্যে ১১টি ষ্টেসন। যথা—ময়মনসিংহ, বেগুণবাড়ী, বিদ্যাগঞ্জ, পিয়ারপুর, নরুন্দি, নান্দিনা, সিংজানী, কেন্দুয়া-কালীবাড়ী, বাউসী-বাঙ্গালী, সরিষাবাড়ী ও জগন্নাথগঞ্জ। এই জেলায় মোট ৮৭ মাইল রেল লাইন বিস্তৃত হইয়াছে।

**ষ্টিমার :**

জেলার দুই পার্শ্বে দুইটি ষ্টিমার লাইন আছে। একটি মেঘনায় অপরটি যমুনায়। মেঘনা লাইন ইণ্ডিয়ান জেনারেল ষ্টিম নেভিগেসন্ কোম্পানীর; ইহা "সুন্দরবনডিস্‌পেচ্" নামে পরিচিত। এই লাইনের ষ্টিমার মেঘনা, ঘোড়াউত্রা, ধলেশ্বরী প্রভৃতি হইয়া শ্রীহট্ট ও কাছাড় যায়। এই জেলার অধীন এই লাইনে তিনটি ষ্টেশন— ভৈরববাজার, দিলালপুর ও অষ্টগ্রাম। পাটের আমদানীর সময় কখনও কখনও দুই একটি ষ্টেশন বৃদ্ধি করা হয়।

যমুনা লাইন 'আসাম করমজানি' নামে পরিচিত, এই লাইন যমুনা ও পদ্মা বহিয়া গোয়ালন্দ গিয়াছে। ময়মনসিংহ জেলায় সাতটি ষ্টেশন। (১) হারগিলারচর, (২) মাদারগঞ্জ, (৩) নখিলা, (৪) জগন্নাথগঞ্জ, (৫) সুবর্ণখালী, (৬) পোড়াবাড়ী ও (৭) বনগ্রাম (বিনানই)। ধলেশ্বরী সার্ব্বিস নামে ষ্টিমার ঢাকা হইতে এলাসিন প্রভৃতি স্থানে চলিয়া থাকে। কতদিনের জন্য জামালপুর হইতে ময়মনসিংহ পর্য্যন্ত এক ষ্টিমার লাইন খোলা হইয়াছিল। জামালপুর রেল পথ খোলার পূর্বেই তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

**গ্রাম্য পুলিস ও পুলিস :**

ম্যাজিষ্ট্রেট ইয়ার (Mr. Ewer) সাহেবের সময় ১৮১৫ সনে এই জেলায় চৌকিদারী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হয়। ১৮৩৭ সনে এই জেলার অধীন (১) নসিরাবাদ থানায় ২৩, (২) সিরাজগঞ্জ থানায় ১৫, (৩) হাজিপুর থানায় ১৮, (৪) পিংনা থানায় ৭, (৫) গাবতলি থানায় ৭, (৬) মধুপুর থানায় ১৫, (৭) নেত্রকোণা থানায় ২৬, (৮) ফুলপুর থানায় ১৩, (৯) বর্ম্মি থানায় ১৩, (১০) সেরপুর থানায় ২৬, (১১) ঘোষগাঁও থানায় ২১, (১২) পাকুল্লা থানায় ১৫, (১৩) নিক্‌লি থানায় ১৩, (১৪) বাজিতপুর থানায় ১৩ ও (১৫) মাদারগঞ্জ থানায় ১৩ জন চৌকিদার ছিল।

১৮৯৫ সনে ম্যাজিষ্ট্রেট আরল্ (Mr. A. Earle) সাহেবের সময়ে এই চৌকিদারী ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছিল। এই সময় দফাদারী পদের সৃষ্টি হয়। বর্ত্তমান সময়ে (১৯০৫-০৬) সমস্ত জেলায় ৬৬৪৯ জন চৌকিদার ও ৭০৯ জন দফাদার আছে।

কনেষ্টবলের কার্য্য পূর্ব্বে বরকন্দাজ দ্বারা চলিত। ১৮৩৩ সনে এ জেলার প্রতি থানায় একজন দারগা ও দুই-তিন জন করিয়া পিয়ন ছিল। সদরে ২ জন জমাদার, ২ জন নায়েব জমাদার, ১০ জন দফাদার, ২০৯ জন বরকন্দাজ ছিল। এই পুলিস কর্ম্মচারীগণ নিম্ন বঙ্গের পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্টের অধীন ছিল। ১৮৬৪ সনে পুলিস বিভাগের সংস্কার হইয়া ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতির পদ সৃষ্টি হয়। বর্ত্তমান সময়ে এ জেলার কোন স্থানে কত পুলিস কর্ম্মচারী আছেন তাহা প্রদর্শিত হইল। (পরিশিষ্ট "ড" দ্রষ্টব্য।)

**ডাক :**

**ডাকঘরের সূত্রপাত ও মাশুলের নিয়ম :** জেলা স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই এই জেলায় ডাকের বন্দোবস্ত আরম্ভ হইয়াছিল। তৎকালে (অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে) কলিকাতা হইতে ঢাকা হইয়া ৬ দিনে এখানে ডাক আসিত। নসিরাবাদ নগরে একটি মাত্র ডাকঘর ছিল। জেলার ভিতর অন্যান্য স্থানের চিঠি পত্র পাইক, বরকন্দাজ দ্বারা প্রেরিত হইত।

এই সময়ে চিঠির মাশুলের হার অধিক ছিল। ছোট ছোট চিঠি ভিন্ন বড় পুলিন্দা ও কাগজপত্র সোমবার ও বৃহস্পতিবার ভিন্ন অন্য দিনে ডাকঘরে গৃহীত হইত না। সপ্তাহের এই দুই বারে বাঙ্গিডাক প্রেরিত হইত। চিঠির ডাকে ৯।।০×৪ ইঞ্চি আয়তনের অপেক্ষা বড় চিঠি গৃহীত হইত না। মাশুল ২।।০ তোলা পর্য্যন্ত একগুণ, ৩।।০ তোলা পর্য্যন্ত দ্বিগুণ, ৪।।০ তোলা পর্য্যন্ত ত্রিগুণ, ৫।। ০ তোলা পর্য্যন্ত চতুর্গুণ ছিল। স্থানের দূরত্ব অনুসারে হারের তারতম্য ছিল। ২।।০ তোলা চিঠি কলিকাতা হইতে বরাকপুর, হুগলী পর্য্যন্ত মাশুল /০ আনা। বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ—৶৹ ভাগলপুর পর্য্যন্ত ৶৹, দিনাজপুর, মুঙ্গের, ঢাকা প্রভৃতি ।০ আনা, পাটনা ।/০, বক্সার ।৵০ ইত্যাদি।

**প্রাচীন ও বর্ত্তমান ডাকঘর :** ১৭৯১ সনের ১৫ই জুলাই ঢাকা ও ময়মনসিংহের পথে ৯টি ডাকঘর স্থাপনের আদেশ হয়, তদনুসারে নিম্নলিখিত স্থানে ডাকঘরগুলি স্থাপিত হয়। (১) সেহড়া বা নসিরাবাদ, (২) কালীগঞ্জ, (৩) চরপাড়া, (৪) কুরমির, (৫) টোক, (৬) টেঙ্গির, (৭) বরদিপুর, (৮) টঙ্গী, (৯) ঢাকা। এই ৯টি ডাকঘরের প্রথম ৭টি এই জেলার কালেক্টরের অধীন ছিল। বাকী দুইটি ঢাকার কালেক্টরের অধীন ছিল। ক্রমে মফঃস্বলে থানার ডাক প্রচলিত হয়। এই নিয়মে চিঠি সংবাদপত্র, বাঙ্গিপুলিন্দা পার্সেল, প্রভৃতি পাইবার পক্ষে সর্ব্বদাই গোলযোগ, অসুবিধা ও কাল বিলম্ব হইত। তখনও ব্যারিং ও রেজেষ্টারী চিঠি থানার ডাকে লইবার নিয়ম ছিল না। জামালপুর সেনানিবাস স্থাপিত হইলে, ১৮২৬ সনে তথায় ডাকঘর খোলা হয়।[১] ক্রমে থানা চৌকী ও মহকুমা স্থাপিত হইলে ঐ সকল স্থানে ডাকঘর স্থাপিত হয়। ১৮৬২ সনে সদর কালেক্টরীতে প্রথম মনিঅর্ডারের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। অতঃপর ১৮৬৬ সনে কিশোরগঞ্জে ও ১৮৬৭ সনে জামালপুরে ডিপুটি কালেক্টরের অফিসে মনিঅর্ডারের কাজ আরম্ভ হয়। ১৮৮০ সনে মনি অর্ডার বিভাগ পোষ্টাফিসের অধীন নীত হয়। ১৮৭৯-৮০ সন পর্য্যন্ত এই জেলায় ৫৪টি ডাকঘর ছিল। বর্ত্তমান সময় এই জেলায় ৩টি প্রধান ডাকঘর (Head office) ৪৬টি সব অফিস ও ১৪৭টি ব্রাঞ্চ অফিস আছে। ডাকঘরগুলির নাম প্রদত্ত হইল। (পরিশিষ্ট "ঢ" দ্রষ্টব্য।)

**টেলিগ্রাফ :** রেলওয়ে বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই এই জেলায় টেলিগ্রাফ আফিসের সৃষ্টি হইয়াছে। বর্ত্তমান ১৯০৭ সন পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত ৩২টি ডাকঘরে টেলিগ্রাফের কার্য্য চলিতেছে। ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, আঠারবাড়ী, বাজিতপুর, ভৈরব, করিমগঞ্জ, কটিয়াদী, কেন্দুয়া, তাতারকান্দি, বক্সিগঞ্জ, দুর্গাপুর-সুসঙ্গ, গৌরীপুর, ঈশ্বরগঞ্জ, জামালপুর, মুক্তাগাছা,

১। Post Master General's No. 7023 of 13-9-1826 to the Dy. Post Master, Mymensingh.

নারায়ণডহর, নেত্রকোণা, রামগোপালপুর, সরিষাবাড়ী, সেরপুর, টাঙ্গাইল, বল্লা-রতনগঞ্জ, এলাসিন, গোপালপুর, জামুর্কী, কালীহাতী, কাঠালিয়া, করটিয়া, পিংনা, সাঁকরাইল, সুবর্ণখালী ও নিকলি-দামপাড়া।

**জেল :** পূর্ব্বে কয়েদিদিগের জন্য পৃথক জেলখানা ছিল না। কাছারী গৃহের এক প্রকোষ্ঠেই কয়েদি রক্ষিত হইত। নসিরাবাদ নগর স্থাপিত হইলে পর ১৭৯১ সনে পৃথক জেলখানার নক্সা গবর্ণমেন্টে প্রেরিত হয় ও যথাসময়ে ৬০০০ হাজার টাকা ব্যয়ে জেলখানার পাকা গৃহ প্রস্তুত হয়। অতঃপর ১৮৩৮ সনে জামালপুরের "ঠগি" অফিস স্থাপিত হইলে সেখানে জেলখানা স্থাপিত হয়। ও ক্রমে অন্যান্য মহকুমা স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে মহকুমায় মহকুমার জেলখানা প্রস্তুত হয়। কোন্ জেলখানায় কত কয়েদির স্থান হইতে পারে, তাহা প্রদত্ত হইল।

ময়মনসিংহ ডিষ্ট্রিক্ট জেল ৩৪২ পুরুষ, ১৩ স্ত্রী, আটীয়া সাবজেল ১৭ পুরুষ, ২ স্ত্রী, জামালপুর সাবজেল ২৫ পুরুষ, ২ স্ত্রী, কিশোরগঞ্জ সাবজেল ২০ পুরুষ ২ স্ত্রী, নেত্রকোণা সবজেল ২০ পুরুষ, ২ স্ত্রী।

**যৌথ কারবার :** এই জেলায় ১১টি যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহাদের মূলধন ও তহবিলের পরিমাণ প্রদর্শিত হইল :

| নাম | মূলধন | গচ্ছিত | মোট |
|---|---|---|---|
| ১। টাঙ্গাইল লোন আফিস | ৪৪৩১০ | ৮০৭৭৬ | ১২৫০৮৬ |
| ২। পিংনা ট্রেডিং কোং | ৬০০০০ | ৩৯৪০০ | ৯৯৪০০ |
| ৩। আড়ড়া ট্রেডিং কোং | — | — | — |
| ৪। ঘাটাইল সম্মিলনী ধনভাণ্ডার | ২৬০০০ | ২২৭৩৮ | ৪৮৭৩৮ |
| ৫। ঘাটাইল লোন অফিস ইনসিউরেন্স কোং | — | — | — |
| ৬। টাঙ্গাইল ট্রেডিং কোং | ৫০৭০ | ১০৯ | ৫১৭৯ |
| ৭। নসিরাবাদ লোন অফিস | ২৮২২০ | ৬৫ | ২৮২৮৫ |
| ৮। জামালপুর লোন অফিস | ৮০৪০০ | ৫০৯০৯ | ১৩১৩০৯ |
| ৯। দিঘাপাইত মিলিত ধনভাণ্ডার | ৩২০০০ | ১৯৭৬০ | ৫১৭৬১ |
| ১০। সেরপুর লোন অফিস | ১৬১৮০ | ১১২৪ | ১৭৩০৪ |
| ১১। কিশোরগঞ্জ লোন অফিস | ৪০০০০ | ৬৬৬১৭ | ১০৬৬১৭ |

[illegible]

এ জেলার নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন : (উপাধি, উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তির নাম, বংশানুক্রমিক উপাধি ও প্রাপ্তির তারিখ সহ) মহারাজা, কুমুদচন্দ্র সিংহ, সুসঙ্গ ১৮৮৪ ব্যক্তিগত উপাধি। মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য, মুক্তাগাছা ১৮৯৭। রাজা হরিশ্চন্দ্র চৌধুরী গোলকপুর ১৮৭৭। মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, সেরপুর ১৮৮৭। রায় বাহাদুর রাধাবল্লভ চৌধুরী, সেরপুর ১৮৯৪। রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, রামগোপালপুর ১৮৯৫। রায় বাহাদুর দীনবন্ধু ভৌমিক, ভাদড়া ১৯০৬। রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্র চৌধুরী, ভবানীপুর ১৯০৭। খাঁ বাহাদুর সৈয়দ নবাব আলি চৌধুরী, ধনবাড়ী ১৯০৬।

**রাজ প্রতিনিধির পদার্পণ :**

এই নগরে ইতঃপূর্ব্বে কোন রাজপ্রতিনিধি আগমন করেন নাই। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ময়মনসিংহ জেলা আসাম গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন করিবার প্রস্তাব করিলে ১৩১০ সনের ৮ই ফাগুন রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন মহোদয় নসিরাবাদ নগরে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

# পরিশিষ্ট "ক"

## প্রতি থানার এলাকায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব গণনায় কত অধিবাসী ছিল তাহা ও বর্ত্তমান অধিবাসী সংখ্যা, এলাকার পরিমাণ ফল, গ্রামের সংখ্যা, বাড়ীর সংখ্যা প্রভৃতি প্রদর্শিত হইল। (২২ পৃষ্ঠা)

| এলাকা | পরিমাণফল (বর্গমাইল) | গ্রামের সংখ্যা | মোট অধিবাসী | পুরুষ | স্ত্রী | প্রতিবর্গমাঃ অধিবাসী | বাড়ীর সংখ্যা | পূর্ব্ব ১৮৭২ | পূর্ব্ব আদমশুঃ ১৮৮১ | জনসংখ্যা ১৮৯১ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সমগ্র জেলা | ৬৩৩২ | ৯৭৭৮ | ৩৯১৫০৬৮ | ২০১৪৮০৫ | ১৯০০২৬৩ | ৬১৮ | ৬৬৫২৯৬ | ২৩৪৮৭৫৩ | ৩০৫১৯৬৬ | ৩৪৭২১৮৬ |
| সদর বিভাগ | ১৮৪৯ | ২৩৬৯ | ৯৭৭৪৭৬ | ৫১২৫১২ | ৪৬৪৯৬৪ | ৫২৯ | ১৮৩৩০৯ | ৫৭১৩৬৭ | ৭৪৪৫২৪ | ৮৫৩০২০ |
| নাসিরাবাদ | ৪৭৬ | ৪৯৫ | ২৬৪৭৫৩ | ১৪১০৬৩ | ১১৩৬৯০ | ৫৫৬ | ৪৫৯৪২ | ২২০৯ | ২৮২৮৪৬ | ২৩১৪২৫ |
| ফুলবাড়িয়া | ৩৯৯ | ১৩৭ | ১১০৩৪৭ | ৫৭৩৭০ | ৫২৯৭৭ | ২৭৭ | ২৮৬৩০ | ২২০৯ | ২৮২৮৪৬ | ৯২৭২৯ |
| গফরগাঁও | ৪৪৩ | ৩০৬ | ১৬২৪৫৪ | ৮৩৯৮৭ | ৭৮৪৬৭ | ৩৬৭ | ২৭২০৬ | ৮৩৬৪২ | ১৭৭৭৬৯ | ১৪০৬০৫ |
| নান্দাইল | ১১৩ | ৩০২ | ১১৫৭৭৩ | ৫৯৪৬৯ | ৫৬৩০৪ | ১০২৫ | ২০২১৯ | ১৬৯৮২৯ | ২২৯৪৫২ | ১০৫৯৯৮ |
| ঈশ্বরগঞ্জ | ২১৮ | ৫৫৬ | ১৬০৫৬০ | ৮৩৮৮৪ | ৭৬৬৭৬ | ৭৩৭ | ৩০২১৯ | ১৬৯৮২৯ | ২২৯৪৫২ | ১৪৩২৩৪ |
| ফুলপুর | ২০০ | ৫৭৩ | ১৬৩৫৮৯ | ৮৬৭৩৯ | ৭৬৮৫০ | ৮১৮ | ৩১০৯৩ | ৯৬৯৬৩ | ১১৪৪৬৭ | ১৩৯০২৯ |
| নেত্রকোণা বিঃ | ১১৪৮ | ১৯৬৬ | ৫৭৪৭৭১ | ৩০১৭৮৩ | ২৭২৯৮৮ | ৫০০ | ১০৫১৩৫ | ৪৬৪২৮০ | ৫৮৮১১৫ | ৫৩৬৫৬৮ |
| নেত্রকোণা | ৪৩৮ | ৯১৭ | ২৭১০৩৭ | ১৪২৯৫৪ | ১২৮০৮৩ | ৬১৯ | ৪৮৫৯২ | ৩৫১০৮০ | ৪৭১৬৫৮ | ২৪৯৫৫০ |
| কেন্দুয়া | ২২৫ | ৩৪০ | ১৮৯৪২১ | ৯৭৮৬২ | ১১৫৫৯ | ৫৭৮ | ৩৩৯৯৩ | ৩৫১০৮০ | ৪৭১৬৫৮ | ১৭৯২৯১ |
| ফুলপুর | ২৯২ | ৪৭৪ | ১২৯৩১৩ | ৫৯৫২০৪ | ৫৩৩৫৬ | ২৯২ | ২২৫৫১ | ১১২৯০৭ | ৪১৩৪৫৭ | ১১৫৭২৭ |
| জামালপুর বিঃ | ১২৮৯ | ১৭৪৯ | ৬৭৩৩৯৮ | ৩৪৯৪০১ | ৩২৩[illegible]৯৭ | ৫২২ | ১০৫৩১৪ | ৪১৪৪৬৯ | ৪৯৭৭৬৬ | ৫৭৯৭৪২ |
| জামালপুর | ৪১৯ | ৬৫৫ | ২৮২৪৭৭ | ১৪৬৫১৫ | ১৩৫৯৬২ | ৬৭৪ | ৪১৪৯৭ | ১৭৫০২২ | ২০৯৩২৯ | ২৪৩৬৩১ |
| নালিতাবাড়ী | ২৮৬ | ৩৮৪ | ৯৯৩৫২ | ৫১৭২৬ | ৪৭৬২৬ | ৩৪৮ | ১৮১১৬ | .. | | ৮৫৬৩৯ |
| দেওয়ানগঞ্জ | ৩৪২ | ২৯৫ | ১৪৫০৬৭ | ৭৫২৩৪ | ৬৯৮৩৩ | ৪২৪ | ২২৮৫২ | ৮৫২২২ | ১০১৩৭২ | ১২৯৫৮৯ |
| সেরপুর | ২৪২ | ১৪৫ | ১৪৬৬০২ | ৭৫৯২৬ | ৭০৫৭৫ | ৬০৫ | ২২৮৪৯ | ১৫৪২২৫ | ১৮৭০৬৫ | ১২০৮৮৩ |
| টাঙ্গাইল বিঃ | ১০৬১ | ২০৩১ | ৯৭০২৩৯ | ৪৮৫৩৮৩ | ৪৮৪৮৫৬ | ৯১৪ | ১৪৯৮৩১ | ৫৩৬২০১ | ৭৫৪২৪১ | ৮৫৯৪৭৫ |
| টাঙ্গাইল | ৪৪৬ | ৮২৯ | ৪৬৭৭৩০ | ২৩১৩৩০ | ২৩৬৪০০ | ১০৪৯ | ৭২৩৫৮ | ৩০৯৮৮৮ | ৪৬০২৪৩ | ৪২২৯৫০ |
| কালিহাতী | ২২৯ | ৫৮৭ | ২৩০৮০৭ | ১৫৩০৩ | ১১৫৫০৪ | ১০০৮ | ৩২৩৯২ | ৩০৯৮৮৮ | ৪৬০২৪৩ | ২০১০৪৪ |
| গোপালপুর | ৩৮৬০ | ৬৯৫ | ২৭১৭০২ | ১৩৮৭৫০ | ১৩২৯৫২ | ৭০৪ | ৪২০৮১ | ২২৬৩১৩ | ২৯৩৯৯৮ | ২২৭৬৮১ |
| কিশোরগঞ্জ বিঃ | ৯৮৫ | ১৬৬৩ | ৭৪৯১৮৪ | ৩৬৫৭২৬ | ৩৫৩৪৫৮ | ৭৩০ | ১২১৭০৭ | ৩৬২৪৩৬ | ৪৬৭৩২০ | ৬৪৩৩৮১ |
| কিশোরগঞ্জ | ৩৯২ | ৬৭৬ | ২৯৭৩৭৮ | ১৫১৬৭৫ | ১৪৫৭০৩ | ৭৫৯ | ৪৮৬৪২ | ১০৯৭৭৪ | ১৩৫৬০৩ | ২৭০০৯০ |
| কাটিয়াদী | ১৭৩ | ৩৭৩ | ১৫৪৩৮৭ | ৭৭৯৭৫ | ৭৬৪১২ | ৮৯২ | ২৮৩১৩ | ৯৭০৩৫ | ১২২৪৫৯ | ১৩৯০৪২ |
| বাজিতপুর | ৪২০ | ৬১৪ | ২৬৭৪১৯ | ১৩৬০৭৬ | ১৩১৩৪৩ | ৬৩৭ | ৪৪৭৫২ | ১৫৫৬২৭ | ২০৯২৫৮ | ২৩৪২৪৯ |

## পরিশিষ্ট "খ"

প্রতি থানা ও মহকুমার এলাকায় কোন ধর্ম্মাবলম্বী লোক কত তাহা প্রদর্শিত হইল। (২৩ পৃষ্ঠা)

| এলাকা | হিন্দু | | | মুসলমান | | | প্রেতোপাসক | | | | খ্রিষ্ট্রিয়ান |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | মোট | পুরুষ | স্ত্রী | মোট | পুরুষ | স্ত্রী | মোট | পুরুষ | স্ত্রী | | |
| সমগ্র জেলা | ১০৮৮৮৫৭ | ৫৬৯৩৫২ | ৫১৯৫০৫ | ২৭৯৫৫৪৮ | ১৪২৯৭৬৪ | ১৩৬৫৭৮৪ | ২৮৯৫৮ | ১৪৬৭৭ | ১৪২৮১ | ... | ১২৯১ |
| সদর বিভাগ | ২৪৭০৩৯ | ১৩৪৯৭৭ | ১১২০৬২ | ৭১৩৯৪২ | ৩৬৯১৬০ | ৩৪৪৭৮২ | ১৫৮১০ | ৭৯৮৭ | ৭৮২৩ | ... | ৫৭৪ |
| নসিরাবাদ | ৭০২৫৮ | ৪০৩১৪ | ২৯৯৪৪ | ১৯২৪৩০ | ৯৯৬৯৪ | ৯২৭৩৬ | ১৮১১ | ৯১৩ | ৮৯৮ | ... | ১৯৪ |
| ফুলবাড়ীয়া | ২৮৮৪৯ | ১৫৩২০ | ১৩৫২৯ | ৭৯৭৮৫ | ৪১১৮১ | ৩৮৬০৪ | ১৭০১ | ৮৫৭ | ৮৪৪ | ... | ... |
| গফরগাঁও | ৩৯৯৬৯ | ২১১৭৮ | ১৮৭৯১ | ১২২২ | ৬২৬৯৬ | ৫৯৫৭৫ | ১৭৮ | ৮৪ | ৯৪ | ... | ২০ |
| নান্দাইল | ২৫৪৪৬ | ১৩৩১১ | ১২১৩৫ | ৯০৩২২ | ৪৬১৫৫ | ৪৪১৬৭ | ৫ | ৩ | ২ | ... | ... |
| ঈশ্বরগঞ্জ | ৩৪৬৩৩ | ১৯০৩২ | ১৫৬০১ | ১২৫৮৭৮ | ৬৪৮২৫ | ৬১০৫৩ | ৩৫ | ২০ | ১৫ | ... | ১৪ |
| ফুলপুর | ৪৭৮৮৪ | ২৫৮২২ | ২২০৬২ | ১০৩২৫৬ | ৫৪৬০৯ | ৪৮৬৪৭ | ১২০৮০ | ৬১১০ | ৫৯৭০ | ... | ৩৪৬ |
| নেত্রকোণা বিভাগ | ২০৬৬১৪ | ১০৯৩৩০ | ৯৭২৮৪ | ৩৫৮০৩২ | ১৮৭৩১১ | ১৭০৭২১ | ৯৫০৪ | ৪৮২২ | ৪৬৮২ | ... | ৬১৭ |
| নেত্রকোণা | ৯৩১৯১ | ৪৯৪৫০ | ৪৩৭৪১ | ১৭৭৪২৬ | ৯৩২৯৪ | ৮৪১৩২ | ৩৬৭ | ১৮৬ | ১৮১ | ... | ৪৯ |
| কেন্দুয়া | ৫৮৭৩৮ | ৩০৮১২ | ২৭৯২৬ | ১৩০৬৮৩ | ৬৭০৫০ | ৬৩৬৩৩ | ... | ... | ... | ... | ... |
| দুর্গাপুর | ৫৪৬৮৫ | ২৯০৬৮ | ২৫৬১৭ | ৪৯৯২৩ | ২৬৯৬৭ | ২২৯৫৬ | ৯১৩৭ | ৪৬৩৬ | ৪৫০১ | ... | ৫৬৮ |
| জামালপুর বিভাগ | ১২৭৩৭৩ | ২৮৮১৫৯ | ৫৮২১৪ | ৫৪২৬৯৩ | ২৭৮৪৩৭ | ২৬৪২৫৬ | ৩০৬৪ | ১৫৭৮ | ১৪৮৬ | ... | ২৯ |
| জামালপুর | ৪৪০৯৫ | ২৪৭২৩ | ১৯৬৭২ | ২৩৭৯৪০ | ১২১৭০৮ | ১১৫২৩২ | ৪৩ | ২০ | ২৩ | ... | ১৬ |
| নালিতাবাড়ী | ৩৮৬৫৫ | ২০১০০ | ১৮৫৫৫ | ৫৮৫১৭ | ৩০৪৯৮ | ২৮০১৯ | ২১৬৮ | ১১২২ | ১০৪৬ | . | ১২ |
| দেওয়ানগঞ্জ | ১৬১৯৮ | ৯১১৬ | ৭০৮২ | ১২৮৭২৪ | ৬৬০০৩ | ৬২৭২১ | ৬৬ | ৩৬ | ৩০ | ... | ১ |
| সেরপুর | ২৮১২৫ | ১৫২২০ | ১২৯০৫ | ১১৭৫১২ | ৬০২২৮ | ৫৭২৮৪ | ৭৮৭ | ৪০০ | ৩৮৭ | ... | . |
| টাঙ্গাইল বিভাগ | ২৭৯৭৩৩ | ১৩৮৬৮৪ | ১৪১০৪৯ | ৬৮৯৮৫২ | ৩৪৬৩৬১ | ৩৪৩৪৮১ | ৫৮০ | ২৯০ | ২৯০ | ... | ৩৭ |
| টাঙ্গাইল | ১৫৯২৭৯ | ৭৭৫০৪ | ৮১৭৭৫ | ৩০৮৩৯৮ | ১৫৩৭৯৪ | ১৫৪৬০৪ | ... | ... | ... | ... | ৩২ |
| কালিহাতী | ৬৭২৬৮ | ৩২৮৯৮ | ৩৪৩৭০ | ১৬৩২১৮ | ৮২২৪০ | ৮০৯০৮ | ৩১৬ | ১৬২ | ১৫৪ | ... | ... |
| গোপালপুর | ৫৩১৮৬ | ২৮২৮২ | ২৪৯০৪ | ২১৮২৩৬ | ১১০৩২৭ | ১০৭৯০৯ | ২৬৪ | ১২৮ | ১৩৬ | .. | ৫ |
| কিশোরগঞ্জ বিভাগ | ২২৮০৯৮ | ১১৭২০২ | ১১০৮৯৬ | ৪৯১০২৯ | ২৪৮৪৯৫ | ২৪২৫৩৪ | ... | ... | ... | ... | ৩৪ |
| কিশোরগঞ্জ | ৯৫৯৮১ | ৪৯৭৬২ | ৪৬২১৯ | ২০১৩৪৫ | ১০১৮৮৯ | ৯৯৪৫৬ | ... | ... | ... | ... | ২৯ |
| কাটিয়াদী | ৩৫৯৬৮ | ১৮০৯২ | ১৭৮৭৬ | ১১৮৪১৯ | ৫৯৮৮৩ | ৫৮৫৩৬ | .. | ... | ... | ... | . |
| বাজিতপুর | ৯৬১৪৯ | ৪৯৩৪৮ | ৪৬৮০১ | ১৭১২৬৫ | ৮৬৭২৩ | ৮৪৫৪২ | .. | ... | ... | ... | ৫ |

# পরিশিষ্ট "গ"

| এলাকা | আহিরগোয়ালা | | বাগদী | | বৈদ্য | | বৈষ্ণব (বৈরাগী) | | বারই | | বাউরি | | বেহারা | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী |
| সমগ্র জেলা | ১৩৩১৫ | ৯৯৯৫ | ১৮০৯ | ১৫২৩ | ১৮০৪ | ১৬২৮ | ৪৯৫২ | ৭১৩৯ | ৫০৮০ | ৫০০৮ | ৮৪৬ | ৫৮০ | ৭৮৭ | ৩০৪ |
| সদর বিভাগ | ৩৯১৭ | ২০৪৩ | ২৪ | ১৪ | ৫৪১ | ৪১৫ | ৯২৯ | ১৫২৮ | ১১৬৪ | ১০৯৩ | ১১ | - | ২০৫ | ১৪ |
| নসিরাবাদ | ১৫২৯ | ৬২২ | ২২ | ১০ | ৩৭০ | ২৩০ | ৩৯৮ | ৭৪০ | ৬৭৪ | ৬৩১ | ১১ | - | ৮৩ | ৬ |
| ফুলবাড়ীয়া | ২৩৭ | ১৯২ | - | - | ৩ | ৪ | ১৩৫ | ২৩৮ | ৮ | ১৪ | - | - | ৩৯ | ৮ |
| গফরগাঁও | ৪০১ | ২১৩ | - | - | ৯০ | ৬১ | ৯৩ | ১৫২ | ১৮ | ৭ | - | - | - | - |
| নান্দাইল | ৬৪১ | ৩৪৩ | - | - | ৪১ | ৫২ | ৮৯ | ১২৪ | ২০২ | ১৮৪ | - | - | ২০ | - |
| ঈশ্বরগঞ্জ | ৬১৪ | ৩২৯ | ২ | - | ৩৭ | ৬৮ | ১০৩ | ১৪৫ | ৩১ | ১৯ | - | - | ২৩ | - |
| ফুলপুর | ৪৯৫ | ৩৪৪ | - | ৪ | - | - | ১১১ | ১২৯ | ২৩১ | ২৩৭ | - | - | ৪০ | - |
| নেত্রকোণা বিঃ | ১৫৫৪ | ৯৫২ | ৯ | ৭ | ৩৩৩ | ২৮৭ | ১৭০ | ১৬৯ | ১১৩৫ | ১১০৬ | ৯ | - | ১৯ | - |
| নেত্রকোণা | ৫৮৬ | ২৮৯ | - | - | ১৬৬ | ১৪১ | ৪৯ | ৫৩ | ৮৩০ | ৭৯৭ | ৯ | - | ৩ | - |
| কেন্দুয়া | ৫৯৫ | ৪৪৫ | - | - | ১১৬ | ১০৫ | ৫৭ | ৫৫ | ২৮৩ | ২৮৬ | - | - | ৭ | - |
| দুর্গাপুর | ৩৭৩ | ২১৮ | ৯ | ৭ | ৫১ | ৪১ | ৬৪ | ৬১ | ২২ | ২৩ | - | - | ৯ | - |
| জামালপুর বিঃ | ২৪৫২ | ১৬৫৯ | ৩৪৮ | ৩৩২ | ২২৬ | ২১৭ | ৭৩০ | ১০১৬ | ৬৩৮ | ৬৭৫ | ২৩৮ | ৬৭ | ৯৭ | ১০ |
| জামালপুর | ১১২৯ | ৭২৫ | ৩৪২ | ৩৩২ | ৯৭ | ১১৬ | ২৫৯ | ৩৫৮ | ৪৪৫ | ৪৯৫ | ২৩৮ | ৬৭ | ৫৫ | - |
| নালিতাবাড়ী | ৩৪৬ | ১৭১ | ৩ | - | ৩ | - | ১১১ | ২৮৫ | ১১ | ৩ | - | - | - | ৫ |
| দেওয়ানগঞ্জ | ৩২৬ | ২১৭ | ১ | - | ৯ | ৪ | ২৪৫ | ২২৪ | ১৭২ | ১৬১ | - | - | ৬ | - |
| সেবপুর | ৬৫১ | ৫৪৬ | ২ | - | ১১৭ | ৯৭ | ১১৫ | ১৪৯ | ১০ | ১৬ | - | - | ৩৬ | ৫ |
| টাঙ্গাইল বিঃ | ২৬৪৩ | ২৪৭৩ | ১৪২৮ | ১১৭০ | ৫১৩ | ৫১১ | ১১৭০ | ২২১৩ | ১৪০৪ | ১৪০৯ | ৫৮৮ | ৫১৩ | ৩৬৩ | ২৮০ |
| টাঙ্গাইল | ১৩৯৫ | ১৩৯৩ | ৩২৪ | ১৯৭ | ৩৫৪ | ৩৪০ | ৪৬৪ | ১১১৩ | ২৩৭ | ২৮২ | ৯১ | ৭৪ | ২৮ | ২৮ |
| কালিহাতী | ৬৩০ | ৬৩৪ | ৩৬৫ | ৩২৯ | ১১৮ | ১৬৬ | ২৪৮ | ৫০০ | ৪৪৭ | ৪৯৯ | ২৮২ | ২৮৩ | ৯৩ | ৫৫ |
| গোপালপুর | ৬১৮ | ৪৪৬ | ৭৩৯ | ৬৪৪ | ৪১ | ৫ | ৪৫৮ | ৬০০ | ৭২০ | ৬২৮ | ২১৫ | ১৫৬ | ২৪২ | ১৯৭ |
| কিশোরগঞ্জ বিঃ | ২৭৪৯ | ২৮৬৮ | - | - | ১৯১ | ১৯৮ | ১৯৫৩ | ২২০৪ | ৭৩৯ | ৯২৬ | - | - | ১০৩ | - |
| কিশোরগঞ্জ | ১২৭৮ | ১৩০৬ | - | - | ৮৭ | ৭৮ | ৪২৭ | ৫১২ | ৩২৫ | ৩১২ | - | - | ৩৪ | - |
| কাটিয়াদী | ২৯৬ | ২৯৭ | - | - | ৫৮ | ৬২ | ১৪০ | ৩০২ | ১৫৪ | ১৭৩ | - | - | ৬৯ | - |
| বাজিতপুর | ১১৭৫ | ১২৬৫ | - | - | ৪৬ | ৫৮ | ১৩৮৬ | ১৩৯০ | ২৬০ | ২৪১ | - | - | - | - |

# পরিশিষ্ট

## হিন্দু

| এলাকা | ভড় | | ভূঁইমালী | | বিন্দ | | ব্রাহ্মণ | | চামার | | ডালু | | ধোপা | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী |
| সমগ্র জেলা | ১৮৯৭ | ৫১১ | ৯৬৪৭ | ৮৯৮৫ | ৭৩২ | ৩৮৭ | ২৫৭৪৭ | ২১৫৮৮ | ৩৭২৫ | ২৫৪৩ | ২৪৯৮ | ২৩৪৩ | ৮৭৬৮ | ৮০০২ |
| সদর বিভাগ | ৯৭২ | ২৪৭ | ১৩১৭ | ১২০১ | ৩১২ | ১৬০ | ৭৩৫৬ | ৫২২৯ | ৭৮০ | ৫০৩ | ১০০৩ | ৯০৭ | ২৪৭২ | ৩৩৮৭ |
| নসিরাবাদ | ১৯ | ৪ | ৪১২ | ৩৭৪ | ১৫৯ | ১৪১ | ৩০৯৬ | ১৭৩৩ | ৩৩০ | ২১৩ | - | - | ৪৪২ | ৩৪৫ |
| ফুলবাড়ীয়া | ১৮৮ | ১১০ | ১৬৩ | ১৬৫ | ২৭ | - | ৭৪৭ | ৬৯২ | ৬৬ | ২৪ | - | - | ১১৩ | ৮৮ |
| গফরগাঁও | ১৪২ | - | ৮৩ | ৭৪ | ৮৫ | - | ৬৪৩ | ৪৪৯ | ১৫৭ | ১৩২ | - | - | ২৪৯ | ২০৩ |
| নান্দাইল | ৭১ | ৩৩ | ১৫১ | ১২২ | ১২ | - | ৬৫৫ | ৬৫৯ | ১৭ | ১২ | - | - | ৪৪০ | ৪৪০ |
| ঈশ্বরগঞ্জ | ২০৪ | ২৮ | ৩৭০ | ৩৫৫ | ২৯ | ১৭ | ১৪৩৬ | ১০৭৫ | ৪১ | - | - | - | ১০৪৮ | ৯৭৫ |
| ফুলপুর | ৩৪৮ | ৭২ | ১৩৮ | ১১১ | - | ২ | ৫৭৯ | ৬২১ | ১৬৯ | ১২২ | ১০০৩ | ৯০৭ | ৩৮০ | ৩৩৬ |
| নেত্রকোণা বিঃ | ২১০ | ৪৫ | ১৪২১ | ১১৬৭ | ৩১৯ | ২১৪ | ৫১১০ | ৫০৭৯ | ২১৪ | ১৩২ | ১২১ | ১০৮ | ৩২৯৩ | ৩০৯৬ |
| নেত্রকোণা | ১৪৫ | ৩৪ | ৭৯০ | ৫৭৫ | ২৩১ | ১৩১ | ২৪৪৭ | ২৪৪৫ | ১১৭ | ৯৫ | - | - | ২০৩৬ | ১৯৪৮ |
| কেন্দুয়া | ৪২ | ৫ | ৩৬৯ | ৩৮২ | ৭৯ | ৮০ | ১৫৯৮ | ১৬৮২ | ২৯ | ১৪ | - | - | ৮০৯ | ৭৩৪ |
| দুর্গাপুর | ২৩ | ৬ | ২৬২ | ২১০ | ৯ | ৩ | ১০৬৫ | ৯৫২ | ৬৮ | ২৩ | ১২১ | ১০৮ | ৪৪৮ | ৪২০ |
| জামালপুর বিঃ | ২৯৮ | ৪৯ | ১৫২২ | ১৩৮১ | ৯ | ১০ | ২০৪৯ | ১০৯৬ | ৯৬৮ | ৬৮৪ | ১৩৭৪ | ১৩২৮ | ২৬৮ | ১৮০ |
| জামালপুর | ২০৩ | ৩১ | ৮৫০ | ৮৬২ | ১ | ৩ | ১০৭০ | ৬৭৮ | ২৪২ | ১৩৭ | - | - | ১৩৫ | ১০১ |
| নালিতাবাড়ী | - | - | ৮১ | ৬৪ | - | - | ২০৯ | ৮৫ | ৩২৭ | ২১৫ | ১৩৭৪ | ১৩২৮ | ২৬ | ৩ |
| দেওয়ানগঞ্জ | ২২ | - | ৩৫৭ | ২৯৪ | ৮ | ৭ | ২৫১ | ৮৯ | ৪৩ | ৭৮ | - | - | ২৭ | ১৬ |
| সেরপুর | ৭৩ | ১৮ | ২২৪ | ১৬১ | - | - | ৫১৯ | ২৪৪ | ৩৫৬ | ২৫৪ | - | - | ৮০ | ৬০ |
| টাঙ্গাইল বিঃ | ৩৫২ | ১৬১ | ৩৪৮৮ | ৩৪২৯ | ১৮ | - | ৬৩৬৪ | ৫৯২১ | ৮৫১ | ৫৪৮ | - | - | ৭২৯ | ৬৭৮ |
| টাঙ্গাইল | ৯০ | ৫ | ১৪৪৬ | ১৫১১ | ২ | - | ৩৯৭০ | ৩৭৩৪ | ২০২ | ১৬৯ | - | - | ৩৫০ | ৩৬২ |
| কালিহাতী | ৭৭ | ৩ | ১৫৭১ | ১৪৬৫ | - | - | ১৩৫২ | ১৩৯৭ | ২২৪ | ১৫৯ | - | - | ২৩১ | ১৮৫ |
| গোপালপুর | ১৮৫ | ১৫৩ | ৪৭১ | ৪৫৩ | ১৬ | - | ১০৪২ | ৭৯০ | ৪২৫ | ২২০ | - | - | ১৪৮ | ১৩১ |
| কিশোরগঞ্জ বিঃ | ৬৫ | ৯ | ১৯০৯ | ১৮০৭ | ৭৪ | ৩ | ৪৮৪৪ | ৪২৫৪ | ৯১২ | ৬৭৬ | - | - | ১৮০৬ | ১৬৬১ |
| কিশোরগঞ্জ | ৩৯ | - | ৬১৮ | ৫৮৭ | ৭১ | ৩ | ২২৫৮ | ১৯৬৩ | ২০০ | ৮০ | - | - | ৯৬৩ | ৮৭৫ |
| কাটিয়াদী | ২০ | ৬ | ৩৪১ | ৩৮৪ | - | - | ১২১ | ১১০২ | ৪০ | ৪১ | - | - | ৪০২ | ৪০১ |
| বাজিতপুর | ৬ | ৩ | ৯৫০ | ৮৩৬ | ৩ | - | ১৪৬৫ | ১১৮৯ | ৬৭২ | ৫৫৫ | - | - | ৪৪১ | ৩৮৫ |

# পরিশিষ্ট

## হিন্দু

| এলাকা | ডোম | | দোসাদ | | গন্ধবণিক | | গণবর | | গারো | | গোঁব | | হৃদি | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী |
| সমগ্র জেলা | ৭৭৮ | ৬৬৫ | ১০৬০ | ২০৫ | ২৭৪৮ | ২৮০১ | ৬৪১ | ৭০৪ | ১৬৮১৯ | ১৬৩৭২ | ২৮৩৯ | ৩২৯ | ১১১৯২ | ১১০৫৪ |
| সদর বিভাগ | ৩১৪ | ২৯৯ | ৬২৫ | ১৩৬ | ৫৩৮ | ৩১৭ | ২২ | ১৪ | ৮৭৮১ | ৮৬৭৪ | ৮৫৮ | ১২৭ | ৫০৯৮ | ৪৮৭৭ |
| নসিরাবাদ | ১০২ | ৭৫ | ৩৫৬ | ৭১ | ১৪৮ | ৪৮ | ১৩ | ১৩ | ১২৩৩ | ১২০০ | ৩৪৭ | ৭২ | ৯৪ | ৭১ |
| ফুলবাড়ীয়া | ১ | - | ৩৪ | ১১ | ৪০ | ৮ | - | - | ৮৭১ | ৮৫৪ | ৭৩ | - | - | - |
| গফরগাঁও | ৭ | ৭ | ৩১ | ১৮ | ১১০ | ৬৫ | ৯ | ১ | ৪৩২ | ৪৭৭ | ৪৬ | ৫ | ৪৮ | ৫০ |
| নান্দাইল | ৬ | ১০ | ১৫ | - | ২৮ | ৩১ | - | - | ৩ | ২ | ১২০ | ১২ | ৪৫ | ৪৫ |
| ঈশ্বরগঞ্জ | ৫৯ | ৭৮ | ৯৮ | ১৮ | ১২২ | ৬৫ | - | - | ৮২৮ | ১৫ | ১০০ | ১৯ | ৯৬ | ১০৩ |
| ফুলপুর | ১৩৯ | ১২৯ | ৯১ | ১৬ | ৯০ | ১০০ | - | - | ৬২১৪ | ৬১২৬ | ১৭২ | ১৯ | ৪৮১৫ | ৪৬০৮ |
| নেত্রকোণা বিঃ | ১২৪ | ১১৬ | ৯৪ | ২ | ৫৮২ | ৬৮০ | ৪১৩ | ৪৬৯ | ৪৮৮২ | ৪৭৪৫ | ৭৪৫ | ২৭ | ১৪৯৩ | ১৩০৮ |
| নেত্রকোণা | ৩৮ | ৩৩ | ৪২ | - | ৩১৭ | ৩৯৪ | ৩৬২ | ৩৯৪ | ২৩৮ | ২৪৪ | ৪৪২ | ২৩ | ৭৯৫ | ৬৯৭ |
| কেন্দুয়া | ৫০ | ৪৪ | ৪৪ | ২ | ১৭৮ | ২২৬ | ৪৫ | ৭৫ | - | - | ২৫৭ | ৩ | ২০ | ২ |
| দুর্গাপুর | ৩৬ | ৩৯ | ৮ | - | ৮৭ | ৬০ | ৬ | - | ৪৬৪৪ | ৪৫০১ | ৪৬ | ১ | ৬৭৮ | ৬০৯ |
| জামালপুর বিঃ | ১৯২ | ১৪৫ | ১৭৫ | ২৩ | ২১৬ | ১৬০ | ১১ | - | ২৭৯৮ | ২৫৩৯ | ২৭৮ | ৩১ | ৪৪৫৫ | ২৭৩০ |
| জামালপুর | ৩২ | ২৫ | ৯৩ | ৮ | ১৬৪ | ১৫২ | - | - | ৪৬৯ | ৩৯৬ | ১২৩ | ১৯ | - | ৭ |
| নালিতাবাড়ী | ৫১ | ৪৫ | ৩ | - | ২০ | ৬ | - | - | ১৬৪৩ | ১৫৯৪ | ৮৪ | ১১ | ২৩৭৫ | ২৪৯৫ |
| দেওয়ানগঞ্জ | ৫৪ | ২৯ | ৩৪ | ১৩ | ২৯ | - | ১১ | - | ৩৬ | ৩০ | ১৩ | - | ১৯ | ২১ |
| সেরপুর | ৫৫ | ৪৬ | ৪৫ | ২ | ৩ | ২ | - | - | ৬৫০ | ৫৪৯ | ৫৮ | ১ | ২০৬১ | ২২০৭ |
| টাঙ্গাইল বিভাগ | ৭২ | ৪৮ | ১০৭ | ৪২ | ৫৫৪ | ৭৯৪ | ১০ | - | ৩৫৮ | ৩৮৪ | ৬১১ | ১১৮ | - | ৩ |
| টাঙ্গাইল | ৩৪ | ১৬ | ২৭ | ৮ | ২৫৪ | ৩২০ | ৫ | - | - | - | ৩৫৬ | ২৫ | - | - |
| কালিহাতী | ১৬ | ১৪ | ২৪ | ৫ | ২০৭ | ৩৭৭ | - | - | ১৮৮ | ১৮৭ | ১১১ | ৫ | - | ৩ |
| গোপালপুব | ২২ | ১৮ | ৫৬ | ২৯ | ৯৩ | ৯৭ | ৫ | - | ১৭০ | ১৯৭ | ১৪৪ | ৮৮ | - | - |
| কিশোরগঞ্জ বিভাগ | ৭৬ | ৫৭ | ৫৯ | ২ | ৮৫৮ | ৮৫০ | - | ১১১ | - | - | ৩৪৭ | ২৬ | ১৪৬ | ১৩৬ |
| কিশোরগঞ্জ | ৭৪ | ৫৬ | ৪০ | - | ২৯৫ | ৩০০ | ৮৪ | ৮৯ | - | - | ২৪৪ | ১৫ | ১৪৪ | ১২৮ |
| কাটিয়াদী | - | - | ৪ | ২ | ১৮৫ | ২২৫ | - | - | - | - | ৫১ | ২ | ২ | ৮ |
| বাজিতপুর | ২ | ১ | ১৫ | - | ৩৭৮ | ৩২৫ | ১০১ | ১৩২ | - | - | ৫২ | ৯ | - | - |

## পরিশিষ্ট

## হিন্দু

| এলাকা | হাজং | | যোগী ও যুগী | | কাঁহার | | কৈবর্ত্ত | | কামার ও লোহার | | কপালী | | করণী | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী |
| সমগ্র জেলা | ১৩১৮৮ | ১২৪০০ | ২৩১০৬ | ২১৫৮০ | ৫৪১৭ | ২৫৭ | ৬৫২৬৭ | ৬৫৪৯৪ | ৬২৫২ | ৫৯২৮ | ৭৬৮০ | ৭৭৯৯ | ২২৯১ | ২০০৭ |
| সদর বিভাগ | ১৪৩৬ | ১৩২২ | ৬১৮৭ | ৫৫২৩ | ১৮৬০ | ১৪২ | ৭৫৪১ | ৭৬১৪ | ৮২২ | ৬৭৬ | ১৯৩৩ | ১৯৩০ | ৪৫৭ | ৪৪৯ |
| নসিরাবাদ | ১ | ... | ১৩৯৯ | ১৩৩৯ | ৬৪০ | ৪৬ | ৩১৬৯ | ৩৩৬২ | ৩৪৪ | ২১১ | ২৮২ | ৩১২ | ২০ | ২৪ |
| ফুলবাড়ীয়া | ... | ... | ৪৭৭ | ৪৩৪ | ১৪৫ | ১৯ | ১২৩১ | ১১৯৬ | ৮৭ | ৮৮ | ... | ... | ২৮ | ৩২ |
| গফরগাঁও | ১ | ... | ৯৬১ | ৭০৭ | ৩৩১ | ২৪ | ১০০৪ | ১০২৯ | ১০৫ | ৯০ | ... | ... | ৫ | ৫ |
| নান্দাইল | ১ | ... | ১২৬৮ | ১১৫৯ | ১৮৩ | ১৯ | ৪৩৬ | ৪৪১ | ৫৭ | ৫১ | ৪৪৮ | ৪৪২ | ৭৭ | ৮৯ |
| ঈশ্বরগঞ্জ | ... | ... | ১৪২০ | ১৫৫৩ | ২৯৪ | ১৪ | ৬৩৬ | ৬৪৮ | ১২৫ | ১৬৬ | ২১৩ | ২০২ | ২৫৯ | ২৪৯ |
| ফুলপুর | ১৪৩৩ | ১৩২২ | ৬৬২ | ৬৩১ | ২৬৭ | ২০ | ১০৬৫ | ৯৭৮ | ১০৪ | ৭০ | ৯৯০ | ৯৭৪ | ৬৮ | ৫০ |
| নেত্রকোণা বিভাগ | ৬৮৬৭ | ৬৪৬৯ | ৫৭৬৪ | ৫৪৩৩ | ১০২০ | ৫০ | ১৪৬৮৭ | ১৫০৬০ | ৫০৭ | ৫৭৮ | ১৫০ | ১৫৩ | ১২৯৭ | ১০৪২ |
| নেত্রকোণা | ১ | ১ | ২৮২৬ | ২৬৪২ | ৬৭৭ | ৪৬ | ৪০৩০ | ৪২০৯ | ৩০৬ | ৩০১ | ১২৭ | ১২৯ | ৫০৪ | ৪৪৩ |
| কেন্দুয়া | ২ | ... | ২২৭৪ | ২১৭০ | ১৯৮ | ২ | ৬৮১৩ | ৬৯৩৭ | ১৩৩ | ১২৯ | ২৩ | ২৪ | ৫৪১ | ৪৮৩ |
| দুর্গাপুর | ৬৮৬৪ | ৬৪৬৮ | ৬৬৪ | ৬২১ | ১৪৫ | ২ | ৩৮৪৪ | ৩৯১৪ | ১৬৮ | ১৪৮ | ... | ... | ২৫২ | ১১৬ |
| জামালপুর বিভাগ | ৫৮৫৯ | ৪৬০৯ | ১৯৪০ | ১৭৮৫ | ৯০৬ | ২৮ | ৩২৪৪ | ৩২২৩ | ৫১৮ | ৩০৩ | ১৬০ | ১৮৯ | ... | ... |
| জামালপুর | ২ | ... | ১১৩৬ | ১০৬৩ | ৩০৯ | ১৪ | ২২২৬ | ২৩০৭ | ৩১৩ | ১৮৯ | ১৫৬ | ১৮৯ | ... | ... |
| নালিতাবাড়ী | ৪১৯৫ | ৪০৪৩ | ১৬৬ | ৯৭ | ৯৩ | .. | ২৫৪ | ২৫৪ | ১৬ | ৫ | ৩ | ... | ... | ... |
| দেওয়ানগঞ্জ | ৩ | ... | ৪৫৩ | ৪৫৭ | ২৮৯ | ... | ৬৫০ | ৫৬৫ | ১১২ | ৭৩ | .. | ... | . | .. |
| সেরপুর | ৬৫৯ | ৫৬৬ | ১৮৫ | ১৬৮ | ২১৫ | ১৪ | ১১৪ | ৯৭ | ৭৭ | ৩৬ | ১ | ... | ... | ... |
| টাঙ্গাইল বিভাগ | ২৬ | ... | ৩০১১ | ৩১২৩ | ১৫৩৬ | ২৯ | ১৩৪৭২ | ১৩৪০৭ | ৩৪৩৫ | ৩৬২৪ | ৩৭৫৩ | ৩৮৭৩ | ১২৬ | ৯৮ |
| টাঙ্গাইল | ৩ | ... | ৯২ | ৭৫ | ৭৫৫ | ৬ | ৬৯২০ | ৬৬৯৮ | ২১৫৭ | ২৩৯৪ | ৩০৫৯ | ৩১৭২ | ... | ... |
| কালিহাতী | ২১ | .. | ১৬৯৬ | ১৯৩৯ | ২৬৩ | ১০ | ৩১৩২ | ৩৪০২ | ৯০১ | ৯৬৬ | ৮৪ | ৯৩ | ১০ | ১৫ |
| গোপালপুর | ২ | .. . | ১২২৩ | ১১০৯ | ২১৮ | ১৩ | ৩৪২০ | ৩৩০৭ | ৩৮৭ | ২৬৪ | ৬১৩ | ৬০৮ | ১১৬ | ৮৩ |
| কিশোরগঞ্জ বিভাগ | ... | ... | ৬২০৪ | ৫৭১৬ | ৩৯৫ | ৮ | ২৬৩২১ | ২৬১৭৮ | ৮৮৬০ | ৭৪৭ | ১৬৮১ | ১৬৫৪ | ৪১১ | ৪১৮ |
| কিশোরগঞ্জ | ... | ... | ২৮৫৭ | ২৭১৮ | ১২৮ | .. | ৭৭৪৬ | ৭৩৪৮ | ৩৮৫ | ৩০০ | ১৫০৮ | ১৫১৫ | ৩৮৯ | ৩৯৩ |
| কাটিয়াদী | ... | ... | ১২৯৪ | ১২০৫ | ২০৯ | ২ | ৮৮৯ | ৯৯৩ | ১৯১ | ২০৯ | ২৩ | ২১ | ২২ | ২৫ |
| বাজিতপুর | .. | ... | ২০৫৩ | ১৭৮৩ | ৫৮ | ৬ | ১৭৬৮৬ | ১৭৮৩৭ | ২৮৪ | ২৩৮ | ১৫০ | ১১৮ | ... | ... |

# পরিশিষ্ট

## হিন্দু

| এলাকা | কায়স্থ | | কৈরী | | কুমার | | কুরমী | | মাল | | মালাকার (মালী) | | মাল | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী |
| সমগ্র জেলা | ৫৫৯০০ | ৫৪২৮০ | ৯৯০ | ১০৬ | ১১৩৫৪ | ১০৭২৫ | ১৯৭৪ | ২৮৩ | ১২৯০২ | ১১৮১৪ | ৫৬৭ | ৬৪০ | ১৮১৮৫ | ১৭১০৫ |
| সদব বিভাগ | ১৫৪৮৬ | ১৪৫২৪ | ৫০৪ | ৭৫ | ২৭৪৭ | ২৪৩৬ | ৮৬২ | ১১৮ | ২৮২৮ | ২৫৯৩ | ১৬১ | ১৮৪ | ২৬৪৮ | ২৪৬৩ |
| নসিরাবাদ | ৫৫৬৩ | ৪৮৪০ | ৩০৩ | ৩৮ | ৭৫৩ | ৭০৪ | ৫৫৩ | ৬৮ | ৫ | ৮ | ৩ | - | ১০৪১ | ৯৪৭ |
| ফুলবাড়ীয়া | ৭০১ | ৬৮৩ | ৩২ | ১ | ৩১১ | ২৮৯ | ২৪ | - | - | - | ৪ | - | ৪৭ | ৭৮ |
| গফরগাঁও | ১৩৪৫ | ১২৪০ | ১৩ | ২ | ৪৯৭ | ৪৭৮ | ৯৭ | ৭ | ২০ | ১১ | ৪ | ১ | ১২৮৬ | ১০৯১ |
| নান্দাইল | ১৯৫৮ | ২০০৯ | ১৩ | ৩ | ১৯৬ | ২১০ | ৩৪ | - | ১০৯৪ | ৯৭৭ | ১৪৫ | ১৭৯ | - | - |
| ঈশ্বরগঞ্জ | ২৮৬৪ | ২৭৪৬ | ৭২ | ১৭ | ৪০১ | ২৭১ | ৯৭ | ১১ | ১০৫৫ | ৯৪০ | ৫ | ৪ | - | - |
| ফুলপুর | ৩০৫৫ | ৩০০৬ | ৬৯ | ১৪ | ৫৮৬ | ৪৮৪ | ৫৭ | ৩২ | ৬৫৪ | ৫৫৭ | - | - | ২৭৪ | ৩৪৭ |
| নেত্রকোণা বিঃ | ৯৭৬৯ | ৯৭৩০ | ১১৪ | ৫ | ২১৫৪ | ১৯৮২ | ১৬৪ | ১৭ | ৩৭১৯ | ৩৫৪২ | - | - | ৪৩৩১ | ৩৭৭৫ |
| নেত্রকোণা | ৪৫২১ | ৪৩৬০ | ৭৫ | ৫ | ১৩২১ | ১১৯৩ | ৮৯ | ১১ | ১৭২৮ | ১৬৯৬ | - | - | ১২০৩ | ১১৫৯ |
| কেন্দুয়া | ২৫৯৯ | ২৭৮২ | ১৫ | - | ৪০৬ | ৪০৭ | ৩০০ | ১ | ৫২০ | ৫১৫ | - | - | ২৭৬৯ | ২৩৩১ |
| দুর্গাপুব | ২৬৪৯ | ২৫৮৮ | ২৪ | - | ৪২৭ | ৩৮২ | ৪৫ | ৫ | ১৪৭১ | ১৩৩১ | - | - | ৩৫৯ | ২৬৫ |
| জামালপুর বিঃ | ৫০৩৯ | ৬০৯৮ | ১৮১ | ১৫ | ৯৬৭ | ৯০৩ | ৪৪২ | ১৩৪ | ১৪৬৯ | ১৩০৯ | ৮০ | ৭৫ | ৫৫৪ | ৮৫২ |
| জামালপুর | ৩৫৯৪ | ৩২৯৮ | ৭৯ | - | ৫৮৯ | ৫৮২ | ২৭৯ | ৭৭ | ৪২৯ | ২০০ | ২১ | ১৭ | ১১৫ | ৬১৭ |
| নালিতাবাড়ী | ৫৯৫ | ৫০৯ | ৬ | ৬ | ২৮৯ | ২৬ | ২৯ | ৪ | ২৪৯ | ২৪৫ | - | - | - | - |
| দেওয়ানগঞ্জ | ৬৫১ | ৫২৪ | ৬৩ | ২ | ৪৭ | ৩ | ৭৬ | ১৪ | ৪৭৯ | ৫২৬ | ৩৪ | ৩০ | ৪৩২ | ২৩৫ |
| সেরপুর | ১৯৬৯ | ১৭৬৭ | ৩৩ | ৭ | ৪২ | ২ | ৪৮ | ৩ | ৩১২ | ৩৩৮ | ২৫ | ২৮ | ৭ | - |
| টাঙ্গাইল বিঃ | ১৫৭৩৭ | ২১৯১২ | ১২৬ | ৭ | ৩৮২২ | ৩৮৫১ | ৩৭৭ | ৩৩ | ১৩৯২ | ১২৯৯ | ৩০৫ | ৩৮১ | ২২৬৫ | ২১১১ |
| টাঙ্গাইল | ৮৮৫২ | ৮৯৮০ | ৪০ | ১ | ১৮৬৬ | ২০২২ | ১৮৭ | ১২ | ২১৫ | ১৬৩ | ২১৮ | ২৮৫ | ১১৮৮ | ১০৮৭ |
| কালিহাতী | ৩৮৮২ | ৩৯০৬ | ২৩ | - | ১০২৩ | ১০০৫ | ৪৪ | - | ৪২৭ | ৪০৫ | ৪৬ | ৪১ | ৭২০ | ৬১০ |
| গোপালপুব | ৩০০৩ | ২৮২৬ | ৬৩ | ৬ | ৯৩৩ | ৮২৪ | ১৪৬ | ২১ | ৭৫০ | ৭৩১ | ৬১ | ৫৫ | ৩৫৭ | ৩৩৪ |
| কিশোরগঞ্জ বিঃ | ৮০৮৪ | ৮২০২ | ৬৫ | ৪ | ১৬৬৪ | ১৫৫২ | ১২৯ | ১৭ | ৩৪৯৪ | ৩১৭১ | ১ | - | ৮৩৮৭ | ৭৮০৪ |
| কিশোরগঞ্জ | ৪২৯২ | ৪১৩২ | ৬১ | - | ১১০৬ | ১০৪১ | ৬২ | ৩ | ২৩২ | ২৪৬ | ১ | - | ৫৯৯৯ | ৫৩৭৭ |
| কাটিয়াদী | ২০৭১ | ২২৭৪ | - | ৪ | ৩৪৭ | ৩৩৩ | ১৮ | - | ৮৩ | ৮৪ | - | - | ১৪৫৪ | ১৬০৬ |
| বাজিতপুর | ১৭২০ | ১৮১৬ | ৪ | - | ২১১ | ১৭৮ | ৪৯ | ১৪ | ৩১৭৯ | ২৮৪১ | - | - | ৯৩৪ | ৮২১ |

# পরিশিষ্ট
## হিন্দু

| এলাকা | মযরা | | মুচি | | নমশূদ্র (চণ্ডাল) | | নাপিত | | নুনিয়া | | পাটিকায় | | পাটুনী | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী |
| সমগ্র জেলা | ২৯৩২ | ২৮৩২ | ১০৩০৬ | ৭৫৪৯ | ৭৯৭০৪ | ৭৬১৭৯ | ১৩৭২৮ | ১৩০০৫ | ১০২৭৭ | ৫৬৭৩ | ১০৯৯ | ১০৯৮ | ১১১২১ | ১০৫৮৭ |
| সদর বিভাগ | ৬৯৯ | ৬৫২ | ৩০৯৬ | ২০৯০ | ১৮০৭৮ | ১৫৯৫৪ | ৩৫০৬ | ৩২৬৪ | ৩৯৫৯ | ২০৮৪ | ৩৬০ | ৩৪৬ | ৮২০ | - |
| নসিরাবাদ | ১১৪ | ১০০ | ৯০৮ | ৭৯৮ | ৪৫০৬ | ৩১৮১ | ৮১৭ | ৮০৫ | ১৪০৬ | ৮৯৯ | - | - | ২৩৯ | ৩০৯ |
| ফুলবাড়ীয়া | ৭ | - | ৪৮৭ | ২২১ | ৩২৪৫ | ৩০৫৩ | ২৭৭ | ২৭৬ | ৪৪৪ | ১৩৬ | ৬ | - | ৫ | ২ |
| গফরগাঁও | ২৪৩ | ২২৯ | ৪০২ | ৩১১ | ২৩৮১ | ২৪৮৮ | ৪৩৫ | ৩৬৯ | ৪৪৩ | ২৯৪ | ১৬০ | ১২৫ | ৪২ | ৪০ |
| নান্দাইল | ৪৬ | ৪১ | ১৬৯ | ৯৬ | ২২৯২ | ২১৭৫ | ৬১০ | ৫৯১ | ৩৫৭ | ১০০ | - | - | ৩৬ | ৩০ |
| ঈশ্বরগঞ্জ | ২০৯ | ২০৯ | ৪৬৬ | ২২৭ | ২৮৮৪ | ২৬৩৬ | ৮৮১ | ৮০০ | ৪৩৮ | ১৪৭ | - | - | ৩০৮ | ১৭৭ |
| ফুলপুর | ৮০ | ৭৩ | ৬৬৪ | ৪৩৭ | ২৭৭০ | ২৪১২ | ৪৮৬ | ৪২৩ | ৮৭১ | ৫০৮ | ১৯৪ | ২২১ | ১৯০ | ১৬৪ |
| নেত্রকোণা বিঃ | ৫০ | ৪০ | ১১৮১ | ৬২৩ | ১২৫৪৪ | ১১১১৮ | ২৪৩৬ | ২৩২৬ | ১১৬০ | ৫৯৮ | ৭৩৭ | ৭৫২ | ৮২৪৭ | - |
| নেত্রকোণা | ৩ | - | ৬২৭ | ৩১৩ | ৭১৯৮ | ৬৩৮৩ | ১২৯২ | ১২১৬ | ৫৮১ | ২৬৩ | ৬০২ | ৬৩৩ | ৪৬১৫ | ৪৪৫১ |
| কেন্দুয়া | ৪৭ | ৪০ | ৩০৮ | ১১২ | ২৯৪৬ | ২৮০১ | ৮১৩ | ৮০১ | ৩২৫ | ৯. | - | - | ১৪৫৫ | ১৪১০ |
| দুর্গাপুর | - | - | ২৪৬ | ১৯৮ | ২৪০০ | ১৯৩৪ | ৩৩১ | ৩০৯ | ২৫৪ | ১৪০ | ১৩৫ | ১১৯ | ২১৭৭ | ২০১৫ |
| জামালপুর বিঃ | ৯০৭ | ৮৯৫ | ২২৪০ | ১৩৬৮ | ৩৬২৫ | ৩২৫৯ | ১৪৪০ | ১১৮০ | ২৬৩৭ | ১৭০০ | - | - | ৩৩০ | - |
| জামালপুর | ২১৬ | ২২৫ | ৭৪৫ | ৪১৯ | ১৫৪৩ | ১৩৯৪ | ৫৯১ | ৫০২ | ১০৮৪ | ৬৫৩ | - | - | ১২৪ | ১০১ |
| নালিতাবাড়ী | ২৩৪ | ১৯৬ | ৪৮০ | ৩০৭ | ৭২৭ | ৬৬৪ | ২১০ | ১৮৬ | ৬৫৫ | ৪২৯ | - | - | ২২ | ১৫ |
| দেওয়ানগঞ্জ | ১৯১ | ২১৯ | ৫১০ | ২৪৬ | ৫১২ | ৪২৫ | ৩৪০ | ২৫৮ | ১২১ | ৪০ | - | - | ১৫২ | ১৪০ |
| সেরপুর | ২৬৬ | ২৬৫ | ৫০৫ | ৩২৬ | ৮৪৩ | ৭৭৬ | ২৯৯ | ২৩৪ | ৭৭৭ | ৫৭৮ | - | - | ৩২ | ২৭ |
| টাঙ্গাইল বিঃ | ৮৫০ | ৮৫৩ | ২৮৫১ | ২৭৫৪ | ২৩৯৯২ | ২৫৩৫১ | ৩৬৪০ | ৩৫৭৮ | ১৮১৪ | ১১৫৬ | - | - | ৭৮৬ | - |
| টাঙ্গাইল | ২৮ | ১৮ | ১৭০৭ | ১৭৯১ | ২০৫৯১ | ২২০৯৬ | ১৯৪১ | ১৯৪৯ | ৫৭৬ | ৩৮৪ | - | - | ৪১৭ | ৪১২ |
| কালিহাতী | ৭১২ | ৭১৮ | ৩৮৯ | ৩০০ | ১৭৯৭ | ১৯৫২ | ৮১৪ | ৮০৯ | ৫১৭ | ৩৩২ | - | - | ১৩১ | ১৪০ |
| গোপালপুর | ১১০ | ১১৭ | ৭৫৫ | ৬৬৩ | ১৬০৪ | ১৩০৩ | ৮৮৫ | ৮২০ | ৭২১ | ৪৪০ | - | ১০ | ১৩৮ | ২৩৫ |
| কিশোরগঞ্জ বিঃ | ৪১৬ | ৩৮২ | ৯৩৮ | ৭১৫ | ২১৮৬৫ | ২০৫০৬ | ২৭০৬ | ২৬৫৭ | ৭১৭ | ২৩৫ | - | ১০ | ৯৩৮ | - |
| কিশোরগঞ্জ | ১১৭ | ১১৭ | ২১৭ | ১৬৯ | ১০৪৪১ | ১০১৪৭ | ১০৩৮ | ১০২২ | ৩৮২ | ৯৭ | - | - | ৬২০ | ৫৮০ |
| কাটিয়াদী | ১৬৬ | ১৩৩ | ১৩০ | ৭০ | ৪৪১৬ | ৪১২৮ | ৫০৯ | ৪৮৮ | ১৭৫ | ৫৯ | - | - | ৬৩ | ৫২ |
| বাজিতপুর | ১৪৩ | ১৩২ | ৫৯১ | ৪৭৫ | ৬৬০৭ | ৬২৩১ | ১১৫৯ | ১১৪৭ | ১৬০ | ৭৯ | - | - | ২৫৫ | ২৮৭ |

# পরিশিষ্ট

## হিন্দু

| এলাকা | রাজ বংশী (কোচ) | | রাজভব্ | | রাজপুত (ছত্রি) | | সুবর্ণ বণিক | | শুদ্র | | শুঁড়ি বা সাহা | | সূত্রধর (ছুতার) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী |
| সমগ্র জেলা | ২৬৯০৫ | ২৪৯৩১ | ২৭২১ | ১৩১২ | ৪১৩৮ | ২৪৯৩ | ৯৯২ | ৮৯৪ | ৯৫০৮ | ৯১৫২ | ২৫৪৬৭ | ২৬৪৪৬ | ১৩৮৯৫ | ১২৬০২ |
| সদর বিভাগ | ১১১১১ | ১০২৬৫ | ৮৪৫ | ৭৩১ | ১৪৭২ | ৭০৮ | ২০২ | ১৪৩ | ১২৪৮ , | ১১৮৲ | ২৩১২ | ২১৪৪ | ২৩৭৩ | ২০২৮ |
| নসিরাবাদ | ৩৭৪৮ | ২৫৯৭ | ১৪৩ | ১৯২ | ৩৬০ | ৫৫ | ১৩৩ | ১১২ | ৪১২ | ৩৪০ | ৯২৪ | ৭৮৩ | ৭১৩ | ৫২১ |
| ফুলবাড়ীয়া | ৩৯৫১ | ৩৫১০ | ২৩৩ | ১৩৬ | ৩৮ | ১০ | ৩০ | ৭ | ৩৪ | ৩৫ | ৩২৩ | ২৮১ | ১২৪ | ৯৬ |
| গফরগাঁও | ৩৭৪৯ | ৩৬০৯ | ১২১ | ১৩৯ | ৬১৩ | ৪২০ | ১৭ | ১২ | ১৪৯ | ১২৯ | ৩৪৩ | ৩৩৫ | ২৪৩ | ২৪৩ |
| নান্দাইল | ৯৭ | ... | ১৭০ | ১২৬ | ৪৬ | ৩০ | ১৮ | ১২ | ৯০ | ১০৪ | ১৮২ | ২৬৮ | ৪৭৯ | ৪২২ |
| ঈশ্বরগঞ্জ | ২০ | ৭ | ১২৮ | ১১৩ | ১৪৯ | ২৭ | ৪ | ... | ৪৯৫ | ৫০০ | ২৫৬ | ২৬২ | ৪২০ | ৪২৬ |
| ফুলপুর | ৫৪৬ | ৫৪২ | ৫০ | ২৫ | ২১৫ | ১৬৬ | ... | ... | ৬৮ | ৭৪ | ২৮৪ | ২১৫ | ৩৯৪ | ৩২০ |
| নেত্রকোণা বিঃ | ২২৭ | ২৭৮ | ১২৯ | ৭৫ | ৩৮৬ | ১৭৯ | ৬ | ... | ৪২৮৩ | ৪০৫৫ | ৩৯৮২ | ৩৯৫০ | ১৯৯১ | ১৭০৬ |
| নেত্রকোণা | ৭ | ৩ | ৪৮ | ১১ | ২১৬ | ৯২ | ৬ | ... | ২৮২০ | ২৬৮৭ | ২১০৪ | ২১২২ | ১০৭৯ | ৮৬৮ |
| কেন্দুয়া | ... | ... | ৪৫ | ৫৮ | ৫৮ | ২১ | ... | ... | ৯৮২ | ৯৬৯ | ৫৪৪ | ৫১৩ | ৭৭৮ | ৭১৪ |
| দুর্গাপুর | ২৭০ | ২৭৫ | ৩৬ | ৬ | ১১২ | ৬৬ | .. | ... | ৪৮১ | ৩৯৯ | ১৩৩৪ | ১৩১৫ | ১৩৪ | ১২৪ |
| জামালপুর বিঃ | ১১০৭০ | ১০৭৮৮ | ৮৫৩ | ৩২৮ | ১০৮৮ | ৭৫৯ | ১১০ | ১০০ | ৫৮২ | ৫৮১ | ১২৮১ | ১১৩৫ | ১০২৫ | ৭৩৬ |
| জামালপুর | ১৬৪৪ | ১৩৩২ | ৫৯৫ | ২৩৮ | ২৭১ | ৮৬ | ৩৫ | ২৮ | ৯২ | ৯১ | ৬৪৪ | ৫৫৭ | ৫৪২ | ৩৯৯ |
| নালিতাবাড়ী | ৫৩৪৩ | ৫৪৫৭ | ১০৭ | ৪০ | ৯১ | ৬০ | ... | .. | ১১ | ৯ | ২২৫ | ১৯৬ | ১১৩ | ৮৮ |
| দেওয়ানগঞ্জ | ১০৬১ | ১০০৩ | ৬৩ | ২০ | ৫৮৬ | ৫৪৬ | ৭৫ | ৭২ | ... | ... | ১৯৯ | ১৭১ | ১৯২ | ১২৭ |
| সেরপুর | ৩০২২ | ২৯৮৬ | ৮৮ | ৩০ | ১৪০ | ৬৭ | . | ... | ৪৭৯ | ৪৮১ | ২১৩ | ২১১ | ১৭৮ | ১২২ |
| টাঙ্গাইল বিঃ | ৩৪৪২ | ৩৫৭৭ | ৫৬৭ | ১৩৫ | ৭১৬ | ৪৯১ | ৫৬৬ | ৫৪৪ | ৫৪৪ | ৫৩১ | ১২৯২০ | ১৪১৯১ | ৫১১৭ | ৪৯৩৪ |
| টাঙ্গাইল | ১১২৫ | ১২৯০ | ৬৭ | ৫ | ১০৪ | ৪ | ৩৪৬ | ৩৭৮ | ৫২৭ | ৫০৬ | ৭০৮০ | ৭৬৫৩ | ২৬৫১ | ২৬১৩ |
| কালিহাতী | ১৬৪১ | ১৬১৪ | ৬৩ | ২২ | ৪৪০ | ৪০৯ | ৩৭ | ৫০ | ১৭ | ২৫ | ৩৭৩৪ | ৪৩০৭ | ১৩৪০ | ১৩২৮ |
| গোপালপুর | ৬৭৬ | ৬৭৩ | ৪৩৭ | ১০৮ | ১৭২ | ৭৮ | ১৮৩ | ১১৬ | ... | ... | ২১০৬ | ২২৩১ | ১১২৬ | ৯৯৩ |
| কিশোরগঞ্জ বিঃ | ৫ | ৩৩ | ৩২৭ | ৪৩ | ৫২৬ | ৩৫৬ | ১০৮ | ১০৭ | ২৮৪১ | ২৮০৩ | ৪৯৭২ | ৫০২৬ | ৩৩৮৯ | ৩১৯৮ |
| কিশোরগঞ্জ | ৫ | ৩২ | ১২০ | ১৯ | ১৮৬ | ৩৪ | ১৫ | ২১ | ৯৪১ | ১০০২ | ১৬৯৯ | ১৭২২ | ৯৬৭ | ৮৮০ |
| কাটিয়াদী | ... | .. | ৯৬ | ১৩ | ১৫৮ | ১০৮ | ৯০ | ৮৬ | ১০৮০ | ১৩০০ | ৮৮১ | ৮৭৪ | ৫৬৩ | ৫৬০ |
| বাজিতপুর | ... | ১ | ১১১ | ১১ | ১৮২ | ২১৪ | ৩ | . | ৮২০ | ৫০১ | ২৩৯২ | ২৪৩০ | ১৮৫৯ | ১৭৫৮ |

# পরিশিষ্ট

| এলাকা | হিন্দু | | | | | | | | মুসলমান | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | তাঁতি | | তেলী | | তিয়র | | বাদিয়া | | দাই | | দাতিয়া | | জুলা | |
| | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী |
| সমগ্র জেলা | ৫৪৯১ | ৫৩১৫ | ৫৭১২ | ৫৪১০ | ১১২০৯ | ১১৩৮০ | ২৪০০ | ২২৩৩ | ২৪৬৫ | ২৩৫৯ | ৬৮২ | ৬৫২ | ১৫১১৭ | ১৫০১২ |
| সদর বিভাগ | ৫১৮ | ৩৯২ | ৬০৫ | ৪৫৫ | ৫৮৬৭ | ৫৮১০ | ৪৮০ | ৪৪৮ | ৮৪২ | ৯০৮ | ৪ | - | ১৮৮ | ৯৮ |
| নসিরাবাদ | ২৬৯ | ১৭২ | ১৮৫ | ৭৮ | ১২৬৫ | ১২৫৩ | ১১৭ | ১০২ | ৪৬ | ৯৭ | - | - | ১১ | ৩ |
| ফুলবাড়ীয়া | ৪ | ১ | ২৩ | ২ | ১০৯১ | ১১৪৮ | ৪১ | ৩৫ | ৭৩ | ৯৯ | - | - | ২৩ | ১৭ |
| গফরগাঁও | ১৭ | - | ৩২ | ৫৭ | ৩৩৭৭ | ৩২৯৯ | ২৩ | ২৫ | ৯৭ | ১০৯ | - | - | ১৪২ | ৭৩ |
| নান্দাইল | ৬৬ | ৯০ | ৮০ | ৮২ | ৭৯ | ৬৯ | ৮২ | ৮৬ | ১৮১ | ১৬২ | - | - | - | - |
| ঈশ্বরগঞ্জ | ৫০ | ৩১ | ২১৩ | ১৯৭ | - | - | ৭৩ | ৭১ | ১৮২ | ১৮২ | - | - | ২ | ২ |
| ফুলপুর | ১১২ | ৯৮ | ৭২ | ৩৯ | ৫৫ | ৪১ | ১৪৪ | ১২৯ | ২৬৩ | ২৫৯ | ৪ | - | ১০ | ৩ |
| নেত্রকোণা বিঃ | ৬৫ | ৫৯ | ১৩৭১ | ১২৯৮ | ২৩ | ১৯ | ২০২ | ২১৭ | ৫৯৩ | ৫৫৭ | - | - | ৯ | ২ |
| নেত্রকোণা | ২৮ | ৩০ | ৫০১ | ৪৭১ | - | - | ১২৬ | ১৪১ | ৫৯৩ | ৫৫৭ | - | - | ৯ | ২ |
| কেন্দুয়া | ৩২ | ২৭ | ৪৮০ | ৪৭৫ | - | - | ৭২ | ৭৬ | ৩২০ | ২৬৬ | - | - | - | - |
| দুর্গাপুর | ৫ | ২ | ৩৯০ | ৩৫২ | ২৩ | ১৯ | ৪ | - | ১৮০ | ১০২ | ১ | - | - | - |
| জামালপুর বিঃ | ২৬৫ | ২২৪ | ৪৬৫ | ৩৭২ | ৩৭৫ | ৪১৫ | ৫৭৫ | ৫৫৯ | ২২৮ | ২০১ | ৬৭৭ | ৬৫২ | ৬৪২ | ৬৫৮ |
| জামালপুর | ১৭৬ | ১৭৯ | ২৫২ | ২২৭ | ২৩৫ | ২৮৩ | ১২৫ | ৭৩ | ১৪৮ | ১২১ | ৮ | - | ৫৬১ | ৫৪৯ |
| নালিতাবাড়ী | ৪ | - | ৪৩ | ৯ | ১৩৮ | ১৩২ | ৩৯ | ২৭ | ৪৩ | ৩৫ | - | - | ৩৪ | ৩৫ |
| দেওয়ানগঞ্জ | ৫৬ | ৪২ | ১১৯ | ১১৫ | ২ | - | ২০৩ | ২৪৩ | ১৩ | ১০ | ৬৬৯ | ৬৫২ | ৪৭ | ৭৪ |
| সেরপুর | ২৯ | ৩ | ৫১ | ২১ | - | - | ২০৮ | ২১৬ | ২৪ | ৩৫ | - | - | - | - |
| টাঙ্গাইল বিঃ | ৪১৬৫ | ৪২৫৮ | ১৯৮৫ | ২১০৭ | ৪৬৯৬ | ৪৮৫২ | ৫২৯ | ৪৩১ | ৫ | ৫ | - | - | ১৪২৭৫ | [illegible] |
| টাঙ্গাইল | ২৪৭৪ | ২৪৬০ | ৫২৯ | ৮০৬ | ২৫৪৯ | ২৬১৬ | ১৫৪ | ১২২ | ৩ | - | - | - | ৭৯৬৬ | ৭৮৩৭ |
| কালিহাতী | ৮১২ | ৯৩৪ | ৭৫৮ | ৮১১ | ১৪৬৭ | ১৫৭৯ | ১৬৩ | ১০২ | - | - | - | - | ৪৬৬৩ | ৪৭৩৩ |
| গোপালপুর | ৮৭৯ | ৮৬৭ | ৫৯৮ | ৪৯০ | ৬৮০ | ৬৫৭ | ২১২ | ২০৭ | ২ | ৫ | - | - | ১৬৪৬ | [illegible] |
| কিশোরগঞ্জ বিঃ | ৪৭৮ | ৩৮২ | ১২৮৬ | ১১৭৮ | ৪৯৬ | ৫৬৮ | ৩৩৩ | ২৯২ | ২৬০ | ২৬০ | - | - | ২ | - |
| কিশোরগঞ্জ | ২১৮ | ২৩৪ | ৫৪৮ | ৫১১ | ২৪৮ | ২৮৪ | ১৮৫ | ১৭৩ | ৬৩ | ৪৭ | - | - | - | - |
| কাতিয়াদী | ১০ | ১৩ | ১৮৬ | ২০০ | - | - | ৯৬ | ১০৩ | ১৪ | ১৩ | - | - | ২ | - |
| বাজিতপুর | ১৪০ | ১৩৫ | ৫৫২ | ৪৬৭ | ২৪৮ | ২৮৪ | ৫২ | ১৬ | ১৮৩ | ২০০ | - | - | - | - |

# পরিশিষ্ট

## মুসলমান

| এলাকা | কসবি | | খাঁ | | কলু | | নাগারচি | | মাইকরস | | মোগল | | পাঠান | | সৈয়দ | | শেখ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী |
| সমগ্র জেলা | ৩২ | ১৮৬৬ | ৩৪৬৩ | ৩১৩৩ | ১৪৮৩৬ | ১৪৬৯০ | ২২৭৩ | ২১৫৬ | ৭৭০ | ৬৭৩ | ৫৮৭ | ৫৬৩ | ১৬২৫২ | ১৫৩৩৯ | ৪৩১৭ | ৩৯৩১ | ১৩৬২৫১৮ | ১২৯৯৪৪০ |
| সদর বিভাগ | ৫ | ৩০৯ | ৫৯৭ | ৫৪৮ | ৩৭২৭ | ৩৭৩৮ | ৩৪৭ | ৩০৪ | ৩৮ | ৩১ | ৬১ | ৫৭ | ১৮০৯ | ১৫৩২ | ৬২৪ | ৫২৪ | ৩৫৯৯৮৫ | ৩৩৫৮৮৮ |
| নসিরাবাদ | ৫ | ১৭৭ | ১১০ | ৯১ | ১৫৬৯ | ১৫৪৩ | ১৫ | - | ৯ | - | ২৬ | ২৩ | ৫১৫ | ২৯৪ | ২১৭ | ১৮৪ | ৯৬৯৬২ | ৯০০৪৫ |
| ফুলবাড়ীয়া | - | - | ৩১ | ১৪ | ৮৮২ | ৯৪৯ | ১৩ | ১২ | - | - | ৪ | ১ | ২০৯ | ১৫৪ | ৭ | ১ | ৩৯৮৭৮ | ৩৭৩১৪ |
| গফরগাঁও | - | ২০ | - | - | ৬৯৬ | ৭০২ | - | - | - | - | ৭ | ৮ | ১১১ | ৯৩ | ৮২ | ৮৮ | ৬১৫৩০ | ৫৮৪২৩ |
| নান্দাইল | - | ২৭ | ১৯৭ | ১৫৮ | ৩৪৩ | ৩১১ | ৭৯ | ৭৯ | - | - | ১২ | ১৫ | ৬৯৩ | ৬৮৩ | ৮৯ | ৮২ | ৪৪৪৫৫ | ৪২৫৩৩ |
| ঈশ্বরগঞ্জ | - | ৬৪ | ১৩৪ | ১৫৯ | ১৪১ | ১৫০ | ১৬০ | ১২৯ | - | - | - | - | ২৭৮ | ২১৬ | ১৯৫ | ১৪২ | ৬৩৫৭২ | ৫৯৮৭৭ |
| ফুলপুর | - | ২১ | ১২৭ | ১২৬ | ৯৬ | ৮৩ | ৮০ | ৮৪ | ২৯ | ৩১ | ১০ | ১০৩ | ৯২ | ৩৪ | ২৭ | ৫৩৫৮৮ | | ৪৭৬৯৬ |
| নেত্রকোণা বিঃ | - | ১০ | ১৫১৫ | ১৩১২ | ৫৫ | ২২ | ৮৪ | ৬৯ | ২৯ | - | ৫৭ | ৪৭ | ৩২৪৬ | ২৯৩২ | ৬৫৮ | ৫৯৭ | ১৮০১৮৩ | ১৬৪৪০৩ |
| নেত্রকোণা | - | ৩ | ৮৭৯ | ৭৫৬ | ৫০ | ২২ | ৪৪ | - | - | - | ৪১ | ৩৭ | ১৩১৮ | ১১২৭ | ৩১৪ | ২৪১ | ৮৯৯২৯ | ৮১২২৫ |
| কেন্দুয়া | - | - | ৩৮৩ | ৩১১ | - | - | ৫০ | ৫১ | ২০ | - | ৭ | ১০ | ১৩৮৬ | ১২৮০ | ৩০১ | ৩১৬ | ৬৪৩৪৯ | ৬১১৭৭ |
| দুর্গাপুর | - | ৭ | ২৬৩ | ২৪৫ | ৫ | | ২০ | ১৮ | - | - | ৯ | - | ৫৪২ | ৫২৫ | ৪৩ | ৪০ | ২৫৯০৫ | ২২০০১ |
| জামালপুর বিঃ | ১১ | ৪১৯ | ৪৩২ | ৪২১ | ৩৭০৮ | ৩৬৯৫ | ৪৯৩ | ৫০৪ | ১৬৫ | ২২১ | ১৯ | ২৪ | ১৩৬৯ | ১৩০৭ | ৫৩৬ | ৪৯০ | ২৬৭৬৬২ | ২৪৩৪১৯ |
| জামালপুর | ১১ | ২০ | ৩৯ | ৫৮ | ২২২১ | ২১৩৭ | ৩৩৫ | ৩২৯ | ৪১ | ৫১ | ৬ | ৯ | ৬৬১ | ৬২৩ | ৩৫০ | ৩৩৭ | ১১৬৪৫৪ | ১০১০১১ |
| নালিতাবাড়ী | - | ৩০ | ১৮৭ | ১৯২ | ৯২ | ৬৬ | ৪০ | ২৮ | ১২ | ১০ | - | - | ৯৯ | ৭১ | ৫৭ | ৪৮ | ২৯৮০৮ | ২৭৩৯৬ |
| দেওয়ানগঞ্জ | - | ৯৬ | ১৫৯ | ১৪৮ | ৫৮৪ | ৬৫৩ | ৪২ | ৭৮ | - | - | ১৩ | ১৫ | ৫২৬ | ৫৪০ | ৬১ | ৬৩ | ৬২৭৭৪ | ৫৯৪০০ |
| সেরপুর | - | ৮৪ | ৪৭ | ২৩ | ৮১১ | ৮৩৯ | ৭৬ | ৬৯ | ১১২ | ১৬০ | - | - | ৮৩ | ৭৩ | ৬৮ | ৪২ | ৫৮৬২৬ | ৫৫৬১২ |
| টাঙ্গাইল বিঃ | ১৩ | ৮৭৪ | ২৬১ | ২৫৮ | ৫৬২৪ | ৫৫৩৫ | ৬৩৯ | ৬৫৮ | - | - | ৪৪৪ | ৪২৫ | ৯১৭৫ | ৯০০৩ | ১৯০৮ | ১৮২৩ | ৩১২৬৩৭ | ৩০৯৪৪০ |
| টাঙ্গাইল | ২ | ১৭৩ | ৭৮ | ৯৯ | ১৩৬৯ | ১৪৬৮ | ১৫৩ | ১৯১ | - | - | ১৭৫ | ১৭৮ | ৬৭৬৬ | ৬৬২৯ | ১২১১ | ১১৩৫ | ১৩৫৫০৪ | ১৩৬৩৯৩ |
| কালিহাতী | ৫ | ২২৬ | ৬৫ | ৭৭ | ২২১০ | ২১৪৫ | ২২৯ | ২৩ | - | - | ২৪৪ | ২২৫ | ২১৭৫ | ২১১৮ | ৫১৯ | ৫২৮ | ৭১৬০৭ | ৭০১৯৫ |
| গোপালপুর | ৬ | ৪৭৫ | ১১৮ | ৮২ | ২০৪৫ | ১৯৩২ | ২৫৭ | ২৩৭ | - | - | ২৫ | ২২ | ২৩৪ | ২০৬ | ১৭৮ | ১৬০ | ১০৫৫২২ | ১০২৮৫০ |
| কিশোরগঞ্জ বিঃ | ৩ | ২৫৪ | ৬৪৮ | ৫৯৪ | ১৭২২ | ১৭০০ | ৬৬০ | ১২২১ | ৪৪৭ | ৪২১ | ৬ | ১০ | ৬৫৩ | ৫৬৫ | ৫৯১ | ৪৯৭ | ২৪২০৫৫ | ২৩৬২৯২ |
| কিশোরগঞ্জ | ৩ | ১৬১ | ৪২০ | ৪৪৩ | ২৪৫ | ১৯৬ | ৭৯ | ৬৮ | ৫৭ | ৫৩ | - | - | ৪২৪ | ৩৫৬ | ১৯৩ | ১৭৩ | ৯৯৫৪৭ | ৯৭১৩৬ |
| কাটিয়াদী | - | ১৯ | ৭১ | ৪১ | ২০৬ | ২২৩ | ১৮১ | ১৭৫ | ৩৮০ | ৩৬৮ | - | - | ৩৬ | ৩৭ | ১০৯ | ৯৫ | ৫৮৬১৫ | ৫৭৩২৮ |
| বাজিতপুর | - | ৭৪ | ১৫৭ | ১১০ | ১২৭১ | ১২৮১ | ৪১০ | ৩৭৮ | ১০ | - | ৬ | ১০ | ১৯৩ | ১৭২ | ২৮৯ | ২২৯ | ৮৩৮৯৩ | ৮১৮২৬ |

## পরিশিষ্ট

### এক সহস্রের নিম্নে যাহাদিগের সংখ্যা তাহাদিগের শ্রেণী ও সংখ্যা প্রদত্ত হইল।

| হিন্দু | পুরুষ | স্ত্রী | হিন্দু | পুরুষ | স্ত্রী | হিন্দু | পুরুষ | স্ত্রী | মুসলমান | পুরুষ | স্ত্রী |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| আগরওয়ালা | ৬২ | ১৩ | হরি | ১৬০ | ১২১ | মেথর | ২২২ | ২০৩ | আবদন | ১৮৩ | ১৫২ |
| ঐ জৈন | ২৪ | ১৭ | জৈন (জৈন) | ৪১ | ৩ | মান্দা | ১৯ | ৬ | আফগান | ৪ | ২ |
| আমট | ১ | - | ঝোড়া | ২ | - | মারিয়ারী | ১০ | ৬ | আখন্দজী | ১৭ | ৮ |
| বাহেলিয়া | ২৯ | ২৪ | কবিরপন্থী | ৮৭ | ৯৯ | মারং | ১০ | - | আসবক | ২৭ | ২৮ |
| বাইসবানিয়া | ১৫ | ৫ | কালিতা | ১ | - | মুশাহার | ৪২ | ২৯ | বাড়ী | ৬৪ | ৬৫ |
| ভিটি (চুনারী) | ২৭৬ | ২০২ | কলর | ৫ | ৪ | নট | ৩০৫ | ২৯০ | বেহারা | ১৮ | - |
| বানিয়া | ৮ | - | কলু | ১৭ | ৩৭ | নেওয়াচ | ২ | - | বেলদার | ৪২ | ৪৮ |
| বড়াই | ৭ | - | কালুযার | ৭৯ | ৫২ | নুরী | ২ | - | ভাট | ৪ | ৪ |
| বেদিয়া | ১৩ | ১৪ | কান | ৩ | ৩ | ওরাওন | ৩৫ | ২৭ | চৌধুরী | ২০ | ৯ |
| বেলদার | ৬৯ | ৭২ | কান্দু | ৪০৮ | ৫৫ | উড়িয়া | ৮৯ | ২৫ | দরজী | ৩১ | ২৪ |
| বেশ্যা | ২০ | ৫৩৭ | কাঞ্জর | ২২ | - | ওসুয়াল | ৩১ | - | দেওয়ান | ৪ | ৩ |
| ভাট | ২৭ | ২ | কাঁশারী | ১১২ | ১৫০ | ঐ জৈন | ১১৯ | ৩ | ধোবী | ১২ | - |
| ভুড়িয়া | ২৩ | ১ | কাউর | ৩ | ৫ | পার্সি | ১৮৯ | ১২০ | ধুনকর | ৬ | ২ |
| ভূমিজ | ১ | - | কাউয়ালী | ৪৪ | ৪৬ | পাটুয়া | ৩ | - | ফকির | ২৭৭ | ২৮৪ |
| অগ্রদানী | ৮২ | ৭০ | কেউযাট | ৬২ | ৬ | পোদ | ১ | - | গজি | ৩ | - |
| বর্ণব্রাহ্মণ | ১৮২৯ | ২০১৯ | খযবা | ৩ | - | রাজওযাব | ১ | - | হাজম | ১৪৮ | ১২২ |
| দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ | ১০৮৩ | ১১১৩ | খতিযা | ৮ | - | সদগোপ | ২৪৬ | ২৪৪ | কসাই | ৯ | ৩ |
| ব্রাহ্ম | ৩৫ | ২৮ | খবওযাব | ২৫ | - | সাঁখারী | ২৯৯ | ৩১১ | কাজি | ১৮ | ৬ |
| বরমীজ (বৌদ্ধ) | ৫ | - | খটিক | ২৭ | ৫ | সন্ন্যাসী | ২৩৫ | ২৩৪ | খন্দকার | ১৪৫ | ১২৭ |
| চেইন | ১২ | - | খত্রী | ২০ | - | সাঁতাল | ১৩ | ৬ | লালবেগী | ১ | ১ |
| চিক | ৮ | - | খেন | ৬ | - | সারাওগী | ৮ | ২ | মাহিমাল | ১৬ | - |
| চাইনিজ (বৌদ্ধ) | ৯ | - | কুবি | ১ | - | শিখ | ৪ | - | মাল্যা | ৩৭৮ | ৩৩৭ |
| ধনুক | ১১১ | ৫ | লালবেগী | ১ | - | সোনার | ৬১ | ৫ | মল্লিক | ১৭৫ | ১৫৯ |
| দেযাই | ৩৩ | ২৬ | লোহাইত কুড়ী | | ৪২২ | ৪২৭ | সোরাহিয়া | ২১০ | ১০ | মেথর | ৬৬ |
| গারেরি | ২৮ | ১০ | মঘ | ২৯ | ২২ | সুরাজবংশী | ২৯১ | ১০২ | মীর | ১৯৮ | ১৭৪ |
| ঘাঁসি | ৩ | - | মাহেশ্বরী | ৩০ | - | তাম্বুলী | ২১ | ২৪ | মিরধা | ১২ | ৩১ |
| গুনরি | ১২৪ | ১ | মাল্লা | ৫৪৪ | ৭০ | তেলিঙ্গা | ১ | - | মিরজা | ১১ | ৪ |
| গোঁসাঞি | ২ | - | মণিপুরী | ১৪ | ১৩ | খাবু | ১ | - | মিঞা | ১৬ | ১৭ |
| হাজম | ১১ | - | মারওযারী | ২১ | ৬ | ভুড়া | ৩৭৫ | ১২ | মুচি | ১৪ | ৬ |
| হালই | ২২২ | ৩৭ | ম্যোচ | ১ | - | তুরি | ২৬ | - | নলুয়া | ১৯৩ | ১৭৩ |
| | | | | | | বৈশ্য | ১৪৩ | ২০১ | নওমুসলিম | ৪ | - |
| | | | | | | | | | নিকারী | ২১০ | ১৮৬ |
| | | | | | | | | | সুন্নি | ২৪৯ | ২৪৫ |

## পরিশিষ্ট "ঘ"

## বয়ক্রম অনুসারে বিবাহিত, অবিবাহিত, বিপত্নীক ও বিধবার সংখ্যা প্রদত্ত হইল

| | | | | অবিবাহিত | | বিবাহিত | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বয়স | জনসংখ্যা | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী | বিপত্নীক | বিধবা |
| মোট- | ৩৯১৫০৬৮ | ২০১৪৮০৫ | ১৯০০২৬৩ | ১১০৬০০৮ | ৭২৪১২১ | ৮৫৫৬৯৬ | ৮৪৭১৩১ | ৫৩১০১ | ৩২৯০১১ |
| ০০-০৫ | ৫৯৮৪৬৬ | ২৮৭৮৯২ | ৩১০৫৭৪ | ২৮৭০৫৮ | ৩০৮৮৫৫ | ৮০৪ | ১৪৬৭ | ৩০ | ২৫৩ |
| ০৫-১০ | ৬৮০৫৮৬ | ৩৪১২৪৬ | ৩৩৯৩৪০ | ৩৩৮৬৩৭ | ৩১৯০৫৪ | ২৫০২ | ১৯১৭৩ | ১৭০ | ১১১২ |
| ১০-১৫ | ৪৩০৮৫৫ | ২৪৪১৮৫ | ১৮৬৬৭০ | ২৩৩৬২১ | ৮০৩৬৬ | ১০৩৮৮ | ১০২৬০২ | ১৭৬ | ৩৭০২ |
| ১৫-২০ | ৩৬৬৫৯৫ | ১৭৩২৭৭ | ১৯৩৩১৮ | ১৩০৫৯৬ | ৭৩৬৬ | ৪১৮৬৪ | ১৭৬৩৯৭ | ৮১৭ | ৯৫৫৫ |
| ২০-৪০ | ১১৮৯৩৫৭ | ৬২১০৪০ | ৫৬৮৩১৭ | ১০৭৮৫৪ | ৬৯২৫ | ৪৯৫৬৪১ | ৪৬৫৭০২ | ১৭৫৪৫ | ৯৫৬৯০ |
| ৪০-৬০ | ৪৮১২৪৭ | ২৬৫২৮৪ | ২১৬০০৩ | ৬৭৭০ | ১১৮০ | ২৩৮৩৬৭ | ৭৪৬৪৪ | ২০১৪৭ | ১৪০১৫৯ |
| ৬০ হইতে অধিক | ১৬৭৯২২ | ৮১৮৮১ | ৮৬০৪১ | ১৪৭২ | ৩৭৫ | ৬৬১৩০ | ৭১২৬ | ১৪২৭৯ | ৭৮৫৪০ |
| মোট হিন্দু | ১০৮৭৮৫৭ | ৫৬৯৩৫২ | ৫১৯৫০৫ | ২৯৪৫২৭ | ১৬১২৮৪ | ২৪৬৯১৩ | ২১২৮৭১ | ২৭৯১২ | ১৪৫৩৫০ |
| ০০-০৫ | ১৩৫৫৮০ | ৬৫৪৩৫ | ৭০১৪৫ | ৬৫১৯১ | ৬৯৫৮১ | ২৩৪ | ৪১৯ | ১০ | ১৪৫ |
| ০৫-১০ | ১৫৪৪১১ | ৭৭০৭০ | ৭৭৩৪১ | ৭৬৪৭৮ | ৭১৮০৪ | ৫৩৮ | ৫০৬৬ | ৫৪ | ৪৭১ |
| ১০-১৫ | ১০৭৪৯০ | ৬১০৯৬ | ৪৬৩৯৪ | ৫৮৫২৯ | ১৬৪১৬ | ২৪৯৩ | ২৮৪৪৬ | ৭৪ | ১৪৮৮ |
| ১৫-২০ | ৯৮৭২২ | ৪৮৫৮৯ | ৫০১৩৩ | ৩৮৪৮২ | ১২৭১ | ৯৭৬৫ | ৪৪১৬২ | ৩৪২ | ৪৭০০ |
| ২০-৪০ | ৩৬৪৬৮৩ | ১৯৭৯৬৪ | ১৬৬৭১৯ | ৪৯৯৪৫ | ১৬৯৫ | ১৪০১৭৭ | ১১৫২৩৯ | ৭৮৪২ | ৪৯৭৮৫ |
| ৪০-৬০ | ১৬৮৩৫৬ | ৯১৮৫৯ | ৯৬৪৯৭ | ৪৮৭২ | ৩৪০ | ৭৫১৩৯ | ১৭৯২১ | ১১৮৪৮ | ৫৮২৩৬ |
| ৬০ হইতে অধিক | ৫৯৬১৫ | ২৭৩৩৯ | ৩২২৭৬ | ১০৩০ | ১৩৩ | ১৮৫৬৭ | ১৬১৮ | | ৩০৫২৫ |
| মোট মুসলমান | ২৭৯৫৫৪৮ | ১৪২৯৭৬৪ | ১৩৬৫৭৮৪ | ৮০২৯৫৯ | ৫৫৬৩৩৩ | ৬০১৯৩৪ | ৬২৭০২২ | ২৪৮০১ | ১৮২৪২৯ |
| ০০-০৫ | ৪৫৭০২৩ | ২১৯৫৯০ | ২৩৭৪৩৩ | ২১৯০২০ | ২৩৬৩২৪ | ৫৫২ | ১০০৭ | ১৮ | ১০২ |
| ০৫-১০ | ৫২০৫১৭ | ২৬১১৬৮ | ২৫৯৩৪৯ | ২৫৯২৯২ | ২৪৪৭৯৩ | ১৮২৪ | ১৩৯২৩ | ৫২ | ৮৩৩ |
| ১০-১৫ | ৩২০২২৩ | ১৮১৪৪৫ | ১৩৮৭৭৮ | ১৭৩৬০৬ | ৬৩০৯৬ | ৭৭৪০ | ৭৩৪৯২ | ৯৯ | ২১৯০ |
| ১৫-২০ | ২৬৫২০০ | ১২৩৬০৩ | ১৪১৫৯৭ | ৯১৩৯৮ | ৫৯১১ | ৩১৭৪০ | ১৩০৯০০ | ৪৬৫ | ৪৭৮৬ |
| ২০-৪০ | ৮১৫৭৩২ | ৪১৮৬৯৩ | ৩৮৭০৩৯ | ৫৭৩৫৫ | ৫১৪৪ | ৩৫১৭৪৪ | ৩৪৬৩৫৮ | ৯৫৯৪ | ৪৫৫৩৭ |
| ৪০-৬০ | ৩০৯৬০৪ | ১৭১৩৫৬ | ১৩৮২৪৮ | ১৮৫৭ | ৮২৫ | ১৬১৩২০ | ৫৫৯৬২ | ৮১৭৯ | ৮১৪৬৬১ |
| ৬০ হইতে অধিক | ১০৭৩৪৯ | ৫৩৯০৯ | ৫৩৩৪০ | ৪৩১ | ২৪০ | ৪৭০১৪ | ৫৩৮০ | ৬৪৬৪ | ৪৭৭২০ |

## পরিশিষ্ট ঙ

### ময়মনসিংহ জেলার কতিপয় গ্রাম্য শব্দ

### অ।

| শব্দ | অর্থ | শব্দ | অর্থ |
|---|---|---|---|
| অক্কা | এখন | অচ্ছু | ও (সম্বোধন) |
| অক্‌টানি | উদগার | অদু | ঐ |
| অক্ত | সময় | অন্দর | ভিতর বাড়ী |
| অজ (বড়) | সকলের (বড়) | অকপাল্যা | ভাগ্যহীন |
| অঙ্কন | খসিয়া পড়া | অতগুলাইন | এতগুলি |
| অত্‌টি (চাউল) | এতগুলি (চাউল) | অত্‌লী | |
| অবুজ | নির্ব্বোধ | অমন্দ | ভাল |
| অসুজ | অশৌচ | অচম্বিত | আশ্চর্য্য |
| অজম | জীর্ণ | অদ্দিন | এতদিন |
| অনু | ওখানে | অখেনে | অসময়ে |

### আ।

| শব্দ | অর্থ | শব্দ | অর্থ |
|---|---|---|---|
| আবল্ল্যি | দরকার | আতারে পাতারে | |
| আবাত্তি | অপরিপক্ক | আগারে পাগারে | এখানে ওখানে |
| আয়াম | সময় | আড্ডি | হাড় |
| আল্যা | অগ্নিভাণ্ড | আওয়াজ | শব্দ |
| আইলক্ষা | কাষ্টাসন বিশেষ | আনকাইল | টিকটিকি |
| আতাপাতা | তাড়াতাড়ি | আংড়া | গির গাইট |
| আমছাম | সংগ্রহ | আলাদা | পৃথক |
| আপেচাল | বাজেকথা | আঁৎ | নাড়ীভূড়ি ইত্যাদি |
| আগন | মলত্যাগ | | |
| আৎকা | হঠাৎ | আনিমাছি | অনর্থক বিলম্ব |
| আরগাজা | অপরিস্কার | আনাগুনা | যাওয়া আসা |
| আনাইজ | তরকারী | আন্ধাগুন্দা | অন্ধকার |
| আচানক | আশ্চর্য্য | আউসি | সৌখিন |
| আছার | বাঁট | আগুয়ানি | নিকটে আনা |
| আদানি | হাঁফানি | আওয়াদানি | গোলমাল |
| আলি | বীজ | আকাল | দুর্ভিক্ষ |
| আত্তাইল | মাছ ইত্যাদির খাদ | আকাতলি | বগল |
| আঁইডা | উচ্ছিষ্ট | আদচ্রাম | নির্ব্বুদ্ধিতা |
| আঁচানি | আহারান্তে মুখ ধৌতকৃ | আরি | ঝুড়ি |
| | | আনারি | অজ্ঞ |
| আবঙ | অপটু | আবাক্কা | বুদ্ধিহীন |

| | | | |
|---|---|---|---|
| আবরা | বোবা | আকন | অঙ্কন |
| আইনধুনা | চালে যে কাল পদার্থ ঝুলিয়া থাকে | আমলি | তেঁতুল |
| | | আক্কল | বুদ্ধি |
| | | আইগুাল | আবর্জ্জনাদি ফেলিবার স্থান |
| আবুদুবুদ | ছেলেপেলে | | |
| আজাইর | অবসর | আজগুয়া | অদ্য |
| আকল | বুদ্ধি | আঙ্গার খাঁ | (অঙ্গরক্ষা) জামা |

ই।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ইডা | ঢিল | ইদুন | এই প্রকার |

উ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| উদুরা | অকর্ম্মণ্য | উচপিচ | উদ্বেগ |
| উর | নিকট | উবুরণ | অতিরিক্ত হওয়া |
| উসারা | বারেন্দা | উদাম | আবরণ শূন্য |
| উজর | আপত্তি | উৎলানি | উছলিয়া উঠা |
| উজার | জনশূন্য স্থান | উদ্রাম | জানিয়া না জানার ভাণ করা |
| উলঙ্গা } উর্দ্দূঙ্গা } | যাহাদের কার্য্যে বুদ্ধিহীনতার পরিচয় পাওয়া যায় | উষ্টা | পদাঘাত |
| উক্কা | হুঁক্কা | | |
| উঙ্গানি | নিদ্রাবশে ঝুমান | উচ্ছিসটাল | আস্তকুঁড় |
| উভ্দা | উল্টা | উগার | মাচাঙ্গ |
| উপ্ | উৎসাহ | উঁষ | শিশির |
| উজুর | দিক | উর | গাভীর বাঁট |
| উলানি | লেলিয়ে দেওয়া | উন্দা | নত |
| উক্রা | হুড়কা | উম | তাপ |
| উমশিলা | গরম | উলটি | ঘরের নীচে পড়ার স্থান |
| উমুন্নিয়া | অত্যন্ত | | |
| উনানি | গলিয়া যাওয়া | উডান | আঙ্গিনা |
| উক | ইক্ষু | উরাৎ | উরু |
| উডন | উঠা | | |

এ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| এঙলানি | অবজ্ঞা করা | এমনে | এই প্রকারে |
| এলা | এখন | | |

ও।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ওয়ালা | পরের গৃহে থাকা | | |

ক।

| | | | |
|---|---|---|---|
| কাইজ্যা | বিবাদ | কাড়া | মোট দড়ি |
| কাওড়া | আড়াআড়ি ভাবে | কামাই | রোজগার |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | জিনিসের অবস্থান | কোয়ারা | সোহাগ |
| করুল | ডোগা | কেওয়ার | কপাট |
| কুটনা | যে একজনের | খুব | অস্ত্রের ঘাত |
| | দোষ অন্যের কাছে | কাইত | এক পার্শ্বে হেলান |
| | লাগায় | কাবু | কায়দা |
| কড়া | ছোট কল | কুঁরা | সূক্ষ্ম অংশ(ছনের কুঁরা) |
| কুদান | ধমক দেওয়া | | |
| কোয়ালা | চুয়াল, বিবাদ | কাচ্‌লা | বড় পাতিল |
| কাহিল | পীড়িত | কিম্মত | বল |
| কিচ্ছা | প্রস্তাব | কমিল | অসৎ |
| কেরেঙ্কাল | বিবাদ | কিমা | আঁট কসা |
| কান্দা | কিনারা | কাউছালি | কষ্টজনক ভাব |
| কেরে | কেন | কালকুয়া | কল্য |
| কেরাই | পরিহাস | কচলাইয়া | হস্ত দ্বারা মর্দ্দন করিয়া |
| কেনা | ছোট | কর্দ্দনি | কোমরবন্ধ |
| কোঁপা | পোতা | | |
| কাচ্‌লি | ছোট | | |

খ ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| খলল | ক্ষতি করা | খোমার | রাগ |
| খিজ্‌রাণি | মাটী খুড়িয়া | খোয়া | শিশির |
| | তালাস করা | খুঁৎ | হীনতা |
| খামাকা | অনর্থক | খুয়া | পাটের অংশ |
| খিচকান | বিবাদ | খিটকাল | বিবাদ |
| খলকন | উছলিয়া পড়া | খেটখেট্‌য়া | বিবাদপরায়ণ |
| খাই | গভীরতা | খাঙ্গে | খাটে |
| খোড়ল | গর্ত্ত | খেজালত | দুঃখ |
| খুব্‌লি | ছিদ্র | খারনি | দাঁড়ান |
| খুম | নূতন গাখা | খেরকী | জানালা |

গ ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| গঞ্জাগঞ্জি | ঘন | গিলাপ | আলোয়ান |
| গাবর | অসভ্য | গর্‌মা | অসার, মধ্যম |
| গাথা | গর্ত্ত | গাইল্‌ | উদ্‌খল |
| গুসা | রাগ | গর্দ্দ | চূর্ণ |
| গইটা | শুষ্ক গোবর | গরদা | অবশিষ্ট খারাপ |
| গাঙ্গ | নদী | | জিনিষ |
| গিদর | অপরিষ্কার | গাট্টি | গাঁঠুরী |
| গৈরত | ধ্বংস | গুইল | গোসাপ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| গুত মুড়িয়া | মোটা | গঁইচ | শাল |
| গলিজ | অপরিষ্কার | গয়না | গহনা |
| গোটা | বীজ | গোয়াল | গোপ |
| গরিয়া | অকর্ম্মণ্য | গুড়ি | মূল |
| গর্‌দনা | ঘাড় | গোয়াইল | গোশালা |
| গিরিম্বারী | জাঁকজমক | গুনার | পথ |

ঘ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ঘসি | শুষ্ক গোবর | ঘণ্টা | পায়ের গোড়ালি |
| ঘারুয়া | অবাধ্য হওয়া | ঘাবরাণি | ভয়ে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় |
| ঘিরাট | আবরণ | ঘেঘানি | গুঁ গুঁ শব্দ করা |

চ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| চাঙ্গারি | চাঙ্গ | চশ্‌ম | লজ্জা |
| চিলতা | অপ্রশস্ত খণ্ড | চিকটামি | বাচালতা |
| চান্নি | জ্যোৎস্না | চিল্লানি | চীৎকার করা |
| চুককা | টক | চুখল | তুষ |
| চেনা | গোমূত্র | চাবানি | চর্ব্বণ করা |
| চুপড়া | চুপড়ী | চুবানি | জলে ডুবান |
| চাপা | চুয়াল | চুপাকরা | বাদানুবাদ করা |
| চোখা | তীক্ষ্ম | চাইন | ঢিল |
| চাক্কা | চিল | চেগানি | ঠকান |

ছ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ছিনাল | অসৎ | ছোঁচা | ধূর্ত্ত |
| ছুতিয়াইল | আঁস্তাকুড় | ছেড়ী | মেয়ে |
| ছেকাইট | উদখলে জিনিষ চূর্ণ করিবার জন্য লম্বা কাষ্ঠ খণ্ড | ছেউরা | অনাথ |
| | | ছেদা | ছিদ্র |
| ছিয়া | | ছেপ | থুথু |
| ছিনাই | ঝিনুক | ছেরাবেরা | শৃঙ্খলাশূন্যতা |
| ছাবা | চর্ব্বিত দ্রব্য | ছিদ্দত | দুর্দ্দশা |
| ছাব্‌রা | লোভী | ছাও | ছানা |
| ছেঁওয়া | ছায়া | ছিঁক | মৃৎপাত্রের ভঙ্গখণ্ড |

জ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| জিলকী | বিদ্যুৎ | জিঙ্গলা | কঞ্চি |
| জিলা | চাকচিক্য | জিরান | বিশ্রাম |
| জবর | অত্যন্ত | জুত্তিপুত্তি | চুপচাপ |
| জাঙ্গাল | উচ্চ আলি (জল আটকাইবার জন্য) | জিঞ্জির | শিকল |
| | | জুয়ান | বলবান |
| জাগুা | খুঁটী | জঙ্কার | মরীচা |

| জেঁতা | জীবিত | জিম্মারিয়া | চুপ করিয়া |
|---|---|---|---|
| জুখ | মাপ | জাবরাস | অবগাহন |
| জোঁক | জলৌকা | জেরে | পরে |
| জালা | ধানের চারা | জামি | মাড়ী |
| জুইত | সুবিধা | জির | কেচুয়া |

ঝ।

| ঝাপ | দোয়ার | ঝাঙ্গাইল | পেটেরা |
|---|---|---|---|

ট।

| টান | উচ্চ, তরী | টাইল | ধান্য রাখিবার ডুল বিশেষ |
|---|---|---|---|
| টোপা | মাটির ঘট | | |
| টেডন | চতুর | টুণ্ডা | বক্র |
| টাঙ্গানি | ঝুলানি | টুকানি | আহরণ |
| টিক্কন | টিকিয়া থাকা | টিলা | উঁচা জায়গা |

ঠ।

| ঠাওর | বুঝিতে পারা | ঠডা | ব্রজপাত |
|---|---|---|---|
| ঠিসি | বিদ্রূপ | ঠেঁডী | অপ্রশস্ত (কাপড়) |
| ঠুনি | কাঠের পালা | ঠেমানি | গুছাইয়া রাখা |
| ঠুলি | মাটীর ঘট | ঠুঁই | গরুর মুখাবরণ |

ড।

| ডাবা | হুকা | ডাবুয়া | অঞ্জলি |
|---|---|---|---|
| ডুমা | নেকড়া | ডর | ভয় |
| ডলক্ | বৃষ্টি | ডিবা | গুঁতা |
| ডেকা | পুং গোবৎস | ডিলকি | হঠাৎ উপরের দিকে |
| ডাঙ্কর | বড় | ডেঙ্গা | ডাঁটা |
| ডাট | শক্ত | ডেগুড়া | কুঁড়ে ঘর |

ঢ।

| ঢক | আকৃতি | | |
|---|---|---|---|

ত।

| তিনছ আল্‌গা | নিমিষ মধ্যে | তেরেণ্ডা, তেরাল্লিয়া | যে সহজে কোন উপদেশের বাধ্য হয় না |
|---|---|---|---|
| | আস্তে আস্তে বলা কিম্বা | তেনা | নেক্‌ড়া |
| তুকানি | কোন জিনিষ অন্বেষণ করা | তেরিবেড়ি | বাড়াবাড়ি |
| তব্‌ধা | শব্দ রহিত | তালি | জুড়া |
| তারটেম্ | তাহার কাছে | তায়ান | সংখ্যা |

থ।

| থেত্রাবেত্রা | অসমান | থুবাণি | একত্র করা |
|---|---|---|---|
| থাকাথুকি করা | ঘাবরাইয়া যাওয়া | থুঁতা | ঠোঁটের নিম্ন ভাগ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| থাথাবারি | ধমক | থেকান | আছাড় |
| থরবরাইয়া | চমকিত হইয়া | থেতা | তোতলা |
| থাউন | মাথায় জাঁতা দিয়া ধরা | | |

দ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| দল্য | একত্র | দাওয়াল | মজুর |
| দরম | দোয়ার, যাহার দ্বারা দোয়ার বন্ধ করা হয় | দুমালি | গোলমাল |
| | | দুনা | দেড়ে |
| দেড়িয়া | অসমান | দন্ | (দ্বন্দ্ব) বিবাদ |
| দামলানি | হস্তপদাদি বিক্ষেপ | দিরঙ্গ | দেরি |

ধ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ধাইর | ঘরের ভিট | ধুরকুলা | বিকৃত বর্ণ বিশিষ্ট |
| ধুরমুসা | বর্ণ বিকৃতি | ধুন্দা | কালা |
| ধুক্কা | ধাঁধাঁ | ধুন | দিশা |
| ধুরা | ধান্যাদি হইতে যে সমস্ত অন্তঃসারশূন্য ধান বাহির হয়। | | |

ন।

| | | | |
|---|---|---|---|
| নাড়া মুড়া | পত্রাদি শূন্য | নিক্টানি | হাস্যকরা(খারাপ ভাবে) |
| নাগ্রালি | দিক বিদিক শূন্যতা অস্পষ্ট | নক্লানি | ঠাট্টাকরা |
| নিহুতি | নিঃশব্দ | | |

প।

| | | | |
|---|---|---|---|
| পলন | টুকরা টুকরা করিয়া কাটা | পুক্তা | পূর্ণাঙ্গ বিশিষ্ট |
| | | পাখী | গো বন্ধনের দড়ি |
| পম | উর্ব্বরা | পাই | দিক |
| পিঁড়া | সিঁড়ী | পনা | ছোট মৎস্য |
| পুঁখী | নূতন শাখা | পাস | বিস্তার |
| পূরী | বালিকা | পাঁড় | গুঁতা দেওয়া |
| পঁতাবর | প্রভাতের পূর্ব্ব সময় | পিছলামী | ভাঁড়ামী |
| | | পাট | আসন |
| পশর | আলোক | পল্লা | নর্দ্দমা |
| পাঙ্গে | সন্দেহ করে | পুরিন্দা | পুঁটলা |
| পুলা | ছেলে | পিল্যা | ঈর্ষাপরায়ণ |

ফ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ফিসুন্ন্যা | হিংসুক | ফেদা | ময়লা |
| ফেলফেলিয়া | পাতলা | ফস্কিয়া | পিছলাইয়া |
| ফাল | লম্ফ | ফলসী | আমের শুষ্ক টুকরা |
| ফাঁর | প্রস্থ | ফুইট | ফোঁড়া |
| ফইজ্যাত | অপদস্ত | | |

### ব।

| | | | |
|---|---|---|---|
| বাউল্লিয়া | ঘরবাড়ী শূন্য | বউল | মুকুল |
| বাইত্ | বমি | বন্দ | মাঠ |
| বাদল | ঘন ঘন বৃষ্টি | বেয়াঁরা | অবাধ্য |
| বিচুন | পাখা (হাত পাখা) | বকা | গালি |
| বিছুন | বীজ | বেমরাণি | হম্বা হম্বা রব করা |
| বাইস (পনাবাইস) | দল | বকন | গালি দেওয়া |
| | | বেওয়া | বেঠিক |
| বিকটানি | বিকৃতভাবে কিছু করা | বিতিগিচ্ছা | অপরিষ্কার |
| বিকজানি | বিকৃতভাবে কিছু দেখান | বুচ্কী | কাপড়ের গাঁঠরি |
| | | বিয়ালে | বৈকালে |
| বরান্দ | আন্দাজ | বিয়ানে | প্রাতঃকালে |
| বুনি | স্তন | বুগল | নিকট |
| বানানি | তৈয়ার করা | বড়ই | কুল |
| বারাত | নিকট | বেবাক | সমস্ত, সকল |
| বিচরা | পালান, ক্ষেত | বাউতি | ঘুরাফিরা |

### ভ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ভেংচি | মুখ বিকৃতি | ভেদা | পদাঘাত |
| ভাদাম্যা | যে কাজকর্ম্ম করে না | ভোগাছানি | ক্ষুধার শেষ |
| | খুব বড় | ভেড়াইল | কদলী বৃক্ষের শাঁস |
| ভাইল | ছলনা | ভোগা | ফাঁকি |

### ম।

| | | | |
|---|---|---|---|
| মুজি | ছোট কাঁঠাল | মজাক | ঠাট্টা |
| মগরা | অবাধ্য | মুস্তামি | আব্দার |
| মাস্কারাম | ঠাট্টা | মুলখা | খই ভাজিবার পর যে তুষ বাহির হয় |
| মাজু | দুর্ব্বল | | |
| মুদ্দা | মূল কথা | মুচামুচ্যা | অল্পের জন্য খাট |
| মুচকা | মুচরান | মাইচ্চা | কেদারা |
| মেলা | অনেক | | |

### য।

| | | | |
|---|---|---|---|
| যঙ্কা | যখন | যুলুঙ্গা | পিঁয়াজ |
| যাউ | ক্ষুদান্ন | | |

### র।

| | | | |
|---|---|---|---|
| রুক্ | দিক্ | রেজেলা | অবাধ্য |
| রুন্ড | রসশূন্য | রাকসা | অতিরিক্ত (ভোজী) |

### ল।

| | | | |
|---|---|---|---|
| লুদ | কাদা | লেকল্যেক্যা | হালকা |

| | | | |
|---|---|---|---|
| লেদাভূষা | উদাসীন (কাজে) | লেবরা | অকর্ম্মণ্য |
| লবেজান | দুর্ব্বল | লেরবেরা্যা | |
| লগে | সঙ্গে | লাকান | ন্যায় |
| লুফুন্দরা | অকর্ম্মণ্য | লেডা কাঁঠাল | রসাল |
| লুঞ্জা | অবশ | লুডা | ঘটি |
| লেঙ্গা | দুর্ব্বল | লিখন | চিঠি, পত্র |

**শ, স, ষ।**

| | | | |
|---|---|---|---|
| সাঁকু | পুল | সুদার্থ | সরল |
| সাছুন | সম্মার্জ্জনী | সবে র | সকালে |
| শঁকরা | অন্ন উচ্ছিষ্ট | শৃটকি | শুকনা মাছ |
| সিমুটন | সামলানি | সিদল | |

**হ।**

| | | | |
|---|---|---|---|
| হুঙ্গন | আঘ্রাণ লওয়া | হাটকালা | কালা |
| হুঙ্গা | হুল | হিলানি | ভরা |
| হুরণ | কাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করা | হালিয়া | শলাকা |
| | | হাদন | অনুরোধ কৃ |
| হিঙ্গাইল | নাকের জল | হমকে | সম্মুখে |
| হেইদুঙ্কা | সেই দিন | হেইবালা | তখন |
| হইয়া | দুরন্ত করা | হগলে | এইমাত্র |
| হপার | মোটে | হরিয়াম্ | পেয়ারা |
| হয়রা | আলস্য পরায়ণ | | |

# পরিশিষ্ট "চ"

## এণ্ট্রেন্স স্কুলগুলির নাম, স্থাপনের সময়, ছাত্র সংখ্যা ও আয় (২৮ পৃষ্ঠা)

| স্কুলের নাম | স্থাপনের সময় | ছাত্র সংখ্যা | সরকারী সাহায্য | ছাত্র বেতন | বিবিধ আয় | মোট আয় |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১। ময়মনসিংহ জেলা স্কুল | ১৮৫৩ | ৩১১ | ৪১৭৪/- | ৭২২৮/- | - | ১১৪০০/ |
| ২। আলেকজাণ্ডার বালিকা স্কুল ময়মনসিংহ | - | ১০৮ | ২৩৮৩/- | ২৯৬ | ৭২+১৭৫/- | ২৯২৬/- |
| **সাহায্য প্রাপ্ত স্কুল** | | | | | | |
| ৩। জামালপুর ডনো হাই স্কুল | ১৮৮২ | ২২৩ | ৩৯২ | ৩৮০৫ | ৬৪৫ | ৪৮৪২/- |
| ৪। কিশোরগঞ্জ হাই স্কুল | ১৮৮২ | ৩৬৯ | ৪১২ | ৫৮৭২ | ২৯ | ৬৩১৩/- |
| ৫। সেরপুর ভিক্টোরিয়া একাডেমী | ১৮৮৭ | ২৭৭ | ৪১৯ | ৩৪৯৪/- | ৪১৯ | ৪৩৩২/- |
| ৬। নেত্রকোণা দত্ত হাই স্কুল | ১৮৮৯ | ৪১৫ | ৩৫৭ | ৬৭৯০/- | - | ৭১৪৭ |
| ৭। বাজিতপুর হাই স্কুল | ১৮৯০ | ২০৩ | ১৪৬/- | ৩০৬৫/- | ৩৫৩ | ৩৫৬৪ |
| ৮। পিংনা হাই স্কুল | ১৮৯৬ | ২৩০ | ২১৩/- | ২২৬৬ | ১০২৯ | ৩৫০৮ |
| **অপ্রাপ্ত সাহায্য** | | | | | | |
| ৯। সিটি স্কুল, ময়মনসিংহ ব্রাঞ্চ | ১৮৮৩ | ৬০৯ | - | ৮৩৭৫ | ৬২৯ | ৯০০৪/- |
| ১০। মৃত্যুঞ্জয় স্কুল, ময়মনসিংহ | ১৯০১ | ২৫৪ | - | ৩৩৬০ | - | ৩৩৬০/- |
| ১১। এডওয়ার্ড ইনিষ্টিটিউসন, ময়মনসিংহ | ১৯০৩ | ১৮৮ | - | ২৫৭৭ | ১৮৫ | ২৭৬২/- |
| ১২। ধলা হাই স্কুল | ১৮৯৩ | ২৭০ | - | ৪০১৪ | ৪৩৬ | ৪৪৫০/- |
| ১৩। মুক্তাগাছা রামকিশোর স্কুল | - | ২৭৫ | - | ২৯০৫ | ১০৯৮ | ৪০০৩/- |
| ১৪। রাম গোপালপুর স্কুল | ১৮৯০ | ২০০ | - | ৫৭০ | ২৩৮১ | ২৯৫১/- |
| ১৫। সন্তোষ জাহ্নবী স্কুল | ১৮৭০ | ২৫২ | - | ২৯৫৩ | ২৬০৮ | ৫৫৬১/- |
| ১৬। টাঙ্গাইল বিন্দুবাসিনী স্কুল | ১৮৮০ | ৪৬৯ | - | ৬৫১০ | - | ৬৫১০/- |
| ১৭। নাগরপুর হাই স্কুল | - | ২২৩ | - | ২৫১৪/- | ৭০০ | ৩২১৪/- |
| ১৮। কবটিয়া হাই স্কুল | ১৯০০ | ২১৯ | - | ১৫৮৮ | ২৫৪৯ | ৪১৩৭/- |
| ১৯। সুবর্ণখালি শশীমুখী হাই স্কুল | ১৯০০ | ১৮৯ | - | ১৮৫৮ | ১৮২১ | ৩৬৭৯/- |
| ২০। গফরগাঁও হাই স্কুল | ১৯০৭ | - | | | | |
| **জাতীয় বিদ্যালয়** | | | | | | |
| ২১। ময়মনসিংহ নেশন্যাল স্কুল | ১৯০৬ | - | | | | |
| ২২। কিশোরগঞ্জ হরিমোহন জাতীয় বিদ্যালয় | ১৯০৬ | - | | | | |

## পরিশিষ্ট "ছ"

## থানা ওয়ারি শিক্ষিত অশিক্ষিতের সংখ্যা

| এলাকা | মোট | হিন্দু | | মুসলমান | | পেতোপাসক | | শতকরা | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | লেখাপড়া জানে | লেখাপড়া জানে | | লেখাপড়া জানে | | লেখাপড়া জানে | | কতজন লেখাপড়া জানে | | | ইংরেজি |
| | | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী | পুরুষ | স্ত্রী | হিন্দু | মুসলমান | প্রেতোপাসক | জানে |
| সমগ্র জেলা | ১৪৬৩৮৬ | ৯২৪৭২ | ৫২৮২ | ৪৬৫৭১ | ১৩৭১ | ৯৪ | ১৪ | ৯ | ১.৭ | ০.৪ | ১০৩৬৫ |
| সদর বিভাগ | ৩৪২০৭ | ২০৯৬০ | ১৫৪০ | ১১০২৫ | ৩৩৯ | ৬২ | – | – | – | – | ৩৩২১ |
| নসিরাবাদ | ১৪৫৮৭ | ৯৩২৮ | ৮৮৪ | ৪০৩৬ | ১৪৮ | – | – | ১৪.৫ | ২.২ | – | ২৫৪৭ |
| ফুলবাড়ীয়া | ২৫৪৭ | ১২১৫ | ৪৮ | ১২৩৩ | ২১ | ১০ | – | ৪.৪ | ১.৬ | ০.৬ | ১১৭ |
| গফরগাঁও | ৫১২২ | ২৬১৫ | ২২০ | ২২২৫ | ৫৬ | – | – | ৭.১ | ১.৯ | – | ২০৩ |
| নান্দাইল | ৩০০৫ | ১৯১৪ | ৯৮ | | | – | – | ৭.৯ | ১.১ | – | ৮৬ |
| ঈশ্ব | ৫৪৮৭ | ৩৫৬৭ | ২১৪ | ১৬৬২ | ৪৪ | – | – | ১০.৯ | ১.৪ | – | ২৭৫ |
| | ৩৪৫৯ | ২৩১১ | ৭৬ | ৯২১ | ২৫ | ৫২ | ১৪ | ৫.০ | ০.৯ | ০.৫ | ৯৩ |
| নেত্রকোণা বিভাগ | ১৮৭৯৭ | ১৩৫৬১ | ৪৯৫ | ৪৫১৫ | ১১০ | ২৪ | – | – | – | – | ৯৩৮ |
| নেত্রকোণা | ৯৬৬৩ | ৬৯৯১ | ২১০ | ২৩৯২ | ৬৯ | ১ | – | ৭.৭ | ১.৪ | ০.৩ | ৬১৮ |
| কেন্দুয়া | ৫৩৮৪ | ৩৬৩৭ | ১৯১ | ১৫৩৪ | ২২ | – | – | ৬.৫ | ১.২ | – | ২১৬ |
| দুর্গাপুর | ৩৭৫০ | ৩৯৩৩ | ৯৪ | ৫৯৯ | ১৯ | ২৩ | – | ৫.৫ | ১.২ | ০.৩ | ১২৪ |
| জামালপুব বিভাগ | ২০১৮০ | ১০১৬৪ | ৫১১ | ৮৯৯১ | ২৮৮ | ৬ | – | – | – | – | ১০১৮ |
| জামালপুব | ১০৩৫০ | ৪৬৫২ | ৩৪০ | ৫০৫৩ | ২৩৮ | ০ | – | ১১.২ | ২.২ | ৭.০ | ৫৭২ |
| নালিতাবাড়ী | ২১২৩ | ১২২৬ | ২ | ৮৮৬ | ৭ | ২ | – | ৩.২ | ১.৫ | ০.১ | ৫১ |
| দেওয়ানগঞ্জ | ৩০৭৬ | ১৮০৯ | ... | ১১৭৭ | ১২ | – | – | ১১.২ | ০.৯ | – | ৪৪ |
| সেরপুর | ৪৬৩১ | ২৪৭৭ | ১৬৯ | ১৮৭৫ | ৩১ | ১ | – | ৯.৪ | ১.৬ | ০.১ | ৩৫১ |
| টাঙ্গাইল বিভাগ | ৪৬১৫৩ | ২৮১৯৯ | ১৮৪১ | ১৪৮৩৩ | ৩৭১ | ২ | – | – | – | – | ৩৪৭৯ |
| টাঙ্গাইল . | ২২৪৯৬ | ১৫০২৬ | ১১৪০ | ৬২১৪ | ১০৯ | – | – | ১০.১ | ২.১ | – | ২২৯৪ |
| কালিহাতী | ১০৭১৭ | ৭১৭২ | ৪৪০ | ২৯৯৮ | ১০৬ | ১ | – | ১১.৩ | ১.৯ | ০.৩ | ৪৮৫ |
| গোপালপুর | ১২০৪০ | ৬০০১ | ২৬১ | ৫৬২১ | ১৫৬ | ১ | – | ১১.৮ | ২.৬ | ০.৪ | ৭০০ |
| কিশোরগঞ্জ বিভাগ | ২৭৯৪৯ | ১৯৫৮৮ | ৮৯৫ | ৭১৮৮ | ২৬৩ | – | – | – | – | – | ১৫৮৯ |
| কিশোরগঞ্জ | ১১৮৩১ | ৮৩৪৩ | ৪৭০ | ২৮৫৮ | ১৫৪ | – | – | – | – | – | ১৫৮৯ |
| কাটিয়াদী | ৫৫৩৪ | ৪০৩২ | ২৭১ | ১১৭৪ | ৫৭ | – | – | ১১.৯ | ১.০ | – | ২৮০ |
| বাজিতপুর | ১০৫৮৪ | ৭২১৩ | ১৫৪ | ৩১৫৬ | ৫২ | – | – | ৭.৭ | ১ ১ | – | |

## পরিশিষ্ট 'জ'

জেলা বোর্ডের অধীন প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ রাস্তাগুলির নাম
ও স্থানের দূরত্ব [৫৬ পৃষ্ঠা]

ময়মনসিংহ হইতে সুবর্ণখালী ৪৪$\frac{১}{২}$ মাইল। ময়মনসিংহ হইতে টোক ৪২ মাইল। ময়মনসিংহ হইতে ঈশ্বরগঞ্জ ১৩ মাইল। শ্যামগঞ্জ হইতে ফারংপাড়া ৩৫ মাইল। ময়মনসিংহ হইতে ফুলবাড়ীয়া ১৩ মাইল। ময়মনসিংহ হইতে জামালপুর ৩১$\frac{১}{২}$ মাইল। জামালপুর হইতে সুবর্ণখালী ৩১ মাইল। জামালপুর হইতে নালিতাবাড়ী ২২ মাইল। পিয়ারপুর হইতে সেরপুর ১৬ মাইল। হোসেনপুর হইতে কটিয়াদী (কিশোরগঞ্জ হইয়া) ২৫ মাইল। মধুপুর হইতে টাঙ্গাইল ২৮$\frac{১}{২}$ মাইল। ময়মনসিংহ হইতে নেত্রকোণা ২৪ মাইল। মির্জ্জাপুর হইতে দিলালপুর ২৬ মাইল। ঈশ্বরগঞ্জ হইতে কেন্দুয়া ১৬ মাইল। জামালপুর হইতে দেওয়ানগঞ্জ ২২ মাইল। নেত্রকোণা হইতে মোহনগঞ্জ (বারহাট্টা হইয়া) ১৬$\frac{১}{২}$ মাইল। শম্ভুগঞ্জ হইতে (ফুলপুর হইয়া) হালুয়াঘাট ২৭ মাইল। ফুলবাড়ীয়া হইতে কালীহাতী ২৬ মাইল। খারুহাট হইতে ডালু ৫ মাইল। সুবর্ণখালী হইতে এলেঙ্গা ১৮ মাইল। দেওপাড়া হইতে টাঙ্গাইল ১৪ মাইল। আতুলিয়া হইতে কিশোরগঞ্জ ২০ মাইল। শ্যামগঞ্জ হইতে রামগোপালপুর ৯ মাইল। কিশোরগঞ্জ হইতে করিমগঞ্জ ৬$\frac{১}{২}$ মাইল। হোসেনপুর হইতে নান্দাইল ১২ মাইল। হোসেনপুর হইতে কালিয়াচাপড়া ৮$\frac{১}{২}$ মাইল। নেত্রকোণা হইতে কেন্দুয়া ১৮$\frac{১}{২}$ মাইল। নেত্রকোণা হইতে ঘাগড়া (ইসলামপুর হইয়া) ১৬$\frac{১}{২}$ মাইল। বালিপাড়া হইতে নান্দাইল ১২ মাইল। ঠাকুরাণী দীঘি হইতে তেলীগাতি ২২ মাইল। গফরগাঁও হইতে গুপ্তবৃন্দাবন ২০ মাইল। ময়মনসিংহ হইতে পোড়াবাড়ী ১৮ মাইল। টাঙ্গাইল হইতে করটীয়া ৫ মাইল। দুর্গাপুর হইতে নাজিরপুর ৭$\frac{১}{২}$ মাইল। জামালপুর হইতে মাদারগঞ্জ ১৭ মাইল। কালীবাজার হইতে বৈলর ৪ মাইল। নান্দাইল হইতে আঠারবাড়ী ৪$\frac{১}{২}$ মাইল। নালিতাবাড়ী হইতে ডালু ৮ মাইল। টাঙ্গাইল হইতে নাগরপুর ১৩ মাইল। কালীবাজার হইতে ঈশ্বরগঞ্জ ১১ মাইল। পোগলদীঘি হইতে জগন্নাথগঞ্জ ২$\frac{১}{২}$ মাইল। টাঙ্গাইল হইতে পোড়াবাড়ী ষ্টেশন ৭ মাইল। সেরপুর হইতে মহেন্দ্রগঞ্জ ২৩$\frac{১}{২}$ মাইল। সেরপুর হইতে খারুহাট ১১ মাইল। বেগুনবাড়ী হইতে মুক্তাগাছা ৪ মাইল। বিলাপাড়া হইতে শিবগঞ্জ ৯ মাইল। ভরাদিয়া হইতে ভৈরব ১৮ মাইল। টাঙ্গাইল হইতে জামুর্কী (দেলদুয়ার হইয়া) ১২ মাইল। ঈশ্বরগঞ্জ হইতে ঝালুয়া ১০ মাইল। নান্দাইল হইতে ধোবাগাতি ৪ মাইল। গোপালপুর হইতে ঘাটাইল ৫ মাইল। অষ্টগ্রাম হইতে ষ্টিমার

ষ্টেশন ৩½ মাইল। বাউসিবাঙ্গালী হইতে চাঁড়ালজানি ১৬ মাইল। কেন্দুয়া হইতে বাদলা ১৩ মাইল। চর ঈশ্বরদিয়া হইতে ফুলপুর ১০ মাইল। আঠারবাড়ী হইতে সাইতপুর ৪½ মাইল। কেন্দুয়া হইতে গোগ ২½ মাইল। কাওরাইদ হইতে টোক ১৩ মাইল। ধলা হইতে কাশিগঞ্জ ৮ মাইল। জামুর্কী হইতে গড়ই ১১½ মাইল। ভারাকান্দা হইতে কোকাইল ৮ মাইল। পিয়ারপুর হইতে কাশিগঞ্জ ৮½ মাইল। নাগরপুর হইতে বিনানই ৪½ মাইল। মশাখালি হইতে দত্তের বাজার ৬½ মাইল। বেগুনবাড়ী হইতে বাহাদুরপুর ৯ মাইল।

## লোকেল বোর্ড সমূহের অধীনস রাঁস্তার পরিমাণ

| | | | সড়ক (Road) | পথ (Track) | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| সদর— | লোকেল বোর্ডের | অধীন | ২২২ মাইল | ৩০ মাইল | ২৫২ মাইল |
| জামালপুর— | " | " | ২৩৮ " | ২৯৮ " | ৫৩৬ " |
| কিশোরগঞ্জ— | " | " | ২৮৯ " | ৬১ " | ৩৫০ " |
| টাঙ্গাইল— | " | " | ১৯৬ " | ১৩৭ " | ৩৩৩ " |
| নেত্রকোণা— | " | " | ১৭০ " | ৪২ " | ২১২ " |
| | | | ১১১৫ " | ৫৬৮ " | ১৬৮৩ " |

## পরিশিষ্ট ঝ

এই জেলার সদর ষ্টেসন হইতে পার্শ্ববর্ত্তী জেলসমূহের সদর ষ্টেসনে হাঁটিয়া যাইবার পথ ও তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। ৫৬ পৃষ্ঠা

### ময়মনসিংহ হইতে বগুড়া।

১। বেগমবাড়ী (ময়মনসিংহ) ৭ মাইল। সুতা নদীর পার অবস্থিত। বর্ষাকালে খেয়া থাকে অন্য সময় হাঁটীয়া পার হইতে হয়। ২ পিয়ারপুর (ময়মনসিংহ) ১৮ মাইল। ব্রহ্মপুত্র তীরে। ৩। ভবানীগঞ্জ (ময়মনসিংহ) ২৯ মাইল, ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাতের নিকট। ৪। জামালপুর (ময়মনসিংহ) ৩৬ মাইল, মহকুমা। ৫। ব্রাহ্মণপুরা (ময়নসিংহ) ৪৫$\frac{১}{২}$ মাইল, চাতক নদীর তীরে অবস্থিত। ঝিণাইনদী পার হইতে হয়, বর্ষায় খেয়া; অন্যান্য সময় হাঁটিয়া। ৬। মাদারগঞ্জ (ময়মনসিংহ) ৫৫$\frac{১}{২}$ মাইল। দাওকোবা নদীর তীরে অবস্থিত। চাতল নদী হাঁটিয়া পার হইতে হয়। বর্ষায় খেয়া থাকে। পুলিস ষ্টেসন।

১। সরাইকান্দি (বগুড়া) ৬৪$\frac{১}{২}$ মাইল। বেঙ্গালী নদীর তীরে। দাওকোবা (যবুনা) খেয়া নৌকায় পার হইতে হয়। রাস্তা বর্ষাকালে বড়ই দুর্গম হয়। ২। বগুড়া ৭৭$\frac{১}{২}$ মাইল। প্রথমে বেঙ্গালী, ২ মাইলে সুকদা, ৫ মাইলে ইচ্ছামতী ও শেষ করতোয়া নদী পার হইতে হয়। করতোয়ার খেয়া আছে। অন্যান্য গুলিতে বর্ষা কালে খেয়া থাকে।

### ময়মনসিংহ হইতে রঙ্গপুর।

১। বেগমবাড়ী, ২। পিয়ারপুর, ৩। ভবানীগঞ্জ, ৪। জামালপুর, (ময়মনসিংহ ৩৬ মাইল। উপরে দ্রষ্টব্য।) ৫। পলসা (ময়মনসিংহ) ৪০ মাইল, ঝিণাই নদীর তীরে। বর্ষায় খেয়া থাকে। ৬। ইসলামপুর (ময়মনসিংহ) ৫২ মাইল, বর্ষায় রাস্তা দুর্গম হয়। ৭। দেওয়ানগঞ্জ (ময়মনসিংহ) ৬০ মাইল, নালা ও খালে বাঁশের পুল। পুলিস ষ্টেসন। ৮। বাহাদুরাবাদ (ময়মনসিংহ) ৬৬ মাইল, ব্রহ্মপুত্রের তীরে। বর্ষায় রাস্তা দুর্গম হয়।

১। ভবানীগঞ্জ (রঙ্গপুর) ৭৪ মাইল, গুজারী নদীর বাম তীরে। ব্রহ্মপুত্র খেয়া নৌকায় বা ষ্টিমারে পার হইতে হয়। ২। দরিয়াপুর (রঙ্গপুর) ৮৩ মাইল, মনাস নদীর তীরে। ৩। কাটগরা (রঙ্গপুর) ৯৬ মাইল, ঘাটকনদীর নিকট। ৪। আলিকরি (রঙ্গপুর) ১০৭ মাইল, বর্ষা ব্যতীত অন্যান্য সময় জলাভাব। ৫। রঙ্গপুর ১১৮ মাইল।

### ময়মনসিংহ হইতে শ্রীহট্ট।

১। শ্যামগঞ্জ (ময়মনসিংহ) ১০ মাইল, শম্ভুগঞ্জের খেয়ায় ব্রহ্মপুত্র পার হইতে হয়। ২। নেত্রকোণা (ময়মনসিংহ) ২৪ মাইল, মহকুমা। ৩। বারহাট্টা (ময়মনসিংহ) ৩২ মাইল, খেয়া আছে। পুলিস ষ্টেসন। ৪। মোহনগঞ্জ (ময়মনসিংহ) ৩৯ মাইল, কংশ নদীর তীরে অবস্থিত। ৫। তেলীগাঁও (ময়মনসিংহ) ৫২ মাইল, বর্ষায় জলমগ্ন হয়।

১। বিশারপাশা (শ্রীহট্ট) ৬২ মাইল, সোমেশ্বরী নদীর অপর পারে। ২। লামাগাও (শ্রীহট্ট) ৭৪ মাইল, তাহিরপুরের নিকট পাটনাই নদী পার হইতে হয়। খেয়া আছে। ৩। শ্রীপুর (শ্রীহট্ট) ৮১ মাইল, পাটনাই নদীর তীরে। ৪। মোল্লাপাড়া (শ্রীহট্ট) ৯৫ মাইল,

ঔষধালয় আছে। জঙ্গলাকীর্ণ স্থান। ৫। সোনামগঞ্জ (শ্রীহট্ট) ১০৬ মাইল, মহকুমা। সুর্মা নদীর তীরে। ৬। দুয়ারা বাজা (শ্রীহট্ট) ১১৫ মাইল, সুর্মা নদীর নিকট। ৭। ছাতক (শ্রীহট্ট) ১২৩ মাইল, পুলিশ ষ্টেসন। ৮। গোবিন্দগঞ্জ (শ্রীহট্ট) ১৩৮ মাইল, ঔষধালয় আছে। ৯। শ্রীহট্ট ১৫০ মাইল, ৩য় মাইলে লামাকাজি ও সন্নিকটে সুরমা নদী পার হইতে হয়।

## ময়মনসিংহ হইতে টুরা পাহাড়।

১। বেগমবাড়ী (ময়মনসিংহ) ৭ মাইল। ২। পিয়ারপুর (ময়মনসিংহ) ১৮ মাইল। ৩। চন্দ্রকোণা (ময়মনসিংহ) ২৩ মাইল, ব্রহ্মপুত্র খেয়া নৌকায় পার হইতে হয়। ৪। সেরপুর (ময়মনসিংহ) ৩৩ মাইল, চৌকি। ৫। নালিতাবাড়ী (ময়মনসিংহ) ৪৪ মাইল, ৩ মাইলে মালিঝি ও ৮ মাইলে সলং নদী পার হইতে হয়। বর্ষায় খেয়া থাকে। ৬। ডালু (গারোহিল) ৫২ মাইল, বৃহৎ বাজার। খাল ও নালাতে পুল নাই। ১। কিয়ারা (গারোহিল) ৭০ মাইল, খাল ও নালায় বর্ষাকালেও খেয়া থাকে না। ২। টুরা (গারোহিল) ৮৮ মাইল।

## ময়মনসিংহ হইতে ঢাকা!

১। কালীবাজার (ময়মনসিংহ) ১০ মাইল। ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ পার। রেল ষ্টেসন। ২। বালিপাড়া (ময়মনসিংহ) ২০ মাইল। ব্রহ্মপুত্র দক্ষিণ পার। ৩। গফরগাঁও (ময়মনসিংহ) ২৮ মাইল, দক্ষিণ পার। ৪। দত্তের বাজার (ময়মনসিংহ) ৩৮ মাইল, ব্রহ্মপুত্র ও বানারের সঙ্গম স্থলে।

১। টোক (ঢাকা) ৪৩ মাইল। ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ পারে। ২। সাগরদি (ঢাকা) ৪৭ মাইল। ব্রহ্মপুত্র তীরে। ৩। গরবাড়ীয়া (ঢাকা) ৫৯ মাইল। ব্রহ্মপুত্র তীর। ৪। পাঁচ-দোনা (ঢাকা) ৭১½ মাইল। খেয়া নৌকায় নদী পার হইতে হয়। ৫। মুড়া পাড়া (ঢাকা) ৮৩½ মাইল। লক্ষ্মীয়া নদীর বাম পারে অবস্থিত। ৬। ঢাকা ৯৫ মাইল। বালু নদী পার হইয়া শেষ লক্ষ্মীয়া পার হইতে হয়। খেয়া আছে।

## ময়মনসিংহ হইতে পাবনা।

১। মুক্তাগাছা (ময়মনসিংহ) ১১ মাইল। উৎকৃষ্ট পাকা রাস্তা। ২। গাবতলি (ময়মনসিংহ) ১৯ মাইল, বানারের তীরে। ৩। মধুপুর (ময়মনসিংহ) ৩০ মাইল, বাঁশী নদীর তীরে। ৪। গোপালপুর (ময়মনসিংহ) ৩৭½ মাইল, পুলিস ষ্টেশন। ৫। সুবর্ণখালি (ময়মনসিংহ) ৪৫ মাইল, ছোট ছোট খাল অতিক্রম করিতে হয়। বর্ষায় খেয়া থাকে। নালার উপর সেতু আছে।

১। সিরাজগঞ্জ (পাবনা) ৫৬½ মাইল। যবুনা পার হইতে হয়। খেয়া আছে। ২। জামতলি (পাবনা) ৬৩½ মাইল, কূপ জল পান করিতে হয়। ৩। সাহাজাদপুর (পাবনা) ৭৯½ মাইল। নবীপুর গোদারায় ফুলঝুরি নদী পার হইতে হয়। ৪। ধুনাউরি (পাবনা) ৮৯½ মাইল। কূপ জল পান করিতে হয়। বরাল নদী ২ বার পার হইতে হয়। বন্দোবস্ত আছে। ৫। আতাইখলা (পাবনা) ৯৬ মাইল, সাদিপুর পার হইতে হয়। গঙ্গার পার। ৬। পাবনা ১০৮½ মাইল ইছামতী পার হইয়া।

## পরিশিষ্ট "ঞ"

## চাকুরি-ব্যবসায়ীদিগের তালিকা (৬৪ পৃষ্ঠা)

| তালুকদার শ্রেণীর মধ্যে— | মোট | পুরুষ | স্ত্রী |
|---|---|---|---|
| গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী | ৭৩ জন | ৭৩ | — |
| অন্যত্র কেরাণী | ১১২ " | ১১২ | — |
| জমিদারের ম্যানেজার প্রভৃতি | ৪০ " | ৪০ | — |
| উকিল মোক্তার | ৩১ " | ৩১ | — |
| শস্য বিক্রেতা | ২৫৮ " | ২৫৮ | — |
| কণ্ট্রাক্টর | ২৮ " | ২৮ | — |
| মহাজনের দোকানে | ২৮৭ " | ২৮৭ | — |
| স্কুলের শিক্ষক | ১২৮ " | ১২৮ | — |
| ডাক্তার, কবিরাজ | ১২৭ " | ১২৪ | ৩ |
| পুরোহিত | ২৬০ " | ২৫৮ | ২ |
| টাকার মহাজন | ৪৮৬ " | ৪৬১ | ২৫ |
| বাড়ী ভাড়াটিয়া | ৯৮ : | ৯৮ | — |
| অন্যান্য | ৪৮১ " | ৪৬২ | ১৯ |
| | ২৯০৭ | ২৮৫৮ | ৪৯ |
| **প্রজা শ্রেণীর মধ্যে—** | | | |
| পিয়ন, কনেষ্টবল ইত্যাদি | ২৪৫ জন | ২৪৫ | — |
| চৌকিদার | ১৩১১ " | ১৩১১ | — |
| শ্রমজীবী | ১০৫১৪ " | ১০৩৮৭ | ১২৭ |
| কলের মজুর | ২৪ " | ২৪ | — |
| চাউল বিক্রেতা | ২০০ " | ১৪৯ | ৫১ |
| মাছ বিক্রেতা | ৪৭০৮ " | ৪৬৮৮ | ২০ |
| | | | ১৯৮ |
| নৌকা চালক | ১১২৭ " | ১১২৭ | — |
| গো রাখাল | ১২৭৬ " | ১২৬৯ | ৭ |
| নাপিতের কাজ | ৯০২ " | ৯০২ | — |
| ধোপার কাজ | ৫৮৪ " | ৫৭৩ | ১১ |
| দোকানদার | ৫২২৪ " | ৫১৯৮ | ২৬ |
| স্কুলের শিক্ষক | ৩৭৮ " | ৩৭৮ | — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| তৈল ব্যবসায়ী | ৯৪২ " | ৯২০ | ২২ |
| বস্ত্র ব্যবসায়ী | ৭৬৪ " | ৭৫৮ | ৬ |
| দরজীর কাজ | ৪০৬ " | ৪০৬ | — |
| সূত্রধরের কাজ | ১৫৫৯ " | ১৫৫৯ | — |
| কুমারের কাজ | ৯০৯ " | ৯০৮ | ১ |
| কামারের কাজ | ২৩৪ " | ২৩৪ | — |
| বাঁশের কাজ | ৩৭৭ " | ৩৬৫ | ৯২ |
| চামড়ার কাজ | ৯৯ " | ৯৯ | — |
| মেথরের কাজ | ৬০ " | ৫৯ | ১ |
| শস্যবিক্রেতা | ২১৭৮ " | ২১৭১ | ৭ |
| বাদ্যকরের কাজ | ১১৫৯ " | ১১৫৯ | — |
| টাকা দাদন | ১৭৬১ " | ১৭৩৮ | ২৩ |
| অন্যান্য | ৬২৬৭ " | ৬১৫৯ | ১০৮ |
| | ৪৩২৮২ | ৪২৮৬০ | ৪২২ |

## পরিশিষ্ট "ট"

### গত ১৮৯৮ সন হইতে ১৯০২ সন পর্য্যন্ত ৫ বৎসরের জন্য মৃত্যুর হার প্রদর্শিত হইল। (৬৪ পৃষ্ঠা)

| মিউনিসিপালিটী ও থানা | রেজেষ্টরী কৃত | জন্ম | জন্ম গড়ে | মৃত্যু | মৃত্যু গড়ে | হাজার করা মৃত্যু | | | | | অন্যান্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | জনসংখ্যা | সংখ্যা | হাজার করা | সংখ্যা | হাজার করা | ওলাউঠা | বসন্ত | জ্বর | উদরাময় | পক্ষাঘাত | কারণে |
| সমগ্র জেলা | ৩৭৪৭৮৩১.৬ | ১৪৪০৯৫.২ | ৩৮.৪৫ | ১০১৭৮০.৬ | ২৭.১৬ | ২.৩১ | ০.২৯ | ১৯.৯৬ | ০.২৫ | ০.২৪ | ৪.১১ |
| নসিরাবাদ মিউনিসিপালিটী | ১২৮০০.৬ | ১৮৩.২ | ১৪.৩১ | ২৩৩.৮ | ১৮.২৬ | ১.৪৩ | ০.০৪ | ১০.০৫ | ২.৪৪ | ০.৩৯ | ৩.৯১ |
| | ৫৩১২.৬ | ১৩৭.৮ | ২৫.৯৪ | ৯৮.৬ | ১৮.৫৬ | ২.৩৩ | ... | ১০.৫৭ | ১.০১ | ০.৩৯ | ৪.২৬ |
| সেরপুর | ১১৪৬৭.৬ | ৪৪১.০ | ৩৮.৪৬ | ৩৩৪.২ | ২৯.১৫ | ৩.০৬ | ০.৩৮ | ১৬.১১ | ২.১৯ | ০.৩০ | ৭.১১ |
| | ১৪৯০০.৮ | ৪৬২.৪ | ৩১.০৩ | ৩৫১.৬ | ২৩.৫৯ | ১.৭৮ | ০.২০ | ১৫.৬৬ | ০.৩৭ | ০.১৭ | ৫.৪১ |
| বাজিতপুর " | ৯৬৪৬.৬ | ৩৩০.৬ | ৩৪.২৭ | ৩১২.২ | ৩২.৩৬ | ৩.৭৮ | ০.৪৫ | ২০.০০ | ০.৬৬ | ০.০৭ | ৭.৪০ |
| নেত্রকোণা " | ১০৪৫৩.৪ | ৩০৮.৪ | ২৯.৫০ | ২৫২.০ | ২৪.১০ | ২.৮০ | ০.০৮ | ১৩.৭৪ | ০.৭৯ | ০.২১ | ৬.৪৮ |
| টাঙ্গাইল " | ১৭৪৪৭.৮ | ৩৮৫.৬ | ২২.১০ | ৩৮০.৮ | ২১.৮২ | ১.১৯ | ০.২৩ | ১৬.৬৮ | ০.৬৭ | ০.১৮ | ২.৮৭ |
| জামালপুর " | ১৬৪৬৩.৪ | ৬৪৮.২ | ৩৯.৩৭ | ৪৫২.৬ | ২৭.৪৯ | ২.৫০ | ০.২৪ | ১৭.৪৬ | ০.৭১ | ০.২৮ | ৬.৩০ |
| নসিরাবাদ থানা | ২৪৪৭৫৬.২ | ৫৯৫৮.৬ | ২৪.৩৪ | ৪২৮২.২ | ১৭.৪৯ | ১.৩১ | ... | ১৪.০৪ | ০.২২ | ০.১১ | ১.৮০ |
| | ৯৯৭৭৬.২ | ৭০০২.০ | ৭০.১৭ | ৫০৬৪.৬ | ৫০.৭৯ | ২.৬৮ | ০.০২ | ৪৩৪৫ | ০.২৯ | ০.২৪ | ৪.১১ |
| গফরগাঁও " | ১৪৯৩৪৪.৬ | ৫৭৪৯.০ | ৩৮.৪৯ | ৩৯৫০.২ | ২৬.৪৫ | ২.০০ | ০.০৪ | ২১.৭৯ | ০.২৯ | ০.৩১ | ২.০২ |
| নান্দাইল " | ১০৯৯০৮.০ | ৪১৯৭.৮ | ৩৮.১৯ | ২৭২৪.৪ | ২৪.৭৯ | ০.৮৯ | ০.০৬ | ২০.৭৮ | ... | ০.১০ | ২.৯৬ |
| ঈশ্বরগঞ্জ " | ১৫০১৬৪.৪ | ৫৮২৪.৬ | ৩৮.৭৮ | ৩২৩৭.২ | ২১.৫৬ | ০.৪৪ | ০.২২ | ১৬.৫২ | ০.১১ | ০.০৮ | ৩.৮৬ |
| ফুলপুর " | ১৪৮৮৫৩.০ | ৫০৭৩.২ | ৩৪.০৮ | ৩৪০১.৪ | ২২.৮৬ | ০.৭৪ | ... | ১৯.২৬ | ০.৩৯ | ০.০৮ | ২.৩৯ |
| নেত্রকোণা " | ২৫৮১৪৪.৮ | ৫১২৫.০ | ১৯.৮৫ | ৩৩১০.৪ | ১২.৮২ | ০.৭১ | ০.০৬ | ৮.৮১ | ০.১১ | ০.১৪ | ২.৯৯ |
| কেন্দুয়া " | ১৭৮৫৪৩.০ | ১০২৩৫.০ | ৫৭.৩২ | ৭৩১২.৬ | ৪১.১৮ | ৩.৯৬ | ০.৩৪ | ২৫.৩৫ | ০.৪১ | ০.৩০ | ১০.৮২ |
| দুর্গাপুর " | ১১৫১৬১.৪ | ৩৩৬৮.৮ | ২৯.২৫ | ৩৬১৮.৮ | ৩৯.৮৬ | ২.৯২ | ... | ২৬.৫৪ | ০.২২ | ০.১৭ | ২.০১ |
| জামালপুর " | ২৫৯১৬৯.৪ | ১১১৬৫.৮ | ৪৩.০৮ | ৭৮৯১.৪ | ৩০.৪৫ | ৩.৮৭ | ০.৪০ | ১৮.৩৪ | ০.২১ | ০.১৭ | ৭.৪৬ |
| নালিতাবাড়ী " | ৯১১২৪.২ | ৩৮১৩.০ | ৪১.৮৪ | ২৬৬৮.৬ | ২৯.২৮ | ১.১৪ | ০.০৭ | ২৪.৮২ | ০.১৪ | ০.২০ | ২.৯১ |
| দেওয়ানগঞ্জ " | ১৩৫৭৮০.২ | ৫২১৯.৪ | ৩৮.২৯ | ৩২৪৭.২ | ২৩.৯১ | ৩.৯১ | ০.৬০ | ১৪.৭৮ | ০.০৭ | ০.৩৪ | ৪.২১ |
| সেরপুর " | ১৩১১৩০.৬ | ৫৬৬৯.৪ | ৪৩.২৩ | ৩৩৫৫.০ | ২৫.৫৮ | ০.৯৮ | ০.৯৫ | ১৮.১৬ | ০.৪৭ | ০.২৬ | ৪.৭৬ |
| টাঙ্গাইল " | ৪৪০৮৬২.০ | ১৭০৪৮.৪ | ৩৮.৬৭ | ১৩৮১২.৪ | ৩১.৩৩ | ২.১০ | ০.৩৭ | ২৬.০০ | ০.১৯ | ০.৪৬ | ২.২১ |
| কালিহাতী " | ২১৭৭৪৯ ২ | ৮৭৫৯.২ | ৪৪.২২ | ৬০৭৭.২ | ২৭.৯১ | ১.৯৯ | ০.০১ | ২৪.৬৩ | ০.১২ | ০.২৫ | ০.১৯ |
| গোপালপুর " | ২৪৫১৬৯.৪ | ১০৩৯১.৪ | ৪২.৪২ | ৬৫৬৩.৮ | ২৬.৭৭ | ২.৪৯ | ০.২৫ | ২১.৪৫ | ০.১৩ | ০.৩২ | ২.৩৪ |
| কিশোরগঞ্জ " | ২৮১০০৫.২ | ১৩৬০০.৮ | ৪৮.৪১ | ৯৮৭৫.৬ | ৩৫.১৪ | ৪.৩৭ | ০.৫১ | ২২.২৪ | ০.২৭ | ০.১৫ | ৭.৬০ |
| কাটিহাদি " | ১৪৫১৮০.০ | ৫৭৭৩.৩ | ৩৯.৭৬ | ৩৮৯৭.২ | ২৬.৮৫ | ৩.১৩ | ০.১৪ | ১৮.৫১ | ০.৪৫ | ০.৩৩ | ৪.২৯ |
| বাজিতপুর " | ২৪৭৫১৭.০ | ৭২১৫.৬ | ২৯.১৫ | ৫০২৪.৬ | ২০.৩০ | ৩.১৯ | ০.৬৬ | ১১.৭৭ | ০.১৭ | ০.১৪ | ৪.৩৭ |

## পরিশিষ্ট "ঠ"

## গত সাত বৎসরের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (৬৫ পৃষ্ঠা)

| মাস | ১৯০৬ | ১৯০৫ | ১৯০৪ | ১৯০৩ | ১৯০২ | ১৯০১ | ১৯০০ | ১৮৯৯ | ১৮৯৮ | ১৮৯৭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| জানুয়ারী | ০.১৪ | ০.০৮ | ০.৬৮ | ০.৪৭ | – | ০.৩৩ | ০.২৪ | ২.৯৫ | ০.৪৭ | – |
| ফেব্রুয়ারী | ১.৩৪ | ০.৮০ | ২.০৪ | ০.৩৬ | – | ১.১৮ | ১.৯৩ | ০.৮৬ | ০.১৯ | ১.৩০ |
| মার্চ্চ | ১.৬৫ | ৩.৯৩ | – | ৩.-৭ | ১.০৮ | ১.১২ | ১০.৬৭ | ০.১০ | ০.৪০ | ৪.৭৪ |
| এপ্রিল | ০.৭৮ | ৪.৯৬ | ৮.৬৩ | ১.০২ | ১১.৬০ | ২.৫০ | ৬.১৩ | ১০.১৫ | ৪.৩৬ | ৩.০৯ |
| মে | ১৬.৫৪ | ২০.৬৫ | ২২.৫০ | ১১.৯১ | ১৬.৪২ | ১৬.৮৩ | ৮.২১ | ১১.৩২ | ৯.০৪ | ১২.২৪ |
| জুন | ১০.৪৬ | ১৯.০৩ | ১৫.৫২ | ৩৫.৬৪ | ২৯.৪৬ | ৩২.২৩ | ২০.৮১ | ১১.৪০ | ২৩.৪৬ | ৭.৬০ |
| জুলাই | ৯.২৫ | ১৬.৭১ | ১৪.৭১ | ১৮.০৯ | ১৭.৫০ | ১৫.২৬ | ৩৯.৮৬ | ২২.০৬ | ১২.৪৫ | ৯.৫০ |
| আগষ্ট | ৩৩.৫৯ | ২৬.৬৬ | ৪.৯৯ | ২৪.০১ | ১৯.১০ | ১৫.৫২ | ৮.১৯ | ১৬.৮৩ | ২০.১৯ | ১৩.৫৯ |
| সেপ্টেম্বর | ২৭.৩৮ | ১৪.১৮ | ৬.৯৫ | ১১.৬৮ | ১০.৬৯ | ৪২.৮৯ | ১০.২৬ | ১৯.৫২ | ১২.৮৪ | ১২.৮৩ |
| অক্টোবর | ৭.৯৬ | ৫.৮৩ | ২.৫৭ | ৮.৯৭ | ৩.৪৪ | ৫.৪০ | ১.৮২ | ৮.৪২ | ১২.০৮ | ৩.৮৮ |
| নভেম্বর | ০.৩২ | – | ০.৩৬ | ১.০৭ | – | ৭.২৩ | – | ৫.০৩ | ৫.৪৮ | ৯.৩২ |
| ডিসেম্বর | – | ০.০৭ | ০.১৬ | – | – | – | – | ০.০৪ | ০.০১ | – |
| মোট | ১০৯.৪১ | ১১২.৬৮ | ৭৯.১১ | ১১৭.২৯ | ১০৯.২৯ | ১৪০.৪৯ | ১০৮.১২ | ১০৮.৬৮ | ১০০.৯৭ | ৬৯.৯ |

## পরিশিষ্ট "ড"

## জেলার কোন স্থানে কত পুলিস কর্ম্মচারী তাহার তালিকা (৬৬ পৃষ্ঠা)

| এলাকা | ইনিস্পেক্টর | সব-ইনিস্পেক্টর | হেড কনেষ্টবল | রাইটার কনেষ্টবল | কনেষ্টবল | টাউন চৌকিদার | চৌকিদার | দফাদার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নসিরাবাদ | ২ | ৮ | ৯ | ৫ | ৯৫ | ১০ | ৩১৮ | ৩৯ |
| মুক্তগাছা | – | ১ | ১ | – | ১১ | ৫ | ১৩০ | ১৬ |
| ফুলবাড়ীয়া | – | ২ | – | ১ | ৮ | – | ১৯২ | ২৯ |
| গফরগাঁও | – | ৩ | – | ১ | ৮ | – | ২৬৯ | ৩২ |
| ঈশ্বরগঞ্জ | ১ | ২ | ১ | ২ | ৯ | – | ২৯৩ | ৩০ |
| নান্দাইল | – | ১ | ১ | ১ | ৮ | – | ২৩৪ | ২২ |
| ফুলপুর | – | ৩ | – | ১ | ১০ | – | ২৯৬ | ৩৫ |
| নেত্রকোণা | ১ | ৩ | ৩ | ৩ | ১৮ | ১৫ | ৩০২ | ৩৪ |
| বারহাট্টা | – | ১ | – | – | ৬ | – | ১৯৭ | ২২ |
| কেন্দুয়া | – | ২ | ১ | ১ | ১১ | – | ২৮৪ | ৩২ |
| খালিয়াজুরী | – | ১ | – | – | ৪ | – | ৫৪ | ৬ |
| দুর্গাপুব | – | ২ | – | ১ | ৪ | – | ২৫৯ | ২৯ |
| জামালপুর | ১ | ৪ | ৩ | ৩ | ১৮ | ১৫ | ২৮৭ | ৩১ |
| মাদারগঞ্জ | – | ১ | – | – | ৪ | – | ৮০ | ৯ |
| সেরপুর | – | ২ | ২ | ১ | ১১ | ১০ | ২০২ | ২৮ |
| নালিতাবাড়ী | – | ২ | – | ১ | ৮ | – | ২২৪ | ২৬ |
| দেওয়ানগঞ্জ | – | ২ | – | ১ | ৮ | – | ২৪৮ | ২৯ |
| কিশোরগঞ্জ | ১ | ৪ | ২ | ৩ | ১৫ | ১৫ | ২৮৮ | ২৯ |
| বাদলা | – | ২ | – | – | ৯ | – | ২১৩ | ২১ |
| কাটিয়াদী | – | ২ | – | ১ | ৮ | – | ২৬৭ | ২৮ |
| বাজিতপুর | – | ২ | ১ | ১ | ৯ | ১০ | ২১২ | ২১ |
| ভৈরববাজার | – | ১ | – | – | ৬ | – | ৭২ | ৮ |
| অষ্টগ্রাম | – | ১ | – | – | ৬ | – | ১২৫ | ১৩ |
| টাঙ্গাইল | ১ | ৪ | ৪ | ৩ | ২৪ | ২৫ | ৪১৩ | ৩৭ |
| নাগরপুর | – | ২ | – | – | ৯ | – | ১৭৮ | ১৮ |
| কালিহাতী | – | ২ | – | ১ | ৮ | – | ২৬৪ | ২২ |
| মির্জ্জাপুর | – | ১ | – | – | ৬ | – | ১৬৭ | ১৩ |
| ঘাটাইল | – | ১ | – | – | ৬ | – | ১৫৭ | ১৫ |
| গোপালপুর | – | ৩ | ১ | ১ | ১১ | – | ৩০২ | ২৩ |
| সবিষাবাড়ী | – | ১ | – | – | ৬ | - | ১২৪ | ১২ |
| রিজার্ভ পুলিস | – | ১০ | ৭ | – | ৬২ | – | | |
| সৈনিক পুলিস | – | ১ | ২ | - | ২৫ | – | | |
| মোট | ৭ | ৭৭ | ৩৮ | ৩২ | ৪৫৫ | ১০৫ | ৬৬৪৯ | ৭০৯ |

## পরিশিষ্ট ঢ।

এই জেলার হেড পোষ্ট আফিস, সাব পোষ্ট আফিস ও ব্রাঞ্চ পোষ্ট আফিসগুলির নাম [৬৭ পৃষ্ঠা]

### ময়মনসিংহ—হেড অফিস [২য় শ্রেণী]

বেগুণবাড়ী, বেতাগরী, চন্দ্রকোণা, দাদ্রা, দাপুনিয়া, দেবগ্রাম, ডৌহাখলা, ফুলবাড়ী, গোঁসাই চান্দুয়া, খারুয়া, কুশমাইল, পিয়ারপুর, শ্যামগঞ্জ, শম্ভুগঞ্জ। বকসিগঞ্জ—সাব পোঃ। বড়বাজার—সাব পোঃ। বাউসী বাঙ্গালী সাব পোঃ—দিঘপাইত, গুণেরবাড়ী। ধলা—সাব পোঃ। দুর্গাপুর, সুসুঙ্গ—সাব পোঃ। গফরগাঁও—সাব 'পোঃ—দত্তের বাজার, কাশীগঞ্জ, রাণীগঞ্জ, শিবগঞ্জ, উস্থি। ঘোষগাঁও—সাব পোঃ—বাহাদুরপুর, হালুয়াঘাট, রূপসি শাখুয়াই। গৌরীপুর—সাব পোঃ। ঈশ্বরগঞ্জ—সাব পোঃ। জামালপুর- সাব পোঃ—বাহাদুরাবাদ, দুরমুট, দেওয়ানগঞ্জ, ফুলকোচা, গুণারীতলা, গুথাইল, ইসলামপুর, জালালপুর, কালীবাড়ী, মাদারগঞ্জ, নান্দিনা, নরুন্দি, সাহাবাজপুর। মুক্তাগাছা সাব পোঃ—দুল্লা, ঘোগা। ময়মনসিংহ রেলওয়ে ষ্টেসন—সাব পোঃ। নারায়ণ ডহর—সাব পোঃ—দেওটুকন, ঢাকুয়া, ঘাগরা, ঝানজাইল, পূর্ব্বধলা, রায়দোমরৌহা। নেত্রকোণা সাব পোঃ—আশুজিয়া, বাঙ্গালা, বারহাট্টা, লক্ষ্মীগঞ্জ, মোহনগঞ্জ রায়পুর, রামপুর, সমাজ, তেলীগাতি। রামগোপালপুর সাব পোঃ। সেনবাড়ী সাব পোঃ—বৈলর, চরপাড়া, কালীর বাজার। সরিষাবাড়ী- সাব পোঃ—চাপরাকোণা, পোগলদিঘা। সেরপুর টাউন- সাব পোঃ—হাতীবান্ধা, নালিতবাড়ী, পাইকুড়া, রৌহা, ষাড়মারা, শ্রীবর্দ্ধি, শম্ভুগঞ্জ।

| ১ | ১৮ | ৬৬ |
|---|---|---|

### কিশোরগঞ্জ হেড অফিস [২য় শ্রেণী]

আচমিতা, বনগ্রাম, বার পাড়া, বোলাই, চাতল, গচিহাটা, জারৈতলা, যশোদল, জয়কা, কালিয়াচাপড়া, মধ্যপাড়া, মশুয়া, নান্দাইল, নীলগঞ্জ। আঠারবাড়ী সাব পোঃ—কুমারুলী, সান্দিকোণা। বাজিতপুর—সাব পোঃ—অষ্টগ্রাম, দিঘীরপার, দুলালপুর, লচিয়া, রামদি, সরাচরচর। ভৈরব—সাব পোঃ সিমুলকান্দি। হোসেনপুর—সাব পোঃ—গঙ্গাটিয়া, মটখলা, লক্ষ্মীয়া। ঝুলনবাজার—সাব পোঃ। করিমগঞ্জ- সাব পোঃ—বাদলা, ফতেপুর, গুজাদিয়া, ইটনা, নিয়ামৎপুর, সেকান্দর নগর। কাটিহাদী সাব পোঃ—ডুয়াইগাঁও। কেন্দুয়া—সাব পোঃ—কাটীহাদি, খালিয়াজুরী নয়াপাড়া, সুখারি, ত্রিমোহনী বাজার। নিকলী দামপাড়া—সাব পোঃ—মিটামইন। তাতারকান্দি—সাব পোঃ।

| ১ | ১০ | ৩৯ |
|---|---|---|

**টাঙ্গাইল হেড অফিস [২য় শ্রেণী]**

বাঘিল, বড় বাঁশালিয়া, বেড়াবুচিনা, বেথইর গালা, ঘরুন্দা, ঘাটাইল, কাগমারি, কৈজুরী, কালোহা, কুকডহরা, পাথরাই। বল্লারতনগঞ্জ—সাব পোঃ। ভদ্রা-সাব পোঃ। দেলদোয়ার—সাব পোঃ। এলাসিন—সাব পোঃ—হিঙ্গানগর, সলিল আবরা। এলাঙ্গা—সাব পোঃ—মগরা, পটল, পলিমা টেরথি। গোপালপুর—সাব পোঃ—নগদা সিমলা, কামাখ্যা মোহনপুর। হেমনগর— সাব পোঃ—ধনবাড়ী, ঝাওয়াই, সোনামৈ বাজার। জামুর্কি—সাব পোঃ—আটঘরি, আটীয়া মামুদপুর, মহেরা, মৈশামুড়া পাকুটীয়া। কালীহাতী—সাব পোঃ—ধলাপাড়া। কাঁটালিয়া—সাব পোঃ—দেওহাটা। করটিয়া—সাব পোঃ—বাঁশাইল। কেদারপুর—সাব পোঃ। মধুপুর—সাব পোঃ—আম্বারিয়া। নগরবাড়ী সাব পোঃ—দেওপুর, বিকলা, শিয়াল কোল। নাগরপুর সাব পোঃ—চৌধুরীডাঙ্গা, বিনানই, গরহাটা, মামুদনগর। পিংনা—সাব পোঃ—সাঁকরাইল সাব পোঃ—আলিসাকান্দা, বিন্নাফইর, পুড়াবাড়ী। সন্তোষ—সাব পোঃ।

| ১ | ১৮ | ৪২ |
|---|---|---|

মোট হেড অফিস, ৩, সাব অফিস ৪৬, ব্রাঞ্চ অফিস ১৪৭।